আলোচনা-প্রসঙ্গে

চর্তুদশ খণ্ড

সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস

আলোচনা-প্রসঙ্গে

চতুর্দ্দশ খণ্ড

SATSANG PUBLISHING HOUSE
SATSANG.

সঙ্কলয়িতা—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, এম্‌-এ

প্রকাশকঃ
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস্
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর (বিহার)

প্রথম প্রকাশ—২২০০
মাঘ, ১৩৯০

মুদ্রাকরঃ
শ্রীকুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
সৎসঙ্গ প্রেস
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর (বিহার)

Alochana-Prasange
14th Part, 1st Edition
Compiled by Sri Prafulla Kumar Das, M. A.

ভূমিকা

"পুরুষোত্তম চির অতন্দ্র।" সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, আশা-নৈরাশ্যে, জীবনে-মরণে, রোগে-শোকে, সঙ্কটে-সমস্যায়, লোকে-লোকান্তরে করুণা-নিলয় প্রভু আমার নিয়ত সবাইকে অমরার অমৃত পরিবেষণ ক'রে চলেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিটি কথায় তাপিতপ্রাণ শীতল হয়, অজ্ঞতার তমিস্রা তিরোহিত হয়ে জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, জাড্যের পাষাণ ধূলিসাৎ হয়ে অনির্ব্বাণ উৎসাহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। তাই আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, জ্ঞানী—সর্ব্বপ্রকারের লোক তাঁর কাছে ছুটে আসে। শোনে তাঁর অমৃত কথন, আস্বাদন করে তাঁর অপরূপ লীলামাধুর্য্য।

এখানে আলোচনা-প্রসঙ্গে, চতুর্দ্দশ খণ্ডে ১৯৪৮ সালের দ্বিতীয়ার্দ্ধের কিছুদিনের সেই দিব্য-আলাপন প্রকাশিত হ'লো। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, আলোচ্য সময়ের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর সপ্তশতাধিক বাণী দেন। এই আনন্দঘন দিনগুলির কথা স্মরণ ক'রে এখনও মন-প্রাণ পুলকিত হয়।

পরমপূজ্যপাদ বড়দার ব্যবস্থাপনায় এই পুস্তক প্রকাশিত হ'লো। মুদ্রণকালে শ্রীকুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছি। তাঁর অমৃতকথা মানুষকে অমৃতপন্থী ক'রে তুলুক। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

শান্তিনিকেতন
৩।১১।১৯৮৩
১৬ই কার্ত্তিক, ১৩৯০

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

সূচীপত্র

অকৃতজ্ঞ চরিত্র—৮১। অনন্ত মহারাজ—৭। অনুকরণ ও অনুসরণ—৮৬। অনুভূতির কথা—৮৩। অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ—৯৭, ১১৮, ১৭০। অনুলোম ও প্রতিলোম—৬১, ৭৪, ১৯৭। অনুসন্ধিৎসার জন্য প্রেরণাদান—৪০। অন্নদান—৯১। অন্যায়ের প্রতিশোধ ও প্রতিরোধ—৪২। অন্যায়ের সাথে আপোষরফা মানুষ কেন করে—১৮। অপরকে সুখী করাই সুখী হওয়ার উপায়—৩২। অবতার ও দার্শনিক—১৯১। অবতারদের শক্তির বিভিন্নতা—১৮১। অবসাদ-নিয়ন্ত্রণে—১৬৬। অভাব-দূরীকরণে—১২৭, ১৭৩। অভিমান—১২৪। অভ্যাসে প্রেরণা-লাভ—১৫৫, ১৬৪, ১৯৩। অমাত্য—৪৫, ১৭৩। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যোগ্যতার স্থান—১২২। অর্থনৈতিক বিকাশের মূল কথা—১৬৭। অসৎ-নিরোধ—৬২, ১৮৯, ২১১। অস্থানে সহবাস ক্ষতিকর—৮৪। অহিংস হ'তে হবে সত্তায়, সত্তাবিরোধীতে নয়—১২১।

আকর্ষণী শক্তির উদয় হয় কিভাবে—৯৪। আকাশের ভগবানে নয়, জীবন্ত আদর্শে আত্মসমর্পণ চাই—১৯১। আকুলতা থাকলে যুগপুরুষোত্তমকে পাওয়া যায়—৯৬। আত্মজ্ঞানীর চরিত্র—৪৬। আত্মবিশ্লেষণ—১৫২, ১৬৯, ১৯৯। আত্মা অবিনশ্বর কেন—১৮৬। আত্মা অলখ-অগম কখন—১৮২। আত্মার মুক্তি প্রসঙ্গে—১৮৫। আত্মীয়—১১২। আত্মোপলব্ধি—৩০। আত্মোপলব্ধির পথ—৫১। আদর্শপ্রাণতাই মিলনের সূত্র—৯৪। আদর্শানুগ সংগঠন—১৪৬। আয়ু বাড়ানো যায় কিনা—১৮৪। আর্য্যকৃষ্টি—১৫৭, ১৯২, ১৯৭। আশ্রম কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ—২০৮। আসন-প্রাণায়াম সম্বন্ধে—১৬৮। আহার সম্বন্ধে—১৩০, ১৮৮, ১৯৬।

ইউনিভার্সিটি-পরীক্ষার আদর্শ—১২৫। ইন্দ্রিয়গুলি সজাগ ও তৎপর রাখতে হবে—১৩৬। ইষ্টই জীবাগ্নি—৯৪। ইষ্টকর্ম্মে সাফল্যের চাবিকাঠি—৩, ৭, ৬২। ইষ্টটানে বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ—১৭২, ১৭৯, ২০৫। ইষ্টনেশাওয়ালা মানুষ—১৪৪। ইষ্টপ্রাণ কে?—১৬৪, ২১৭। ইষ্টপ্রাণতা—১০৬, ২০০। ইষ্টভৃতি—২১৫, ২১৭। ইষ্টভৃতি বাড়াবার আকুলতা—২। ইষ্টভৃতির তাৎপর্য—১৩৮, ১৪১, ১৫২। ইষ্টানুগ কর্ম্মীর চরিত্র—১৯। ইষ্টের কাছে চাওয়ার বস্তু—৫২।

ঈর্ষ্যা—৩১। ঈশ্বরপ্রেমীর চরিত্র—৭৩। ঈশ্বরলাভ—৩৫।

'উত্তম ব্রহ্মসদ্ভাব' মানে কী—২০৮। উদারতা—৭৩। উন্নতির সোপান—৮২।

ঋত্বিক্ ও গ্রাম্য আচার্য্য—২১। ঋত্বিক্-চরিত্র—১৭৫। ঋত্বিক্-সঙ্ঘ—৩৯। ঋত্বিকী—৪৪, ১৩৩, ১৭৫। ঋত্বিকের দায়িত্ব—৯১, ১০৬, ১০৮, ১৩৬।

একত্ব ও বহুত্ব—৪১, ১২৪, ১৫৯। এ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি—২১৯, ২২১।

ওষুধ খাওয়া সম্বন্ধে—৭৮।

কথা দিলে রক্ষা করবে—৮৯। করায় কৃপা—১৬৭। করায় সার্থকতা—১২, ২৩, ১০৪। কর্ম্মক্ষয়ের পথ—১৭৯। কর্ম্মফল—১৪৩। কর্ম্মসাধনে কল্পতরু—১৮। কর্ম্ম হোক প্রত্যাশাবিহীন—১৩১। কর্ম্মীদের প্রতি—১২৮, ১৪৩, ১৪৭, ১৬৪, ১৬৬, ১৭৬, ১৯২, ২০৭, ২১৩, ২১৭। কর্ম্মী-সংগ্রহ—৪৪, ৪৮, ৭৯, ১০৫, ১৪৪, ১৬০। কর্ম্মে প্রেরণাদান—১২৩, ১২৯, ১৪৫, ২১১। কর্ম্মের সূক্ষ্মতা থেকে বিরাটত্বে পরিণয়ন—৪১। কায়েত—৫৮, ১৬৩, ১৯৮, ২০২। কারখানার উৎপাদন সম্পর্কে—১৭৮। কারণাতীত—৮৩। কার্য্যসাধনে সময়ের দাম—৮৬। কাল ও দয়াল—১৮২, ১৮৩। কালের শক্তি—১৮৪। কুলীন—১৬৫। কূটস্থ—৮৪। কৃষ্টি-অনুগ সাহিত্য পড়া উচিত—১১। কৃষ্টিগত উন্নতির পথ—১৯৮। কৃষ্টিবান্ধব প্রসঙ্গে—১২২, ১২৪, ১২৫, ১২৯, ১৩৬, ১৪১, ১৪৪, ১৭৬, ১৭৮, ১৯২, ২০৭। কৃষ্টিবৈশিষ্ট্য—৭৫, ১৬২। ক্রোধের ক্ষেত্র—৭৮। ক্ষত্রিয়—৬৪।

খালি হাতে সাধুদর্শনে যেতে নাই—৮৭।

গণমন্দির—২০২। গার্হস্থ্যাশ্রমের চিত্র—১০৭। গীতা—১১৮, ১৫৭। গীতায় 'মাম্' কথাটির তাৎপর্য্য—৩৩। গুরু—১৭১। গুরুজনের দুর্ব্ব্যবহারে—৭৮। গুরুভক্তির প্রয়োজনীয়তা—৬৪। গৃহ-পরিকল্পনা—১৭১। গৃহযাজন—৫৩, ৭৫, ১০৭। গোঁ ইষ্টস্বার্থী হোক—১৬৭।

ঘটকপ্রথা—২০১।

চমু—২১। চাওয়ার নীতি—৮, ১৩২। চাণক্য শ্লোক—১০। চিকিৎসকের কৌশলী চলন—১০৫। চিকিৎসকের হ'তে হবে psychologist—১০৪। চিকিৎসায় সাফল্যের সূত্র—৫৯, ৯০, ২২১। চিকিৎসা সম্বন্ধে নির্দ্দেশ—১৮৯, ২১৮, ২২১। চিঠি—বিজয়ার আশীর্ব্বাদ—২১৩। চিঠি—ডাঃ বিধান রায়কে—২২২। চিঠি—শরৎ হালদারকে—২২২। চিঠি লেখার বিশেষ নির্দ্দেশ—১১৮। চিত্তবৃত্তি-নিরোধ কী—৩৪। চিত্রগুপ্ত—১১৭, ১৮৪।

ছড়া সম্বন্ধে—১০৯। ছেলের চেয়েও স্বামী প্রীতি, সতী নারীর জীবন-নীতি —১১৩।

জড় ও চেতন—৪৮। জমিদাররা অত্যাচারী ছিল কিনা—১৭০। জয় চাও তো ভয় ক'রো না—১৬১। জাতি বিনষ্ট হয় কখন—১৯৫। জাতিস্মরতা—৪১। জীবনের মানদণ্ড অস্তিত্ব—১২০, ১৫৪। জীবনের মূল—১০৯। জীবে দরদ—২০৩। জ্ঞানবিস্তারের প্রয়োজন—৫৪। জ্যোতিদর্শন—১৬৮।

ঝগড়ার ক্ষেত্রে—৯৩।

ঠাকুরকে স্বরূপতঃ উপলব্ধি করার পন্থা—১৭৯। ঠাকুরের কাছে আসার উদ্দেশ্য—৬।

তত্ত্বকথন—৫৪। তাঁর আশীর্ব্বাদ—১৭৩, ১৭৪, ১৮৭। তাঁর রসিকতা—২৪, ২৫, ৩১, ৮২, ১৩০, ২০৯, ২১৭। ত্যাগ ও ভোগ—৫৭।

দক্ষিণাদানের উদ্দেশ্য—১০৭। দানে ব্যাপ্তি ও বর্দ্ধনা—৮৭, ৯২, ১১২। দীক্ষা সম্বন্ধে—১৬৫, ১৭৩, ১৮৫, ১৯৪। দুরবস্থা-অপসারণের নীতি—১৭৭। দুর্গাপূজার তাৎপর্য্য—১৪৭। দুর্ব্বলতা কী—১৭। দুর্ব্বাসা—১৮। দুর্ব্ব্যবহার-কারীর প্রতি ব্যবহার—১৪২, ১৪৩। দুষ্মন্তের স্ত্রী-আসক্তি—১১৮। দেড়লাখ দীক্ষার কথা—৩, ১১৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৪৩, ১৯২। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ—১৬০, ২০০। দেশ ভাগ করা অন্যায়—৬০। দেশে মানুষের অভাব কেন—৩৯, ৫৮। দেশের কাজ করা সম্বন্ধে—২১৫। দোষমুক্ত হওয়ার উপায়—২২। দ্বন্দ্ব এড়াবার উপায়—৪৯।

ধনী ও দরিদ্র—১৩৪। ধর্ম্ম—১৫৪, ১৬০। ধর্ম্মঘট—৮১। ধর্ম্মপথ ও ধনলোভ—২। ধর্ম্মবোধ জাগলে অপকর্ম্ম প্রশ্রয় পায় না—৪২। ধর্ম্মরাজ্যের ইঙ্গিত—১৩৫। ধর্ম্মরাষ্ট্র—১৯৯, ২১৫। ধর্ম্মাচরণে পরিবেশের স্থান—১৯১। ধর্ম্মাচরণের লক্ষণ—২৯, ৯২।

না ক'রে পাওয়ার লালসা—৪, ১৩২। নানকের মৃতদেহের অন্তর্দ্ধান-রহস্য—১৮৬। নাম করার ফল—৪৯, ৫১। নামধ্যান-প্রসঙ্গে—৫১, ১৭৯, ১৮৩, ২০৮, ২০৯। নারায়ণী কেরাণী—২০৪। নাস্তিকতা—১৯৩। নিউটন ও আইনস্টাইন—১৯৪। নিমকহারামি—৬৯। নির্ভরতার একমাত্র স্থল—৫১। নিষ্কাম কর্ম্ম—১৪৫। নিষ্ঠার মূল্য—৯৭। নেতার অবশ্যই কৃষ্টিনিষ্ঠা থাকা চাই—১১২।

পঞ্চবর্হি—৬২, ৯৬, ১০৭, ১৫৪, ১৫৬, ১৫৭, ১৭০, ১৮০। পতিতকে আর্য্যীকৃত করার ব্যবস্থা—১৯৩। পথ কী—১৭৭। পবিত্র মানুষ—২০৪। পরমপিতা—১৮৩। পরমপুরুষ ধীর কেন—৮৬। পরমার্থ—৩৫। পরশুরাম নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন কেন—৬৪, ১১৪। পরস্পরকে দোষারোপের অন্তরালে—১২১। পরিবার-নিয়ন্ত্রণে—১৭৭। পাছটান আত্মবিদ্রোহী কেন—১০৯। পারশব—৩৬। পারস্পরিকতা—৮৮। পারিপার্শ্বিকের সেবা—১১১। পুত্রশোকাতুরাকে সান্ত্বনা—১৫৪। পুরুষোত্তম—৮৩, ১৯৪। পূর্ব্ববঙ্গের শরণার্থীদের প্রতি—১৪০। পৈতার তাৎপর্য্য—১০৮। প্রকৃত মুসলমান—৬৭। প্রকৃতির সাথে যোগসূত্র স্থাপনের প্রয়োজন—৫৫, ২২০। প্রণাম সম্বন্ধে—৭৭। প্রতিরক্ষা-প্রস্তুতি—৩৮। প্রতিলোমের কুফল—১৩৪। প্রতিলোমের প্রতিবিধান—২১২। প্রবৃত্তিনিরোধের কুফল—৭০। প্রয়োজনের পূর্ব্বে প্রস্তুতি—৮৬। প্রাদেশিকতার অপনোদনে—১৯৯। প্রার্থনা—১৩১। প্রেমভক্তি—১৭৮, ১৯৭। প্রেরণাদান—৫০, ৫৮। প্রেরিতপুরুষ সবাই এক

—১৫২, ১৫৩, ১৫৬, ১৭১, ১৮৫।
ফাঁকিবাজী ক'রে বড় হওয়া—৬৮।

বঙ্গদেশ—১০৬, ১৯৯। বড় হওয়ার পথ—৮০, ৯২। বর্ণাশ্রম—৫৭, ৯৮, ১১৬, ১১৮, ১১৯, ১২৭, ১৭২। বর্ণাশ্রম তুলে দিতে চাওয়ার প্রবৃত্তির পশ্চাতে কী—১১৭। বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধতায় আমাদের কর্ত্তব্য—১১৯। বর্ত্তমান যুগের সৎনাম—১৮১। বর্ত্তমানের মধ্যেই পূর্ব্বতন অধিষ্ঠিত—১৭৯, ১৮২। বস্তুরও মন আছে—৪৮। বহির্জগতে মেয়েরা—১৩৭। বাণীলিখনের খাতা সম্বন্ধে—১৩৭। বাণী সম্বন্ধে—৪১, ৫২, ৫৩, ১১৩, ১৩৮, ১৭৬, ১৯৩, ২০৬। বাত ও পেটের গোলমালের ওষুধ—১৮৬। বিকৃত ধারণাওয়ালা মানুষ—২০। বিজ্ঞানচর্চ্চা প্রসারের উপায়—৯৪। বিনা নিমন্ত্রণে কোথায় খাওয়া যায়—৭৪। বিপদের সম্ভাবনা জেনেও সে-কাজ করতে শ্রীশ্রীঠাকুর জোর ক'রে নিষেধ করেন না কেন—৯১। বিপ্র পুরোহিত তৈরী করার নির্দ্দেশ—১০৫। বিবাহ-প্রসঙ্গে—১৯৫, ১৯৭। বিবেকান্ধ মানুষ—৭৫, ১০৪, ১৮৭। বিভিন্ন যুগ—১৮৪। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি—১৫৮। বিষ্ঠা-চন্দনে সমজ্ঞান মানে কী—২০৮। বীজমন্ত্র—৯৫, ১৯৭। বীজমন্ত্র জপের দ্বিমুখী ফল—৯৬। বুদ্ধদেব—৪৪। বুদ্ধিমানরা ইষ্টপথের প্রয়োজনীয়তা বোঝে না কেন—২১৬। বৃত্তিস্বারূপ্যে মানুষ নিম্নযোনিতে যায়—১৩১। বৃহৎশিল্প ও কুটিরশিল্প—১১, ১৩৫। বেত্তাপুরুষে শরণাগতির ফল—১৪, ১৫০। বেদ revealed knowledge কেন—১২১। বেদনা কী—৭৩। বৈশিষ্ট্য—১১৪, ১৩৪, ১৭৩। ব্যবসায়ে অংশীদার থাকা—১১৬। ব্যাধি এড়াবার উপায়—৫০। ব্রহ্মচারীদের বিবাহ—১৯৬। ব্রহ্মজ্ঞান—৫৬, ১৫৭, ১৭১, ২০৮। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর—১৮৩, ১৮৫। ব্রাহ্মণের রাজলক্ষণ—৫২।

ভগবৎপ্রাপ্তি মানে—৯১। ভগবান এক ও অদ্বিতীয়—৩২, ৯৮, ১৩৭। ভগবানে surrender ক'রে কাজ কর—২০২। ভণ্ড চরিত্র—২০৪। ভয় ও ধর্ম্ম—৮৪। ভরসার বাণী—১৫, ১৯৯। ভাইদের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছিন্নতা আসে কেন—৭৮। ভাবভক্তির স্বরূপ—৫১। ভারত ও পাকিস্তান সম্পর্কে অভিমত—৯৬। ভারতবর্ষ-মহিমা—১৬০। ভারতবিভাগের মূলে—১১৬। ভারতীয় যৌথ পরিবার—১২২। ভারতের অবনতি কিভাবে এলো—৬৫। ভালবাসার ক্রিয়া—৬৫। ভালবাসার লক্ষণ—১৪০, ১৪৫, ১৬৩, ২১১.। ভিক্ষা করার নীতি—১৬২, ২১০। ভুল করা থেকে সমর্থন করা বেশী পাপ—১০। ভুল হওয়ার কারণ—১৪৮।

মঙ্গললাভের উৎস—১০, ৬৩, ১৪৬, ১৫৫। মন অবসন্ন হয় কেন—৫১। মন ও আত্মা—১৮২। মস্তিষ্কযন্ত্রেকে সাড়াশীল ক'রে তুলতে পারলে—১০৮। মহাপুরুষদের আগমন কোথা থেকে—১৮২। মহাপুরুষদের আগমনের উদ্দেশ্য—৩৬, ৩৯।

মাতৃভক্তি সম্বন্ধে—৪, ৫৫, ৬৩, ৭৮, ১১৩। মাত্রাজ্ঞানের প্রয়োজন—৭২। মানুষকে আকর্ষণ করার তুক—২১৮। মানুষকে ভাল করার পথ—৩২। মানুষ চায় আশ্রয়—১৬৪, ২০৬। মানুষ পাওয়ার জন্য আকুলতা—১২০, ১২৩, ২০২। মানুষের চর্য্যা বাদ দিয়ে টাকা উপায় করা যায় না—১১৫, ১৯৮। মায়ের মাহাত্ম্য—১১৩। মায়ের সন্তানস্নেহ—১৩৭। মালিক-শ্রমিক বিরোধে—৮১। মৃত্যুর পরের বোধ—৯৫। মেয়েদের সতীত্ব কেন প্রয়োজন—১৯৬।

যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি—১৬৩, ১৭৪, ১৯৪। যজ্ঞ—১৫৬। যতিবৃন্দের প্রতি নির্দ্দেশ—১৪৯, ১৫০, ২০৭। 'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'—২১০। 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'-এর অর্থ—১৩৮। যাজন—৫৪, ১০৫, ১০৮। যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কারণ—১৯১। যুগ-অনুপাতিক বীজমন্ত্র—১৮১। 'যুক্তাহার-বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু' গীতার এই শ্লোকের অর্থ—৭২। যোগ—১০১, ১৭৯। যোগ্যতা—১৮৯।

রসায়ন (ঔষধ)—১৪৫। রাজনীতি—২৪, ১৬২। রাধা—১৯৭। রাধিকার মানভঞ্জনের তাৎপর্য্য—৫৪। রামকানালি সম্পর্কে—১১৭, ১২৩, ১৪৬, ১৭৩, ২০০। রাষ্ট্র ধর্ম্মনিরপেক্ষ হয় না, সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ হ'তে পারে—১৭১। রুগ্ন মানসিকতাকে সুস্থ করার নীতি—১১৬।

লক্ষ্মীর আবাস—৬। লয়ের অবস্থা—১৮২। লাভজনক খরচ করার নির্দ্দেশ—১৭৪। লেখার নির্দ্দেশ—১৪৫, ১৪৬, ১৪৮, ১৬৯। লোকপ্রশংসা—৭৬।

শত্রুসান্নিধ্যে চলার তুক—২০, ২১১। শরীর ঠিক রাখার কৌশল—৭৪। শরীর-মনের সামঞ্জস্য বিধানের তুক—৮। শালকিয়ার বাড়ী সম্বন্ধে—১১৭। শিক্ষার ভিত্তি—১১, ৫৫, ১১১, ২১১, ২১৬। শিবাজী—৭৯, ৯৭, ১৬৩, ১৯৮, ২০৭। শিশুদের মনের দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার—৯। শোক সম্বন্ধে—৮০। শ্রদ্ধাকর্ষী ব্যবহার চাই—১৬০, ১৭৭। শ্রীকৃষ্ণ লোকক্ষয় করেছিলেন কেন—১৫। শ্রীরামকৃষ্ণদেব—৩৬, ১৮৩। শ্রীশ্রীঠাকুর চিঠির শেষে 'আমি' লেখেন কেন—১২৪। শ্রীশ্রীঠাকুরের আত্মকথা—১৪, ৪২, ৪৩, ৬৯, ৭৭, ৮৯, ৯০, ১০১, ১০৬, ১১০, ১১৩, ১১৫, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৫০, ১৮৯, ২১৯, ২২০, ২২১। শ্রীশ্রীঠাকুরের তাম্রকূট সেবনের উপযোগিতা—২২২।

সংস্কার—১৮৩। সৎনাম না নিয়ে কেউ বিগত হ'লে তার জন্য কী করা যায়—১৪৮। সৎনাম শিশুদিগকে ব'লে দেবার নির্দ্দেশ—১৬০। সত্য ও ঈশ্বর—৫। সত্যকথা—১১২। সত্যযুগকে কৃতযুগ বলা হয় কেন—১২৪, ১৮৪। সৎসঙ্গ আন্দোলনের উদ্দেশ্য—২০৭। সৎসঙ্গীদের করণীয়—৭১, ১৬৩, ২১০। সৎসঙ্গীদের চরিত্র—১২৬, ১২৯, ২১৭। সৎসঙ্গীদের অর্থকষ্ট হয় না—১২৬। সৎসঙ্গীর

মৃত্যুর পরের অবস্থা—১৮০। সৎসঙ্গের ভাবধারা প্রসারে—৭৯, ৯৭, ১০৬, ১৪১, ১৭৭, ১৭৮। সদাচার—২০৬। সদ্‌গুরু—১৮৩, ১৯৫। সদ্‌গুরুকে চেনার উপায় —১৮০। সদ্‌গুরুগ্রহণের প্রয়োজন—১৮৫। সদ্‌গুরুর মৌজ—১৮০। সদ্‌গুরু-সেবা—১৮১। সদ্‌ব্যবহার কী—১৪২। সন্ন্যাসে নাম পরিবর্ত্তন হয় কেন—১৫৮। সপ্তার্চ্চি—১৪১, ১৫৬। সমবায়-সমিতি—১৭৮। সমবেদনা—১১১। সমাজ ও ব্যক্তি—১৩৪। সমাজ-সংগঠনের পদ্ধতি—৬১, ৬৯। সমৃদ্ধি ঈশ্বরে সার্থক হওয়া চাই—২১২। সরবতি লেবু—১৪০। সস্নেহ নিয়ন্ত্রণ—৬৩, ৬৬, ৭০, ৮২, ১০৪, ১৪০, ১৪৮, ১৫৯, ১৭৫। সহিষ্ণুতা—৪৩। সাংখ্য ও বেদান্তের সামঞ্জস্য—১৩৭। সাংসারিক জীবনে কৃতকার্য্যতা—২১৩। সাচ্চা অনুরাগের ক্রিয়া—৩৯। সাধকরা পুরুষোত্তমকে গ্রহণ করতে পারেন না কেন—১৯৫। সাধনায় ইষ্টকেন্দ্রিকতার অপরিহার্য্যতা—১৩০, ১৬৮। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে—৬৯। সার্থক সেবা—৪০। সাহায্য করার নীতি—১১৫। সিদ্ধির মাপকাঠি—১৩২। সুকৃতি আছে কিনা তার পরখ—২১৮। সুরদাস, তুলসীদাস—২১৮। সুসন্তান জননে মায়ের স্থান—১৯০। সুসন্তান লাভে বিবাহের স্থান—৪৫, ৫৩, ৫৬। সেবা—১১৬। স্ট্যালিন—১৬৩, ২০০। স্বদেশপ্রীতি—৬৬, ১৯২। স্বপ্ন কী—২১৭। স্বর্গ-মর্ত্ত্য—১৮১। স্বাধীন—২৫, ১৬০। স্বাধীনতা—২৭, ২৮। স্বামীজী মহারাজ—১৮১।

হনুমান—৫৮, ২১৫। হিটলার—১৪৪, ১৬৩, ২০০। হিন্দু ও মুসলমান—৬০, ৯৬, ১৫৮, ১৯৯।

Adjusted sex—২১৮।

Balanced divine resourcefulness—১৩।

Chance—১৩৩। Concentration—৩৭। Concentric হওয়ার ফল—১০।

Depression—১২৬। Disciple—১৬৪।

Economic improvement কিসে হয়—১৯৬। Ego tackle করা মানে—২১৫। Equal distribution and equitable distribution—২৩।

Fortune—১।

Go-between—১০৪, ১২৭।

I am before Abraham was—২০৫।

Leader—১৬৮।

Mental and physical growth—১৯৬। Militia-character—১২৯।

Politics—১৬২ ।

Relief work—২১৬ । Religion—১৯১ ।

Sincerity—২১৬ । Sincerity of purpose—৬ । Surrender—১৯১ ।

Thought-reading—২১৬ ।

World-teacher—১৭৯ ।

—:★:—

আলোচনা-প্রসঙ্গে

২৯শে শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৫৫ (ইং ১৪।৮।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর উত্তরের বারান্দায় উত্তরাস্য হ'য়ে উপবিষ্ট। বেশ ভোরে প্রফুল্ল এসে প্রণাম করতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দেখ্ fortune (ভাগ্য) কথাটার সম্বন্ধে আমার মনে একটা ভাব উঁকি মারছে। ব্যাপারটা সমর্থনীয় কি না কি জানি?

প্রফুল্ল—আপনার মাথায় যখন এসেছে তখন ঠিকই আছে, তাহলেও দয়া ক'রে খুলে বলুন যাতে ব্যাপারটা নিজে বুঝতে পারি ও সবার কাছে তুলে ধরতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হচ্ছে A man who can tune events and environment in favour of his existence may be called a man of fortune (যে ঘটনা এবং পরিবেশকে নিজের অস্তিত্বের অনুকূলে একতান ক'রে তুলতে পারে, তাকেই বলা যায় ভাগ্যবান লোক।)

প্রফুল্লকে কথাগুলি লিখতে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর ভর্ৎসনার সুরে বললেন—না বুঝে-শুনে কি যে লিখিস?

প্রফুল্ল—কথাগুলি যদি হারিয়ে যায়, পরে আর পাব না। লেখা থাকলে ভেবেচিন্তে দেখা যায়। অবশ্য, আপনি যদি চান যে কোন বিশেষ কথা রাখার প্রয়োজন নেই পরে তা আপনার আদেশমতো কেটে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় এইটুকু বুঝেছি যে, আপনার সব কথাই অমূল্য সত্যের খনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পণ্ডিতি ছেড়ে দে। দেখ যা' লিখছিস তা' যুক্তিবিচারসহ কিনা।

প্রফুল্ল ২।১ মিনিট চিন্তা করে জোরের সঙ্গে বললো—এটা বিলকুল ঠিক আছে। ভাগ্য সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব মৌলিক আলোকপাত আছে এর মধ্যে।—এই বলে কথাটা প'ড়ে শোনাল।

একটু পরেই কালিদাসদা (মজুমদার), যতীনদা (দাস), হেমাঙ্গদা (দাশগুপ্ত), মহিমদা (দে) প্রভৃতি আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই প্রফুল্ল! এখন যে কথাটা কলেম এদের কাছে পড়ে শোনা তো, দেখা যাক এরা বোঝে কি না।

প'ড়ে শোনানো হ'ল।

যতীনদা—কথাটা সুন্দর ও অভিনব। ভাগ্যরচনায় প্রত্যেকের নিজের কী করণীয় তা' খুব ভালভাবে বোঝা যায় এ থেকে।

মানুষ আনন্দ-সন্ধানী। তাই আনন্দময়ের সান্নিধ্যে মানুষের সমাবেশ লেগেই থাকে দিনরজনী। আর তিনিও বুকভরা ব্যাকুলতা নিয়ে অকাতরে বিলিয়ে চলেন অফুরন্ত আনন্দ ও উদ্দীপনার রসদ। রাত্রি তার মায়াময় ছায়া বিছিয়ে দিয়েছে ধরিত্রীর গাত্রে। বাতাসে বইছে মধুক্ষরা কুসুম সুরভি। দ্যুলোকে জ্বলছে জ্যোতির্বিভাসিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী। বিরাটের এই পটভূমিকায় স্বরাট্ স্বমহিমায় সমাসীন। মানুষ ভূমার সন্তান, ভূমার পূজারী। স্বল্পে তার সুখ নেই, সে চায় আরো আরো আরো হ'য়ে, আরো আরো আরো ক'রে তাঁর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত ক'রে সার্থকতা আলিঙ্গন করতে।

সেই চিরন্তন আকূতি যেন ভাষা পেল জনৈক ভক্তের কণ্ঠে—বাবা! আমি সাধ্যমতো ইষ্টভৃতি করি, কিন্তু মনে তৃপ্তি হয় না তাতে। ভাবি কবে যোগ-অর্ঘ্য করতে পারব, পরক্ষণেই মনে হয়, সামান্য আয়, অত টাকা পাব কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে হাতে তুড়ি দিয়ে বললেন—টাকা কোথায়?—তোমার এই আন্তরিক সাধু সঙ্কল্পই হয়তো অদূরভবিষ্যতে অজস্র শুক্ল অর্থের জনয়িতা হ'য়ে উঠবে। মাথা খাটাও, অর্জ্জনপটুতা ও ইষ্টভৃতির পরিমাণ বাড়িয়ে চল। তোমার অগোচরে আপসে আপ যোগ-অর্ঘ্য করবার সামর্থ্য গজিয়ে উঠবে তোমার ভিতর। তোমার শক্তির সীমারেখা তোমার তো জানা নেই। তোমার আগ্রহই বলে দেয় তুমি খুব পারবে, ঢের পারবে। এক নেংটে পারে, আর পারে খুব অর্থবান। তবে প্রকৃতপক্ষে নেংটেরাই পারে। ধনীরা পারে কমই। ভগবান যীশু বলেছেন—"It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of heaven." (একজন ধনীর স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের চাইতে বরং একটা উটের পক্ষে একটা সুচের ছিদ্র দিয়ে গলিয়ে যাওয়া সহজ।)

প্রফুল্ল—ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে ধর্ম্মের কি কোন নিত্য ও আত্যন্তিক বিরোধ আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওখানে যীশু ধনী বলতে অর্থগৃধ্নু ধনীদের কথা বলেছেন। যারা ঈশ্বর-প্রেমী, ঈশ্বরের তথা জীবের সেবার জন্যই যাদের বিত্তবিষয়, তাদের বিত্তবিষয় ধর্ম্মের বিরোধী তো নয়ই, বরং পরিপোষক। অর্থগৃধ্নু ধনীদের কাছে অর্থ ঈশ্বরের চাইতে প্রিয়তর। তাই তারা অর্থলোভে ঈশ্বরকে ছাড়তে পারে, কিন্তু ঈশ্বরার্থে অর্থব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করে। শুধু অর্থগৃধ্নু ধনীদের সম্বন্ধে এ-কথা খাটে না, অর্থগৃধ্নু দরিদ্রদের সম্বন্ধেও এ-কথা প্রযোজ্য। জুডাস যে ত্রিশটি মুদ্রাখণ্ডের জন্য যীশুকে ধরিয়ে দিয়েছিল, তার মূলেও ছিল ঐ অর্থগৃধ্নুতা। এমন অনেক কৃপণ বড়লোক আছে যারা নিজের ও নিজের জনের জন্যও যেখানে যেমন প্রয়োজন তা' খরচ করতে পারে না। এরা সুস্থ ও স্বাভাবিক নয়। এরা pauper (দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত) এদের কড়া চিকিৎসার প্রয়োজন। এ এক রকমের পাগলামিও বটে। তাদের ব্যক্তিত্বে বহু বিদঘুটে

অসঙ্গতি বাসা বেঁধে থাকে। এই ঘূর্ণাবর্ত্তে যারা পড়ে তাদের পার পাওয়া কঠিন। নানারকমের ঘুণেধরা লোক সমাজে হোমরা-চোমরা হ'য়ে বসে আছে। তাই এ-সমাজের আজ এ-দুর্দ্দশা। অবশ্য খাঁটি লোকও অনেক আছে। কিন্তু এই ডামাডোলের বাজারে তারা যেন কোণঠাসা হয়ে পড়ছে।

শরৎদা (হালদার) বললেন—পূর্ব্ব বাংলার বহু জেলায় আজকাল আমাদের ঋত্বিক্ নেই। অথচ সেখানে কাজ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ঐসব জায়গায় অনেক যাজন-মুখর সৎসঙ্গী আছে। ঋত্বিক্ থাকলে ওখানে দীক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রচুর সুযোগ আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বলি যে যেখানে পার work (কাজ) ক'রে বিশেষ দেড়লাখ লোক জোগাড় ক'রে দাও। তারপর তাদের ভিতর থেকে কর্ম্মী ক'রে পঙ্গপালের মতো লোক ছেড়ে দেবনে দিকদিগন্তে। পঙ্গপাল শস্য নষ্ট করে, কিন্তু এরা মানুষকে ইষ্টচলনে প্রবুদ্ধ ক'রে তাদের অনিষ্টকর চলন নষ্ট ক'রে দেবে। তা'তে নূতন ক'রে মঙ্গলের মলয় হাওয়া বইতে সুরু করবে এই দেবভূমি ভারতবর্ষে। আবার তা' শুধু এদেশেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, দেশের সীমান্ত অতিক্রম ক'রে সারা দুনিয়ায় ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়বে। কিন্তু আপনারা যদি এখনকার মতো ঢিমেতেতালা চলনে চলতে থাকেন, ক্ষেপা কুকুরের মতো বেপরোয়া হ'য়ে না লাগেন, তাহলে কতদিনে কি হবে তা' বলা মুশকিল। একটা কথা বলি—আমার দায়টা যদি আপনাদের দায় হয়ে না দাঁড়ায় তা'হলে আপনাদের স্বার্থ ও পরমার্থ দু-ই কিন্তু খাবি খেতে থাকবে। ভাল চান তো ব্যক্তিগত সবরকম খেয়াল ও স্বার্থান্ধতা ছেড়ে ইষ্টসর্ব্বস্ব হ'য়ে উঠুন। এই-ই হ'লো শক্তি, সামর্থ্য ও সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠি। আপনারা যে সময়মতো আমার ইচ্ছা পূরণ করতে পারছেন না, তার প্রধান কারণ আপনাদের প্রবৃত্তিলিপ্সা ও পিছটান। নির্ম্মমভাবে এগুলি পরিহার করুন, দেখবেন, আমি যা' বলছি তা' magic-এর (যাদুর) মতো ক'রে ফেলতে পারবেন।

পরক্ষণেই শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—আজ শেষ যে লেখাটা দিয়েছি, পড়ে শোনাবি নাকি?

প্রফুল্ল—আজ্ঞে হ্যাঁ!

বাণীটা পড়া হ'লো—

বলে—

অন্তরের সহিত সেবাপ্রয়াসী,
তোমার বাস্তব শুভানুধ্যায়ী,
কিন্তু তোমার উপচয়ে নির্ল্লজ্জ সাধু অবজ্ঞা,
অথচ নিজের প্রয়োজনে তোমার কাছ থেকে পাওয়ার বুদ্ধি
সংকুচিত তো নয়ই, বরং ক্রমবৃদ্ধিপর;

বুঝে রেখো—
জোঁকের মতো তারা,
তাদের সাহচর্য্য
তোমাকে জয়যুক্ত করা দূরে থাকুক,
নির্দ্দোষ বুদ্ধিতেই
তোমাকে ক্ষয়িষ্ণু ক'রে তুলবে,
তাদের বুদ্ধি তাদেরও ব্যর্থ করবে ;
ঐ জোঁকেরও যদি জোঁক হতে পার—
কল্যাণবুদ্ধিতে,—
তারাও বাঁচবে, তুমিও বাঁচবে,
নচেৎ মুশকিল কিন্তু।

পড়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—বোঝা গেল?

শরৎদা—বোঝা তো গেলই। কিন্তু ভাবছি—আমি নিজে কি এ-অপরাধ থেকে মুক্ত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কাছ থেকে নিলেই যে মানুষ পচে গেল, তা' তো নয়। আপনাদের মতো যারা নিজেদের দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও আমার জন্য যথাশক্তি করার তালে থাকে, তাদের চিন্তার কারণ কম। করার তোড়েই তারা ধীরে-ধীরে পরিশুদ্ধ হ'য়ে উঠতে থাকবে। পাওয়ার উদগ্র লালসা যাদের করার বুদ্ধি, দেওয়ার বুদ্ধি খতম করে দেয়, তাদের ব্যাধিই খানিকটা দুশ্চিকিৎস্য। অবশ্য তারা নিজেরাই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে যদি চলার রকম পালটে ফেলে, তাহলে তাদেরও ভাবনার কিছু নেই। পরমপিতার দয়া মানুষকে সর্ব্বদাই সাহায্য করার সুযোগ খোঁজে।

মাতৃভক্তি সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কা'রও মায়ের উপর প্রবল টান আছে দেখলে আমার খুব ভাল লাগে। কেমন একটা সশ্রদ্ধ সম্ভ্রম ও আশাভরসা জাগে তার সম্বন্ধে।

কেষ্টদা—ডি, এল, রায় তাঁর চন্দ্রগুপ্ত নাটকে মায়ের যে চিত্র অংকন করেছেন, তা' অতুলনীয়। তা' পড়ামাত্র মায়ের সম্বন্ধে একটা গভীর অনুরাগ ও আবেগ জাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আব্দারের সুরে বললেন—হ্যাঁ কেষ্টদা! চাণক্যের মুখের সেই সুন্দর কথাগুলি এখন একবার প'ড়ে শোনাবেন?

সুধামা পাশেই ছিলেন।

কেষ্টদা সুধামাকে ইঙ্গিত করলেন—চন্দ্রগুপ্ত নাটকটি নিয়ে আসতে।

সুধামা বইখানি নিয়ে আসার পর কেষ্টদা দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্য থেকে প'ড়ে শোনালেন—মা—যা'র সঙ্গে একদিন এক অঙ্গ ছিলে—একপ্রাণ, একমন, এক

নিঃশ্বাস, এক আত্মা—যেমন সৃষ্টি একদিন বিষ্ণুর যোগনিদ্রায় অভিভূত ছিল,—তারপর পৃথক হ'য়ে এলে—অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মত, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মত, চিরন্তন প্রহেলিকার প্রশ্নের মত! মা—যে তার দেহের রক্ত নিংড়ে, নিভৃত বক্ষের কটাহে চড়িয়ে স্নেহের উত্তাপে জ্বাল দিয়ে সুধা তৈরী ক'রে তোমায় পান করিয়েছিল—যে তোমার অধরে হাস্য দিয়েছিল, রসনায় ভাষা দিয়েছিল, ললাটে আশিস-চুম্বন দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিল; মা—রোগে, শোকে, দৈন্যে, দুর্দ্দিনে তোমার দুঃখ যে নিজের বক্ষ পেতে নিতে পারে, তোমার ম্লান মুখখানি উজ্জ্বল দেখবার জন্য যে প্রাণ দিতে পারে, যার স্বচ্ছ স্নেহমন্দাকিনী এই শুষ্ক তপ্ত মরুভূমিতে শতধারায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে যাচ্ছে; মা—যার অপার শুভ্র করুণা মানব-জীবনে প্রভাত-সূর্য্যের মতো কিরণ দেয়—বিতরণে কার্পণ্য করে না, প্রতিদান চায় না—উন্মুক্ত, উদার, কম্পিত আগ্রহে দুহাতে আপনাকে বিলাতে চায়! এ সেই মা!

কেষ্টদা কথাগুলি দক্ষ অভিনেতার মতো প্রাণস্পর্শী বাগ্‌বৈদগ্ধ্যসহকারে পাঠ করলেন।

শুনতে-শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবান্তর হ'লো। ছল-ছল চোখে, গম্ভীর মুখে, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিষাদ-নিমজ্জিত হয়ে রইলেন। সদানন্দময় প্রভু আমার যেন এখন মাতৃ-বিরহ-কাতরতার চেতন প্রতিমূর্ত্তি।

সতীনদা—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব একজায়গায় বলেছেন—"আমি মা'র কাছে কেবল ভক্তি চেয়েছিলাম। ফুল হাতে ক'রে মা'র পাদপদ্মে দিয়েছিলাম; বলেছিলাম, 'মা এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি; আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার ধর্ম্ম, এই নাও তোমার অধর্ম্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।" কিন্তু এ জায়গায় একথা তো বলেননি এই নাও তোমার সত্য, এই নাও তোমার মিথ্যা!

শ্রীশ্রীঠাকুর—Existence (অস্তিত্ব)-টা যায় এটা আমরা কেউই চাই না। সত্য কথাটার পেছনে আছে অস্‌-ধাতু অর্থাৎ অস্তিত্ব। অস্তিত্বের জন্যই সব, আর অস্তিত্ব দিয়েই সব। ঈশ্বর হলেন অস্তিত্বের উৎস। সেই মহা অস্তিত্বের কোলে দাঁড়িয়ে আমরা অস্তিত্ব অটুট রাখি ও তা' উপভোগ করি। নিজেদের আমরা যতখানি পরমপিতার উপভোগ্য ক'রে গড়ে তুলি, আমরা ততখানি আনন্দের অধিকারী হই। আবার এই আনন্দ দাঁড়ায় সৎ অর্থাৎ সত্তা এবং চিৎ অর্থাৎ সুকেন্দ্রিক বিস্তারশীল চেতনার উপর। আমি তো এইরকম বুঝি। শাস্ত্রটাস্ত্র তো আমি জানি না। আমি যা' অনুভব করেছি, দেখেছি তাই আমার কাছে সব। সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আমি চলি, বলি, করি, ভাবি। এটা যোল

আনা বিজ্ঞান, যে বিজ্ঞান দিয়ে আমার যা'-কিছু explain (ব্যাখ্যা) করা যায়।

যতীনদা—সিঁড়িতে আলো জ্বালানো নাকি লক্ষ্মীর চিহ্ন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—No light, no sight, no knowledge (আলো না থাকলে দর্শনও থাকে না, জ্ঞানও থাকে না)। লক্ষ্মী এসেছে লক্ষ্-ধাতু থেকে যার মানে হ'ল জ্ঞান, দর্শন, আলোচনা ইত্যাদি। আমরা তো আলোই চাই, জ্ঞানই চাই আর জ্ঞানোজ্জ্বল, ভক্তি-উচ্ছল চলন যেখানে সেখানেই তো লক্ষ্মী অর্থাৎ সমৃদ্ধির আবাস।

যতীনদা—রামকৃষ্ণদেব বলতেন তিনি যদি একজনকে গাড়ু আনতে বলতেন এবং তখন যদি অন্য কেউ গাড়ুটা নিয়ে আসত তাঁর মনটা ভাল লাগত না। মনে হ'ত তিনি যেন খানিকটা সত্যভ্রষ্ট হ'য়ে পড়ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও অমনতর হয়। মনে হয় sincerity of purpose (উদ্দেশ্যের একমুখীনতা) নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। পরমপিতা এই শরীর মনটাকে এমনভাবে গঠন করেছেন যে, সেগুলি পরমপিতার ইচ্ছাপূরণ ও লোককল্যাণ সাধন ছাড়া আর কিছু ভাবতে বা করতে পারে না। প্রতিপদক্ষেপেই আমাকে অবশভাবে ঐ পথেই চালিয়ে নিয়ে চলে। বুদ্ধিও সেইভাবে ক্রিয়া করে। ধরেন, প্রফুল্ল ঐদিকে যাচ্ছে, আমার মনে হ'ল ওদিকে গেলে ওকে হয়তো পোকায় কামড়াবে। ক'লাম—এই প্রফুল্ল জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধানটা নিয়ে আয় তো। ওকে সে সুযোগ না দিয়ে আপনিই হয়তো টক করে অভিধানটা এনে দিলেন। প্রফুল্ল তাই দেখে যেদিকে যাচ্ছিল সে-দিকেই হয়তো গেল এবং ওকে পোকায় কামড়ালো। তার মানে এতে করে আপনি অজ্ঞাতসারে আমার উদ্দেশ্যটাকে ব্যাহত করলেন। আপনি ভাবলেন আপনি আমার সেবা করলেন কিন্তু আদতে আপনি আমার মনে একটা অস্বস্তির সৃষ্টি করলেন এবং প্রফুল্লকে আমি যেমন করে একটা অসুবিধার হাত থেকে উদ্ধার করতে চাচ্ছিলাম, তাতে বাদ সাধলেন। আমার ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ও ইঙ্গিত বুঝে যদি না চলেন, নিজের obsession (অভিভূতি)-এর রাজ্যে যদি ঘুরপাক খান তা'হলে আমার লাখো সঙ্গ করেও উপকৃত হ'তে পারবেন না। সে আর লালন একখানে রয় লক্ষ যোজন ফাঁক—এমনতর হবে। তাই হুঁশিয়ার হ'য়ে বুঝে চলবেন।

যতীনদা—আমাদের তো অনেক সময় খেয়ালই থাকে না। তাই ভাল করতে গিয়ে মন্দ ক'রে বসি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দৃষ্টিটা যদি আমার দিকে থাকে, আমার সুখ ও স্বস্তি যদি আপনার একমাত্র কাম্য হয়, তা'হলে ওসব বালাই ঘুচে যাবে। এখানে তো এসেছেন আমাকে খুশি করবার জন্য। সেটা যদি ভুলে যান এবং আমার কাছে থেকেও যদি নিজের খেয়ালী চলনায় চলেন, তা'হলে আমি আপনার ভাল করতে চাইলেও, আপনি আমাকে সুযোগ না দেওয়ায় আমি নিরুপায় হ'য়ে পড়ব।

আমার এখানে বহুমানুষ আছে কিন্তু তাদের মধ্যে পুরোপুরি আমার হাতে এসেছে, এমন মানুষ কমই দেখতে পাই। সেইজন্য আপনাদের, দেশের, দশের, দুনিয়ার জন্য যা' পরমপিতা আমাকে দিয়ে করাতে চান, তার ভগ্নাংশও বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হচ্ছে না। অথচ অনেকেই ভাবে তারা ভক্ত এবং তারা আমার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে। আমার কথায় মন খারাপ করবেন না। ধীইয়ে বুঝে দেখবেন। আমার এই কথাগুলি শুধু আপনার জন্য নয়। যারা আমাকে ভালবাসে, যারা আমাকে অনুসরণ ক'রে চলতে চায়, তাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই আমার এই কথা। কিশোরী ও মহারাজ এই দুইজনেই তো ছিল আমার আদিম আমলের hand (কর্ম্মী)। তারা তখন আমাকে কাঁটায়-কাঁটায় অনুসরণ ক'রে চলতে চেষ্টা করত, লহমায় আমার ইঙ্গিত ধরতে পারত। তাদের দিয়ে সেইযুগে যে অসাধ্য কান্ড হয়েছে, আপনারা এখন এত হোমরা-চোমরা মানুষ এসেও ঠিক তেমনটি করতে পারছেন বলে মনে হয় না। মহারাজের অর্থাৎ অনন্তর ঐ ধরণ বরাবর অব্যাহত থাকলে তারপক্ষে আরো ভাল হ'ত এবং বোধহয় অকালে চলে যেতে হ'ত না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি শুনে সবাই স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন। মনে হলো স্তব্ধ বিস্ময়ে সবাই অন্তর্মুখী হ'য়ে ভাবছেন—কা'র কাছে এসেছি, কী পেয়েছি আর কী ভাবেই বা চলছি।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে উন্মুক্ত আকাশতলে শুভ্র শয্যায় এসে বসেছেন। পরণে তাঁর কালোপেড়ে শান্তিপুরী ধবধবে ধুতি। খালি গায়ে দশদিক আলোকিত ক'রে বসে আছেন। তাঁর শুভ্র উপবীত ও স্বর্ণকান্তি এক স্নিগ্ধ দ্যুতি বিকিরণ করছে। তাঁকে দেখে, তাঁর সঙ্গ ক'রে কখনও আশ মেটে না। মনে হয় দুটি চোখ দিয়ে নিরন্তর কেবল তাঁকেই দেখি এবং সতত তাঁর শ্রীচরণতলে থাকি।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), প্রমথদা (দে), প্যারীদা (নন্দী), সুরেনদা (বিশ্বাস) প্রভৃতি চৌকির কাছ ঘেঁসে বসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—কালকের লেখাটা পড়ে শোনাবি নাকি?

পড়ে শোনানো হ'ল—

যদি পারো চেয়ো না,
দিও—
যাকে দেবে তার প্রয়োজন জানতে পারলেই
—যেমন তোমার ক্ষমতায় কুলোয়;
আর যদি চাইতেই হয়, এমনভাবে চেয়ো—
যা'র কাছে চাচ্ছ
অনিচ্ছাবশতঃই হোক আর অক্ষমতা বশেই হোক,

যদি না দিতে পারে,
ক্ষুণ্ণ বা বিরক্ত না হয়।

সুরেনদা—কিভাবে চাইতে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বলতে হয়—আমার এই প্রয়োজন, যদি পার একটা ব্যবস্থা করে দিও, কষ্ট বা অসুবিধা ক'রে কিছু করবার দরকার নেই। পরমপিতার দয়ায় এবং তোমাদের আশীর্ব্বাদে একটা ব্যবস্থা ঠিকই হ'য়ে যাবে। চাইতে হয় সহজভাবে, মুখ কাচুমাচু ক'রে চাইতে হয় না। জানবে দেনেওয়ালা পরমপিতা এবং তিনিই দেন মানুষের মাধ্যমে। কারও কাছ থেকে কিছু পেলে তার শতগুণ তাকে দেবার ধান্দা নিয়ে চলবে। এতে তোমাদের যোগ্যতা বেড়ে যাবে। Beggar (ভিক্ষুক) বা pauper (দৈন্যব্যাধিগ্রস্ত) হবে না কখনো। তোমরা রাজার বেটা, রাজার মতো দিল নিয়ে চলবে। হীন স্বার্থপর হ'লে অমানুষ হ'য়ে যাবে। শত গুণপনা সত্ত্বেও তোমাদের ব্যক্তিত্ব কোনদিন ফুটে উঠবে না। ভয় ও সঙ্কোচ তোমাদের পেয়ে বসে থাকবে। লোকের প্রকৃত শ্রদ্ধা কখনো আকর্ষণ করতে পারবে না।

৩০শে শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৫৫ (ইং ১৫।৮।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর ইদানীং অনেক বাণী দিচ্ছেন। বাণীগুলি দেওয়ার পর যখনই দু-চারজন উপস্থিত হন তখনই তা' প'ড়ে শোনাতে বলেন এবং সেই প্রসঙ্গে নানা আলাপ-আলোচনা চলে।

২৪ পরগণা থেকে খগেন মৌলিকদা নামক একজন প্রতিঋত্বিক্ এসেছেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কাতর ভাবে বললেন—ঠাকুর! আমার শরীরটা মোটেই ভালো থাকে না, সেইজন্য ইষ্ট-কর্ম্ম ঠিকমতো করতে পারি না। এইসব নানা কারণে মনটাও খারাপ হ'য়ে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর দরদের সঙ্গে বললেন—শরীরটার যত্ন নিও, এইটেই আমাদের প্রথম ঠাকুরঘর। একে সুস্থ সবল সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। সদাচার ঠিকমতো পালন করা লাগে, খাওয়া-দাওয়া খুব হিসেব ক'রে করতে হয়। নাম হরবকত চালাতে হয় আর শরীরে যুত পেলে ঝড়ের মতো কাম করা লাগে। মন খারাপ করে কি হবি? ওতে শরীরও খারাপ হ'য়ে পড়ে। যেমন ক'রে হোক মনের স্ফূর্ত্তি বজায় রাখা লাগে সমীচীনভাবে। ভাল-ভাল বই পড়তে হয়। ঘরে বসেও বাড়ীর সবার সঙ্গে ইষ্ট-প্রসঙ্গ করতে হয়। সবসময় একটা খেয়াল রেখে চলবে যাতে পরিবেশকে আনন্দে মাতিয়ে তুলতে পারো। অমনতর একটা সক্রিয় নেশা থাকলে দেখবে মন কিছুতেই অবসাদগ্রস্ত হওয়ার সুযোগ পাবে না। তোমার শরীর-মন তো তুমি পরমপিতাকেই দিয়ে দিয়েছো। এগুলির ব্যবহার

এমনভাবে করতে হবে যাতে তিনি নন্দিত হন। তুমি যদি নিজেকে দুঃখ-পীড়িত হ'য়ে থাকতে দাও তাহ'লে তোমার সত্তারূপী পরমপিতাকে যে কষ্ট দেওয়া হয়। তা' করা কি ঠিক?

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে খগেনদা বললেন—আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার নির্দ্দেশগুলি পালন ক'রে চলতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর জোরের সঙ্গে বললেন—যেন আবার কী? ঠিকই পারবে। পারবার জন্যই, আমার কাজ করবার জন্যই তোমার জীবন—এই কথাটা স্মরণে থাকলেই হ'লো। পরমপিতার অজস্র আশীর্ব্বাদ আছে তোমাদের উপরে। তাই তো তাঁর চাপরাশ পেয়েছ।

দাদাটির মুখে বিমল হাসি ফুটে উঠল। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি বললেন—

শরীর-মন যদি সুস্থ থাকে,
তবে কাজ করার অভ্যাসই
কর্ম্মঠ ক'রে তোলে।

পরক্ষণে খগেনদার দিকে চেয়ে বললেন—আবার কর্ম্মঠ থাকার অভ্যাসটা যদি রপ্ত ক'রে ফেলতে পারো তাহ'লে দেখবে শরীর অনেকখানি সুস্থ থাকবে। মানুষ অলস হ'লে শরীর-মন দুই-ই ধীরে-ধীরে অসুস্থ হ'য়ে পড়তে থাকে।

সুশীলদা (বসু), সুরেনদা (বিশ্বাস), মন্মথদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রভৃতি এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে বসলেন। এখন বেলা দশটা বেজে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর সামনের বারান্দায় উত্তরাস্য হ'য়ে উপবিষ্ট।

মুকুল মৃদু-মৃদু হাসতে-হাসতে শ্রীশ্রীবড়মার ঘর থেকে বের হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর কৌতুককর ভঙ্গীতে তার দিকে চেয়ে ইশারায় কী যেন বললেন। মুকুল তাতেই মহা খুশি হ'য়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মুকুল দুই-একসময় আসে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। যখন খুব ব্যস্ত থাকি তখন কিন্তু আসে না। আসার পর বেশী সময় থাকেও না। আমার যে ওর দিকে নজর আছে, ওকে দেখতে পেয়ে আমি যে খুশি হয়েছি, এইটুকু বুঝতে পারলেই খুশি হ'য়ে চলে যায়।..............বড়রা অনেক সময় কাজকর্ম্ম নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকে যে বাল-বাচ্চাদের মনের চাহিদা কী —সে বিষয়ে ভাববার ও করণীয় করবার অবকাশ পায় না। এতে কিন্তু শিশুদের mental growth (মানসিক বিকাশ) hampcred (ব্যাহত) হয়।

সুশীলদা—আপনাকে যতই-দেখি, ততই মনে হয়, এতদিক আপনার খেয়াল থাকে কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মূল বস্তুর উপর খেয়াল যদি যথাযথভাবে থাকে, তাহলেই মানুষের খেয়াল সবদিকে ঠিক থাকে। আমি বুদ্ধি ক'রে কিছু করি না।

সর্ব্বক্ষণ আমি পরমপিতার হাতে থাকি, তিনি আমাকে দিয়ে যা' করানোর প্রয়োজন মনে করেন, করিয়ে নেন। দেখবেন যে যত concentric (সুকেন্দ্রিক), তার চলনও তত নিখুঁত। শুধু বুদ্ধি দিয়ে concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'লে হয় না, তাতে অনেক সময় motor-sensory co-ordination (কর্ম্মপ্রবোধী-স্নায়ু ও বোধপ্রবাহী স্নায়ুর সঙ্গতি) আসে না। কেউ বাস্তব চলনে প্রতি পদক্ষেপে হাতে-কলমে concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'লে, তার চাল-চলনই বদলে যায়। বেফাঁস ও বেহুঁশ চলন তার প্রায় থাকে না বললেই হয়।

মন্মথদা বললেন—কত অপরাধ করি কিন্তু দেখি আপনার ক্ষমার অন্ত নেই। তাই বোধ হয় টিকে আছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতা তো সর্ব্বদাই সুযোগ খোঁজেন যাতে আমাদের টিকিয়ে রাখতে পারেন। কিন্তু আমরা যদি তাঁকে সে সুযোগ না দিই, তাহলেই তিনি নাচার হ'য়ে পড়েন। ভালমন্দ যে যেমনই হোক না কেন, সে যদি প্রকৃত ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন হ'য়ে চলতে চেষ্টা করে তাহ'লে তার মঙ্গল অবধারিত।

সুশীলদা—মানুষ তো অনেক সময় প্রবৃত্তির ঝোঁকে চলা সত্ত্বেও মনে করে ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠার পথেই চলছে এবং সেই ভাবেই নিজের ভুল চলনের সমর্থন করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে ইষ্টানুরাগী সে কখনও নিজের ভুল সমর্থন করে না। ভুল করাটা তত দোষের নয় ভুল সমর্থন করাটা যত দোষের। ভুলকে যারা নিজেথেকে ভুল ব'লে বুঝতে পারে না তাদের ভুল শোধরানো কঠিন ব্যাপার। কিন্তু কেউ ধরিয়ে দিলে সে যদি তা' বুঝতে পারে ও সংশোধনে তৎপর হয় তাহ'লেও অনেক বাঁচোয়া। অনেকে আছে তারা জ্ঞাতসারেই ভুল করে এবং যুক্তিবিচার সহকারে লোককে বোঝাতে চেষ্টা করে যে তাদের চলনটা ঠিক, তারা কিন্তু কপট। তাদের থেকে দূরে থাকাই ভাল।

ইতিমধ্যে বীরেনদা (মিত্র), কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), চুনীদা (রায়চৌধুরী) প্রভৃতি আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রফুল্ল! এরা সবাই জড়ো হয়েছে এখন ঐ বাণীগুলি একবার প'ড়ে শোনাবি না কি?

প'ড়া হ'লো।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তামাক খেলেন।

বাণীগুলি বেশ সহজ ও স্পষ্ট ছিল। তাই সেগুলির উপর দাঁড়িয়ে বিশেষ কোন আলোচনা হ'লো না।

শ্রীশ্রীঠাকুর চুনীদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই চাণক্য-শ্লোক প'ড়েছিস?

চুনীদা—দুই-একটা শ্লোক জানি, ভাল ক'রে পড়িনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে চাণক্য-শ্লোক স্কুলপাঠ্য ছিল। ওর প্রত্যেকটি শ্লোকই

full of practical wisdom (কার্য্যকরী জ্ঞানপূর্ণ)। চাণক্য-শ্লোক আবার যদি স্কুলগুলিতে চালু করে ভাল হয়। ওগুলি মুখস্থ ক'রে রাখতে হয়।

সুশীলদা—বিষ্ণুশর্ম্মার পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ প্রভৃতির গল্প ও শ্লোকগুলিও বেশ মজাদার ও শিক্ষাপ্রদ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! আমাদের কৃষ্টি যদি বুঝতে হয় তবে সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য, কাব্য, দর্শন, নাটক, পুরাণ, সংহিতা, ধর্ম্মসূত্র, গৃহ্যসূত্র, পাণিনির ব্যাকরণ ইত্যাদি পড়তে হয়। বেদ, উপনিষদ ইত্যাদির টীকা বেশী না প'ড়ে, মূল জিনিসগুলি ধীইয়ে পড়া লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বড়াল-বাংলোর সামনের বারান্দায় উপবিষ্ট। শরৎদা (হালদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), কালিদাসদা (মজুমদার), প্রবোধদা (মিত্র), প্রফুল্লদা (মুখোপাধ্যায়), কানাইদা (গঙ্গোপাধ্যায়), খগেনদা (মৌলিক) প্রভৃতি বহু দাদা এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে কাছে ব'সে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দুটি বাণী দিলেন।

এরপর শরৎদা জিজ্ঞাসা করলেন বৃহৎ শিল্প এবং কুটিরশিল্প—এই দুটোর মধ্যে কোন্‌টি আপনি বেশী পছন্দ করেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেশী পছন্দ করি কুটিরশিল্প, কিন্তু বর্ত্তমানে শুধু কুটিরশিল্পে চলবে না, বৃহৎ শিল্পের প্রসার এখনও ঢের করা লাগবে। নচেৎ বিদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টেকা যাবে না। বৃহৎ শিল্প ও কুটিরশিল্প বর্ত্তমানে দুই-ই চালিয়ে যেতে হবে। বৃহৎ শিল্প বেশ প্রসার লাভ করলে তখন বৃহৎ শিল্পের সংখ্যা না বাড়িয়ে গার্হস্থ্য যন্ত্র উদ্ভাবন ক'রে বৃহৎ শিল্পের নানা অংশ বাড়ীতে-বাড়ীতে ছড়িয়ে দিয়ে সেইগুলি একজায়গায় সংগ্রহ ও সমাবেশ ক'রে বৃহৎ শিল্পের বিকল্প ব্যবস্থা করা লাগবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে দেশে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি না পায়। গ্রামে-গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা লাগে। বিদ্যুৎ-শক্তি পরিচালিত কুটিরশিল্প যত বাড়ে ততই গ্রামগুলি সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে।

বৃন্দাবনদা (বসাক) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—শিক্ষাটা যাতে সহজ ও স্বাভাবিক হয় তার চেষ্টা করা লাগে। প্রত্যেকটি ছেলে-মেয়ের অভ্যাস-ব্যবহার শিশুকাল থেকে সুগঠিত ক'রে তুলতে হয়। মা, বাবা এবং পরিবারের অন্য সবার চাল-চলন, আদব-কায়দা, আচার-ব্যবহার, কথাবার্ত্তা ইত্যাদি যেন এমন হয়, যা' অনুসরণ ও অনুকরণ ক'রে শিশুরা লাভবান হ'তে পারে। পরিবারের সবার চলন-বলন ঠিক হ'লে গোড়া থেকেই সহজ শিক্ষার ভিত্তিপত্তন হয়। ছেলেপেলেদের শিক্ষা দেবার সময় একগাদা জিনিস একসঙ্গে মাথায় ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করা ভাল নয়। তারা কতটুকু ধরতে পারে, গ্রহণ করতে পারে তাই বুঝে অল্প-অল্প ক'রে শেখাতে হয়, একসঙ্গে বেশী জিনিস গাদায়ে দিলে তার অনেকগুলি মাথায় ঢোকে না।

সেজন্যে ভাললাগার ভাবটি থাকে না বরং একটা অনিচ্ছা ও বিরাগের ভাব আসে। কখনও-কখনও তদের মনে হয় আমাদের মাথা ভাল না, এগুলি আমরা আয়ত্ত করতে পারবো না। আত্মবিশ্বাস যদি নষ্ট হয়ে যায়, তার মতো সর্ব্বনাশা আর কিছু নাই। শিশু কোন্‌টা বুঝতে পারল না সেই নিয়ে তাকে কখনও গঞ্জনা করতে নেই। বরং যেটুকু বুঝতে পারে সেইজন্য প্রাণখুলে তারিফ করতে হয়। পারে না বা পারবে না এমনতর ভাব তাদের মাথায় ঢুকতে দিতে নেই। বাড়ীতে-বাড়ীতে ল্যাবরেটরি, কুটিরশিল্প, কৃষিক্ষেত্র, তাঁত, কামারশালা, গোপালন-ব্যবস্থা ইত্যাদি যদি থাকে এবং যার যেদিকে interest (অনুরাগ), সে সেই দিকে যদি ঝোঁকে, তাহলে আপসে আপ কত কি শিখে যাবে। অনুসন্ধিৎসা যদি জাগে এবং তার ইন্ধন যদি যুগিয়ে যেতে পার, তবে আর ভাবতে হবে না। একটা যদি ভাল করে পারে, সেই অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আরো পাঁচটা পারবে। বাড়ীটা হওয়া চাই education-inducing centre (শিক্ষা-প্রবোধনী কেন্দ্র)। আর সুকেন্দ্রিকতা যাতে পোষণ পায় সেইজন্য ইষ্টভৃতি, মাতৃভৃতি, পিতৃভৃতি ধরিয়ে দিতে হয়। চেতিয়ে দিতে হয় যাতে আহরণ বা অর্জ্জন ক'রে এগুলি করে। তাহ'লে একযোগে বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম্মশক্তি গজিয়ে উঠবে। কর, দেখতে পাবে কাণ্ডটা কী হয়।

বৃন্দাবনদা—শুনলাম, বুঝলাম ঢের। কাজে বিশেষ কিছু করলাম না, এই যা' আপসোস।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর না কেন? আপসোস না ক'রে যতটুকু পার কর। করার কোন বিকল্প নেই। নিজেকে ঠকিও না। করতে শুরু করলে দেখবে কত আত্মপ্রসাদ ও শক্তি লাভ করবে। তোমার দেখাদেখি তোমার পরিবার, পরিবেশের মধ্যেও তা' চারিয়ে যাবে। "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" (এই ধর্ম্মের সামান্য অনুপালনও মহা ভয় থেকে ত্রাণ করে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—'উৎপন্ন যেখানে' ব'লে যে লেখাটা আছে, পড়বি নাকি?

প্রফুল্ল—আজ্ঞে হ্যাঁ!

উৎপন্ন যেখানে বিপুল,
হৃদয়ও সেখানে প্রতুল,
আর আদর্শপ্রাণতা, সহযোগিতা, কর্ম্মপ্রাণতা
যদি সাধু তৎপরতায়
উচ্ছল হ'য়ে চলে,
উন্নতি সেখানে
পৃষ্ঠপোষকতায়
প্রয়াস প্রস্রবণে
স্বর্গীয় পরিপূরণশীল হ'য়েই চলে॥

পড়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Instinct (সহজাত সংস্কার) অনুযায়ী প্রত্যেকে যদি তার মতো ক'রে ইষ্টানুপূরণে irresistibly active (দুর্ব্বারভাবে সক্রিয়) হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে দেশে সব রকমের productivity ও produce (উৎপাদনশীলতা ও উৎপন্ন দ্রব্য) এন্তার বেড়ে যাবে। উচ্ছলতা উত্তাল হ'য়ে উঠবে। এই-ই হলো balanced divine resourcefulness (সাম্যসঙ্গত ভাগবত ঐশ্বর্য্য)। এতে ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সম্পদ, প্রাচুর্য্য, চরিত্র, প্রাণবত্তা যুগপৎ বেড়ে চলবে। সব শ্রেণীই উন্নত হবে পারস্পরিক সক্রিয় সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে। ইষ্টার্থী প্রয়াস-প্রবণতার ফলে ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা লজ্জায় মাথা লুকোবে। পরমপিতার দয়ায় ছবিগুলি আমি দেখতে পাই। এর মধ্যে একটাও আন্দাজী বা ফাঁকা কথা নেই। এখন তোমরা ক'রে তুলতে পারলেই হয়। এ-সব হস্তামলকবৎ।

শ্রীশ্রীঠাকুর আবেগের সঙ্গে কথাগুলি ব'লে থেমে গেলেন।

সকলেই এখন নির্ব্বাক।

৩১শে শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৫৫ (ইং ১৬।৮।৪৮)

ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু দরদী দয়াল ঠাকুর আমার প্রাতে বড়াল-বাংলোর উত্তর দিকের অলিন্দে শ্রীশ্রীবড়মার প্রকোষ্ঠ-সংলগ্ন পূর্ব্বপ্রান্তে তক্তাপোশের উপর পরিপাটি ক'রে পাতা দুগ্ধধবল শুভ্রশয্যায় উত্তরাস্য হ'য়ে সুখাসীন। মন যেন তাঁর আপনাতে আপনি মগ্ন। প্রশস্ত জ্যোতির্ম্ময় ললাট, করুণাঘন আয়ত আঁখিযুগল, নয়নানন্দ, ললিতলাবণ্য-মণ্ডিত সুপ্রসন্ন বদনকমল। যেন এক আলোকসামান্য মোহন মাধুর্য্যের অনবদ্যসুন্দর আলেখ্য। কার সাধ্য তাঁকে একবার দেখে চোখ ফেরায়? নির্নিমেষ চোখে দেখতেই থাকে। যে বারেক দেখে সেই চিরতরে মজে। ধ্যানের ধন হ'য়ে তিনি ঠাঁই করে নেন তার অন্তরের অন্তস্তলে। অরূপ অপরূপ মানষী রূপ ধ'রে এমনি ক'রেই জীবের উত্তরণ ঘটান অমল, অমর্ত্ত্য অমৃততীর্থে।

একের পর এক ঈশ্বরপিপাসু অনুরাগী সেবক এসে ভক্তিবিনম্র চিত্তে তাঁকে প্রণাম ক'রে দুচোখ ভ'রে তাঁর চাঁদপানা মুখখানি দর্শন করছেন। সবাই নীরব, নিস্তব্ধ, যেন চোখ চেয়ে ধ্যান করছেন।

স্তব্ধতার অবসান ঘটিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর সওয়া সাতটার সময় বললেন—লিখবি নাকি?

লেখক আজ্ঞে হ্যাঁ! বলতে না বলতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

কুচর্চ্চা-ও-গুজববাধ্য মনের
বিয়োগ ও বিকৃতিই হচ্ছে
প্রধান পরিকর।

পরক্ষণেই শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—লিখিছিস্ ?

প্রফুল্ল—আজ্ঞে লিখেছি!

শ্রীশ্রীঠাকুর—পড়্ তো।

পড়া হ'লো।

তারপর কেদারদা (ভট্টাচার্য্য) লেখাটার মানে জানতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মিষ্টি হেসে বললেন—আপনিই কন্ না, আমি শুনি। আপনারা লেখাপড়া জানা মানুষ। কত গোছায়ে কইতে জানেন, আমি তো মুখ্যুর শিরোমণি।

কেদারদা লজ্জার মাথা নত করলেন। তারপর বিনম্র বচনে বললেন—সত্যানুসরণে আছে—'যাই কেন কর না, তার ভিতর সত্য দেখতে চেষ্টা কর। সত্য দেখা মানেই তাঁকে আগাগোড়া জানা, আর তাই জ্ঞান।' লেখাপড়া করলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে—জানি ব'লে একটা মিথ্যা অহঙ্কার হয়, কিন্তু আপনি যাকে জ্ঞান বলেন, তার বিন্দু-বিসর্গও হয় না। তবে আপনার দয়ায় এইটুকু বুঝেছি যিনি স্বয়ং জ্ঞানমূর্ত্তি, ক্রমাগত তাঁর সঙ্গ, সাহচর্য্য ও সেবা করতে-করতে ছিটে-ফোঁটা সুসঙ্গত জ্ঞান গজালেও গজাতে পারে। আপনার কাছে এসে নিজের অজ্ঞতার মাত্রা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছি এবং অন্তঃসারশূন্য অহমিকা কিছুটা ঘায়েল হয়েছে। এখন ভুল জানাগুলি ভুলতে পারলে বাঁচি। এখন যদি কেঁচে গণ্ডুষ ক'রে অবিমিশ্র ভাবে আপনার শিক্ষায় শিক্ষিত হ'তে পারি। বহুদিন নিজের বিকৃত বোধের দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে আপনার ভাবধারার মূল্যায়ন করতে গিয়ে হয়রাণ ও ব্যর্থ হয়েছি। খাপছাড়া এলোমেলো নানা ধারণা-রূপী ভূতগুলি এখন মাথা থেকে নেমে গেলে রেহাই পাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই বেত্তাপুরুষের শরণাপন্ন হতে হয় শৈশবে সশ্রদ্ধ খোলা মন নিয়ে, মনগড়া একদেশদর্শী ভ্রান্ত ধারণা বা সংস্কারের কয়েদ না হ'য়ে। শুনেছি একজন উচ্চাঙ্গের বেহালা-বাজিয়ে ছিলেন। আনকোরা নতুন কোন ছাত্র তাঁর কাছে বেহালা শিখতে গেলে তিনি যা' দক্ষিণা নিতেন, আনাড়ীর কাছে তালিম নেওয়া কোন ছাত্র গেলে, তার কাছ থেকে তার ডবল নিতেন। বলতেন ভুল শেখাটা ভোলাতে গেলে তাঁর খাটুনি দ্বিগুণ বেড়ে যেত। এবং ছাত্রের পক্ষেও কষ্ট বেশী হতো। আমি যে লেখাপড়া শিখিনি, তথাকথিত পণ্ডিতদের কাছে নানা রকম তত্ত্বালোচনা শুনিনি, তাতে আমার পক্ষে সুবিধা হয়েছে। মূলেরও মূল যা', যা' থেকে সব-কিছু গজিয়েছে তা' পরমপিতার দয়ায় সচেতনভাবে প্রত্যক্ষ করেছি—both analytically and synthetically (বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ সহকারে)। আমি তাঁর দয়াজীবী অক্ষম সন্তান, তাই তিনি হাতে ধ'রে গোটা ব্যাপারটা দেখিয়ে দেন, বুঝিয়ে দেন, প্রতিপদক্ষেপে চালিয়ে নেন। বুদ্ধি ক'রে কমই বলি, কমই করি। ভিতরে থেকে আর একজন যেন কলকাঠি নাড়েন।

আমি তাঁর হাতের পুতুলমাত্র। আমার নিজের উপর আমার কোন এক্তিয়ার নেই। কর্ত্তা-ইচ্ছায় কর্ম্ম হয়। তবে হ্যাঁ! এই শরীরের প্রত্যেকটা cell (কোষ) তাঁর তালে-তালে পা ফেলে চলতে উন্মুখ ও উদগ্র হ'য়ে থাকে। তাই ভয়, উদ্বেগ, সঙ্কল্প, বিকল্প, দুশ্চিন্তা, অহমিকা যা' কিনা অসংস্কৃতা মনের কারসাজি তা' ভিতরটাকে বড় কাবু করতে পারে না। সবটার মধ্যে থেকেও আমি যেন কিছুর মধ্যেই নেই। তাঁর কাণ্ডকারখানা দেখি, খেলা দেখি আবার খেলিও। কোন্‌টা কেন হয় চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। বড় মজা, কারণপুরুষের কৃপা হ'লে বিশ্বব্যাপার বুঝতে গিয়ে ঘায়েল হতে হয় না। তখন দেখা যায় জগতে কিছুই অকারণ নয়, আকস্মিক নয়, বিচ্ছিন্ন নয়, প্রত্যেক যা'-কিছুর সঙ্গে অন্য সব-কিছু কার্য্যকারণসূত্রে অচ্ছেদ্যভাবে জড়ান। আপনার কণ্ঠস্বরের যে বৈশিষ্ট্য তা' থেকে deduce (অনুমান) ও trace (বের) করা যায় আপনার সমগ্র জীবন, চরিত্র ও ভাগ্য। শুধু এ জন্মের নয়, অতীত ও ভবিষ্যৎ কত-কত জন্মের। আর কেবল আপনার নয়, আপনার পরিবার, পরিবেশের, সমাজের ও জগতের যা'-কিছুর। Attention (মনোযোগ) দিলেই সিনেমার পর্দ্দায় যেমন পর-পর ছবি ও দৃশ্য ফুটে ওঠে, তার চাইতেও স্পষ্ট সব চাক্ষুষ করা যায়। কেদারদা! একটা-একটা ক'রে কত জানবেন? আবার জানাগুলির মধ্যে সঙ্গতিই বা কেমন ক'রে করবেন, তার চাইতে দেহধারী জ্ঞান, ভক্তি, শক্তি ও প্রেমকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসুন, অনুসরণ করুন, তাঁর হুকুম তামিল করুন, কোন-কিছুর জন্য নয়, একমাত্র তাঁরই তুষ্টি, পুষ্টি, তৃপ্তি, স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার জন্য। এই মহানেশায় সর্ব্বদা, সক্রিয়ভাবে ডুবে থাকুন, মজে থাকুন। আপনার যা' জানবার, যা' পাবার, যা' হবার তা'র সব-কিছুই তাঁর দয়ায় এই পথে একযোগে সুসিদ্ধ হবে। নিশ্চয় করে বলছি—হবেই। যারা বুদ্ধিমান, যারা নিজের প্রকৃত স্বার্থ ও সার্থকতা চায়, এই-ই তাদের করণীয়। যারা মতলববাজ, যারা চালাকি দিয়ে বাজীমাৎ করতে চায়, অশান্তি ও জ্বালা তাদের অনিবার্য্য। তবে পরমপিতার দরবারে যারা আসে, তিনি যেন-তেন, প্রকারেণ তাদের মঙ্গল করেনই। যে যতই পাঁয়তারা ভাজুক, যে যতই শয়তানি করুক, তাঁকে যে একদিনও প্রাণের সঙ্গে ডেকেছে, ভালবেসেছে, সে তাঁর বিশেষ নজরের মধ্যে আছে। দয়াল এবার কাউকেই বরবাদ হ'তে দেবেন না। জীব কষ্ট পেলে সত্তারূপী তিনি অস্বস্তি বোধ করেন। তাইতো তিনি আমাদের পিছনে লেগে থাকেন, যাতে আমরা তাঁকে ভালবেসে নিত্যানন্দে অধিষ্ঠিত হ'তে পারি।

শ্রীশদা (রায়চৌধুরী) কথাপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লোকক্ষয়ের কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি সবাইকে বাঁচাতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছার সঙ্গে সহযোগিতা না ক'রে যারা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে শয়তানের আনুগত্য স্বীকার করলো, বিধিবশে তাদিগকে শয়তান-সেবার বিহিত ফল

পেতে হ'লো।

একটু পরে তামাক খেতে-খেতে শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—শ্রীকৃষ্ণের গোটা জীবনটা দেখতে হয়। যাকে বলে—একেবারে ভগবান!

এরপর হঠাৎ 'পাণ্ডবগৌরব' থেকে উদাত্ত কণ্ঠে অপূর্ব্ব ভাবভঙ্গী সহকারে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভীমের নিম্নলিখিত দুটি উক্তির আবৃত্তি করলেন—

না জানি কি গুরু অপরাধে
বহু লজ্জা দিয়েছ শ্রীহরি?
ত্রিভুবন অযশ গাহিবে,—
দুর্য্যোধন সহায় হইলে।
অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে হয় সাধ।
হে মুরারি, তব পদ স্মরি, করিয়াছি পণ,
রণে দুর্য্যোধনে করিব নিধন,—
গদাঘাতে ভাঙ্গি উরু।
মরমে দহিয়ে, তোমারে স্মরিয়ে
পাঞ্চালী খুলেছে বেণী!
যাক মম প্রতিজ্ঞা অতলে!
রহুক দ্রৌপদী এলোকেশী চিরদিন!
কুশলে কৌরব রহুক হস্তিনাপুরে;
খেদ নাহি করি,
কিন্তু আশ্রিতে ত্যজিব;—
এ কলঙ্ক অর্পিতে মাথায়
ইচ্ছা কি হে তব ইচ্ছাময়?
সন্ধি হেতু আসি নাই চক্রধারি!

* * * * *

অতি ছল, অতি খল, অতীব কুটিল,
তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল;
তুমি লজ্জাহীন, তোমারে কি লজ্জা দিব?
সম তব মান, অপমান,
নহে ক্ষত্র হ'য়ে কহ কৃষ্ণ ক্ষত্রিয় সদনে,
পরাজয় ভয়ে রণে হও পরাঙ্মুখ!
নিন্দাস্তুতি সমান তোমার,
কি হইবে রুষ্ট কথা কয়ে?
কিন্তু নাম ধর ভক্তাধীন,
কায়-মন-প্রাণ, অর্পণ করেছি রাঙ্গা পায়—

তথাপি যদ্যপি তুমি না বুঝ বেদনা,
রণস্থলে, দেবতামণ্ডলে,
উচ্চকণ্ঠে করিব প্রচার—
নহ তুমি লজ্জানিবারণ!
নহ কভু ভক্তাধীন!
নহে কেন কর হতমান?
হলে কণ্ঠাগত প্রাণ
কৃষ্ণনাম আর না আনিব মুখে!

প্রস্থানের ভঙ্গিমা ফুটে উঠলো চাউনি, হস্তসঞ্চালন ও অঙ্গদোলনে। আসর মাত! সবাই আনন্দে টইটম্বুর।

কিছুক্ষণ পরে প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করলো—আপনি 'সত্যানুসরণে' বলেছেন—সর্ব্বপ্রথম আমাদের দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। সাহসী হতে হবে, বীর হতে হবে।—দুর্ব্বলতা বলতে আপনি কী বোঝাতে চেয়েছেন? এবং সাহসী ও বীর হওয়ার রকমটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্যনিষ্ঠ চলনের পরিপন্থী কোন কিছুকে প্রশ্রয় দেওয়া বা মেনে নেওয়াটাই দুর্ব্বলতা। ধর, তুমি জান ও বিশ্বাস কর যে কৃতঘ্নতা খারাপ জিনিস। তোমার সামনে একজন সম্ভ্রান্ত, পরাক্রান্ত ও অর্থবান লোক হয়তো কৃতঘ্নতার সমর্থনসূচক কথা বলছে। সে দলে ভারী, তার কথার বিহিত প্রতিবাদ করতে গেলে হয়তো তোমাকে নাজেহাল হ'তে হবে এবং তার কাছ থেকে যে সাহায্য ও সহযোগিতা তুমি ভবিষ্যতে আশা কর, তা' হারাবে। এইসব ভেবে চিন্তে তুমি হয়তো চুপ ক'রে থাকলে। এবং তোমার চুপ ক'রে থাকার সমর্থনে হয়তো পরে লোকসমক্ষে নানা তত্ত্বের অবতারণা ক'রে তাদের সৎসাহস ও মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে চাইলে। এই ধরণের ক্লীবতা, ভীরুতা বা কাপুরুষতা দুর্ব্বলতার একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। আরো কতো রকমারি আছে। জেনে বুঝে দুষ্প্রবৃত্তিকে পুষে রাখার প্রবণতা সর্ব্বনাশা। এ সব থাকলে শত সদ্‌গুণ থাকা সত্ত্বেও একটা লোকের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব কিছুতেই জেল্লাওয়ালা হ'য়ে ওঠে না। তার কোন প্রভাব হয় না। এমন লোক কিছুটা বিবেকী হলে একটা গভীর অপরাধবোধ তাকে কুরে-কুরে খায়। তার ফলে অসুস্থতা ও অকালমৃত্যুর কবলেও পড়তে হতে পারে তাকে। অনেক সময় ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যেও এই দুর্ব্বলতা সংক্রামিত হয়। গহীন ব্যাপার। মানুষ তো তলিয়ে বোঝেও না, ভাবেও না। দুর্ব্বাসনার দাস হ'য়ে অনেকে সারাজীবন অজ্ঞাতসারে সবংশ ও সপরিবেশ নিজের কবর খুঁড়ে চলে। তবে সৎ-স্বরূপে জ্বলজ্বলে জোরদার বিশ্বাস যদি কা'রও থাকে, সে নিজের বা অপরের দুর্ব্বলতার পৃষ্ঠপোষকতা করে

না। দেহবল, ধনবল, জনবল না থাকলেও মানুষ ভগবদ্বিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাসের জোরে অকুতোভয় হয়। আত্মিক বল ও মনোবলই এখানে আঁধার পথে আলো জেবলে দুরিতনিরসনের প্রেরণা জোগায়,—তা' সপরিবেশ নিজের। তাই এমনতরদের জীবনে অসৎ-নিরোধী পরাক্রম স্বতঃ, সহজ ও সাবলীল হয়ে ওঠে। দুর্ব্বাসাজাতীয় কোপন স্বভাবের লোক যারা বা inferiority-complex (হীনম্মন্যতা)-এর শিকার যারা, তা'রা হৃদ্য অথচ বলিষ্ঠভাবে অসৎ নিরোধ করতে পারে কমই। তারা অনেক সময় ভাঙ্গনবিলাসী হয়। যারা নিজেদের দোষ দুর্ব্বলতাকে শাসনে সংযত করতে জানে না, তারা অপরের দোষ সংশোধন করবে কিভাবে?

প্রফুল্ল—অন্যায়ের সঙ্গে আপোষরফা ক'রে চলার প্রবৃত্তি আসে কোথা থেকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মস্বার্থকে ইষ্টস্বার্থ থেকে more important (অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ) বলে মনে করা থেকে।

প্রফুল্ল—তার কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Pedigreed dog (সদ্বংশজাত কুকুর) master (প্রভু)-এর interest (স্বার্থ) কোন consideration-এ (বিবেচনায়) sacrifice (ত্যাগ) করে না বলে শুনেছি।

—দে প্যারী! এক ছিলুম তামুক দে। তারপর খগেন (তপাদার) ও মনোহর (সরকার)-এর কাজকাম দেখে আসি।

শ্রীশ্রীঠাকুর মনোহরদার কাছে এসে কাজের কথাপ্রসঙ্গে বললেন—ঢিমেতেতালা কাম আমার পছন্দ হয় না। কাজ হবি ফুসমন্তরের মতন, তা না হলে কি সুখ হয়?

মনোহরদা আমতা-আমতা করে বললেন—আরোও দুই সেট যন্ত্রপাতি হলে আর দুইজনকে ধীরে-ধীরে কাজকর্ম্ম শিখিয়ে নেওয়া যায়। কাজের যোগান দেওয়ার লোক থাকলে কাজ তাড়াতাড়ি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা কস্ না ক্যান কী-কী লাগে?

মনোহরদা—অনেক টাকার ব্যাপার তাই ভাবি বলা ঠিক হবে কিনা!

শ্রীশ্রীঠাকুর—টাকা তো ঐশ্বর্য্য না, ঐশ্বর্য্য হ'ল পরমপিতা ও তৎপ্রেমী মানুষ। এই দুয়ের সংযোগ যেখানে হয় সেখানেই অঢেল ঐশ্বর্য্য মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে ওঠে। এই সমাবেশটাকেই বলা যায় কল্পতরু। কল্পতরু-তলায় দাঁড়িয়ে পরমপিতার কাজের জন্য যা' চাইবি তাই পাবি। এখন কয়ে যা প্রফুল্ল লিখে নিক।

মনোহরদা নিম্নলিখিত list (তালিকা) মুখে-মুখে বলে গেলেন—২ খানা করাত—১৮ ইঞ্চি, ১৬ ইঞ্চি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন্ মার্কা বলবি তো?

মনোহরদা—ইঞ্জিনমার্কা অর্থাৎ বিলাতী।

২টো হাতুড়ি বিলাতী, ২টো বাটাল ১ ইঞ্চি বিলাতী, ২টো ড্রিল (বদ্দর্‌) বিলাতী, ১০টা ফলা, ২টো র‍্যাঁদা—প্লেন ১½ ইঞ্চি ফলা বিলাতী, ২টো র‍্যাঁদা—(ঝরণা) ১½ ইঞ্চি ফলা বিলাতী, ২টো ভাল বাটাল ১/২ ইঞ্চি, ২টো বাটাল হাফ রাউন্ড, ২টো বাটাল ১/৪ ইঞ্চি, ৩টে স্ক্রু ড্রাইভার, ১টা শাকাল, ২খানা মাটাম ১৮ ইঞ্চি, ৮ ইঞ্চি—ইণ্ডিয়া মেড, ২টো গজ ভাঁজ করা, ২টো ব্লক র‍্যাঁদা, ২টো র‍্যাঁদা ডবল ফলা ১½ ইঞ্চি।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে তালিকাটি পড়ে শোনাতে বললেন।

প'ড়া হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর মনোহরদাকে বললেন—দ্যাখ্ আর কিছু লাগে নাকি।

মনোহরদা—এতেই হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—এখান থেকে যদি কেউ তাড়াতাড়ি কলকাতা যায় কিংবা কলকাতা থেকে যদি কোন উপযুক্ত লোক আসে, আমাকে মনে করিয়ে দিস এই list (তালিকা) দিয়ে দেবো।

মনোহরদাকে লক্ষ্য ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন—জিনিসগুলি কতদিনের মধ্যে চাস?

মনোহরদা—ধীরে সুস্থে আনলে চলবে, এদিকে লোক যোগাড়ের তালে থাকি।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে ফেলে বললেন—গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। লোকই তো কঠিন। টাকা বা জিনিস তো কঠিন না। যাক আমার কাছে যখন চাইলি তখন ঠিকই পেয়ে যাবি। বাজের মতো চোখ নিয়ে তড়িঘড়ি কাজের লোক যোগাড় করে ফেল্। চাকরি খোঁজে এমন মানুষ দিয়ে কিন্তু কাম হবি না। আমার মুখ চেয়ে পড়ে থাকবে। যে বেলা জোটে খাবে, যে বেলা না জোটে সে বেলা খাবে না, পেট ভরে কুয়োর জল খেয়ে হাসি মুখে কাজ করে যাবে। আমার খুশির জন্যে কাজ করাটাই হবে তার প্রধান খাদ্য। তাতে এত মত্ত হয়ে থাকবে যে অসুবিধা ও ক্ষুধা, তৃষ্ণার বোধ যেন তাকে পেয়ে বসতে না পারে। নাম আর ইষ্টার্থী কর্ম্মমত্ততার মতো খাদ্য ও টনিক কমই আছে। এই নিয়ে যারা চলে পরমপিতা তাদের কষ্ট পেতে দেন কমই। তাদের প্রয়োজন ভূতে যোগায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর আরও এক জায়গা ঘুরে পুনরায় পূর্ব্বস্থানে এসে বসলেন। একটু পরে বেলা ১০টা ৫০ মিনিটে নিম্নলিখিত বাণীটি বললেন—

দুষ্ট বা বিরুদ্ধ ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে
প্রত্যক্ষভাবে জিজ্ঞাসাবাদ না ক'রে,
সরে দাঁড়ান এবং অসহযোগিতা
বা বিরুদ্ধ চলন যেখানে,
তা যতই সাধু ও সুযুক্তি-সম্পন্ন হোক না,—
কৃতঘ্নতা সেখানে অন্তঃসলিলা।

বাণীটি পড়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশদা প্রভৃতির দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন —এমন মানুষ দেখেন না?

শ্রীশদা—খুবই দেখা যায়। সন্দেহ ও ভুল বোঝাবুঝি তো মানুষের মধ্যে লেগেই আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-সব ভাল নয়। কারও সম্বন্ধে আমি যদি বিকৃত ধারণা পোষণ করি এবং সেই ধারণার রঙ্গীন চশমার ভিতর-দিয়ে যদি তার আচার ব্যবহারকে পর্য্যবেক্ষণ করি, তা'হলে হয়তো দেখতে পাবো সেগুলি আমার কাছে এমনতর ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হচ্ছে, যাতে আমার ওই ধারণাই দৃঢ়মূল হয়। সন্দেহ বা বিরূপ ধারণার প্রশ্রয় দিলে একই সঙ্গে নিজের ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর অবিচার ও অত্যাচার করা হয়। ওর চাইতে খোলামন নিয়ে সহজভাবে তার সঙ্গে বাক্যালাপ ও ব্যবহার করলে অনেক সময় হয়তো দেখা যায় যে নিজের ধারণা অত্যন্ত অমূলক। মানসিক বা বাস্তব কোন সমস্যার উদয় হলে ভাবতে হয় কেমন করে তার ইষ্টানুগ সুষ্ঠু সমাধান করা যায়। শয়তানের কারসাজিই তো হলো মানুষকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করা। তার শিকার হতে দিতে নেই নিজেকে, ওতে মনটা নরক হয়ে ওঠে, শান্তি বলে জিনিস থাকে না।

প্রফুল্ল—আমি যদি বুঝি যে আমার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র হচ্ছে, তাহলে কি আমার সতর্ক থাকা উচিৎ নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার বুঝটা কল্পিত বা মনগড়া কি না সেটা আগে দেখবে তো? যদি অমনতর সিদ্ধান্ত করার মতো অকাট্য বাস্তব প্রমাণ পাও তখনও নিজে বিপন্ন না হতে হয় এমনতর সতর্কতা অবলম্বন করে মিলন ও মিত্রতাপ্রসূ আচরণ নিয়ে চলাই সঙ্গত। যদি কাউকে না হারিয়ে পারা যায় তাহলে তাকে কখনও হারাতে নেই। ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্য যদি কোন মানুষের কাছ থেকে দূরে থাকতে হয় তা'হলেও তার প্রতি দ্রোহ ভাব পোষণ করা উচিত নয়। সর্ব্বপ্রকারে তার মঙ্গল যাতে হয়, তেমনতর চিন্তা ও চেষ্টা নিয়ে লেগে থাকতে হয়। বিচ্ছেদটাকে চূড়ান্ত বলে মনে কখনও স্বীকার করতে হয় না। তবে আমরা যাই করি তার মধ্যে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যাতে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা ও অস্তিত্ব বিপন্ন না হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর ইদানীং খুব বাণী দিচ্ছেন। বিকালে সমাগত ভক্তবৃন্দের আনন্দ-কলরবে আশ্রম-প্রাঙ্গণ মুখর। অনেকেই এসে প্রণাম ক'রে একটু দূরে উপবেশন করছেন। কিন্তু দয়াল যেন স্থান, কাল, পরিবেশের ঊর্দ্ধে স্বীয় ভাবলোকে সমাহিত ও নিলীন। বিশ্ব-মঙ্গল যজ্ঞের অতন্দ্র যাজ্ঞিক, ভাবী দেবসমাজের দ্রষ্টা, স্রষ্টা ও রূপকার, বিজ্ঞানঘন বেত্তাবরিষ্ঠ জগজনবন্দিত যুগ-পুরুযোত্তম সর্ব্বতত্ত্বভেদী স্বকীয় উদাত্তছন্দে লোককল্যাণার্থে আপন মনে পর-পর সুধামধুর বাণী বলে চলেছেন।

বললেন—

চমূ যেখানে নেতৃপ্রাণ, প্রদীপ্তহৃদয়,
প্রখর, সেবাপটু, সুসম্ভার সজ্জিত,
দক্ষ, সংহতিপ্রবল, ক্ষিপ্র, কূটকৌশলী—
শত্রু যেমনই হো'ক না কেন,—
সে চমূ অরিন্দম।

শ্রীশ্রীঠাকুর বাণীটি বলেই বললেন—দ্যাখ্ তো চমূ কথা কোন্ ধাতু থেকে এসেছে এবং সেই ধাতুর মানে কী!

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত বাংলা ভাষার অভিধানটি শ্রুত লেখকের পাশেই ছিল। দেখে বলা হ'লো—'চমূ' এসেছে চম্ ধাতু থেকে। চম্ ধাতু মানে ভক্ষণ। আর চমূ শব্দের মানে সৈন্যদল।

শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লসিত কণ্ঠে বললেন—প্রত্যেকটা শব্দ যেন বিজ্ঞান। শরীরের healthy white blood corpuscle (সুস্থ শ্বেত রুধির কণিকা)-এর মধ্যে এমন কতকগুলি ফ্যাগোসাইট থাকে, যা' ক্ষতিকারক ব্যাক্টেরিয়া বা বহিরাগত প্রতিকূল শক্তিবাহী জীবাণুকে ধ্বংস ক'রে দেয়। রাষ্ট্রদেহে সেনাদল ঐ একই কাজ করে। আবার ব্যক্তির জীবনে অসৎ-নিরোধী পরাক্রমের সক্রিয় প্রবণতা তার ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টি ও সত্তার শত্রু যা' তাকে পরাভূত করতে উদ্যত থাকে। যেখানে অশুভ-নিরাকরণী শক্তি জাগ্রত ও সক্রিয় নয়, সেখানে অশুভশক্তি জয়যুক্ত হ'য়ে শুভশক্তি অর্থাৎ সত্তাসম্বর্দ্ধনাকে বিধ্বস্ত করবেই কি করবে। অসৎনিরোধী পরাক্রমহীন সৎলোক একটা সোণার পিত্‌লে ঘুঘু। যার অসৎনিরোধী পরাক্রম যত কম, সে তত অসৎ-আক্রান্ত, অর্থাৎ তার অস্তিত্ব তত পয়মালের পথে। তাই ব্যক্তি ও জাতির জীবনে সত্তাপোষণী ও অসৎ-নিরোধী প্রচেষ্টা ও প্রস্তুতি দুই-ই সমান্তরালভাবে সাবুদ রাখা লাগে—প্রীতি ও অদ্রোহকে পোষণ-প্রবুদ্ধ ক'রে।

শরৎদা—Village-professor বা গ্রাম্য আচার্য্যদের যে সেবা, শিক্ষা ও সংগঠনমূলক কাজের কথা আপনি বলেছেন, তাদের সঙ্গে ঋত্বিক্‌দের কি সম্পর্ক? তারা লোককে বাস্তবে যোগ্য ক'রে তুলবার জন্য যে পরিকল্পনা নিয়ে চলবে তার সঙ্গে কি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঋত্বিক্‌রা হ'লো মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও প্রগতির অগ্রদূত। তাই গ্রাম্য-আচার্য্যদের কাজ ঋত্বিক্‌দের কাজেরই একটা অচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাদের কাজের guidance ও co-ordination (পরিচালনা ও সমন্বয় সাধন)-এর দায়িত্ব থাকবে ঋত্বিক্‌দের উপর। ঋত্বিক্‌দের মধ্যে একদলকে এমন চৌকস ও দক্ষ হ'তে হবে, যাতে তারা প্রত্যেককে তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উৎপাদনক্ষম ও অর্জ্জনপটু ক'রে তুলতে পারে। এরা একাধারে ঋত্বিক্ ও গ্রাম্য আচার্য্য। আর পাঞ্জাহীন অথচ দীক্ষিত, আচারশীল, ইষ্টানুরাগী কিছু technologist বা

technician (প্রায়ুক্তিক)-কেও গ্রাম্য আচার্য্যের কাজে ব্রতী ক'রে তুলতে হবে। তারা বেতনভুক হ'বে না। কিন্তু গ্রামের লোকরা যাতে সপরিবার তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে ঋত্বিক্‌দের। ঋত্বিক্ ও গ্রাম্য আচার্য্যদের কাজের মূল ভিত হবে প্রত্যেককে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি ও সদাচার-পরায়ণ ক'রে তোলা। মানুষের spiritual ও moral development (আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিকাশ)-ই হবে আপনাদের pivotal programme (কীলকীভূত কার্য্যক্রম)। এই fundamental foundation (মৌলিক বনিয়াদ) পাকাপোক্ত ক'রে মানুষের সর্ব্বতোমুখী অভ্যুদয়ের জন্য স্থান, কাল, পাত্র অনুযায়ী accessory (আনুষঙ্গিক) হিসাবে যেখানে যখন যা' লাগে, তা' গজিয়ে তুলতে হবে। Mechanical (যান্ত্রিক) রকমে চললে কাজ হবে না। ঋত্বিক্‌রাই হবে এদের brain-power (মস্তিষ্ক শক্তি) অর্থাৎ ব্রহ্মণ্য প্রেরণা। সব বিদ্যার ধারাকে প্রবাহিত ও পরিচালিত করতে হবে ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ একসূত্র-সঙ্গত বৃদ্ধিবিদ্যার খাতে। আমার দেখতে ইচ্ছা করে যে আমার ঋত্বিক্‌রা যেন জীয়ন্ত সর্ব্ববিদ্যাতীর্থ হ'য়ে পৃথিবীর প্রতিটি ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সর্ব্বসমন্বয়ী জ্ঞানের ভ্রাম্যমাণ আলোকস্তম্ভরূপে।

এরপর জনৈক বহিরাগত দাদা নিজের জীবনের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা নিবেদন ক'রে বললেন—আপনার দয়া ছাড়া আমার বাঁচার পথ নেই। বার-বার ভুল করি আর আপনি দয়া ক'রে রক্ষা করেন। কিন্তু আবার ভুলে যাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর কোন কথা না ব'লে মধুর, করুণ, মৃদুস্বরে রজনীকান্ত সেনের নিম্নলিখিত গানটি গাইলেন—

আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ ;
আমি না ডাকিতে হৃদয়-মাঝারে নিজে এসে দেখা দিয়েছ!
চির আদরের বিনিময়ে সখা চির অবহেলা পেয়েছ ;
আমি দূরে ছুটে যেতে দুহাত পসারি ধ'রে টেনে কোলে নিয়েছ!
'ও পথে যেও না ফিরে এস' ব'লে কানে-কানে কত ক'য়েছ ;
আমি তবু চ'লে গেছি ; ফিরা'য়ে আনিতে পাছে-পাছে ছুটে গিয়েছ ;
এই চির-অপরাধী পাতকীর বোঝা হাসিমুখে তুমি ব'য়েছ ;
আমার নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে, বুকে ক'রে নিয়ে রয়েছ!

গানটি শুনতে-শুনতে উক্ত দাদা অধীর হ'য়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। পরিবেশটা কেমন যেন ভারাক্রান্ত ও বেদনাবিধুর হ'য়ে উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর দরদের সঙ্গে বললেন—শোন লক্ষ্মী! আমরা যদি পরমপিতাকে ভাল না বাসি, তাঁর মনোজ্ঞ চলনে না চলি, তাহ'লে তিনি আমাদের যতই ভালবাসুন না কেন, আমরা কিন্তু প্রকৃত মঙ্গলের অধিকারী হতে পারি না। তাঁকে খুশি করা অর্থাৎ নিজ জীবনকে তাঁর উপভোগ্য ক'রে তোলা যদি আমাদের

ধান্দা হয়, তাহ'লে আমরা তাঁর ঈপ্সিত পথে না চলেই পারি না। তখন ভাল হওয়ার জন্য কোন কসরতই করা লাগে না। দোষ-ত্রুটী যা' করেছ, তার জন্য যদি সত্যি অনুতাপ জেগে থাকে এবং ও পথে যদি আর পা না বাড়াও, তোমার বিন্দুমাত্র চিন্তার কারণ নেই। পরের বার যখন আসবে, তখন যেন আমি তোমার মুখে শুনতে পাই যে তুমি তো শুধরে গেছই এমন-কি তোমার প্রভাব ও প্রচেষ্টায় আরও অনেকে ভুল পথ ছেড়ে পরমপিতার পথে চলতে শুরু করেছে। আমার এ কথা মনে থাকে যেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। আকাশে ফুটে উঠেছে তারার মালা। অনেকেই প্রণাম ক'রে বিদায় নিয়েছেন। দাদাটি শান্ত বিনীত কণ্ঠে বললেন—আপনি আশীর্ব্বাদ করেন যেন আমি আপনার মনোমতো হ'য়ে চলতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' বললাম সেই তো আমার আশীর্ব্বাদ। যেন পারি এ-কথা বলা ভাল নয়। পারবই এমনতর পণ চাই। যেই-ই যখনই পরমপিতার পথে চলতে সংকল্পবদ্ধ হয়, তখন থেকেই তাঁর অনন্ত শক্তি তাকে প্রেরণা যোগাতে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দীপনী উক্তি শুনে দাদাটি মনে খুব জোর পেলেন। তার চোখে-মুখে একটা দৃঢ় প্রত্যয়ের অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো। তিনি প্রণাম ক'রে হাসিমুখে বিদায় গ্রহণ করলেন।

বৃন্দাবনদা (বসাক) কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—Equal distribution (সম বণ্টন) এবং equitable distribution (ন্যায্য বণ্টন) এই দুটি কথার মধ্যে পার্থক্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন তুমি হয়তো রুটি খেতে অভ্যস্ত এবং রুটি খেতে তোমার ভাল লাগে ব'লে, স্থান, কাল, পাত্র, রুচি ও প্রয়োজনের কথা না ভেবে সবাইকে একঢালা ভাবে রুটির বরাদ্দ ক'রে দিচ্ছ। একে বলা যায় equal distribution (সম বণ্টন), কিন্তু যার যা' প্রয়োজনীয় ও উপযোগী তা' অনুধাবন ক'রে তাকে তাই দেবার ব্যবস্থা যদি কর, তাকে বলা যায় equitable distribution (বৈশিষ্ট্যানুগ সাম্যসঙ্গত বণ্টন)।

রাত সাড়ে দশটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

'পলিটিক্স' মানেই—
পূর্ত্তনীতি বা পূর্য্যনীতি,
অর্থাৎ যে সৎনীতির অনুশাসন ও অনুসরণে
পূরণ ও পালন করা যায়,
এবং বিরুদ্ধকে আবৃত করে
নিরোধ করা যায়—
এ ব্যষ্টিতেও যেমন সমষ্টিতেও তেমনি;

আর যাতে তা হয় নাকো—
তা প্ৰত্তনীতি বা প্ৰৰ্য্যনীতি নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরক্ষণেই বললেন—'পলিটিক্স'-এর বাংলা হওয়া উচিত ছিল পূর্ত্তনীতি। রাজনীতির সঙ্গে 'পলিটিক্স'-এর কোন সম্পর্ক নেই, রাজনীতির মানে যাতে শুভ অনুরাগ বা আসক্তি বাড়ে, সেই কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে নির্দ্দেশনা। লোকরঞ্জক রাজা বা তত্তুল্য ব্যক্তির উপর যাতে অনুরাগ বা আসক্তি বাড়ে, তা করার কথাও indirectly (প্রকারান্তরে) অনুস্যূত আছে এর ভিতর। রাজনীতি মানে আবার শ্রেষ্ঠ নীতি বা রাজার করণীয় সম্পর্কিত নীতি।

শ্রীশ্রীঠাকুর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে তক্তপোষে শুভ্র শয্যায় উপবিষ্ট। এইবার একবার আড়ামোড়া কেটে ঋজু ভঙ্গীতে ব'সে ঊর্দ্ধ্ব আকাশপানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। পরক্ষণে এদিক ওদিক চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এখন ক'টা বাজে?

প্রফুল্ল—দশটা বত্রিশ।

সরোজিনীমার চোখে যেন একটু ঘুম-জড়ান ভাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ পিঠের দিকে একটা টোকা মেরে বললেন—কিরে সরোজিনী! তামুক খাওয়াবু না? বাড়ী যাবু না?

সরোজিনীমা হতচকিতের মতো ধড়মড় ক'রে উঠে টালু-মালু ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে চাইতে লাগলেন।

দয়ালের তখন সে কি কৌতুকপূর্ণ হাসি!

সরোজিনীমা লহমায় নিজেকে সামলে নিয়ে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন—তামাক দেব?

শ্রীশ্রীঠাকুর মোহনঠামে মাথা দোলাতে-দোলাতে বললেন—হ! হ! (ক্ষণপরে আনন্দের মজলিশে তখনকার মতো ছেদ পড়ল।)

১লা ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৫৫ (ইং ১৭।৮।৪৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উত্তরাস্য হ'য়ে উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুধাংশুদা (মৈত্র), বঙ্কিমদা (রায়), সুরেনদা (বিশ্বাস), প্রকাশদা (বসু), রাধারমণদা (জোয়ার্দ্দার), খগেনদা (তপাদার), বিজয়দা (রায়), কালুদা (আইচ), নগেনভাই (দে), জিতেনভাই (দেববর্ম্মণ), চিত্তভাই (মণ্ডল), ঈষদাদা (বিশ্বাস), বীরেনদা (পাণ্ডে), চুনীদা (রায়চৌধুরী), কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), অমূল্যদা (ঘোষ), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), মহিমদা (দে), গোপেনদা (রায়), উমাদা (বাগচী), সুবোধদা (সেন), হেমপ্রভা মা, রাণী মা, কালিদাসী মা, সেবাদি, রেণু মা, নিবেদিতা দেবী (দাস), তরু মা, কালিষষ্ঠী মা, সুধাপাণি মা, ননী মা প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ তাঁকে ঘিরে আনন্দের মধুচক্র রচনা ক'রে

অবস্থান করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দ-মশগুল। সহজভাবে কথাবার্ত্তা বলছেন। অখণ্ডরসস্বরূপের প্রতিটি কথা, চাউনি, অঙ্গভঙ্গী, হাত নাড়া, হাসি-কৌতুক সবকিছু যেন অনির্ব্বচনীয় লীলামাধুর্য্যে ভরপুর। দেখেছ তো মজেছ, শ্রীপদ-পঙ্কজে মধুলেহী ভ্রমরের মতো চিরতরে আটকা পড়েছ।

কথাচ্ছলে স্বাধীনতার প্রসঙ্গ এসে পড়ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর ললিত মধুর কণ্ঠে বললেন—ও বাবাঃ স্বাধীনতার মর্ম্ম কটা লোকে বোঝে। তা যে বোঝে ও করে সেই তো সপরিবেশ জীবনের মাধুর্য্য উপলব্ধি করতে পারে। স্ব মানেই তো সেই এক ও অদ্বিতীয় পরম সত্তা, যা বহুধা প্রকট হয়ে আছেন বিশ্বময়। পরম সত্তা ও তন্নিঃসৃত যাবতীয়.সত্তার ধারণ পোষণে রত যখন আমরা, তখনই আমরা স্বাধীন। এ বড় জবর জিনিস, freedom (স্বাধীন) মানেও নিখিলপ্রিয় যিনি তাঁর আলয়ে পারস্পরিক প্রীতি-বিধৃত অবস্থান। সেই-ই স্বাধীন, যে প্রবৃত্তি, রিপু বা অপরের দাস নয়, যে ঈশ্বর-পীরিতের খাতিরে স্বেচ্ছায় সবার সেবা-সম্পোষণার সক্রিয় দায়-দায়িত্বে আবদ্ধ করে নিজেকে। এই স্বাধীনতার স্বাদ যে পায় সে জগতের সবাইকে তা' বণ্টন না করে পারে না। আমার মনে হয় আত্মিক মুক্তি ও ঐশ্বর্য্য জাগতিক সর্ব্ববিধ মুক্তি ও ঐশ্বর্য্যকে বাদ দিয়ে হয় না, আবার জাগতিক মুক্তি ও ঐশ্বর্য্যও আত্মিক মুক্তি ও ঐশ্বর্য্য বাদ দিয়ে স্থায়ী, সার্থক ও ক্রমোদ্ধর্ব-গতিসম্পন্ন হয় না। প্রবৃত্তি লিপ্সার হিল্লেয় পড়ে দিন-দিন অধোগতিকে আমন্ত্রণ করে।

কেষ্টদা বললেন—আপনি যে স্বাধীনতার কথা বললেন, সে তো তুরীয় স্তরের কথা। একটু নীচু পর্দ্দায় যদি সুর না বাঁধেন, তাহলে তো মানুষ খেঁই পাবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মূল বাদ দিয়ে গাছের কাণ্ড, ডালপালা, ফুল, ফলের কথা বলা যায়, তবে গাছের এই দৃশ্যমান অংশগুলি বুঝতে গেলে কিন্তু যেতে হবে মূল ও বীজে। ধড় আছে মাথা নেই, তাকে কয় কবন্ধ। মাথা বাদ দিয়ে কবন্ধের anatomy (শারীর স্থান) সম্বন্ধে জ্ঞান কিন্তু সুসম্পূর্ণ হয় না। তবে এমনভাবে বলা যায়, যেটা বুঝতে গেলে মানুষ সমগ্রতার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করার প্রয়োজন বোধ করে।

কেষ্টদা—স্বাধীনতার উপর সহজ বোধগম্য ক'রে সেই ধরণের কয়েকটা বাণী যদি দয়া করে দেন! এ সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা খুব ভাসা-ভাসা।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে বললেন—বেশ কথাবার্ত্তা হচ্ছিল, আপনি আবার তার মধ্যে আমাকে ট্যাংলাতে সুরু করলেন। একে মনসা তায় আবার ধুনোর গন্ধ।

প্রফুল্লর দিকে চেয়ে কৃত্রিম বিরক্তি প্রকাশ ক'রে বললেন—ঐ আর একজন! খাতা-কলম বাগায়েই আছে। আবোল-তাবোল যা' কব লিখে ফেলবে। আমি

কখন কি কই, তার ঠিক নেই। যত সব পাগলের কাণ্ড!

কেষ্টদা জোরদার সমর্থনের সুরে বললেন—আপনার রোজকার কথাবার্ত্তা লিপিবদ্ধ না ক'রে আমরা যে অপরাধ করেছি, ও তার প্রায়শ্চিত্ত করছে।

চতুর চূড়ামণি এবার কৌতুকজনক ভঙ্গিমায় মাথায় হাত দিয়ে বললেন—ও হরি! আপনিও ঐ চেঙ্গড়ার হ'য়ে ওকালতি শুরু ক'রে দিলেন। বল মা তারা দাঁড়াই কোথা!

তাঁর মজাদার রকম-সকম দেখে আসরে হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

যা'তে স্ব ধরা রয়েছে
তা'তেই হ'চ্ছে স্ব-এর অধীনতা
স্ব যখন তা-ই নিয়ে
সেই হ'চ্ছে স্ব-এর স্বাধীনতা ;—
তবেই হ'ল—
পারস্পরিক, সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া
স্বাধীনতা হয় না ;—
পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ ব্যষ্টি ও সমষ্টি যখন,
তখনই সে বা তা'রা স্বাধীন।

সুধাংশুদা—কিসে আমাদের স্ব ধরা আছে এবং তার সঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কী সম্বন্ধ তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে একটা বাণী দেওয়া থাকলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর তৎক্ষণাৎ বলতে শুরু করলেন—

মা, বাপ, ভাই, বোন,
স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন, কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধব,
পারিপার্শ্বিক, পরিস্থিতি, দেশবিদেশ ইত্যাদির ভিতরে
যখন বাস্তবভাবে দেওয়া-নেওয়ার ভিতর দিয়ে
সক্রিয় সহানুভূতি ও সহযোগিতায়
পারস্পরিক সংগঠন সৃষ্টি করে,—
মানুষ আদর্শ-পরিপূরণী, কর্ম্মঠ ও অর্জ্জী হ'য়ে ওঠে—
প্রত্যেকের পূরণে, পোষণে, রক্ষণে,
অশিষ্ট-দমনে,—
স্বাধীনতা তখনই আসে সত্যিকার হ'য়ে ;—
আর তা' চলে উচ্ছল উন্নতিতে,
—ওর তাৎপর্য্যই ওইখানে ;
আর ভারতে চন্দ্রগুপ্ত, ধর্ম্মাশোক,

সমুদ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্যাদি ছিলেন
এর খানিকটা বাস্তব পরিণয়নী সিদ্ধপুরুষ।

দুটো বাণীই পর-পর পড়া হ'লো।

কেষ্টদা প্রশ্ন করলেন—আপনি তো স্ব বলতে অখণ্ড সত্তাকে বোঝেন, সত্তার সঙ্গে স্বাধীনতার যোগসূত্র কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—

যা'তে থাকাটা বিদ্যমান থাকে—
সত্তাও তা' নিয়ে,
তা' বাদ দিয়ে নয়কো,—
যা' যা' দিয়ে তুমি—তা' তা' নিয়েই তুমি ;—
তাকে বাদ দিয়ে যদি
তুমি তুমিই থাকতে চাও—
তোমার থাকাটা তেমন ক'রে বা তেমনভাবে
কিছুতেই হ'য়ে উঠবে না ;—
তোমার থাকার অনুপূরক
বা হওয়ার অনুপূরক যা'-যা'-কিছু
তা' নিয়েই কিন্তু তোমার সত্তা,—
আর তাই-ই বৈশিষ্ট্য—
সত্তা বা স্ব শাসিত হচ্ছে বা নিয়ন্ত্রিত হ'চ্ছে
যা'-যা' থাকায়—অন্তর্নিহিত ভাবে,—
তোমার জন্মতাৎপর্য্যে।

কেষ্টদা—এর সঙ্গে দেশের স্বাধীনতার কথা কিভাবে জড়িত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শকে কেন্দ্র করে দেশের মানুষগুলি যখন পরস্পরের সত্তা স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পরস্পরকে পরিপূরণ করে চলে, সেবা করে চলে, সংরক্ষণ করে চলে তখনই দেশের মধ্যে আসে প্রকৃত স্বাধীনতা। প্রত্যেকে যদি প্রত্যেকের পালক ও পোষক হ'য়ে ওঠে—স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, অসৎনিরোধী শাসক হ'য়ে ওঠে—পারস্পরিকভাবে, তখন প্রত্যেকের সত্তা বৃদ্ধির পথে উদাত্ত হয়ে চলে। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা স্বতঃ হয়ে ওঠে। জনসাধারণের ঐ চরিত্র ও প্রবণতাই স্বাধীনতার সুবর্ণ স্তম্ভ।

কেষ্টদা—আপনি independence (অনধীনতা) কথাটা পছন্দ করেন না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর বাণী আকারে উত্তর দিলেন—

তোমার জন্ম নিতেই যখন অধীন বা নির্ভরশীল হ'তে হয়—

তোমার সত্তাই যখন মা, বাপ
এবং তাঁদের সত্তা ও সংস্থিতির
পরিচর্য্যায় গঠিত,
তুমি কাউকে বাদ দিয়ে
নেওয়া, দেওয়া, পরিপূরণ, পরিপোষণ, পরিরক্ষণাকে
উচ্ছেদ ক'রে
যদি স্বাধীন হ'তে চাও—
তা' স্বেচ্ছাচারী বাতুলতা ছাড়া
আর কিছুই নয়কো—
এমন স্বাধীনতা বিকৃত,
বিষম, বিষাক্ত ও নাশপন্থী—
ভাব, বুঝে দেখ—
জলে থেকে কুমীরের সাথে বাদ?

কেষ্টদা—আপনি যাকে স্বাধীনতা বলছেন তা তো সক্রিয় ধর্ম্মাচরণের ভিতর-দিয়ে ছাড়া আসা সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের দেশে অনেকেই তো নিজ জীবনে ধর্ম্মের নীতিবিধি পালন করে না। অথচ ইংরেজ তো আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে চলে গেছে। অবশ্য সেই সঙ্গে-সঙ্গে দেশ বিভাগ করার সুযোগটাও গ্রহণ করতে কসুর করেনি, এবং তা করেছে ধর্ম্মের ভিত্তির উপর। এমতাবস্থায় আমাদের পরিণতি কী হতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি যা' বলেছেন সত্যিই তা' ভাববার কথা। ধর্ম্মের মূল কথা হ'ল আদর্শকেন্দ্রিক হ'য়ে সপরিবেশ বাঁচা-বাড়ার পথে চলা। পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ হ'য়ে দাঁড়ালে সেখানে কেউই সাবাড় হয়ে যেতে পারে কম অর্থাৎ সবারই বাঁচা-বাড়া যথাসম্ভব বজায় থাকে। সেদিক দিয়ে এই বাস্তব ধর্ম্মের জাগরণ ছাড়া দেশের মানুষের স্বাধীনতা অর্থাৎ সত্তার ধারণ পালন অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে না। আবার ধর্ম্মের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় থাকলেও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রকৃত ধর্ম্মাচরণকারীদের মধ্যে মাথা তোলা দিতে পারে না। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান সকলেই দেখতে পায় যে সবাই এক পথের পথিক। সবারই কাম্য সত্তাসম্বর্দ্ধনা। আবার প্রত্যেক মহাপুরুষই প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ ও সত্তাসম্বর্দ্ধনার পথই দেখান। তাঁরা আলাদা ভাষায় একই কথা বলেন। আপনারা যদি বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতিকে ভেদদৃষ্টিতে দেখেন এবং ঐক্যের পরিবর্ত্তে অনৈক্যের উপর জোর দেন তা'হলে বুঝতে হবে আপনারা আমাকেই মানেন না, যদিও আমি নিজেকে একজন নগণ্য মানুষ ছাড়া আর কিছুই মনে করি না। আপনাদের মধ্যে মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ সৎসঙ্গী যারা আছে—তারা কিন্তু নিজেদের স্বাতন্ত্র্য লোপ করে দেয়নি। আর আপনারাও কিন্তু

হিন্দু হিসাবে আপনাদের যা' বৈশিষ্ট্য তা' ত্যাগ করেননি। তৎসত্ত্বেও খলিলদা, স্পেনস, হাউজারম্যান এবং আপনারা সবাই কিন্তু পরস্পর হাত ধরাধরি ক'রে পরমপিতার পথে এগিয়ে চলেছেন। আপনাদের কাছে প্রত্যেক মহাপুরুষই পূজার পাত্র। এখানে যেটা সম্ভব হয়েছে সেটা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করা যাবে না কেন তা' আমি বুঝি না। তা' যদি করতে পারেন তা'হলে ভারতবর্ষ তো দূরের কথা সারাজগৎ ঈশ্বরনিষ্ঠ প্রেমসূত্রে মালার মতো গাঁথা হয়ে যাবে। আপনারা নাছোড়বান্দা হয়ে লাগলে এটা অদূর-ভবিষ্যতেই হয়ে যেতে পারে পরমপিতার দয়ায়। এই হ'ল ভাগবত স্বাধীনতা, ভাগবত ধর্ম্ম। এটা যদি না চারান, শয়তান তো চুপ করে বসে থাকবে না। সে এন্তার তার কাজ করে যাবে এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের ধারক না হ'য়ে মারক হ'য়ে উঠবে। ভেবে দেখেন অবস্থা কি সঙ্গীন!

কেষ্টদা—ধর্ম্ম তো আচরণের ব্যাপার, কী দেখে বোঝা যাবে যে একটা লোক প্রকৃত ধর্ম্মাচারী?

শ্রীশ্রীঠাকুর এই প্রশ্নের উত্তরে নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

যা' সপারিপার্শ্বিক
প্রকৃতিভেদে প্রত্যেককে প্রত্যেকের মতন ক'রে,
সাধারণ স্বার্থ-সত্তায় ধারণ ক'রে,
পোষণ ক'রে, পূরণ ক'রে
সার্থকতায় উন্নত ক'রে তোলে—
তা'ই হচ্ছে ধর্ম্ম;
জীবনে সর্ব্বতোভাবে প্রতি কর্ম্মে, প্রতিনিয়ত
তা'কে পরিপালন ও তা'তে পরিচরণ করাই হচ্ছে
ধর্ম্মাচরণ,—
আর তা'র বৈশিষ্ট্য বা তাৎপর্য্যই হচ্ছে এই।

কেষ্টদা—আপনি যা' বললেন তা' কিছুটা abstract (বিমূর্ত্ত), আরও concrete (মূর্ত্ত) রকমে বললে ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার ভার্য্যা! ফলকথা যুগপুরুষোত্তমের দীক্ষায় দীক্ষিত হ'য়ে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি ও সদাচার পালন ক'রে চলতে হবে। তাঁর সেবা ও তাঁর ইচ্ছা পূরণকে জীবনে মুখ্য ক'রে চলতে হবে। জীবনটা ঠাকুরের সেবার উপকরণ বা উপাদান এবং ঠাকুরের জন্য আমি এই বোধ প্রবল না হলে, আত্মকেন্দ্রিক ভাব বজায় রেখে তারই পুষ্টির জন্য যে যতই সাধন ভজন করুক না কেন, তাতে অহংকার ও হীন কামনা বাসনা কাবু হয় না। তখন তপোবল অবাঞ্ছিত স্বার্থপূজায় নিয়োজিত

হ'য়ে অনর্থের সৃষ্টি করতে পারে। অবশ্য নামের এমন গুণ আছে যে ঠিকমতো করতে থাকলে নাম ও নামীতে বিশুদ্ধ অনুরাগ ধীরে-ধীরে গজিয়ে ওঠেই। তখন তিনি ও তৎপরিপোষণী যা', তা'ছাড়া আর সবকিছুকে অল্পবিস্তর বিস্বাদ লাগে। আর একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। সেটা হচ্ছে ইষ্টানুরাগের পরিপন্থী দোষ দুর্ব্বলতা বা ঝোঁককে কখনও প্রশ্রয় দিতে নেই। তপস্যাও করছি আবার তার বিরুদ্ধ খাঁকতিগুলিকে খাতির ক'রে পুষে রাখছি, এতে কিন্তু ঐ ফুটো দিয়ে আমাদের সাত্বত শক্তি খরচ হয়ে যেতে থাকে। ইষ্ট ও প্রেমী ভক্তদের সঙ্গ খুব করতে হয় আর তাঁর দায়দায়িত্ব নিয়ে সক্রিয়ভাবে ব্যাপৃত থাকতে হয়। এইসব যা' বললাম এইগুলি একযোগে চালাতে থাকলে ইষ্টই আমাদের কাছে যথাসর্ব্বস্ব হয়ে ওঠেন। একেই বলে কেবল হওয়া বা কৈবল্য লাভ।

বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর চুপ করে গেলেন। তাঁর চোখে-মুখে এক গভীর ভাবান্তর পরিলক্ষিত হ'ল। তিনি ভাবতন্ময়তায় বলে চললেন—

সর্ব্বতোভাবে ইষ্ট বা ঈপ্সিত-প্রাণতা,
সব চাহিদাতে তাঁকে সার্থক ক'রে তোলা,
সাধিত কর্ম্মফলে তাঁকে অভিনন্দিত করা,
তাঁর পরিপূরণ, পরিরক্ষণ, পরিপোষণে
দৃপ্ত ও তৃপ্ত হ'য়ে ওঠা,
তোমার যা' কিছু সব তিনি
এমনতরভাবে তাঁরই পথে চরিত্রচলনে থাকা—
সবরকমে সব দিক দিয়ে—
এই-ই হচ্ছে কিন্তু পরম ধর্ম্ম;
এক কথায় প্রাপ্যও তিনি, প্রাপ্তিও তিনি—
সব সংশ্লেষের, সব বিশ্লেষের পরম পরিণতি
যখন ঐ হ'য়ে দাঁড়ায়—
তোমার ব্রাহ্মী-প্রজ্ঞার মূর্ত্ত প্রতীক হন
সেই বাসুদেব।

কেষ্টদা—সেই কবে এসেছি আপনার কাছে। কাজের পর কাজের দায়িত্ব দিয়ে চলেছেন। সামান্য কিছু করেছি অনেক কিছু করতে পারিনি। মাঝে-মাঝে মনে হয় কাজও তো বাহ্য, জীবনের চরম অর্থ বা সার্থকতা কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—করায়, বলায়, ভাবায় তাঁতে সমাহিত থেকে নিজেকে ভুলে বিলকুল তাঁর হ'য়ে গিয়ে অর্থাৎ তাঁর উপভোগ্য হ'য়ে জীবনের মাধুর্য্য আস্বাদন করার মধ্যেই লুকিয়ে আছে আত্মোপলব্ধি।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তামাক খেলেন। তামাক খেতে-খেতে ধীরে-ধীরে

আত্মগতভাবে বললেন—

আমরা শুধু কর্ম্ম করতেই জন্মগ্রহণ করিনি কিন্তু—
বরং কর্ম্মের ভিতর দিয়ে
পরস্পরকে দিয়ে নিয়ে জড়িয়ে ধ'রে উপভোগ করতে—
আনন্দে আত্মসংবর্দ্ধনে ;
আবার সেই উপভোগকে ঈশ্বরে ন্যস্ত ক'রে
সার্থক হ'য়ে, তাঁতে সংন্যস্ত হ'য়ে
জীবন ও জগতে তাঁকে উপভোগ করাই হ'চ্ছে
পরম সার্থকতা ;
আর তা'ই সাধনার্জ্জিত কর্ম্মফল দিয়ে
আমাদের ভিতরে তাঁকে আরো ক'রে তোলা—
আলিঙ্গন ও গ্রহণে
নিঝুম চৈতন্যের চেতন উপভোগে
তাঁতে অবিরাম হওয়াই হ'লো
পরমার্থ—বুঝলে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর যেন এক জগদতীত ভাবভূমিতে আরূঢ় হ'য়ে আছেন। তাঁর চোখমুখ এক জ্যোতির্ম্ময় অমৃতলোকের ভাস্বরতায় দেদীপ্যমান।

তাঁকে বাণীটি পড়ে শোনান হ'ল।

তিনি পরম আত্মপ্রসাদের সুরে নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিমায় বললেন—বা! কি কথা ক'ল রে ঠাকুর!

নরলোকে যেন সুরলোকের সুরভি নিবিড় হ'য়ে নেমে এল।

কথাপ্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন—ঈর্ষ্যা জিনিসটা আসে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা একটা অসুস্থ মনোভাব। অপ্রীতি থেকেই ওর জন্ম। ঈর্ষ্যা-প্রসূত যন্ত্রণার মতো নিরর্থক ও পীড়াদায়ক যন্ত্রণা মানুষের কমই আছে। মানুষের শ্রীবৃদ্ধি দেখলে আনন্দ হওয়াই স্বাভাবিক, অপরের শ্রীবৃদ্ধি দেখে যার মনে জ্বালা ধরে, পরমপিতার প্রসাদ থেকে সে অল্প-বিস্তর বঞ্চিত হয়। মানুষ নিজের কর্ম্মফলে ও ভগবৎ প্রসাদে যেখানে সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করে, তা' দেখে, যার হিংসা জাগে তার অর্থ হ'ল সে একই সঙ্গে নিজ সত্তা, অপরের সত্তা ও ভগবৎ বিধান সম্বন্ধে দ্রোহবুদ্ধি সম্পন্ন হ'য়ে উঠছে। এটা নিদারুণ পাপ।

প্রফুল্ল—কেউ যদি অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত ক'রে, শোষণ ক'রে, বঞ্চনা ক'রে বিত্তশালী হয়, সেখানে ঈর্ষ্যার প্রশ্ন না আসলেও অসৎ নিরোধের প্রশ্ন তো আসে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের ভিতর অসৎ প্রবণতা থাকলে তার থেকে তাকে প্রতিনিবৃত্ত ক'রে, তাকে সুস্থ ও স্বাভাবিক ক'রে তোলার চেষ্টা প্রীতিরই লক্ষণ। সত্যিকার প্রীতিসম্পন্ন যে, সে দোষকে ঘৃণা করলেও দোষীকে ঘৃণা ক'রে না।

যেমন চিকিৎসক রোগীর প্রতি ভালবাসা থেকেই রোগের বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু ক'রে দেয়। এই নিরাকরণী চেষ্টাই সৎলোকের স্বভাব। আর আমাদের দৃষ্টি যদি সৎ হয় তা'হলে প্রত্যেকের মধ্যে সৎগুণ যেটা আছে সেটা আগে চোখে পড়ে। সৎগুণকে বৃদ্ধিপর ক'রে তুললেই অবগুণ সংকীর্ণ ও সংকুচিত হয়। এই হ'ল মানুষকে ভাল করার পথ।

প্রফুল্ল—আপনি যে বলেন কারও নিয়ামক প্রবৃত্তি যদি খারাপ হয়, সে লোকটা মূলতঃ খারাপ, এবং তাকে ভাল করা দুষ্কর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Ambition (গর্ব্বেপ্সা) থেকে অর্থাৎ হীনম্মন্যতা থেকে তথাকথিত বড় হওয়ার লোভে অনেকে অপকর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে থাকে, তার মানে এ নয় যে তারা জন্মগতভাবে ভ্রষ্ট। তুমি যদি তাকে সুকৌশলে বুঝিয়ে দিতে পার, ধরিয়ে দিতে পার, যে, অপরকে বড় করেই বড় হওয়ার পক্ষে সুবিধা হয় তাহ'লে দেখবে হয়তো তার মোড় ফিরে গেছে। মানুষের সত্তা normally (স্বভাবত) সকলের সত্তার বৃদ্ধি চায় এবং তা' দেখলে আহ্লাদিত হয়। তুমি মাঠে যেয়ে যদি দেখ যে সুন্দর ধান হয়েছে তা' দেখলে কি তোমার আনন্দ হয় না? অবশ্য অত ধান যে হয়েছে তার একটা ধানও হয়তো তোমার নয়। অপরের সুখে যে সুখী হতে পারে, তার নিজের সুখ অঢেল হ'য়ে ওঠে। আর অপরকে সুখী করবার ধান্দা তাকে পেয়ে বসে। এমনি ক'রে মানুষ দেব-মানব হ'য়ে ওঠে। যারা অপরের প্রশংসা করতে অভ্যস্ত তাদের অন্তর প্রসাদনন্দিত হ'য়, চরিত্র মহৎ হ'য়ে ওঠে। কিন্তু যারা নিন্দুক তাদের মনটা নরক হ'য়ে থাকে। তারা দিন-দিন অধোগতি-সম্পন্ন হ'য়ে চলে। ভগবৎ পথে চললে ভগবৎ স্বভাব পুষ্ট হয়। উল্টোপথে চললে শয়তানের সাগরেদ হতে হয়। (এর একটু বাদে শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি বললেন)—

কাউকে কী দেখেছ কা'রু মতন?
প্রত্যেকেই এক—অন্য হ'তে,—
এতেও কী বোঝ না—ভগবান কী?

বঙ্কিমদা—ভগবান কী—এই কথার ভিতর-দিয়ে আপনি এই বাণীতে কী বলতে চেয়েছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—বল্ তো দেখি এই কথার অন্তর্নিহিত অর্থ কী?

প্রফুল্ল—আমার মনে হয় সৃষ্টির যা'-কিছু যেমন এক ও অনন্য, স্রষ্টা অর্থাৎ ভগবানও তেমনি এক ও অনন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুশি হ'য়ে বললেন—ঠিকই ধরেছিস। এক বহু বিশিষ্টে পরিণত হ'লেও সবগুলির মধ্যে তিনি থাকেন, প্রত্যেকের মধ্যে তাঁর মতো ক'রে অর্থাৎ uniquely (বিশিষ্টভাবে)। সৃষ্টির সর্ব্বত্র তিনি যেমন unique

(বিশিষ্ট), সব মিলিয়েও তিনি আবার তেমনি unique (বিশিষ্ট), একের মতো আর একটা নেই। অবিকল একরকম দুজন হ'য় না। প্রত্যেকেই অনুপম। তিনি প্রত্যেক ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় হ'য়ে বহু হ'য়ে আছেন। একের মতো আর একজন—এই হিসাবে দুই নাই। প্রত্যেকেই—other than another (অন্য আর একজন থেকে স্বতন্ত্র)। আমার থেকে আমার ছেলে হ'য়েও সে কিন্তু আলাদা। ঠিক আমার মতো নয়। ভগবান যে unique (বিশিষ্ট) এটা আর ঘুচছে না, মুচছে না। ভগবান discretely (স্বতন্ত্রভাবে)-ও এক, concretely (মূর্ত্তভাবে)-ও এক, absolutely (অখণ্ডভাবে)-ও এক।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর রোজকার মতো আজও ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে বড়াল-প্রাঙ্গণে সানন্দচিত্তে উপবিষ্ট। বেলা পড়ে আসলেও সূর্য্য অস্ত যায়নি। পশ্চিম দিগন্তে ডিগারিয়া পাহাড়ের শিখর ঘেঁষে চলেছে অস্তাচলগামী দিনমণির সোনালী মিশ্রিত লোহিত বর্ণসমারোহের মনরাঙানো উচ্ছ্বাস। আশ্রমভূমি এখন অপূর্ব্ব শান্ত, সৌম্য ও সুন্দর। প্রাকৃতিক ও পারিবেশিক সৌন্দর্য্যের মধ্যমণিরূপে বিরাজ করছেন অলোকসুন্দর, ভুবনভোলান রূপৈশ্বর্য্যসমন্বিত পরমপ্রভুদেব আমার। আপন আনন্দে বিভোর হ'য়ে তিনি নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলছেন। কথার পৃষ্ঠে কথায় তিনি বললেন—গীতার মাং কথাটি বড় সার্থক।

কেষ্টদা—কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু ভগবান বা ঈশ্বর ইত্যাদি বললে যেন অনেকখানি আবছা হ'য়ে যায়।

কেষ্টদা—কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারণ, ঈশ্বর বা ভগবান যেন আমাদের কাছে একটা অনির্দ্দিষ্ট বিশাল অস্তিত্ব বিশেষ। আত্মা বা ব্রহ্ম বললে তিনি যেন আরও ঘোলাটে হ'য়ে যান এবং আমাদের বোধ যেন তাঁকে মোটেই বেড়ে পায় না। মাং ক'লে পর শ্রীকৃষ্ণ ব্যক্তিটির ভিতর আত্মা, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান প্রভৃতি সংহত হ'য়ে আছেন এমনতর বোধ গজায়।

কেষ্টদা—এমন হওয়ার কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্রহ্ম বলতে আমরা বুঝি বর্দ্ধনশীল বিশ্বকারণ, আত্মা বলতে আমরা বুঝি সতত গমনশীল সত্তা। ঈশ্বর বলতে বোঝা যায় যার ঐশ্বর্য্যের পর আধিপত্য আছে, ভগবান বলতে আমরা বুঝি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পুরুষকে। এ সবগুলি যেন আমাদের কাছে উপলব্ধি-বহির্ভূত আবছা ধারণা বিশেষ। কিন্তু মাং বলতে সোজাসুজি শ্রীকৃষ্ণের অমেয় ব্যক্তিত্বের কথা সরাসরি মনে পড়ে, যেখানে ঐসব বোধাতীত concept (ধারণা)-গুলি যেন মূর্ত্তিমান হ'য়ে আছে। অথচ তিনি এত বড় হ'লেও তাঁর সঙ্গে যেন আমাদের একটা স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব

সম্পর্ক পাতান অসম্ভব কিছু নয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি বললেন—

আমরা ব্রহ্ম বা আত্মার উপাসনা করি
ইষ্ট বা আদর্শের প্রতি
অচ্যুত ভালবাসার ভিতর দিয়ে—
অনুসরণে, পরিপালনে, পরিপূরণে, পরিরক্ষণে ;
এমনি ক'রেই প্রাজ্ঞ হ'য়ে উঠি,
বুঝি, জানি,
উপভোগ করি তাঁকে—
আর এই হ'চ্ছে সাধনার তুক্।

কেষ্টদা—ঈশ্বরে অনুরাগ বা যোগ হ'লে নাকি চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়, কিন্তু চিত্তের সদ্বৃত্তিগুলি পর্য্যন্ত যদি নিরুদ্ধ হ'য়ে যায়, তবে সে জীবন তো গাছপাথরের সামিল!

শ্রীশ্রীঠাকুর—চিত্তের যে বৃত্তি ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত হ'য়ে সার্থকতা লাভ করে, অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি আমাদের চলনার নিয়ামক না হ'য়ে, যেখানে তা' ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার আকূতির দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে ইষ্টার্থী সমাধান লাভ করে, তাকেই বলা যায় চিত্তবৃত্তি নিরোধ, অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির দ্বারা পরাভূত না হ'য়ে তাকে সম্পূর্ণভাবে অধিগত করা।

পরে বাণী আকারে বললেন—

ইষ্ট বা আদর্শে অচ্যুত আনতিই হচ্ছে যোগ
আর এই যোগে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়,
অর্থাৎ বৃত্তিগুলি তাদের
আপন খেয়ালমত চলতে চায় না,
চলে ইষ্ট বা ঈপ্সিতকে পরিপূরণ করতে—
তাই "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ,"—

আমি বলি

'যোগাৎ চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'।

শ্রীশ্রীঠাকুর সাঁঝের বেলায় খুশিতে বিভোর হ'য়ে নৃত্যপর তালে গুন-গুন ক'রে আপন মনে নিম্নলিখিত গানটি বাউলের ঢং-এ গাইলেন—

প্রেমে জল হ'য়ে যাও গ'লে!
কঠিনে মেশে না সে, মেশে রে সে তরল হ'লে।
অবিরাম হ'য়ে নত, চ'লে যাও নদীর মত,
কলকলে অবিরত "জয় জগদীশ" ব'লে।
বিশ্বাসের তরঙ্গ তুলে, মোহ-পাড় ভাঙ্গ' সমূলে,

চেও না কোনও কূলে, শুধু নেচে গেয়ে যাও রে চ'লে।
সে জলে নাইবে যারা, থাক্‌বে না মৃত্যু জরা,
পানে পিপাসা যাবে, ময়লা যাবে ধু'লে।
যারা সাঁতার ভুলে নাম্‌তে পারে,
(তাদের) টেনে নে' যাও একেবারে,
ভেসে যাও, ভাসিয়ে নে' যাও, সেই পরিণাম-সিন্ধু-জলে।

গানটি গাইবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর এই বাণীটি বললেন—

বরফের পুতুল
জলকে যতটুকু আত্মদান করল—
সে ততটুকুই জ'ল হল,
আর পেলও জলকে ততটুকু ;—
ঈশ্বর-সংস্থ ইষ্টে আমরাও তেমনতর।

হরেনদা (বসু) বাণীটির মানে বুঝতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাতে বললেন—আত্মস্বার্থী হয়ে আত্মম্ভরী বুদ্ধিতে আমরা তাঁর কাছ থেকে যত নিই, তত আমাদের স্বার্থবুদ্ধিই পুষ্ট হয়। আমরা তাঁর হই না, বরং বৃত্তিসেবী হই। আমাদের চরিত্রও ঐ ধাঁচে গড়ে ওঠে। অহঙ্কার ও আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিকামনাই শক্তিমান হয়। কিন্তু তাঁর মানুষ হ'লে মানুষের চরিত্র তাঁর রং-এ রঞ্জিত হয়ে ওঠে। ধীরে-ধীরে তার বৃত্তিমুখী জীবনটা ইষ্টসর্ব্বস্ব হ'য়ে ওঠে। অমনতর হলেই মানুষ টের পায় কী তার স্বরূপ, কী তার কাম্য। তখন সে তাঁকে ছাড়া আর কিছুই চায় না। আর নিজেকে তাঁর পায়ে ষোল আনা উৎসর্গ করাটাকেই পরম স্বার্থ, বা পুরুষার্থ, এক কথায় পরমার্থ ব'লে মনে করে।

শরৎদা (হালদার)—এই ব্যাপারটা কি ঈশ্বর লাভ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ মোটামুটি। আপনি যদি শুধু আপনার কামনা পূরণের জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহকে কাজে লাগাতে চান তবে আপনার শিশ্নোদর-পরায়ণতা সন্তানুপোষণী ও ইষ্টানুপূরণী হবেনা, বরং ঐগুলি এবং ওর আনুষঙ্গিক নানা উপসর্গ বৃদ্ধি পাবে। এতে আপনি বৃত্তিবাহুল্যে একটা দানবও হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু আপনার ভালমন্দ সবকিছু দিয়ে যদি তাঁর সেবা করেন, তাঁর সন্তোষ বিধান করেন, তবে প্রবৃত্তিগুলির উপর আপনার ঈশিত্ব বা আধিপত্য এসে যাবে। ওগুলি থাকলেও আপনি মহাবশী হ'য়ে উঠবেন। আপনার ভিতরকার devil (শয়তান) তখন divine transformation (ভাগবত রূপান্তর) লাভ করবে। এই চারিত্রিক পরিবর্ত্তন না হ'লে ঈশ্বর লাভ একটা কথার কথা মাত্র।

শরৎদা—আপনার কথা শুনে মাঝে-মাঝে ভয় হয়। ভাবি আমার বলতে যদি কিছু না থাকে তবে সে তো আত্মবিনাশের সামিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধারণতঃ আত্মবিনাশের পথেই তো মানুষ চলে। আত্মবিনাশের

পথ থেকে বাঁচিয়ে, আত্মবিকাশের পথ দেখাবার জন্যেই তো মহাপুরুষরা করুণা-পরবশ হ'য়ে বারে-বারে, যুগে-যুগে এসে আমাদের জন্য কত কষ্ট সহ্য করেন। সচ্চিদানন্দই তো আমাদের সত্তা। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপকে ভালবেসে, তাঁকে অনুসরণ করে, তাঁর চলনায় চলেই তো আমরা আমাদের হারান সাত্বত স্বরূপকে পুনরুদ্ধার করতে পারি। ধরুন আপনি আজ নির্দ্দয় আছেন। নির্দ্দয়তার পথে আপনি শান্তি পাচ্ছেন না কিন্তু তবুও তার নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছেন না। সে অবস্থায় আপনি হয়তো একটি দয়ালু মানুষের সঙ্গ পেলেন, তাঁর দয়া পেলেন, আপনার তাঁর প্রতি ভালবাসা জাগল, আপনি অজ্ঞাতসারে বা সচেতন চেষ্টায় তাঁর মতো দয়াবৃত্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হলেন। আপনার ছাই চাপা দয়ার উৎস খুলে গেল। আপনি বদলে গেলেন। আপনার লুপ্ত ও সুপ্ত দয়ার উৎস খুলে যাওয়ায় সুখী হলেন। এতে কি আপনার কোন ক্ষতি হ'ল? রাহুগ্রস্ত চন্দ্র যদি রাহু মুক্ত হয় তখনই চন্দ্রগ্রহণ কেটে যায় ও পূর্ণিমার জ্যোৎস্না পুরোপুরি ধরা দেয়। আমরা তো প্রবৃত্তির দাস নই, আমরা হলাম প্রবৃত্তি-প্রভু সত্তা। প্রবৃত্তি-দাস্যের খোলস খুলে গিয়ে সত্তা যদি স্ব-ঐশ্বর্য্যে জাগ্রত হয় তাতে কি সত্তার কোন দুঃখের কারণ আছে?

সুরেনদা (বিশ্বাস) বললেন—পারশবরা তো দ্ব্যন্তর বর্ণ। পিতা এবং মাতার মধ্যে ব্যবধান অনেক। এ-ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে যে খাঁকতি থাকে, তার পরিপূরণ কিভাবে হতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারশবরা বিপ্রবর্ণেরই একটা বর্গ। কিন্তু সে যাই হো'ক তা'রা যদি তাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পিতৃকৃষ্টির পথে চলতে থাকে তবে তাদের অন্তর্নিহিত বিপ্রত্ব যেভাবে উদ্ভাসিত হবার তা' হবেই। বীজের শক্তি কখনও নষ্ট হয় না, যদিও তা মায়ের পোষণ অনুযায়ী রঞ্জিত হয়। তোমরা যদি বিহিত আচার-পরায়ণ হও, তাহ'লে তোমাদের চিন্তার কোন কারণ নেই। হীনম্মন্যতা-বশতঃ অপর কেউ যদি তোমাদের খাটো করতে চায়, তাও যেমন তাদের পক্ষে অন্যায়, তেমনি তোমরাও যদি হীনম্মন্যতাবশতঃ শ্রেয়কে শ্রদ্ধা করতে না পার তাহলে সেটাও তোমাদের পক্ষে ক্ষতিকর। প্রকৃত পারশবদের মধ্যে দেবদ্বিজের প্রতি যে ঊর্জ্জী শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখা যায় তাতেই মনে হয় এইরকমটা বজায় থাকলে তোমাদের কল্যাণ অবধারিত। বিশেষ করে লক্ষ্য রেখো যাতে তোমাদের সমাজে প্রতিলোম বিবাহ কিছুতেই না ঢোকে।

শরৎদা—রামকৃষ্ণদেব তো ভবতারিণীর মন্দিরে পূজা করতেন। সেই মূর্ত্তিপূজার ভিতর-দিয়েই তাঁর চরম উপলব্ধি আসলো কী করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুরু এবং গুরুভক্তি লাগেই। মূর্ত্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়। প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রতীক হলেন গুরু এবং তাঁতে ভক্তি।

শরৎদা—ঠিক বোঝা যায় না কোন্ গুরুর উপর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের হাড়ভাঙ্গা

টান ছিল, যাঁকে পরিপূরণ করতে গিয়ে তিনি ঈশ্বরবেত্তা হ'য়ে উঠলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রীরামকৃষ্ণদেব উপর থেকে আসা মানুষ। এমন মানুষের সহজাত টান থাকে উৎসের প্রতি। আমার তো মনে হয় রামকৃষ্ণদেবের অসাধারণ মাতৃভক্তিই রূপান্তরিত হয়েছিল ঈশ্বরানুরাগে। এবং তিনি যখন যে গুরুকে অবলম্বন ক'রে যে সাধন করেছেন তখন তাঁর মধ্যে সেই গুরুর নির্দ্দেশ নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলার আগ্রহও দেখা গেছে অনন্যসাধারণ।

কেষ্টদা—পাতঞ্জলে আছে জ্যোতির্ম্ময় জিনিসের ধ্যান করার কথা। ওতে কী হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুরুভক্তি যদি spine (মেরুদণ্ড) না হয়, তবে শুধু ঐরকম ধ্যানে unfoldment (বিকাশ), integration (সংহতি), adjustment (বিন্যাস) এবং concentration (একাগ্রতা) কতখানি হয় তা' ঠিক বুঝতে পারি না। Concentration (একাগ্রতা) concentration-ই (একাগ্রতাই)। তা কিন্তু কখনও fixation (ত্রাটক) জাতীয় কিছু নয়। Centre (কেন্দ্র) হিসাবে একজন না থাকলে সাধন-ভজন কেন্দ্রীভূত হ'য়ে দানা বেঁধে ওঠে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত ১০টা ৫০ মিনিটের পর ভোগে বসেছেন। শ্রীশ্রীবড়মা পাশে বসে যত্ন সহকারে ভোগের সামগ্রী পরিবেশন করছেন এবং অন্তরঙ্গভাবে কথাবার্ত্তা বলছেন।

ভোগে ব'সে রাত ১০টা ৫৫ মিনিটে শ্রীশ্রীঠাকুর শুধোলেন—প্রফুল্ল আছিস্ নাকি?

হ্যাঁ বলে সাড়া দিতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—খাতা-কলম নিয়ে এদিকে আয়।

কাছে যেতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

যে তোমার হতে চায় না,
কিন্তু তোমাকে তার করতে চায়,—
ঠিক জেনো—
ক্রূর বুদ্ধি তার অন্তরে ওত পেতে বসে আছে,
তোমার সাথে তার খাদ্যখাদক সম্বন্ধ
সে তোমাকে পদানত করতে চায়,
সাবাড়ে আত্মসাৎ করতে চায়;
সাবধান!
হিসাব ক'রে চ'লো।

বাণীটি দেওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যা'রা সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ের অনুগত হ'তে চায় না, বরং তাঁকেই নিজেদের মত মতো চালাতে চায়, তাদের সম্বন্ধে এ-কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

এরপর বাণীটি পড়া হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি বলো? ঠিক আছে?

শ্রীশ্রীবড়মা—আমি তো খুব স্পষ্ট বুঝতে পারছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—তা হ'লেই হ'লো।

২রা ভাদ্র, বুধবার, ১৩৫৫ (ইং ১৮।৮।৪৮)

আজ প্রাতে আকাশ মেঘ-নির্ম্মুক্ত, পূর্ব্ব দিগ্‌বলয় অরুণরাগে উদ্ভাসিত। পাখীর কূজনে দশদিক মুখরিত। মৃদুমন্দ সমীরণে সুখকর স্পর্শশিহরণ। শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে বড়াল-বাংলোর উত্তরদিকের বারান্দায় শুভ্রশয্যায় উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), বঙ্কিমদা (রায়), প্রফুল্লদা (বাগচী), হরেনদা (বসু), হরিচরণদা (মজুমদার), ঈষদাদা (বিশ্বাস), লোচনাদা (ঘোষ), যতীনদা (দাস), উমাদা (বাগচী), অমূল্যদা (ঘোষ), মণিদা (বসু), সুরেনদা (পাল), নগেনদা (সেন), গোপেনদা (রায়), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী), কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), গোকুলদা (নন্দী), সুরেনদা (দে), সুধীরদা (দাস), সতীশদা (দাস), মহিমদা (দে), শরৎদা (সেন), জ্ঞানদা (দত্ত), প্রবোধদা (মিত্র), ভোলানাথদা (সরকার), প্রকাশদা (বসু), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), বিমলদা (মুখোপাধ্যায়) প্রভৃতি অনেকেই আছেন।

প্রফুল্ল খবরের কাগজ পড়ে শোনাচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ সৈন্যবাহিনী গঠন সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রতিরক্ষা-প্রস্তুতি যাতে খুব জোরদার হয়, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া লাগে। কিন্তু বৈদেশিক মন্ত্রণালয় ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে এমন ক'রে পরিচালনা করা লাগে যাতে কোন দেশের সঙ্গে অযথা বিরোধ সৃষ্টি না হয়। শক্তি বাড়ান ভাল, কিন্তু শক্তি-মদ-মত্ততা যেন না বাড়ে। শক্তি ও সংযমের সমন্বয় না হ'লে বিরোধ-বিলাস পেয়ে বসে। তাতে সবারই ক্ষতি। পারস্পরিক মিত্রতা যত বাড়ে ততই ভাল। আবার আমাদের শক্তি শুধু আত্মরক্ষার জন্য নয়, দুর্ব্বল ও নিরপরাধ যাতে নিপীড়িত না হয়, সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হ'বে। বৈদেশিক নীতির অঙ্গীভূত ক'রে ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যের পালন, পোষণ ও প্রচারণাকে সম্প্রসারিত করা দরকার—প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যকে পরিপুষ্ট ক'রে। ধর্ম্মকে যেমন মুখ্য ক'রে চলতে হয়, অসৎ-নিরোধকে তেমনি অব্যাহত রাখতে হয়। ব্যক্তির চরিত্র ও যোগ্যতাকে উন্নত ক'রে দেশকে সর্ব্বতোভাবে সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভরশীল ক'রে তুলতে হয়। একই সঙ্গে সব দিকে নজররাখা দরকার। একদেশদর্শী প্রচেষ্টায় কাজ হয় না। সেইজন্য একদিন ভারতের রাজশক্তি ঋষিশাসিত হ'য়ে পরিচালিত হ'তো।

ভারত ও জগতের উন্নতি যদি আমরা চাই তবে ঋত্বিক্ সংঘকে সবদিক দিয়ে সমুন্নত, সংহত ও সংগঠিত ক'রে তুলতে হবে।

কেষ্টদা—দীক্ষা তো কত হ'চ্ছে, কিন্তু আপনি যে ধরণের মানুষ চান, সে ধরণের মানুষ তো পাওয়া যায় না। তাই আপনি যে ধরণের আন্দোলন গ'ড়ে তুলতে চান তা' তো গ'ড়ে উঠছে না। আপনি চেয়েছেন শুদ্ধাত্মা, যারা অর্থ, মান, যশ কামনার কাঙ্গাল নয়, ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠাই যাদের কাছে বড়। জন্মগত এই ধরণের সংস্কার না থাকলে শুধু বাইরের চেষ্টায় তো এমনতর হবার নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতা মানুষ হ'য়ে আসেন মানুষের ভিতর ভাব-ভক্তির উদ্বোধন ক'রে তুলবার জন্য, তাঁর সঙ্গ-সাহচর্য্য লাভ ও আদেশ-নিদেশ পালনের সুযোগ যত বেশী মানুষের ঘটে ততই দেশের পরিবেশ উন্নত হ'তে থাকে।

কেষ্টদা—দীর্ঘদিন তাঁর সঙ্গ করা সত্ত্বেও মানুষের তেমন রূপান্তর ঘটে না, এমনও তো ঢের দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মূল কথা হ'লো সাচ্চা অনুরাগ, তাঁর প্রতি যার এতটুকু সত্যিকার টান গজায়, সে গলদ পুষে রাখতে চায় না। ভালবাসায় চরিত্রে রং ধরে এবং কৃত্রিমতা ও কপটতা কমে। সদ্‌গুরু-সান্নিধ্যে অনেকের চাপা দেওয়া দোষ উতলে ওঠে। তাতে কিন্তু ভয়ের কারণ নেই। বিকৃতি যত কেটে যায়, ততই মঙ্গল। নিজের ভিতর ভালমন্দ যাই থাক বা না থাক, তা নিয়ে বেশী মাথা না ঘামিয়ে, সব সময় তাঁকে সুখী করার ধান্ধা নিয়ে চলতে হয়। প্রীতি ও সেবা তাঁতে কেন্দ্রায়িত হ'লে ইষ্টই জীবনে প্রধান হ'য়ে উঠলে তা'তে মঙ্গল অবধারিত। যেন তেন প্রকারেণ এইটুকু ঘটিয়ে তুলতে পারলে হয়। নিজেও ঐ নেশায় মসগুল হ'য়ে চলতে হয়—আর অপরকেও সক্রিয়ভাবে ঐ নেশায় মাতিয়ে তুলতে হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর অনেক বিশিষ্ট বাঙ্গালী ও ভারতীয়ের কথা উঠলো।

সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর দুঃখ ক'রে বললেন—ঐ মেকদারের মানুষ কিন্তু আজকাল জন্মাচ্ছে কমই। তার মানে marriage ও eugenics (বিবাহ ও সুপ্রজনন) neglected (উপেক্ষিত) হ'চ্ছে। এই মূলের দিকে সব চাইতে বেশী নজর দেওয়া প্রয়োজন। গোড়া কেটে আগায় জল ঢাললে কিছুই হয় না।

চারুদা (করণ) এবং মেদিনীপুরের কয়েক দাদা শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য কাঁচ চালকুমড়ো, শসা, কাঁকরোল, নারকেল, বড়ি প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে এলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেখে মহা উল্লাস প্রকাশ ক'রে বললেন—একেবারে সব তরতাজা তোফা মাল। যা বড় বৌ-এর কাছে দিয়ে আয় গিয়ে। বড় বৌকে বলবি চালকুমড়োর পাটভাজা করতে।

সুনীল সহাস্যে বললো—আজ্ঞে বলবো ঠাকুর।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসন্নচিত্তে বললেন—চারু জানে কেমন ক'রে ছেলেপেলে ও

সাঙ্গ-পাঙ্গদের পরমপিতার দিকে interested (অন্তরাসী) ক'রে তুলতে হয়। এই শিক্ষার তুলনা হয় না।

মুর্শিদাবাদ থেকে এক দাদা এসেছেন। তাঁর বাড়ী রাজা শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণের কাছে।

তাই শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর খুশি হ'য়ে কর্ণসুবর্ণের সপ্তম শতাব্দীর ইতিহাস সম্বন্ধে জানতে চাইলেন।

উক্ত দাদা বললেন—আমি তো সে সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে কথা তো ভাল নয়। নিজেদের অতীত সম্বন্ধে যদি অনুসন্ধিৎসা না থাকে, তাহ'লে মাথা খোলে না। বাস্তব জীবন চলনায় কৃতিত্ব অর্জ্জন করাও দুরূহ হ'য়ে ওঠে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশমতো সুশীলদা দিগ্বিজয়ী বীর হর্ষবর্দ্ধনের কর্ণসুবর্ণ আক্রমণ ও শশাঙ্কের প্রচণ্ড সংগ্রামের বিবরণ দেন। কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মার হাতে পরবর্ত্তীকালে তার পরাজয়ের কথাও তিনি বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দাদাটিকে বললেন—মোটামুটি শুনলি তো? আরো ভাল ক'রে পড়বি ও লোককে বলবি। পরমপিতা মানুষকে অফুরন্ত শক্তি দিয়েছেন। যতো অনুশীলন করা যায়, ততো উপলব্ধি করা যায় ও আনন্দ পাওয়া যায়। কর্ম্মদক্ষতাও বাড়ে।

আশ্রমের এক মা ক্ষুব্ধভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে অনুযোগের সুরে বললেন—ঠাকুর! সংসারের সবার জন্য প্রাণপাত সেবা দিয়েও দেখেছি—কা'রও মন পাওয়া যায় না—যত করা যায় ততোই যেন সবার দাবী ও প্রত্যাশা বেড়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেবা দেবার প্রধান কথাই হচ্ছে—কথায় ও ব্যবহারে মানুষের মনকে সুস্থ, দীপ্ত ও ফুল্ল ক'রে তোলা ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বাস্তব অভাব ও প্রয়োজন অনুভব ক'রে তা সাধ্যমতো পূরণ করা। সত্তাকে স্পর্শ করতে না পারলে সেবা সার্থক হয় না। অপরকে সেবা করার সময় ভাবতে হয়, তা'কে সেবা করার ভিতর-দিয়ে আমি পরমপিতাকে সেবা করার সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ হচ্ছি, এবং আমার সেবার মধ্যে যেন কোন খুঁত বা স্বার্থপ্রত্যাশা না থাকে। এইরকম সশ্রদ্ধ, বিনম্র পূজারীর মনোভাব যদি তোমার থাকে, তাহ'লে দেখবে তোমার সংস্পর্শে মানুষের দোষদর্শনের প্রবৃত্তি মাথা তোলা দেবে কম। তবু নিন্দা ও বিরূপ সমালোচনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রেখে আত্ম-সংশোধন তৎপর হ'য়ে চলায় নিজেরই লাভ বেশী। তবে সেবা এমনভাবে করতে হয় যাতে সেবিতের ভিতর ইষ্টপ্রাণতা জেগে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন—,

বহুত্বের ভিতরে একত্বেরই
অনুসন্ধান কর—

সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে,
পাও তা'কে,
আর পরিবেশন ক'র তা' প্রত্যেককে—
সংযোজিত সমন্বয়ে,
—সার্থক হ'বে সকলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বাণীটি দিয়ে বললেন—এর মধ্যে ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সাধনা, বৈষয়িকতা, সমাজ সবকিছু আছে। বহুত্ব ও বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে একত্ব দাঁড়ায় না, আবার একত্ব বাদ দিয়ে বহুত্ব ও বৈশিষ্ট্যও দাঁড়ায় না। কোথায় কোন্‌টা কিভাবে আছে আর তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও বিন্যাস কেমনতর, তা' যে যত সহজভাবে ধরতে পারে, সে ততো প্রাজ্ঞ হ'য়ে ওঠে। এর জন্য লাগে উৎসমুখীনতা, আর তাকেই কয় ভক্তি।

জাতিস্মর সম্বন্ধে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যখন হ'য়েছে, হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিভাবে কী হয় সেইটে কার্য্যকারণসহ বের করতে হবে।

কেষ্টদা—অনেকেই হ'য়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! যেমন শান্তি, শান্তিরটা normal (স্বাভাবিক)। মাদ্রাজে একটি ছেলে আছে, তার নাকি চৌদ্দ জন্মের স্মৃতি মনে আছে। এই ব্যাপারটা যদি আয়ত্তে আনা যায়, তাহ'লে অনেক রেহাই।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রফুল্ল যে নোটগুলি নিচ্ছে যদি ঠিকমতো unfold (প্রকাশ) করতে পারে, বিরাট কাম হ'তে পারে। অবশ্য চিন্তা শুধু চিন্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না। চিন্তা অনুযায়ী কাজ চাই।

একটু পরে বললেন—ছড়া ও ইংরেজীগুলি না ছাপালেই নয়। লোকশিক্ষার জন্যই এগুলি দরকার। Fine (সূক্ষ্ম) খাটুনি আছে, যাকে বলে editing (সম্পাদনা)। হিসাব ক'রে পারম্পর্য্য অনুযায়ী সাজাতে হবে, যাতে পর-পর প'ড়ে গেলে বোধ দানা বেঁধে ওঠে।

কথায়-কথায় মদনদা (দাস) বললেন—আজকাল আমার দেখাদেখি অনেকে কায়দা ক'রে সেলুন করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—তুমি হলে সেলুনের জগতে একটা দিকপাল। ঐ জিনিসটাকে সুষ্ঠু ও সুন্দর ক'রে তোলা, সেও কম ব্যাপার নয়। সব কাজের মধ্যেই ঐ ঝোঁক রাখা লাগে। তা'তে national efficiency (জাতীয় দক্ষতা) বেড়ে যায়।

৩রা ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ১৯।৮।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), রত্নেশ্বরদা (দাসশর্ম্মা), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত) প্রভৃতি উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিবাহ সম্পর্কে সবে একটি বাণী বলতে সুরু করেছেন, ঠিক এই সময় আশ্রমের জনৈকা মা এসে সেদিকে লক্ষ্য না ক'রে নিজের একটি সমস্যার কথা উত্থাপন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী বলা বন্ধ হ'য়ে গেল। তিনি ধৈর্য্য সহকারে উক্ত মায়ের কথা শুনে তার সমাধান দিলেন। মা-টি বিদায় নেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এইভাবে কত দরকারী কথা যে মাথা থেকে উড়ে যায়।

রত্নেশ্বরদা—আপনার রাগ হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাগ ক'রে কি করব? ওদের প্রয়োজনটাও তো উপেক্ষা করা চলে না। আপনারা যদি এসব সামাল দিতে পারতেন, তাহ'লে আমার ঝামেলা অনেকখানি কমতো।

কেষ্টদা—কাজের মধ্যে লঘু গুরু আছে তো। তাই গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য লঘু ব্যাপারটা উপেক্ষা করাই তো সমীচীন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার দিক দিয়ে কথাটা হয় তো ঠিক। কিন্তু কাউকে তো আমার অপর বলে মনে হয় না, প্রত্যেককেই যেন মনে হয় 'আমি', তাই নিজের ব্যাপার বলে কোন জিনিসটা নিষ্প্রয়োজন বলে ভাবতে পারি না। তবে বড়খোকা কিন্তু অনেকের অনেক তাল সামলায়। অপরের অসুবিধাকে নিজের অসুবিধা বলে ভাবা ও তা' দূর করার অভ্যাস যত আপনাদের মধ্যে বাড়বে, ততই আপনাদের মধ্যে যোগ্যতা ও পারস্পরিকতা বৃদ্ধি পাবে। আর এমনি ক'রে সঙ্ঘশক্তিও বেড়ে উঠবে। সবটার মূল কিন্তু হ'লো ইষ্টানুরাগ। ইষ্টপ্রীত্যর্থেই যা' কিছু।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যার ভিতর যত ধর্ম্মবোধ জাগে তার সত্তাপ্রীতিও তত গজিয়ে ওঠে। আমার তো মনে হয় হস্তমৈথুন বা অগম্যাগমন করা মানে ইচ্ছাকৃত ভাবে কতকগুলি জীবকে প্রকারান্তরে মেরে ফেলা। মানুষ spiritually ও morally (আত্মিক ও নৈতিকভাবে) developed (উন্নত) হলে এ-সব অপকর্ম্মের প্রশ্রয় দিতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন—

অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে যেও না,
বরং চেষ্টা কর তাকে প্রতিরোধ করতে,
আর প্রীতিবোধ জাগিয়ে তুলতে।

কেষ্টদা—প্রতিশোধ ও প্রতিরোধের মধ্যে পার্থক্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রতিশোধ মানে তুমি আমাকে মেরেছ, আমিও তোমাকে মারব।

প্রতিরোধ মানে যাতে মারতে না পার, তাই করব। মানুষের প্রতি প্রীতিবোধ থাকলে তার উপর অন্যায় আচরণ করার বুদ্ধি হয় না, আর তার অন্যায় আচরণ করার বুদ্ধির যাতে নিরসন হয়, সেদিকেও লক্ষ্য থাকে।

সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সহিষ্ণুতার ভিতর শক্তি থাকে, ভীতি থাকে না। ভয়ে চুপ ক'রে থাকাটা সহিষ্ণুতা নয়, ওটা বরং দুর্ব্বলতা। Moral courage (নৈতিক সৎসাহস) থাকলে মানুষ প্রয়োজনমতো সংযতভাবে চুপ ক'রেও থাকতে পারে, আবার রুখেও দাঁড়াতে পারে।

সন্ধ্যায় অল্প-অল্প বৃষ্টি হচ্ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কাশীদা (রায়-চৌধুরী), কালিদাসদা (মজুমদার), গুরুদাসদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), হরিদাসদা (সিংহ) এবং কয়েকজন মা তাঁবুতে ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় খেপুদার কাছে তাঁর লিখিত বিশেষ একখানি চিঠি পূজনীয়া অন্নপূর্ণা মা'র কাছে পড়ে শুনিয়ে আসতে বললেন প্রফুল্লকে।

প্রফুল্ল চিঠিখানি পড়ে শুনিয়ে আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কী বলল?

প্রফুল্ল—জিজ্ঞাসা করিনি, তবে চেহারা দেখে মনে হলো—ভাল লেগেছে খুব।

শ্রীশ্রীঠাকুর গম্ভীর ভাবে বললেন—ঠিক করিসনি, জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল, স্বস্তিবাচনই বাদ দিলি, যা শুনে আয় গিয়ে।

প্রফুল্ল তখন নূতন ক'রে শুনে গিয়ে বলল—অন্নপূর্ণা মা বললেন—খুব ভাল হয়েছে। —সত্যিকথা বলতে কি আপনার কোন জিনিস কাউকে পড়ে শুনিয়ে কেমন হয়েছে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঈষৎ হেসে অন্তরঙ্গ সুরে বললেন—জানিস কি! এটা হ'লো রসাস্বাদন। রামকৃষ্ণ ঠাকুর অমনি জিজ্ঞাসা করতেন—অমুক আমার এখান থেকে গিয়ে আমার কথা শুনে কী বলল? আমারও সেই অভ্যাস আছে। জিজ্ঞাসা করি—কে কী বললো? কা'র কেমন লাগলো? সহজভাবে আনন্দ দেওয়া ও আনন্দ পাওয়াই তো হ'লো বড় কথা। নইলে শুধু দায় সারায় সব নীরস হ'য়ে যেত, জীবনটা একটা দুর্ব্বহ বোঝা হ'য়ে উঠত।

প্রভাতদা (দে) তাঁর স্ত্রীকে এখানে কোথাও কোন পরিবারে রেখে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে মানুষ নিয়ে চলতে পারে তো?

প্রভাতদা—হ্যাঁ! তা' পারে। পরনিন্দা, পরচর্চ্চার ধার ধারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরনিন্দা না হয় না করলো। তার নিন্দা অন্য কেউ করলে সইতে পারে তো? চটে যায় না তো? কত রকমের লোক থাকে! সংসার কি সোজা জায়গা?—এই বলে শ্রীশ্রীঠাকুর শিশুর মতো হেসে ফেললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিছু সময় পরে বড়াল বাংলোর উত্তরের বারান্দায় এসে বিছানায় বসলেন। আলো জ্বলছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বেশ হাসিখুশি। পূজনীয় বড়দা আছেন। তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে বিশেষতঃ কর্ম্মী সংগ্রহ সম্বন্ধে কথা হচ্ছে।

এমন সময় সুরেনদা (বিশ্বাস), যতীনদা (দাস) প্রভৃতি আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কর্ম্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি না পেলে organisation (সংগঠন) sterile (বন্ধ্যা) হ'য়ে যায়। কারও অভাব ঘটলে, তার স্থান পূরণ করার লোক থাকে না। মানুষের যেমন ছেলেপেলে হয়, তাতে বাপের একটা আশা থাকে যে সন্তান তার স্থলাভিষিক্ত হবে। নচেৎ continuity (ক্রমাগতি) কোথায়? আত্মসংরক্ষণের urge (আকূতি) থেকে যেমন মানুষ গুণিত হয়, ঐ রকম urge (আকূতি) থাকা চাই। ইষ্ট যেন তোমার সত্তা। তাঁকে বহুর মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দিতে না পারলে, তোমার নিজ সত্তাই যেন সংকুচিত হ'য়ে পড়ে এমনতর একটা বোধ থাকা চাই। ইষ্টকে সঞ্চারিত করার একটা তীব্র ক্ষুধা থাকা চাই। সেই ক্ষুধা থাকলে মানুষ চুপ ক'রে বসে থাকতে পারে না। বুদ্ধদেব কত পরিশ্রম ক'রে গয়া থেকে কোথায় কাশী পর্য্যন্ত হেঁটে গিয়ে যে পাঁচজন তাঁকে প্রথমে ছেড়ে গিয়েছিল, তাদের ধরলেন। পরে অবশ্য তাদের মাধ্যমে আরো কত ভাল লোক সংগ্রহ করলেন।

একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন—আর আমাকে যা' দেয়, কর্ম্মীরা তা' থেকে খায়, তাতে ভিটামিন (খাদ্যপ্রাণ) পায় না। আমার কাছ থেকে পাওয়ার প্রত্যাশা থাকাই ভাল না, স্বার্থপ্রত্যাশা প্রবল হ'লে, একদিন তার জন্য হয়তো আমাকেও sacrifice (ত্যাগ) করতে পারে। আমি কর্ম্মীদের ঋত্বিকীর উপর দাঁড়াতে বলি, তা' করলে glow (জেল্লা) বেড়ে যেত।

যতীনদা—একসময় তো আপনি benefaction (ইষ্টভৃতির আশীর্ব্বাদী)-এর কথা খুব বলতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Benefaction (আশীর্ব্বাদী) আর benefaction (আশীর্ব্বাদী) ছিল না। আমাকে দেওয়াটাই নেওয়া।

যতীনদা—ঋত্বিকীও তো আপনাকে দেওয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর তোড়ের সঙ্গে বললেন—ঋত্বিকীতে double vitamin (দ্বিগুণ খাদ্যপ্রাণ)। এটা আমাকে কেন্দ্র ক'রে আপনাদের জন্য দেওয়া। ঋত্বিকীতে automatically (আপনা থেকে) organisation grow ক'রে (সঙ্ঘ বেড়ে) যাবে। ওর মধ্যেই আছে সকলের বাড়ার পথ। ঋত্বিকী ভাল ক'রে চারিয়ে গেলে আন্দোলনের চেহারা বদলে যাবে। অবশ্য ঋত্বিকী বাড়ছেও বেশ।

সুরেনদা—অমাত্য অর্থাৎ সহকারী পাওয়ার উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাঁচপোকা যেমন তেলাপোকা ধরে, অমনি ক'রে ইষ্টার্থে লোককে একেবারে আপন ক'রে ফেলতে হয়।

যতীনদা—করলে তো আবার অন্যে টেনে নেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা হ'লে অমাত্য হয়নি। আপনার যত দোষ বা যত গুণই থাক, সবটা নিয়ে আপনাকে এমন ভাল লাগা চাই, যে অন্যে ফোঁস দিয়ে নিয়ে গেল, তা' হবার জো যেন না থাকে।

যতীনদা—কতখানি খাটতে হয়, তাহ'লে তার জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব খাটলেও যে হয়, আবার না খাটলেই যে হয় না, তা' নয়। আপনার স্বভাবটা এমন হওয়া চাই, যাতে মানুষ আপনার প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে আপনার সঙ্গই পছন্দ করে। আপনাকে কিছুতেই ছাড়তে না চায়। তার মানে আপনার কাছ থেকে তার সত্তা এমনই পোষণ পাওয়া চাই, যার দরুন সে আপনার সঙ্গে আঠার মতো লেগে থাকে।

যতীনদা—এর তুক কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুক ঐ ইষ্টপ্রাণতা।

আজকের একটা বাণী শ্রীশ্রীঠাকুর পড়তে বললেন।

পড়া হ'লো—

যে কোন দানাই হো'ক,
সে যেমন
তার সমধর্ম্মী অথচ বিপরীত সত্তার
সংযোগ পেলেই—
যাতে পরস্পরের আকূতি আছে এমনতর হ'লে,
বেড়ে ওঠে ও পুষ্টি পায়,
জৈবী দানাও কিন্তু তেমনি।

সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বিয়ে-থাওয়ার ব্যাপারে পুরুষ নারীর মধ্যে যেখানে biological, social, psychological, temperamental, physio-chemical (জীববিদ্যাগত, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, প্রকৃতিগত, শারীর-রাসায়নিক) ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের compatibility (সামঞ্জস্য) যত বেশী থাকে, সন্তানেরও সেখানে তত ভাল হবার সম্ভাবনা থাকে।

৪ঠা ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ২০।৮।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর সামনের বারান্দায় তক্তপোষে শুভ্রশয্যায় উত্তরমুখী হ'য়ে সুখাসীন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুধাংশুদা (মৈত্র), শরৎদা (হালদার), রমেশদা (চক্রবর্ত্তী), হরিদা (গোস্বামী), প্রকাশদা (বসু), যোগেনদা (হালদার), নরেনদা (মিত্র), অমূল্যদা (ঘোষ), কানু (মিত্র), পরেশ ভাই (ভোরা), ভূপেশদা (দত্ত), ঈশ্বদাদা (বিশ্বাস), বীরেনদা (মিত্র),

মণিদা (কর), বীরেনদা (পাণ্ডে), প্যারীদা (নন্দী), বঙ্কিমদা (রায়), ননীদা (দে), নরেশ ভাই (দাস), বঙ্কিমদা (দাস) প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত।

কথাপ্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন—গীতায় আছে 'বিগতভীঃ' হওয়ার কথা, 'ভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তঃ' হওয়ার কথা, 'বীতরাগ-ভয়ক্রোধঃ' হওয়ার কথা। দৈবাসুর-সম্পদবিভাগ যোগে দৈবগুণের উল্লেখ প্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথম উল্লিখিত হয়েছে 'অভয়'-এর কথা। আবার অর্জ্জুন যখন যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।

সমগ্র গীতার মধ্যে বহুস্থানেই দেখা যায় ভীরুতার বিরুদ্ধে উগ্র আপত্তি—এই জিনিসটির মূলগত তাৎপর্য্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে যে সচেতন সে অনুভব করে যে, সে অবিনশ্বর এবং সর্ব্বত্র এক অদ্বিতীয় আত্মাই বিদ্যমান, তিনি নিত্য বর্ত্তমান। আছেন বলতে একমাত্র তিনিই আছেন। তাই এই শাশ্বত সত্য সম্বন্ধে যার অকাট্য প্রত্যয় জন্মায় প্রীতিই তাকে পেয়ে বসে। মানুষ নিজেকে তো নিজে কখনও ভয় করে না। বরং নিজের যাতে ভাল হয় তাই করাই তার আত্মস্বার্থের সামিল হ'য়ে দাঁড়ায়। সেইজন্য সে আত্মশুদ্ধি ও আত্মোপলব্ধির সাধনায় রত থাকে যাতে কিনা স্বরূপ-সাক্ষাৎকার ত্বরান্বিত হয় এবং সামাজিক পরিবেশকেও এমন করে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হয় যাতে প্রত্যেকের বাঁচা-বাড়ার সাধনা ও ঈশ্বরোপলব্ধির পথ যথাসম্ভব অবাধ হয়। কুৎসিত স্বভাববশতঃ কেউ যদি এই মঙ্গলের পথ রুদ্ধ করতে চায় তখন তার, নিজেদের এবং সবার কল্যাণের দিকে চেয়ে ঈশ্বরপ্রীত্যর্থে নির্ভীকভাবে বিহিত রকমে তার নিরাকরণ করাই লাগে। এটা ধর্ম্মেরই অঙ্গ। এটা যদি না করা হয়, তা'হলেই অধর্ম্ম করা হয়। সবার বাঁচা-বাড়া ব্যাহত করা হয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা যখন রুখে দাঁড়াব তখনও অন্যায়কারীর সম্বন্ধে যেন আমরা মঙ্গলবুদ্ধি পোষণ ক'রে চলি। তাতে হয়তো তাদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হবে, আর তা' যদি নাও হয় প্রবল প্রতিরোধের ফলে লোকের ক্ষতি করার ক্ষমতা তাদের ক্ষীণ হবে। সবকিছুর বিহিত সামঞ্জস্য যাতে হয় তাই ক'রতে হবে।

কেষ্টদা—এই সামঞ্জস্যের বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মতত্ত্বের মধ্যে কতকগুলি কথা আছে যা' খুব যুক্তিযুক্ত এবং আপনার ভাবধারার সঙ্গে মেলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো বইটই পড়িনি, তবে পরমপিতার দয়ায় বিশ্বসত্য আমার কাছে যেমন উদ্ঘাটিত হয়েছে, এক কথায় আমি যা' প্রত্যক্ষ করেছি, সেই দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে পরমপিতা যখন যেমন বলান তেমনি বলি। যাহো'ক বঙ্কিমচন্দ্রের কথা আপনি যা' বললেন, যদি পড়ে শোনান, সকলে মিলে শোনা

যাবে।

তখন পণ্ডিত ভাইকে দিয়ে কেষ্টদা বাড়ী থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী আনালেন এবং প'ড়ে শোনালেন।

পড়ার আগে বললেন কথাগুলি শিষ্য ও গুরুর প্রশ্নোত্তর আকারে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন আছে, সেইভাবেই পড়ুন। প'ড়া হ'লো—

"শিষ্য—বৃত্তির অনুশীলন কী তাহা বুঝিলাম। এখন সে সকলের সামঞ্জস্য কী, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। শারীরিক প্রভৃতি বৃত্তিগুলি কি সকলই তুল্যরূপে অনুশীলিত করিতে হইবে? কাম, ক্রোধ বা লোভের যেরূপ অনুশীলন, ভক্তি, প্রীতি, দয়ারও কি সেইরূপ অনুশীলন করিব? পূর্ব্বগামী ধর্ম্মবেত্তৃগণ বলিয়া থাকেন যে, কাম ক্রোধাদির দমন করিবে, এবং ভক্তিপ্রীতি দয়াদির অপরিমিত অনুশীলন করিবে। তাহা যদি সত্য হয়, তবে সামঞ্জস্য কোথায় রহিল?

গুরু—ধর্ম্মবেত্তৃগণ যাহা বলিয়া আসিয়াছেন, তাহা সুসঙ্গত, এবং তাহার বিশেষ কারণ আছে। ভক্তিপ্রীতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলির সম্প্রসারণশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং এই বৃত্তিগুলির অধিক সম্প্রসারণেই অন্য বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য ঘটে। সমুচিত স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্য যাহাকে বলিয়াছি, তাহার এমন তাৎপর্য্য নহে যে, সকল বৃত্তিগুলিই তুল্যরূপে স্ফুরিত ও বর্দ্ধিত হইবে। সকল শ্রেণীর বৃক্ষের সমুচিত বৃদ্ধি ও সামঞ্জস্যে সুরম্য উদ্যান হয়। কিন্তু এখানে সমুচিত বৃদ্ধির এমন অর্থ নহে যে, তাল ও নারিকেল বৃক্ষ যত বড় হইবে, মল্লিকা বা গোলাপের তত বড় আকার হওয়া চাই। যে বৃক্ষের যেমন সম্প্রসারণ-শক্তি, সে ততটা বাড়িবে। এক বৃক্ষের অধিক বৃদ্ধির জন্য যদি অন্য বৃক্ষ সমুচিত বৃদ্ধি না পায়, যদি তেঁতুলের আওতায় গোলাপের কেয়ারি শুকাইয়া যায়, তবে সামঞ্জস্যের হানি হইল। মনুষ্যচরিত্রেও সেইরূপ। কতকগুলি বৃত্তি—যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়া—ইহাদের সম্প্রসারণশক্তি অন্যান্য বৃত্তির অপেক্ষা অধিক এবং এইগুলির অধিক সম্প্রসারণই সমুচিত স্ফূর্ত্তি, ও সকল বৃত্তির সামঞ্জস্যের মূল। পক্ষান্তরে আরও কতকগুলি বৃত্তি আছে; প্রধানতঃ কতকগুলি শারীরিক বৃত্তি, সেগুলিও অধিক সম্প্রসারণশালিনী। কিন্তু সেগুলির অধিক সম্প্রসারণে অন্যান্য বৃত্তির সমুচিত স্ফূর্ত্তির বিঘ্ন হয়। সুতরাং সেগুলি, যতদূর স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে, ততদূর স্ফূর্ত্তি পাইতে দেওয়া অকর্ত্তব্য। সেগুলি তেঁতুলগাছ, তাহার আওতায় গোলাপের কেয়ারি মরিয়া যাইতে পরে। আমি এমন বলিতেছি না যে, সেগুলি বাগ হইতে উচ্ছেদ করিয়া ফেলিয়া দিবে। তাহা অকর্ত্তব্য: কেননা, অম্লে প্রয়োজন আছে—নিকৃষ্ট বৃত্তিতেও প্রয়োজন আছে।.........তেঁতুল গাছ বাগান হইতে উচ্ছেদ করিবে না বটে, কিন্তু তাহার স্থান এক কোণে। বড় বাড়িতে না পায়, বাড়িলেই ছাঁটিয়া

দিবে।.........নিকৃষ্ট বৃত্তির সাংসারিক প্রয়োজন সিদ্ধির উপযোগী স্ফূর্ত্তি হইলেই হইল—তাহার বেশী আর বৃদ্ধি যেন না পায়। ইহাকেই সমুচিত বৃদ্ধি ও সামঞ্জস্য বলে।”

কেষ্টদা—প্রবৃত্তির দমন মানে যে বিনাশ নয়, নিয়ন্ত্রণ ও ধর্ম্মসম্মত বিনিয়োগ তাও স্পষ্টভাবে বলেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইটেই তো সর্ব্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্যমূলক বাস্তবোচিত কথা। সে অংশটুকুও পড়ুন।

“শিষ্য—তবেই বুঝিলাম যে, এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে,—যথা কামাদি, যাহার দমনই সমুচিত স্ফূর্ত্তি।

গুরু—দমন অর্থে যদি ধ্বংস বুঝ, তবে এ-কথা ঠিক নহে। কামের ধ্বংসে মনুষ্যজাতির ধ্বংস ঘটিবে সুতরাং এই অতি কদর্য্য বৃত্তিরও ধ্বংস ধর্ম্ম নহে। অধর্ম্ম। আমাদের পরম রমণীয় হিন্দু ধর্ম্মেরও এই বিধি। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা ইহার ধ্বংস বিহিত করেন নাই এবং ধর্ম্মার্থে তাহার নিয়োগই বিহিত করিয়াছেন।...........কেননা, বংশরক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজনীয় তাহার অতিরিক্ত যে স্ফূর্ত্তি, তাহা সামঞ্জস্যের বিঘ্নকর, এবং উচ্চতর বৃত্তিসকলের স্ফূর্ত্তি রোধক।”

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথাগুলির মধ্যে খুব সঙ্গতি আছে।

শরৎদা—মনুষ্যেতর জগতের মধ্যে কি মন আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তো মনে হয়—বস্তুজগতের মধ্যেও মন আছে। টান আছে, পছন্দ অপছন্দ আছে। কিন্তু তা' মানুষের মত নয়। বস্তুর মন স্বতন্ত্র, তাই আমরা ধরতে পারি না। জড় ও চেতন রকমফের মাত্র। আমাদের চেতনার যত expansion (প্রসারণ) হয়, আমরা তা' ততখানি প্রত্যক্ষ করতে পারি। বস্তুর মধ্যেও আত্মা থাকে, আত্মার মধ্যেও বস্তু থাকে। কোনটা ছাড়া কোনটা নয়, শুধু সমাবেশের রকমারি। একেরই নানা অভিব্যক্তিকে বিচিত্র নামরূপে প্রকাশ করা হয়। আমি বলছি আমার বোধের কথা। সাধনা ও বিজ্ঞান যত অগ্রসর হবে, তত এই সত্য ধরা পড়বে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুসময় তন্ময় হ'য়ে আকাশ দেখলেন!

যতীনদা—আমরা সহকারী যোগাড় করতে পারি না কেন? বোধহয় আমাদের গুণের অভাব!

শ্রীশ্রীঠাকুর—এগিয়ে যাবার আকূতি থাকা চাই, সেইজন্য culture (অনুশীলন) করা চাই।

যতীনদা—আমি চেষ্টা করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি সাধনশীল হ'লে আপনার মধ্যে সেই রকমটা ফুটে উঠবে। যেখানে যাবেন চাল-চলন, কথাবার্ত্তা, কাজকর্ম্ম সেইরকম হতে থাকবে

এবং তাতে অজ্ঞাতসারে receptive (গ্রহণশীল) লোক যারা, তারা influenced (প্রভাবিত) হ'তে থাকবে। লাগাতার লেগে থাকতে হয়। ঢিল দিলে নেমে যেতে হয়। কয়েক ধাপ নেমে গেলে ওঠা বড় মুশকিল। স্কুলে হয়তো কয়েকদিন পড়া করা হ'লো না, নিত্য করলে কিছু না, কিন্তু ক'দিন বাদ দিলে, ক্লাসের পিছনে পড়ে গেলে তখন পড়ায় রস পাওয়া দুরূহ হ'য়ে ওঠে। কারণ, মাষ্টার মশায়ের বোঝানটা বোঝা কঠিন হ'য়ে পড়ে, তার সঙ্গে পড়া না করার অভ্যাসটাও কিছুটা পেয়ে বসে। সবটা মিলিয়ে inner urge (ভিতরের আকূতি) যেন কমে যায়। সাধনজগতে ইষ্টনেশা কমে গেলে, পরিবেশকে ইষ্টে গ্রথিত ও সংহত ক'রে তোলার আগ্রহও কমে যায়। এই সংহতি-সন্দীপী আগ্রহ যত কমে যায়, বাস্তব কর্ম্মোৎসাহও তত কমে যায়। এমনি করতে-করতে আসে একটা আত্মকেন্দ্রিক, আজগবী, অলস ইচ্ছাবিলাস, যা' মানুষকে নিথর ক'রে তোলে। তার পরই দেখা দেয়, একটা pessimistic attitude (নৈরাশ্যমূলক মনোভাব)।

যতীনদা—দুই-একটা প্রাজাপত্য করলে কেমন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাম করলেই হয়, নামে সব আবর্জ্জনা জ্বলে যায়। সর্ব্বক্ষণ নাম করতে হয়, কাজকর্ম্ম বাদ না দিয়ে। নাম করতে থাকলে প্রথম একটা জিনিস হয়, ইষ্টের সান্নিধ্য-প্রলোভন দারুণ বেড়ে যায়। কিন্তু indolent (অলস) সান্নিধ্য-প্রলোভন, যা' সেবা-প্রধান নয়, তা' helpful (সহায়ক) হয় না। সান্নিধ্য-প্রলোভন হওয়া চাই তরতরে সেবাপ্রতুল। নাম খুব চেতান লাগে অনুরাগ আবেগ নিয়ে—কর্ম্মপ্রবণতাকে প্রবুদ্ধ ক'রে। এতে চরিত্রে জমে ওঠা মলিনতার জটপাকান নীরেট জঞ্জালগুলি পুড়ে যায়, ফেটে ফুটে যায়, আবার আসে normal balance (স্বাভাবিক সমতা)।

যখনই দেখবেন—কোন কথা বললাম, বা আমার দেওয়া কোন কাজের ভার নিলেন, ধরুন দেশলাই কিনতে দিলাম, কিনলেন, কিন্তু নিজের সৃষ্ট নানান তালের মধ্যে পড়ে ৩ দিন বা ৩ মাস পরে পাঠালেন, তখনই ধরে নেবেন প্রবৃত্তিরূপ রোগে ধরেছে আপনাকে। অর্থাৎ আমার সম্পর্কিত কর্ম্ম-সমাধা ক্ষিপ্র ও ত্বরিত না হ'য়ে যেখানে বিলম্বিত হ'চ্ছে, সেখানে বুঝতে হবে, তপপ্রাণতার সম্বেগ শিথিল হ'য়ে পড়ছে। তাই সাবধান হওয়া লাগে।

যতীনদা—মনে করেছি—সংসারের কাজ নিয়ে আর বিব্রত হব না। জমি-জমার দিকে নজর দেব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কি করেন, না করেন, কিছু এসে যায় না। ইষ্টপ্রীণন-আগ্রহ-রূপ থার্ম্মোমিটারের পারা ঊর্দ্ধমুখী হ'য়ে চলে কিনা তাই কথা।

পরেশ ভাই—মাঝে-মাঝে দ্বন্দ্বের মধ্যে প'ড়ে যাই, পরিস্থিতির জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজে নির্দ্বন্দ্ব হ'লে পরিস্থিতির জটিলতা তোমাকে কাবু করতে

পারবে কমই। ভিতরের দ্বন্দ্বই আসল দ্বন্দ্ব। তা থেকে যে মুক্ত, সে সব অবস্থার মধ্যেই কম বেশী অনুদ্বিগ্ন থাকতে পারে, অক্ষত থাকতে পারে। আবার তার একমুখী সবল চলার রকম দেখে, অন্যেও চলার কায়দা পেয়ে যায়।

৫ই ভাদ্র, শনিবার, ১৩৫৫ (ইং ২১।৮।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর সামনের বারান্দায় ভক্তবৃন্দ-পরিবৃত হ'য়ে উপবিষ্ট। এমন সময় মন্মথদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), পুষ্পমা (সান্যাল) এবং জানী ভাই নামক একজন গুজরাটি দাদা সপরিবারে এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিমুখে সস্নেহে সবার খবরাখবর নিতে লাগলেন।

জানী ভাই বললেন—ঠাকুর! মনটা বড় অস্থির, কিছুই ভাল লাগে না, কিছুতেই শান্তি পাই না, কোন কাজকর্ম্ম ভালভাবে করতে পারি না। কত ওষুধপত্র খেলাম, কিছুতেই কিছু হয় না। অকারণ মন খারাপ হ'য়ে থাকে ও দারুণ কষ্ট পাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললেন—ও কিছু না। তোমার কোন অসুখই নেই, তুমি তো ভাল মানুষ। রোখ ক'রে হাসবে, খেলবে, বেড়াবে, গল্প করবে, স্ফূর্ত্তি করবে, অপরকে আনন্দ দিতে চেষ্টা করবে। নাম-টাম করলেই মন চাঙ্গা হ'য়ে ওঠে। অমন ওষুধ আর হয় না। অসুখের চিন্তা করলে হবে না, অস্থিরতার কথা চিন্তা করলে হবে না, যা থাকে থাক। তোমার ওদিকে মন দেবার অবসর কোথায়? তুমি তো তোমার ইষ্টের। সব সত্ত্বেও তোমার বিশ্বে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করার ধান্ধা নিয়ে ছুটতে হবে তোমাকে। তাই-ই তোমার মুখ্য করণীয়। সর্বকিছু উপেক্ষা ক'রে, যেন তেন প্রকারেণ সেই কাজে ব্যাপৃত থাকতে হবে তোমাকে। কোন অজুহাতে তা' থেকে বিরত থাকার অধিকার তোমার নেই। মন তো অস্থির হয়ই, ওকে যতই স্বীকার করব, প্রশ্রয় দেব, ওতে যতই গা ঢেলে দেব, ততই ঐ ভাব আমাকে পেয়ে বসে রুগ্ন ক'রে তুলবে। রোগকে তো আমরা ভালবাসি না, আমরা ভালবাসি রোগীকে অর্থাৎ সত্তাকে। রোগীকে শান্তি দিতে গেলেই রোগের কাছে আত্মসমর্পণ করবার বদভ্যাসটা ছাড়তে হবে। তার সোজা পথ হ'লো সুখ, শান্তি, আনন্দ, স্বস্তি ও সুস্থির নিত্য উৎস যিনি সেই পরমপিতার স্মরণ, মনন, সেবায় অবিচ্ছিন্নভাবে আবেগোদ্দীপনা নিয়ে লেগে থাকা—তা' যখন যে কায়দায় যতখানি পারা যায়। এই তো মুখে তোমার হাসি ফুটে উঠেছে, আর তোমাকে পায় কে? এই হাসি এখন ছড়িয়ে দিতে থাক সর্ব্বত্র। আনন্দের দূত তোমরা, দেদার আনন্দ বিতরণ কর। তাতেই পরমপিতা পরিতৃপ্ত হবেন, সপরিবেশ আরো-আরো সুখী হবে তোমরা। শরণাগত হ'য়ে তাঁকে ডাক ও করণীয় করে যাও, কোন ভাবনা নেই।

জানী ভাই—মন অবসন্ন হলে, তাঁকে ডাকতেও ইচ্ছা করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁকে ডাকি না বলেই মন অবসাদগ্রস্ত হয়। মনের কথা না শুনে গুরুর কথা শুনতে হয়। ভাল থাকি, মন্দ থাকি নাম চালিয়ে যেতে হয়। ওর ভিতর-দিয়ে আপসে আপ সব ঠিক হয়ে আসে। সংসারে সবই অস্থির, ইষ্টনিষ্ঠা ও বিশ্বাস যদি নিনড় হয়, তা' হ'লে অস্থিরতার তুফানের মধ্যে তুমি পায়ের তলায় একটা স্থির ভূমির সন্ধান পেতে পার। নির্ভরতার একমাত্র স্থল পরমপিতা। পরম দয়াল তিনি। আমরা যখন তাঁকে ভুলে থাকি, তখনও তিনি আমাদের ভোলেন না, ছাড়েন না, ধ'রে থাকেন। কিন্তু তিনি যে সর্ব্বদার তরে আমাদের ধ'রে আছেন, তাঁর সেই দয়াটা আমরা বোধ করতে পারি না, যদি আমরা তাঁকে আঁকড়ে ধ'রে না থাকি। নিজের স্বার্থের কথা, সুখের কথা ভাবতে হয় না, ভাবতে হয় তিনিই আমার স্বার্থ, তিনিই আমার সুখ, তিনিই আমার ইহকাল, তিনিই আমার পরকাল, তিনিই আমার সব। ফলকথা, ভাববার বস্তু একমাত্র তিনিই। একেই বলে ভাব-ভক্তি। তখন তাঁর তৃপ্তিসাধনই হয় জীবনের ব্রত। কায়মনোবাক্যে তাই-ই ক'রে চলা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

জানী ভাই—কাজকর্ম্মের চাপের মধ্যে প'ড়ে আমার জপধ্যান বড় irregular (অনিয়মিত) হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Irregular (অনিয়মিত)-ই যদি হয়, তাও যেন regularly irregular (নিয়মিতভাবে অনিয়মিত) হয়। এক কথায় অনিয়মিত রকমে হ'লেও কোনদিন বাদ যেন না পড়ে। তা'ছাড়া সব কাজের মধ্যেই নাম চালাতে হয়।

ঊষা-নিশায় মন্ত্রসাধন
চলা-ফেরায় জপ
যথাসময় ইষ্টনিদেশ
মূর্ত্ত করাই তপ।

জানী ভাই—ক্রমাগত বাধা আসে, চলতে-চলতে পড়ে যাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পড়ে গেলেও আবার উঠে দাঁড়িয়ে ধুলো ঝেড়ে চলতে সুরু করতে হয়। মহাজনরা বলেন ভবসমুদ্র অর্থাৎ আমরা যেন হওয়ার সমুদ্রের মধ্যে আছি—ক্রমাগত ঢেউ, ওঠা নামা, বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে আরো-আরো হ'তে হয়। মূল উদ্দেশ্য হ'লো অহংকার ও ক্ষুদ্রতার বন্ধন ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরসর্ব্বস্ব হওয়া। তাতেই মুক্তি, তাতেই শান্তি, তাতেই আত্মোপলব্ধি। তার জন্য চাই ঈশ্বরানীতি, ঈশ্বরানুসরণ ও নামনিরতি। সদ্‌গুরুতে সক্রিয় অনুরাগ হ'লো এর সহজ পথ। তাতে কসরত করা লাগে না। তখন মানুষ বোঝে যে পরমপিতার এক অফুরন্ত লীলা চলছে তার ভিতর-দিয়ে। শক্তিদাতা ও কর্ত্তা তিনিই, সে যেন অকর্ত্তা ও আধারমাত্র। তখন কেবল আনন্দ। ভয়, ভাবনা, দুশ্চিন্তার

বালাই থাকে না। ওঠা পড়া সব তাঁরই কোলে। সমুদ্রের তরঙ্গ যত উত্তালই হো'ক, তা' কখনও সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। তেমনি নাম-নিরতি থাকলে পরমপিতার সঙ্গে যোগটা কাটে না।

জানী ভাই—আমার মনে হয় আপনার কাছে যা' চাই, তাই-ই পাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' চাই, তাঁরই জন্য চাইব তা' ছাড়া অন্য কিছু তাঁর কাছে চাইবই না। নিজের জন্য কিছু চাইতে গেলেই আসক্তি ও বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে হয়। তাতে তাঁর থেকে বিচ্যুতি ঘটে। তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়, যা'তে তাঁর মনোমত হ'য়ে উঠতে পারি, তাঁর ইচ্ছা কাজে ফলিয়ে তুলতে পারি। তাই বলে—'Thy will be done'—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হো'ক। এতে তাঁর জগতে ঢোকার রাস্তা সাফ হয়। নইলে নিজের গড়া সংকীর্ণতার আবর্ত্তে প'ড়ে খাবি খেতে হয়। আমরা যদি তাঁর প্রতি অনুকূল হই, তাঁর আনুকূল্য পদে-পদে টের পাই। উল্টো পথে চললে তাঁর আনুকূল্যটাকেও প্রাতিকূল্য বলে মনে হয়। তার পথে টেনে নেবার জন্য তিনি কিন্তু কেবল দয়াই করে চলেন, তাঁর নিজস্ব রকমে। চাই নিজের খেয়াল-খুশি বিসর্জ্জন দিয়ে তাঁর পথে চলা।

সুশীলদা—জানীভাই খুব সৎ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বামুন বামুনই থাক।

জানী ভাই—বামুনই হতে হবে। বামুন ছাড়া কি বৈশ্য হব? সোনা কি লোহা হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালর অল্পও ভাল।

জানী ভাই—আমি নিজের honest (সৎ) চেষ্টাতেই দাঁড়িয়েছি। প'ড়ে যাওয়া সত্ত্বেও বামুনের বড়াই আমার আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে বামুনের রং আছে।

জানী ভাই—ভাল নাগর ব্রাহ্মণরা ধূমপান, আমিষ আহার, মদ খাওয়া ইত্যাদি নিষ্ঠাসহকারে বাদ দিয়ে চলে। শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে নিজেদের দোষ খণ্ডনের প্রথাও আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল। আত্মশুদ্ধির প্রবণতা ব্রাহ্মণের রাজলক্ষণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর সারাদিন কথাবার্ত্তার ফাঁকে-ফাঁকে মাঝে-মাঝে বাণী দিচ্ছেন।

বিকালে শরৎদা (হালদার), প্রভাতদা (দে), সতীশদা (দাস), রমেশদা (চক্রবর্ত্তী), কিরণদা (মুখোপাধ্যায়) প্রভৃতি শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে তাঁর সান্নিধ্যে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় বসলেন। বাণী সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টদা, সুশীলদা, শরৎদা, প্রফুল্ল প্রভৃতি থাকলে আপনা থেকে লেখা দেবার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পরমপিতার দয়ায় বলার একটা তাগিদ যেন বোধ করি। সবকিছুর মধ্যে যেন একটা যোগাযোগের ব্যাপার আছে। পরমপিতা এক-এক অবস্থায় এক-একটা করিয়ে নেন। সবই তাঁর ইচ্ছাসাপেক্ষ। কেষ্টদা

থাকলে মাত্রা খুব উঁচুতে চাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। হয়তো ভাষা বেশ কঠিন হ'য়ে গেল। বিশ্লেষণাত্মক রকমে বলতে গেলে ঐ রকম হয়। শরৎদা-টরৎদা থাকলে মন্দ হয় না। বলাটা সংশ্লেষণাত্মক রকমে আসে। তখন ভাষাটা প্রাঞ্জল হ'য়ে বের হয়। অবশ্য বলাগুলির মধ্যে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ এই দুটোর সমন্বয় যত হয় ততই ভাল। আমার পছন্দও তাই। তাই বিশ্লেষণ-প্রধান লেখার মধ্যেও সংশ্লেষণ থাকে, আবার সংশ্লেষণ-প্রধান লেখার মধ্যেও বিশ্লেষণ থাকে। এমন কি ছড়াগুলির মধ্যেও তা' মালুম হয়। অবশ্য এটা আমার ধারণা। আপনারাই বুঝবেন ভাল। কারণ, আমি বুদ্ধি করে বলি কম। পরমপিতা যা' বলার বলিয়ে নেন। ভেতর থেকে আর কেউ যেন সব করেন।

শরৎদা—অসবর্ণ বিবাহে পাত্র-পাত্রীর মনের মিল তো চাই!

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃতিগত মিল চাই। তা' সবর্ণ, অনুলোম অসবর্ণ দুই বেলাতেই।

শরৎদা—শুনেছি চরক সুশ্রুতের মধ্যে দাম্পত্য মিলনের সময় উভয়ের মানসিক সঙ্গতির উপর জোর দেওয়া আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উভয়ের শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি না ঘটলে তখন মিলন না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বিবাহ ও যৌন মিলন যেমন হওয়া উচিত তেমনতর হ'লে রজো-বীজের সুষ্ঠু সমন্বয়ে সন্তান ভাল হয়। ভাল চাষ-আবাদের জন্যও মাটি, জল, সার, বীজ, আবহাওয়া, যত্ন ইত্যাদির সামঞ্জস্য দরকার হয়। সবকিছুরই একটা সূক্ষ্ম দিক আছে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা বাইরে খুব যাজন করি, কিন্তু বাড়ীতে করি না। Educate করি না (শিক্ষা দিই না), ভাবি এমনিতেই হবে, তা' কিন্তু হয় না। সেইজন্য ক্রমেই জোর কমে যায়, বংশপরম্পরায় পরিবারের আদর্শানুরাগ প্রবলতর না হ'য়ে দুর্ব্বলতর হয়। বকাঝকা ক'রে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে উচ্চভাব ঢোকান যায় না। প্রবুদ্ধ করতে হয়, আনন্দ-উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে হয়, যাতে স্বতঃই এ-জিনিস ভাল লাগে।

বাণী দেওয়া চলছেই। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), ব্রজেনদা (চট্টোপাধ্যায়), হরপ্রসন্নদা (মজুমদার) প্রভৃতি অনেকে আসলেন।

কোন বাণীর ভাষা সহজ, কোন বাণীর ভাষা কঠিন কেন হয় সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাবের মূর্ত্তিটা যেমন ভাষাটাও তেমন হ'য়ে বেরোয়। ঘোরালো ভাব প্রকাশ করতে, ভাষাও অজ্ঞাতে ঘোরালো হ'য়ে যায়। ভাবশুদ্ধ ভাবটা ধরা দেয়। পট করে একটা ঝলক নিয়ে সবটা যেন বেরিয়ে আসে। আজব কাণ্ড। আগের মুহূর্ত্তে জানা নেই, পরমুহূর্ত্তে কি হাজির হবে। সত্যিই অন্তহীন।

বিহারের শিবশঙ্করদা এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুশি হ'য়ে বললেন—বারে! তুই এসে গিছিস। তারপর খবর কী বল! কাছে এগিয়ে আয়, কতদিন পরে দেখছি তোকে।

শিবশঙ্করদা—খবর ভাল। মাঝে আসতে পারি নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগের মতো বাংলা বলতে পারিস?

শিবশঙ্করদা—ভুলে গেছি অনেকটা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওখানে বাঙালী নেই?

শিবশঙ্করদা—আছে, তারা সব হিন্দী বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর বুদ্ধি হবে তাদের সঙ্গে বাংলা বলা। বেশ ভাল যা' শিখেছিলি, আয়ত্ত করেছিলি, তা' নষ্ট হতে দেওয়া ভাল নয়। (যাজন-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন)—মানুষের মূল স্বার্থ কোথায় তা' ঠিক-ঠিক ধরিয়ে দিতে পারাই যাজন। তা' দিতে পারলে মানুষ পাছ ছাড়তে চায় না। মানুষ তত্ত্ব কথার প্রকৃত মানেই বোঝে না। তত্ত্ব মানে তাহাত্ব—যা'-যা' যেমন-যেমন ক'রে করলে যা' হয় সেইটে কার্য্যকরণ উদ্ঘাটন ক'রে জানিয়ে দেওয়াই তত্ত্বকথন। প্রত্যক্ষ অনুভূতি না থাকলে শুধু কথায় অপরের বোধ উদ্রিক্ত হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন—

অভিমানে আছে নিজের ওজন বাড়িয়ে তোলা—আত্মসমর্থন, প্রীতিতে থাকে প্রিয়কে বাড়িয়ে তোলা আর প্রিয়সমর্থন, তাই নরক বা নিকৃষ্ট হওয়ার মূলই হচ্ছে অভিমান।

এরপর হরপ্রসন্নদা জিজ্ঞাসা করলেন—শুনেছি শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার মানভঞ্জন করতেন। তার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানভঞ্জন মানে বিহিত ব্যবহারে অহংকার-প্রসূত মাত্রাজ্ঞানহীন আত্মাদের বা নিজের গুরুত্ববোধ কমিয়ে দেওয়া—অভিমানমুক্ত ক'রে তোলা।

রাত পৌনে দশটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিয়ে বললেন—মানুষ যদি আচরণ না করে, শুধু বুদ্ধির দিক দিয়ে চোখ বেশী ফোটান ভাল না। তবে ভাবি, জানা থাকলে বেঘোরে পড়বে কম। তাই বোধহয় পরমপিতা এন্তার বলাচ্ছেন, যাতে চলতে ইচ্ছুক যা'রা, তারা পথের হদিশ পায়।

৬ই ভাদ্র, রবিবার, ১৩৫৫ (ইং ২২।৮।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ব'সে সমবেত ভক্তদের সঙ্গে নানাবিষয়ে কথাবার্ত্তা বলছেন।

অশথ গাছে কতকগুলি পাখী ডাকছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বললেন—এই যে পাখীগুলি

ডাকে, তা' আমরা যেন শুনেও শুনি না। যদি পাখীর প্রতি আমাদের ভালবাসা থাকে এবং আগ্রহ-সহকারে ওদের ডাক শুনতে অভ্যস্ত হই, তাহ'লে বুঝতে পারি কোন্ মানসিক অবস্থায় ওরা কিভাবে ডাকে। মানুষ, গাছপালা, ফুল-ফল, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ, জল-মাটি, আলো-বাতাস, পরিবেশ, প্রকৃতি, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, সংসারের নানা কাজকর্ম্ম, শব্দ-স্পর্শ, দৃশ্য-ঘ্রাণ, আকাশ, সূর্য্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র সবার সঙ্গে কিন্তু আমাদের জীবনীয় সম্বন্ধ আছে আদান-প্রদানের, ভাব-ভালবাসার। যারা জীবনের যোগানদার, তাদের সঙ্গে যথাযথ যোগস্থাপনে জীবন সার্থক হয়, বুদ্ধি ও বোধের, চিন্তা ও কর্ম্মশক্তির বহুমুখী বিকাশ হয়—স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী। ছেলেপেলেদের সর্ব্ব ইন্দ্রিয় যত সাড়াশীল হয় এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে মন যত গ্রহণমুখর ও অন্তর্ম্মুখ হয় ততই ভাল। গোড়ায় চাই মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি ও গুরুভক্তি। তাদের খুশি করার তাগিদে তখন তারা কত দেখে, শোনে, ভাবে, করে, জানে। পড়ার জন্য চাপাচাপি না ক'রে বাস্তব জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে শিশুদের আগ্রহশীল ক'রে তুলতে হয়। একটা ছেলে যদি একটা পাখী পোষে, অল্প একটু জায়গায় ফল-ফুল তরিতরকারী করে, সাঁতার শেখে, গাছে ওঠে, সাইকেল চড়ে, নিজহাতে কোন জিনিস তৈরী করে, অভিনয় করে, ছবি আঁকে, গান গায়, একজন ভিখারীকে কিছু খেতে দেয়, রাস্তার মধ্যে পড়ে থাকা একখানা ইঁট সরিয়ে ফেলে, মানুষের মুখ দেখে তার মনের অবস্থা ধ'রতে পারে, প্রকৃতির নানা পরিবর্ত্তন মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করে, রকমারি গল্প শুনতে-শুনতে ভাবে ডুবে যায়, পরিবেশের বস্তু, ব্যক্তি ও ব্যাপারগুলিকে তার মতো ক'রে অনুসন্ধিৎসা নিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, শোনে, বোঝে, কোন জিনিসের নিখুঁত বর্ণনা দিতে পারে, নিজের খারাপ ঝোঁকগুলিকে ভালর দিকে মোড় ফেরাতে শেখে, তা হ'লে তার কিন্তু মানুষ হওয়ার শিক্ষার ভিত্তিপত্তন হয়। মা, বাবা, গুরুজনদের দায়িত্ব কিন্তু অসাধারণ। তাদের শ্রেয়নিষ্ঠ চলনে চলতে হয় ও ছেলেপেলেদের শুভ প্রবণতাগুলিকে জাগিয়ে দিতে হয়। যতদূর জানি আমার মা আমার অন্নপ্রাশনের সময় আমার নামের আদ্যক্ষরগুলির উপর দাঁড়িয়ে কবিতায় আশীর্ব্বাদ করেছিলেন—

অকূলে পড়িলে দীনহীনজনে
নুয়াইয়ো শির কহিও কথা,
কূল দিতে তারে সেধো প্রাণপণে
লক্ষ্য করি তার নাশিয়ো ব্যথা।

আবাল্য মাকে খুশি করার নেশা তো আমার ছিলই। তদুপরি তাঁর এই আশিসবাণী আমার জীবনে অমোঘ প্রভাব বিস্তার করেছে। অবশ্য যতদূর মনে পড়ে ছেলেবেলা থেকে সবকিছুর সঙ্গে নিজেকে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত মনে হয়। তাই স্বার্থ বলতেই আমি বুঝি সপরিবেশ সবার স্বার্থ।

রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা)—আপনি ব্রহ্মজ্ঞান বলতে যা' বলেন তা' আপনার মধ্যে যেমন সহজ, অন্যের মধ্যে তা' শত চেষ্টা সত্ত্বেও তো জাগে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের স্বরূপজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। এটা প্রত্যেকের মধ্যে সুপ্ত থাকে। অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে অজ্ঞতা ও অশুদ্ধতাকে অপসারণ করতে পারলেই মানুষ তার নিত্য সত্তা বা অন্তর্নিহিত সচ্চিদানন্দের সন্ধান পায়। চাই ইষ্টের উপর অহেতুক টান। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহই বিপ্রের নিত্য করণীয়, এক কথায় এটা তার কুলসংস্কৃতি। এটা একাধারে তার সাধনা ও উপজীবিকা। কিন্তু প্রত্যেকের তার মতো ক'রে এই সাধনা করার দরকার আছে, যদিও এই ষট্কর্ম্ম সব বর্ণের জীবিকা নয়। আমি যে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী ও সদাচারের কথা বলেছি, সাত্বত কুলপ্রথা, বিবাহ বিধি ও জন্মগত সংস্কারসম্মত শিক্ষা ও জীবিকার সঙ্গে ঐগুলি যদি বংশপরম্পরায় মানুষের অভ্যাসগত হয়—ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাকে মুখ্য ক'রে,—তবে ভারত ও অন্যান্য দেশে ভবিষ্যতে বহু ব্রহ্মজ্ঞানীর আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব নয়। আমি যা' দিয়ে যাচ্ছি তা'র মূল জিনিসগুলি ক্রমাগত শত-শত বৎসর প্রত্যেকটি পরিবারে নিষ্ঠার সঙ্গে পরিপালিত হ'লে মানুষ দেবতায় পরিণত হবে। তবে আমাদের নিয়ামক প্রবৃত্তির উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। আত্মস্বার্থপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধি বিদায় দিতে হবে।

উমাদা (বাগচী)—আপনি বংশপরম্পরা ধ'রে সাধনার উপর এত গুরুত্ব দেন কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ ভাবে সাধনা ও বিবাহ যদি ইষ্টানুপূরণী হ'য়ে চলে, তবে কালে-কালে দৈবী জৈবী-সংস্থিতি ও সংস্কারসম্পন্ন জাতকের জন্ম হওয়ার আশা থাকে।

উমাদা—অনেক আচারপরায়ণ কুলীন বিপ্র পরিবারেও তো খারাপ মানুষ জন্মগ্রহণ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জন্ম যদি ঠিক থাকে, শিক্ষা ও সঙ্গদোষে কেউ হয়তো বাহ্যতঃ খারাপ হ'তে পারে। কিন্তু তাকে যদি ঠিকমত nurture (পোষণ) দেওয়া যায়, সে দেখতে-দেখতে ভাল হ'য়ে যাবে। মানুষের ভিতর ভালর সম্ভাবনা যা' আছে, তাই-ই উস্কে দিতে হয়। সাধারণতঃ কা'রও দোষের ব্যাপার নিয়ে বেশী ঘাটাঘাটি করতে নেই।

সুধাংশুদা (মৈত্র) এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রেডিওর খবর শুনেছিলে নাকি ?

সুধাংশুদা—আজ্ঞে হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী খবর ?

সুধাংশুদা—একজন বিশিষ্ট নেতা বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে বলছিলেন যে এতে

অনৈক্য ও ভেদবুদ্ধি প্রশ্রয় পায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেকেই এইটে বোঝে না যে বর্ণাশ্রম ও বর্ণাশ্রমের বিকৃতি এক জিনিস নয়। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে থাকবে পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রীতির সম্পর্ক, কাউকে বাদ দিয়ে কা'রও চলার জো নেই। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রত্যেকে প্রতেকের মতো কাজ করে এবং তা' করে বলেই বাঁচার জন্য শরীরের যে-যে কাজ নির্ব্বাহ হওয়া প্রয়োজন তা' হ'তে পারে। এই পারস্পরিকতা বাদ দিলে প্রাণই বাঁচে না। তাই মাথার যেমন পায়ের দরকার, পায়েরও তেমনি মাথার দরকার। এমন অবস্থায় বিরোধের স্থান কোথায়? একপেশে দৃষ্টি যা'দের, তারাই গোল বাধায়, যারা সব দিকটা দেখে বোঝে, তারা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করে। এটাই wisdom (প্রজ্ঞা)-এর লক্ষণ। ঋষিস্থানীয় ব্যক্তি নেতৃপদে থাকলে, তবেই দেশের মঙ্গল।

৭ই ভাদ্র, সোমবার, ১৩৫৫ (ইং ২৩।৮।৪৮)

প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় সমবেত ভক্তবৃন্দ পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে ত্যাগ ও ভোগের দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মূল কথা হ'লো পরমপিতাকে উপলব্ধি করা, উপভোগ করা ও তাঁর ইচ্ছাকে জয়যুক্ত করা। ত্যাগ-ভোগ বলে কথা নয়, ঐজন্য যা'-যা' করা লাগে তাই-ই করণীয়।

তারপর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

আমরা ত্যাগ করতে জন্মিনি কিন্তু,
বরং ভোগ করতে সমস্ত ঐশ্বর্য্যে—
সারা বিশ্বের ভিতর দিয়ে তাঁকে,
আর ঐ ভোগের ভিতর দিয়ে
সার্থক ক'রে তুলতে নিজেকে—
সচ্চিদানন্দে ;
আর তারই অন্তরায় যা',
তা' আমরা ত্যাগ করতে চাই,
ছিঁড়ে ফেলতে চাই
চিরদিনের জন্য।

যতীনদা (দাস)—অনেক জিনিসকে অন্তরায় বলে বুঝেও তো আমরা সহজে ত্যাগ করতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অভ্যাস একবার পেকে গেলে তা' ছাড়ান কঠিন, তবে ইষ্টের

উপর ভালবাসার নেশা গজালে, তাঁর অনীপ্সিত কাজ নিজের যতই প্রিয় হো'ক, করতে ভাল লাগে না। আবার তাঁর যা' পছন্দ, তা' করতে যতই কষ্ট হো'ক না কেন, না ক'রে পারা যায় না। এই করার ভিতর-দিয়ে সদভ্যাস রপ্ত হয়। আমি তো ভক্তি ছাড়া পথ দেখি না। ভক্তির পথে আত্মনিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত সহজে হয়।

প্রকাশদা (বসু) এবং রাজেনদা (মজুমদার) এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেরোসিন তেল জোগাড়ের কি করলি?

প্রকাশদা—গিয়েছিলাম। অফিসার আইন-কানুন ও প্রচলিত পদ্ধতির কথা বললেন। ভাবছি কিভাবে কি করা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কায়েতী বুদ্ধি হ'লো যত বেতালেই পড়ুক না কেন, কুশল কৌশলে সব বাধা অতিক্রম ক'রে শুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। উপস্থিত বুদ্ধি একটা বড় জিনিস।

নটের মত চল্ ওরে তুই
ভবরঙ্গ মঞ্চমাঝে
ইষ্টস্বার্থ রাখতে অটুট
কর্ অভিনয় তেমনি ধাঁজে।

হনুমানের কথা ভেবে দেখলেই হয়। অসুবিধার ভিতর-দিয়ে রামচন্দ্রের কাজ হাসিল করার ব্যাপারে তার জুড়ি মেলা ভার। আজকাল দেশে বামুনের মতো বামুন, কায়েতের মতো কায়েত কমই চোখে পড়ে। বৈশ্যও তথৈবচ। তেমন কূটনীতিজ্ঞ কায়েত থাকলে কি অখণ্ড ঐক্যবদ্ধ সোনার ভারত খণ্ডবিখণ্ড হ'য়ে সমস্ত সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকের আজকের মতো দুর্দশার সৃষ্টি হয়?

প্রকাশদা—বুদ্ধি তো ঠিক করেছিই, তবু ব্যাপারটা আপনাকে একটু জানিয়ে রাখছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাম সেরে এসে আমাকে জানান উচিত ছিল—এই হয়েছিল, এইভাবে তার বিহিত করেছি। তাতে ভিতর-থেকে স্বতঃই একটা 'bravo' (উৎসাহসূচক প্রশংসা বাক্য) বেরিয়ে আসে। সোয়াস্তি আসে, নচেৎ একটা anxiety (উদ্বেগ) থাকে।

আগের আলোচনার সূত্র ধ'রে বেলা দশটার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বাণী দিলেন—

ত্যাগ করতে হবে তাই-ই
যা' নাকি
বেঁচে থাকা ও বেড়ে ওঠার অন্তরায়।

বিকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় সুশীলদা (বসু) প্রভৃতির সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমেরিকা ও ইউরোপে যতদিন সুপ্রজননের নীতিবিধি ঠিকভাবে প্রতিপালিত হ'তো, ততদিন ওখানে অনেক উঁচুদরের মানুষ জন্মাতো, এখন তা' ক্রমে-ক্রমে লোপ পেয়ে যাচ্ছে, বিশেষ মানুষের অভ্যুত্থান

আজকাল কমই হচ্ছে। বিশেষ ধরণের মানুষ যদি না জন্মায়, তা'হলে বাইরের কোন উন্নতিতেই কিন্তু সর্বদিকের সুরাহা হবে না। সম্পদও বিপদের কারণ হ'য়ে ওঠে, যদি মানুষ প্রকৃত মানুষ না হয়।

একটু পরে পূজনীয় বড়দা আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কাছ থেকে নানা বিষয়ক খবর শুনলেন।

এক ডাক্তার দাদা এসে বসলেন। তিনি এ্যালোপ্যাথি মতে চিকিৎসা করলেও হোমিওপ্যাথ ও কবিরাজের মতো প্রত্যেকটি রোগীকে তার ধাতু ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী চিকিৎসা ক'রে বিশেষ সুফল পান বলে জানালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই কথা শুনে প্রীত হ'য়ে বললেন—খুব ভাল। তুমি এ ছেড়ো না, তাহ'লে mechanical (যান্ত্রিক) হ'য়ে যাবে। এখন যেভাবে করছ, ঐভাবে করলে মাথা খাটাতে হবে, প্রত্যেকটি রোগীর নিজস্ব ধরণ বোঝার চেষ্টা থাকবে, তাতে তুমি grow করবে (বেড়ে উঠবে)। একঘেয়ে রকমে কোন কাজ করা ভাল নয়। উদ্ভাবনী বুদ্ধি নিয়ে চললে সপরিবেশ নিজেরই লাভ। আজকালকার ডাক্তাররা মিক্‌শচারের প্রেসক্রিপশন করার অভিজ্ঞতা বড় একটা অর্জ্জন করে না, বেশীরভাগ পেটেণ্ট ওষুধ দিয়ে কাজ সারে। আগের কালে ডাক্তাররা অল্পের মধ্যে কত সুন্দর-সুন্দর মিক্‌শচারের ব্যবস্থাপত্র দিত। অনেক বেশী ওষুধই দিত না, আর যা' দিত তা' প্রায়ই হ'তো অমোঘ। আবার খাদ্য-খানার বিধান এমন করে দিতে হয়, যা' রোগনিরাময় ও স্বাস্থ্য উদ্ধারে সাহায্য করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে একখানি চেয়ারে এসে বসেছেন, দিনাজপুর থেকে কুঞ্জদা (দাস) এক ভদ্রলোক-সহ এসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), ব্রজেনদা (চট্টোপাধ্যায়), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), ঈষদাদা (বিশ্বাস), বিজয়দা (রায়), শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), মহিমদা (দে), সুরেনদা (দে), প্যারীদা (নন্দী) প্রভৃতি অনেকেই কাছে আছেন।

কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর উদাত্ত স্বরে আবৃত্তি করলেন—

"নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়
নাহি আর আগু পিছু।
পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ
নাই তার কাছে জীবন মরণ,
নাই নাই আর কিছু।
হৃদয়ের মাঝে পেতেছি শুনিতে
দৈববাণীর মতো—
উঠিয়া দাঁড়াও আপন আলোতে
ওই চেয়ে দেখো কতদূর হতে

তোমার কাছেতে ধরা দিবে বলে
আসে লোক শত শত।
ওই শোনো শোনো কল্লোলধ্বনি'
ছুটে হৃদয়ের ধারা।
স্থির থাকো তুমি, থাকো তুমি জাগি
প্রদীপের মত আলস তেয়াগি,
এ নিশীথ মাঝে তুমি ঘুমাইলে
ফিরিয়া যাইবে তারা।"

তারপর আক্ষেপের সুরে বললেন—সবচাইতে ক্ষতি হয়েছে দেশ ভাগ করায়। এতে ভারত ও পাকিস্তান, হিন্দু ও মুসলমান, এমন কি অন্যান্য সম্প্রদায়েরও ক্ষতি হ'তে বাধ্য। আমি তো বুঝি হিন্দু, মুসলমান যদি প্রকৃত ধর্ম্মপ্রাণ অর্থাৎ ঈশ্বরানুরাগী ও মানবপ্রেমী হয়, তাহ'লে তা'রা সব সম্প্রদায়ের লোকের আশ্রয়স্বরূপ হ'য়ে উঠবে। আবার তারা যদি প্রবৃত্তিসেবী ও স্বার্থপর হয়, তাহ'লে তাদের দিয়ে শুধু অন্য সম্প্রদায়ের লোকের ক্ষতি হবে না, তাদের দিয়ে স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের লোক এমন কি তারা নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই যেখানে বাস্তব ব্যাপার সেখানে মানুষকে সত্যিকার ধার্ম্মিক ক'রে তুলবার চেষ্টা না ক'রে, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ ভাগ ক'রে কি হবে? কোন হিন্দু যদি অত্যাচারী হয়, তাহ'লে সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে যে কোন লোক তার দ্বারা অত্যাচারিত হ'তে পারে, আবার কোন মুসলমান যদি অত্যাচারী হয়, তার দ্বারাও ঐ একই ব্যাপার ঘটতে পারে। এই জিনিসটাই হ'লো ধর্ম্মবিরোধী ব্যাপার, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকেরই চেষ্টা করা উচিত যাতে এই অন্যায় প্রশ্রয় না পায়। তা' না করলে অধর্ম্ম করা হয়। আগে থাকতে এমন করা উচিত ছিল যা'তে division (দেশ ভাগ) হ'লেও কোন দেশ বা কোন সম্প্রদায় কোন দেশ বা কোন সম্প্রদায়ের কোন ক্ষতি করতে না পারে। কংগ্রেসের নেতারা বলতো কিছুতেই তারা দেশ ভাগ হ'তে দেবে না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাই হ'লো। অথচ কোন প্রতিবিধান সৃষ্টি ক'রে রাখল না। আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক মিলিয়ে এক লাখ দেড় লাখ সৎসঙ্গী আছি, কিন্তু তেমনভাবে করলাম না কিছু। আমরা অনেকে জানিই না হিন্দু কাকে বলে বা ইসলামের আদর্শ কী? আমরা শিখিনি তা। এভাবে চললে কিছু থাকবে না।

দিনাজপুরের ভদ্রলোক—আবার হয়তো জেগে উঠবে।

কেষ্টদা—শেষ হ'য়ে গেলে জাগবে কবে?

উক্ত ভদ্রলোক—সহ্যের বাইরে গেলে তখন প্রত্যেকে বাঁচার পথ খুঁজে বের করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সহ্যের বাইরে হ'লে মানুষ অনেক সময় সত্তারও বাইরে চ'লে

যায়। আগে আমাদের মধ্যে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন ছিল। তাতে সমাজের সংহতি ও সম্প্রসারণ বৃদ্ধি পেত। প্রতিলোমে কিন্তু সমাজ ধ্বংসের দিকে যায়। আজকাল সেইদিকেই আমাদের ঝোঁক। আমরা জানি না যে আমাদের শাস্ত্র কতো বিজ্ঞানসম্মত এবং শাস্ত্রীয় বিধানগুলির তাৎপর্য্য কত গভীর। হোমরা-চোমরা নেতারাই জানে না। অন্য পরে কা কথা? আমি বলি যা' করণীয় তা' জোর দিয়ে কর, না কর তো গেছ, না ক'রে থাকাটা থাকবে না।

উক্ত ভদ্রলোক—এর জন্য দায়ী তো আপনারা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দায়ী আমরা বলা ভাল।

উক্ত ভদ্রলোক—আপনারা আছেন, পথ দেখাবেন।

কেষ্টদা—অনুসরণ তো করা চাই।

নবাগত ভদ্রলোক—করিয়ে নেবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জগন্নাথ ঠুঁটো। হাত নেই, পা আছে। ধরলে পারে। ধরতে হয়, ক'রতে হয়। আর যাজন চাই, যায় পরিবারে-পরিবারে শিশুদের মধ্যে পর্য্যন্ত। মা-বাবাকে ও গুরুকে নিত্য দেওয়ার অভ্যাস করান লাগে। যার জন্য যত করা যায়, যাকে যত দেওয়া যায়, তার উপর ততো টান বাড়ে। প্রত্যেকের মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি ও গুরুভক্তি যত বাড়ে ততই তার শরীর-মন সুকেন্দ্রিক ও সুসংহত হ'য়ে ওঠে। তার সদ্গুণ দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। বড় হওয়ার মূল হ'লো ভক্তি। আমাদের বাপ, বড় বাপ কী ক'রে গেছেন, তাদের দপ্তরে কী আছে তা' আমরা ভেবে দেখি না। নিজেদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য যা' তা' উপেক্ষা ক'রে, ভিনদেশের আবোল-তাবোল কতো কি অনুসরণ করতে আমরা ব্যস্ত। তাই আমরা শক্ত হ'য়ে নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারছি না, অন্যের ভালটাও assimilate (আত্মীকরণ) ক'রতে পারছি না। এখন চাই ঝড়ের মতো ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টির বিস্তার—আচরণসমন্বিত সঞ্চারণা। এই কাজ করার মতো মানুষ চাই যারা সকলের হিতসাধনকে নিজেদের একমাত্র স্বার্থ বলে জ্ঞান ক'রবে এবং তার জন্য যে-কোন দুঃখ-কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকবে। মানুষের ভিতর চারিয়ে দিতে হবে—

> একমেবাদ্বিতীয়ং শরণম্
> পূর্ব্বেষামাপূরয়িতারঃ প্রবুদ্ধা ঋষয়ঃ শরণম্
> তদ্বর্ত্মানুবর্ত্তিনঃ পিতরঃ শরণম্
> সত্তানুগুণা বর্ণাশ্রমাঃ শরণম্
> পূর্ব্বাপূরকো বর্ত্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ শরণম্।

বর্ণের প্রধান কথা হ'লো বৈশিষ্ট্য ও জন্মগত সংস্কার অনুযায়ী জীবিকা নির্ব্বাচন। সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকের পক্ষেই এটা উপযোগী। আবার বর্ত্তমান বা অধুনাতন পুরুষোত্তমের প্রতি সশ্রদ্ধ আনতি থাকলে, আলাদা-আলাদা

যত সম্প্রদায়ই থাক না কেন, তারা নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখেও তাঁকে কেন্দ্র ক'রে unified (ঐক্যবদ্ধ) হ'তে পারে। নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সেবা ও আদানপ্রদান যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে অসৎ-নিরোধী পরাক্রম। আমাদের মধ্যে একসময় ছিল সামাজিক শাসন। যথেচ্ছ অন্যায় ক'রে কা'রও সহজে পার পাওয়ার জো ছিল না, তাকে একঘরে ক'রে রাখতো। তার ধোপা-নাপিত বন্ধ ক'রে দিত। এতে মানুষ হিসাব ক'রে চলত।

নবাগত ভদ্রলোক—এই সামাজিক শাসনের অপব্যবহারও কম হয়নি। যা'রা উচ্চবর্ণের অথবা ধনী, প্রতিপত্তিশালী ও সমাজপতি, তাদের সাত খুন মাপ হ'য়ে যেত, আবার দরিদ্র, দুর্ব্বল ও নিম্ন বর্ণের লোকের উপর নির্য্যাতনও হতো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেক ভাল জিনিসেরই সদ্ব্যবহার ও অপব্যবহার দুই-ই হ'তে পারে। অপব্যবহারের বিহিত প্রতিকার যাতে হয়, তাও আমাদের করণীয়।

কুঞ্জদা—বিরুদ্ধ শক্তি এত প্রবল, যে সব দিককার প্রতিকার করা দুরূহ ব্যাপার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে পঞ্চবর্হিঃ বা পঞ্চাগ্নির কথা সংস্কৃত ভাষায় এইমাত্র বললাম তার উপর দাঁড়িয়ে কিছু লোক যদি জোরদারভাবে দানা বেঁধে ওঠে তবে সেই জীবন্ত দানাই ক্রমশঃ আরো-আরো বিস্তৃত ও শক্তিমান হ'য়ে উঠে বহু সমস্যার সমাধান হ'তে পারে। তোমাদের সৎসঙ্গের প্রাণশক্তি অতুলনীয়। যা' আছে, সেই সঙ্গে আরো কতকগুলি দেবদক্ষ কর্ম্মী যদি সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে পাগলের মতো নাছোড়বান্দা হ'য়ে লাগত—অন্য কোন পিছটান না রেখে, ইষ্টচিন্তা, ইষ্ট-কর্ম্ম ও লোকহিতই যদি হ'তো তাদের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান, ধান্ধা ও তপস্যা, তবে ঢের হ'তে পারতো, সবাই পেত তার সুফল। তারাও পরম প্রাপ্তির অধিকারী হ'তো।

নবাগত ভদ্রলোক—খুব কম লোকের পক্ষেই তা' করা সম্ভব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বলি পাকিস্তান বা ভারত যেখানেই থাকেন আর যা'ই করেন, তার সঙ্গে প্রাণপণ এই করেন। নচেৎ কোন করার মানে হবে না। দোকানই করি, পসারই করি, ঘরই করি, বাড়ীই করি, কিছুতেই কিছু হবে না, যদি mischief undo (ক্ষতিকে ব্যর্থ) করার ব্যবস্থা না করি।

ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত আবেগে বললেন—আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আশীর্ব্বাদ রইলই। যা' বললাম—তাই-ই পরমপিতার আশীর্ব্বাদ।

তিনি প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরম স্নেহে বললেন—আবার সুবিধা পেলে আসবেন।

ভদ্রলোক ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন।

'যা' বললাম—তাই-ই পরমপিতার আশীর্ব্বাদ'—এই ক'টি কথা মায়াময় রাত্রির ছায়ায় আমাদের কর্ণে দৈববাণীর মতো প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল।

৮ই ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৫৫ (ইং ২৪।৮।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলার বারান্দায় ব'সে বাণী দিচ্ছেন। এমন সময় কালিষষ্ঠী মা ছেলে সুরেশকে (রায়) সঙ্গে নিয়ে সেখানে আসলেন।

তিনি বললেন—সুরেশের নিজের শরীরের দিকে একটুও নজর নেই। ক্রমাগত রোদের মধ্যে চাষবাস করে। সে রোদ ওর গায় লাগে না, কিন্তু আমার জীবনে লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর গভীর দরদের সঙ্গে আর্ত্তকণ্ঠে বললেন—দেখ, মা ছাড়া এমন কথা আর কেউ বলে না। বৌ হয়তো বলে—যা' খুশি কর, টাকা এনে দাও। অবশ্য সবাই এমন তা' বলছি না। তবে মা বস্তুই আলাদা, সন্তান যে মা'র নাড়ী-ছেঁড়া ধন।

সুরেশ ভাইয়ের মাথাটা একটু গরম। বেশী কথা বলার অভ্যাস।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঠারে-ঠোরে চোখ-মুখ ঘুরিয়ে স্নেহঝরা কণ্ঠে বললেন—বেশী জোরে কথা বলতে নেই। ষ্টীমারে দেখিস না, যতটুকু দরকার, তার চাইতে বেশী জোরে হুইসেল দেয় না, ওতে ষ্টীম অযথা বেরিয়ে যায়। তেমনি বেশী কথা বললে বা অযথা জোরে কথা বললেও জীবনী শক্তি অযথা খরচ হয়। তাই দেখিস না, মৌনী হয়। Unbalanced (সাম্যহারা) হো'স না। বেঠিক হ'লে গাড়ী derailed (লাইনচ্যুত) হ'য়ে যাবে। সকলে মারা প'ড়বে।

সুরেশ ভাই—আমি আমার নিজেরটা করছি, বেশী মানুষের risk (ঝুঁকি) নিতে চাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে কি? তোমার সঙ্গে সমস্ত পারিপার্শ্বিক জড়িত। তোমার করায় যদি কা'রও ক্ষতি হয়, তা' করা চলবে না। তুমি তো লোককে গরম ক'রে দিতে পার, চটে যাওয়া মানুষকে জল করতে পার কতখানি তাই এবার দেখব। মনে থাকে যেন!

সুরেশ ভাই—সব পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর কালিষষ্ঠী মাকে সহাস্যে বললেন—দেখলি তো ছাওয়ালের জ্ঞানের নাড়ী টন্‌টনে। তুই অযথা ওর জন্য ভাবিস না। পরমপিতাকে ডাকিস আর ওর তালে তাল মিলায়ে তাই করিস যা'তে ওর ভিতরের ভালটা বেরিয়ে আসে। আমাদের কর্ম্মের কতরকমের ফের থাকে, তাই যেমনটা চাই তেমনটা সব হয় না। আবার খারাপটাও ভাল হ'য়ে দাঁড়ায়, যদি পরমপিতার উপর নির্ভরতা, নজর ও বিশ্বাস থাকে। যে সর্ব্বদা তাঁকে দেখে, সে তো তাঁর কোলেই ব'সে থাকে,

অমঙ্গল তাঁর কাছে ঘেসতে পারে না। তিনি যে কাকে কোন্ দিক থেকে নিজের কাছে টানেন, তার কি ঠিক আছে? সেইজন্য চাইতে হয় একমাত্র তাঁকে। তখন বেকায়দায় পড়লেও মানুষ ঠাকুরকে ভোলে না, তাঁকেই আঁকড়ে ধরে, তাই নিজেকে নিরাশ্রয় বোধ করে না। তোর বল পরমপিতা, তোর পুণ্যফলে তোর ছাওয়ালেরও যথাসম্ভব ভাল হবে।

সুশীলদা (বসু), রমেশদা (চক্রবর্ত্তী), ব্রজেনদা (চট্টোপাধ্যায়), যোগেনদা (হালদার), তারকদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), বঙ্কিমদা (রায়), রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা), প্রমথদা (দে) প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত আছেন।

ব্রজেনদা চট্টগ্রামের কোন এক সম্প্রদায় সম্বন্ধে বললেন—ওরা নিজেদের ক্ষত্রিয় ব'লে দাবী করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক্ষত্রিয় বলতে আজকাল লোকের ধারণা বদলে গেছে। মনে করে ক্ষত্রিয়রা বেপরোয়া, বদরাগী ও বিরোধবিলাসী। কিন্তু লোকরক্ষণী কৌশল, পরাক্রম ও আগ্রহ তাদের বিশেষ লক্ষণ। ক্ষত্রিয়ের কাজ লোকহৃদয় রঞ্জিত করে তোলা, অনুরাগ-উদ্দীপ্ত ক'রে তোলা। লোকপালন, লোকরক্ষণ, লোকতোষণ এক-কথায় লোকসেবাই তাদের ধরণ; সেবার তাৎপর্য্যই রক্ষণ, পালন, পোষণ, পূরণ। ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টি, সংঘ ইত্যাদি হ'লো লোকজীবনের ধারক। তাই ক্ষত্রিয়রা স্বভাবতঃই এ-সবের রক্ষক।

ব্রজেনদা—পরশুরামকে মহাপুরুষ ব'লে গণ্য করা হয় অথচ তিনি ভারতবর্ষকে নিঃক্ষত্রিয় ক'রতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন ব'লে শোনা যায়। এর উদ্দেশ্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, তাঁর লক্ষ্য ছিল বিকৃত ক্ষাত্রধর্ম্মের বাড়াবাড়ি ও বীভৎসতাকে অপসারণ করা। ক্ষত্রিয়ের কাজ হঠকারিতা নয়, শক্তির অপব্যবহার করা নয়। তেমনতর প্রবণতা দেখা দিলে, তাকে রোখাই ধর্ম্ম। কারও দোষ শোধরান মানে কিন্তু তাকে খতম করা নয়। আমার এই ধারণা।

গুরুভক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উপযুক্ত গুরুলাভ হ'লে এবং তাঁতে অচ্যুত অনুরাগ গজালে আর ভাবনার কিছু নেই। কোন প্রত্যাশা নিয়ে তাঁকে ধরতে নেই। নিজের ইচ্ছার কোন ধার না ধেরে তাঁর মনোমতো ক'রে নিজেকে গ'ড়ে তুলতে হয়। তিনি জানেন কার কিসে মঙ্গল, তাই তাঁর ইচ্ছা-অনুযায়ী নিজেকে পরিচালনা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

একটা বাড়ী কেনার কথা হ'চ্ছে। বাড়ীওয়ালা অস্বাভাবিক দাম চাচ্ছেন এবং অমূল্যদা (ঘোষ) বাড়ীওয়ালার চাহিদার কথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে হেসে বললেন—আজকাল বহু লোকের রকম যেমন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে যে দাম চায়, তার ⅓ অংশ থেকে সুরু ক'রে আস্তে-আস্তে উঠতে

হয়। অবশ্য চটে না যায় এবং বেহ্যাতি না হয়, সেই কায়দায় কথাবার্ত্তা সুকৌশলে পাড়তে হয়।

সুশীলদা একটা কাগজ থেকে প'ড়ে শোনালেন—হুসেন শাহের সময় অর্থাৎ মাত্র সাড়ে চারশ বছর আগে বাংলা ও বিহারে নাকি মাত্র ৩৪,০০০ মুসলমান ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হ'লে দেখেন, দেশবিভাগের পরিস্থিতিটা আমরাই সৃষ্টি হ'তে দিয়েছি। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ হতে দিয়ে এবং অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ বন্ধ ক'রে আমরা সবারই ক্ষতি করেছি। সব দিকে সজাগ দৃষ্টি না থাকাই অপরাধ। নিজের ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও সমাজ ত্যাগ একরকমের treachery (বিশ্বাসঘাতকতা)। এ অবস্থা ঘটান বা ঘটতে দেওয়া ঠিক নয়। এতে মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়। হিন্দু থেকেই আমি রসুলকে, যীশুকে ভক্তি করতে পারি, অনুসরণ করতে পারি। প্রেরিতপুরুষদের মধ্যে প্রভেদ এবং সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা ধর্ম্ম-বিরোধী ব্যাপার। কারও ক্ষতি করা যেমন অন্যায়, কারও দ্বারা নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে দেওয়াও তেমনি অন্যায়। নিজেকে রক্ষা করা যেমন কর্ত্তব্য, পরিবার, পরিবেশ, সমাজ, দেশ, ধর্ম্ম, কৃষ্টিকে রক্ষা করাও তেমনি কর্ত্তব্য। এর কোন-কিছুকে যদি নষ্ট হ'তে দিই, তাহ'লে আমরা আর থাকব না।

অরুণ (দত্তজোয়ার্দ্দার) এসে বলল—ঠাকুর! পেটখারাপের দরুন কিছুদিন আমি অতি সামান্য কিছু খাই, তাই মা-ও খান না বললে চলে এবং সেইজন্য তাঁর শরীর বেশ খারাপ হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার আগেই বোঝা উচিত ছিল, এবং বুঝে রোজ তাকে খাওয়ান উচিত ছিল।

অরুণ—সব সময় তো জানা যায় না, বলেনও না খুলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—'না বলিতে কাজ বুঝিয়া করিবে
সেই সে সেবক নাম
সেবক হইয়া কহিলে না করে
তাহার করম বাম।'

দেখেই যদি বুঝতে না পার, তাহ'লে কি হ'লো? ভালবাসার টানে সর্ব্বজ্ঞ হওয়া লাগে। সেই তো ভালবাসার দান ও দায়। যে কবিরাজ রোগীকে দেখেই আগে বলে দুর্ব্বা নিয়ে আস, সেই তো আসল কবিরাজ। নিষ্ঠা সহকারে যে যা করে, সেই ব্যাপারে তার মতো ক'রে তার সর্ব্বজ্ঞত্ব বীজ ফুটে ওঠে। প্রত্যেকের অন্তরেই পূর্ণের পদচিহ্ন রয়ে গেছে। ঠিকমতো ভাবলে, বললে, করলে, তন্ময় হ'লে ভিতরের সব জিনিস ধীরে-ধীরে ফুটে বেরোয়। ভালবাসার আনন্দে সুপ্ত যা' তা' জাগিয়ে তোলাই জীবন, শিক্ষা ও সাধনার সার কথা।

অরুণ—আমার যা' করার, তা' তো করেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা আমাদের deficiency (ত্রুটি)-কে খাতির করতে পারি, কিন্তু deficiency (ত্রুটি)-কে যত খাতির করব, efficiency (যোগ্যতা) থেকে ততো বঞ্চিত হব।

প্রকাশদা (বসু), প্রবোধদা (মিত্র) প্রভৃতি এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মেণ্টু ভাই (বসু)-এর দিকে চেয়ে স্নেহবিগলিত কণ্ঠে হাসতে-হাসতে বললেন—এখন মেণ্টু ঠিক হ'লেই যে হয়, কোন গোঁজামিল নয়, তাপ্পি-তুপ্পি নয়, একেবারে নিখুঁত, নিটোল যাকে বলে। দেখলেই যেন মন ভ'রে যায়, মালুম হয় পাওয়ার মতো পেয়েছে, হওয়ার মতো হয়েছে।

প্রকাশদা—ও ঠিকভাবে লাগলে, আমাদের বংশের ও একটা গৌরব।

মেণ্টু ভাই—আমার যে এখনও বহু গলদ আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিক কর।

মেণ্টু ভাই—চেষ্টা তো করছি, কিন্তু কতোদিন যে লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা তো একটা মস্ত education (শিক্ষা)। কলেজের পড়াতেই কতদিন লাগে। আর এতে কিছু সময় লাগবে না? তবে আগ্রহ যতো বেশী হবে, সময়ও ততো কম লাগবে।

কথার ফাঁকে-ফাঁকে শ্রীশ্রীঠাকুর বাণী দিচ্ছেন।

বেলা এগারটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

নিঃসঙ্গ, ইষ্ট-সঙ্গ, বান্ধব-সঙ্গ, পারিবারিক-সঙ্গ ও পারিপার্শ্বিক-সঙ্গ
—এই কয় জীবন যাদের সুসমঞ্জস,
ক্ষয়ক্ষতির পূরণে
তাদের জীবনের সমতা অনেকখানি বজায় থাকে।

৯ই ভাদ্র, বুধবার, ১৩৫৫ (ইং ২৫।৮।৪৮)

পাবনা থেকে ইয়াদালী ও দোখল প্রামাণিক প্রভৃতি এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের পেয়ে মহাখুশি। তাদের এবং আশপাশের প্রত্যেকের ঘরসংসার, চাষবাস, গরুবাছুর, জমিজমা, শরীরমন, সুখশান্তি, আমোদ-আহ্লাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে গভীর আগ্রহ সহকারে তন্ন-তন্ন ক'রে খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। কথা যেন আর ফুরোয় না। কতদিন পর যেন হারান পরমাত্মীয়কে ফিরে পেয়েছেন।

হরেনদা (বসু)-কে বললেন—বাজার থেকে ভাল দেখে প্যাড়া নিয়ে আসিস ওদের জন্য। ওদের দেখে যে আমার কতো ভাল লাগছে। ওদের মধ্যে যেন আমি পাবনার ছবি দেখতে পাচ্ছি। ওখানকার গাছপালা, জলহাওয়া, কথাবার্ত্তা, সুর ও প্রাণ যেন ওরা কিছুটা ব'য়ে এনেছে সঙ্গে ক'রে। মাতৃভূমির স্পর্শ পাওয়া

যায় নিজের জায়গার লোকেদের মধ্যে। হরেন! তুই আর একটা কাজ করিস, যতীন দর্জীকে খবর দিস। সে ওদের দু'জনের গায়ের মাপ নিয়ে খুব মজবুত সাদা ফকফকে দুটো কোট ক'রে দেবে। আমি দেখব সেই কোট পরে ওদের কেমন দেখায়। টাকা যা লাগে বড় বৌ-এর কাছ থেকে নিয়ে দিস। আমি তাকে ব'লে রাখব।

নূতন সরকার কেমন চলছে, দেশের সাধারণ লোক কেমন আছে ইত্যাদি সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করলেন।

ইয়াদালী—কত হিন্দু বাড়ী-ঘর ছেড়ে চ'লে গেছে। পশ্চিমা মুসলমানদেরই যেন দাপট বেশী। কেমন যেন সব ওলটপালট হ'য়ে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খোদাতালা চান যে আমরা সুখের পথে চলি, শান্তির পথে চলি। তাঁকে যদি আমরা ভালবাসি তাহ'লে মানুষকে ভাল না বেসে পারি না।

প্রফুল্ল—প্রকৃত মুসলমান সম্বন্ধে আপনার একটা সুন্দর ছড়া আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প'ড়ে শোনাবি নাকি?

খাতা এনে প'ড়ে শোনান হ'লো—

প্রেরিতে বিভেদ নাই যাহাদের
রসুল ব'লে মানে
উপকারীর স্বতঃই গোলাম
মরেও যদি প্রাণে।
শান্তিবাদী শান্তি-সন্ত্রী
দীপ্ত পূরণ-প্রীতি
সন্ধ্যা পাঁচে উপবাসে
গায় ঈশ্বরের গীতি।
সব প্রেরিতের পূরণ মতের
সেবক সাধক প্রাণ
পূর্ব্বপুরুষ সূত্র ছেঁড়া
নয়কো ইতর টান।
একেশ্বরে হৃদয় ঢালা
শান্ত মতিমান
জনসেবী জীবন-উপাসক
তারাই মুসলমান।
এমনতর রেশও যেথায়
নয়কো বিদ্যমান
রসুল প্রেমের মুখোস পরা
শঠকপটী প্রাণ।

দোখল—বড় মিঠে অথচ চাঁছাছোলা জিনিস। আমরা যে কিছু জানি না, তাও ভাল লাগলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল তো লাগলো, কিন্তু বেলয় কথা কিছু কওয়া হয়নি তো?

দোখল—পরাণ যেখানে ভ'রে ওঠে, সেখানে বেলয় হবি কী ক'রে?

কয়েকজন নবাগতের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা হ'চ্ছে।

জনৈক ব্যক্তি বললেন—অনেকে ফাঁকিবাজী ক'রে বড় হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড় হ'তে গেলে চিন্তা, চলন ও চরিত্রে বড় হ'তে হয়, নইলে, সে বড়ত্ব টেকে না। হাউইয়ের মতো উঠে ধপ ক'রে প'ড়ে যায়। কর্ম্মপটু না হ'লে কর্ম্মসাফল্য আসে না। যা'রা প্রকৃত কৃতী হয়, তাদের কিছু গুণ থাকেই। নিজে বড় হ'তে গেলে অন্যকে সেবায় বড় ক'রে তুলতে হয়। পরিবেশকে দাবিয়ে বা ঠকিয়ে নিজে একক বড় হওয়ার চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

উনি বললেন—ভগবানের দয়া থাকলে মানুষের কোন অভাব থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেনঃ—

নিজে প্রবৃত্তির পথে চ'লে
ভগবানকে তোমার প্রয়োজন পূরণে
দায়ী ক'রে চলতে যেয়ো না,
ব্যর্থ হবে,
আস্থা যাবে,
ভূতছাড়ান সরষেকেই ভূতে ধ'রবে;
যা পার ভগবানের জন্য কর,
আর সেই অর্ঘ্যে তাঁকে নন্দিত ক'রে
তুমি নন্দিত হও,
সব দিক দিয়েই সার্থক হবে,
আত্মপ্রসাদের স্মিত হাসি
তোমাকে অভিনন্দিত করবে।

কোন কারণে পূজনীয় ছোড়দার বড়াল-বাংলোর উপরের তলার ঘরে নানারকম বীজঘ্ন ওষুধ প্রয়োগ করা হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই প্রসঙ্গে প্যারীদা (নন্দী), গোকুলদা (নন্দী) প্রভৃতিকে বললেন—একেবারে নিখুঁতভাবে কাঁটায়-কাঁটায় সব করবি। যেন বিন্দুমাত্র ফাঁক না থাকে। অন্যের উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকবি না। তোদের নির্দ্দেশমতো ঠিক-ঠিক করলো কিনা দেখেশুনে নিবি।

সুশীলদা (বসু) শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিশ্চিন্ত করবার জন্য বললেন—ওরা ডাক্তার মানুষ, এ-সম্বন্ধে ওদের ভালই জানা আছে, ঠিকই করবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' আমি জানি। কিন্তু এটাও ঠিক কথা যে আমাদের অনেকেরই

nerve (স্নায়ু) ঢিলে এবং scientific temper (বৈজ্ঞানিক মেজাজ)-টা ঠিক রপ্ত নয়। তাই আমি কতকগুলি মানুষকে এমন টঙ্ক ও চৌকস ক'রে দিয়ে যেতে চাই, যাদের দেখে অন্য অনেকে মানুষ হ'তে পারে। লিখতে পড়তে জানাটা শিক্ষা নয়। সবরকম জীবনীয় ও কল্যাণকর চিন্তা, কর্ম্ম ও কথন জীবনে আয়ত্ত হওয়া চাই। ঋত্বিক্‌দের যদি এইভাবে গ'ড়ে দেন আর তারা যদি সেই সুগঠিত চরিত্র নিয়ে সব জায়গায় দায়িত্ব-সহকারে ঘোরে তবে তাদের চরিত্র থেকে শিক্ষা চারাবে। দীক্ষাকে বলে দ্বিজত্ব লাভ, তার মানে দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ, আচার্য্যের জীবন থেকে এটা শিষ্য বা ছাত্রের জীবনে প্রবেশ করে শ্রদ্ধা ও সেবার মাধ্যমে। অভিভাবক, পিতা-মাতা, ঋত্বিক্, শিক্ষক এরা হ'লো মানুষ করনে-ওয়ালা। এরা তৈরী না হ'লে দেশ তৈরী হবে না, দুনিয়া তৈরী হবে না। এর সঙ্গে চাই উপযুক্ত বিবাহ ও পারিবারিক পরিবেশ। এক কথা আমি বারে-বারে কই, কারণ এইগুলি না করলেই নয়। গাছের গোড়ায় জল ঢালার দিকে মানুষের নজর কম।

ইয়াদালী ও দোখল প্রামাণিক শ্রীশ্রীঠাকুরের অজস্র সেবা, সাহায্য ও দানের প্রশংসা করায় ধীরে-ধীরে পাবনার কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি দেওয়ার জন্যই দিই, কোন প্রত্যাশা থেকে দিই না। তোমাদের ভাল হওয়াটাই আমার লাভ। নিমকহারামী যদি কেউ করে, সেটা তার পক্ষেই খারাপ। তাই দেখলে ভাল লাগে না। আমার নিমক আমার কাছে, তোমার নিমক তোমার কাছে। যারা খেয়ে অস্বীকার করে, উল্টো করে, তাদের সুবিধা কী? মনের মিথ্যা গুমর ত্যাগ ক'রে, এদের সহজ সরল হওয়াই তো ভাল, নচেৎ খোদার কাছেই তো বেইমান হবে।

ইয়াদালী—আমরা আপনার কথা খুব বলি, বরাবর বলব। এক-এক জন আছে, কিছুতেই স্বীকার যায় না যে কিছু পেয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ব'লে কথা নয়। আর শুধু বলাই কি সব? কাজে করলি কী? বলা তো হাওয়ায় উড়ে যায়, করাটা থাকে মজুত। নিমকহারাম যে জায়গায় বেশী, সে জায়গা যায় জ্ব'লে—বোমা প'ড়ে যেমন হয়। তোরা থাকতে নিমকহারামী কেন প্রশ্রয় পাবে? তাতে যে তাদেরই সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে। খোদার কাছে ঠিক থাকলে আমার কে কী করে বল! আর শুধু কি তারাই যাবে, সঙ্গে-সঙ্গে সকলকে মেরে ছাড়বে।...........আমি ভাবি, কেন এমন হ'লো? দেশ ভাগ হ'লো, কিন্তু আমাদের পরস্পরের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, তীর্থ, পীর, বিষয়-সম্পত্তি রয়েছে দুই দেশেই। কে কাকে বাদ দিয়ে চলতে পারে? ভাগ হয় কিভাবে? আমি যদি মানি যে স্রষ্টা এক ও অদ্বিতীয়, ও রসুল তাঁরই প্রেরিত, আমি যদি পূর্ব্বতন প্রেরিতপুরুষদের মানি এবং তাঁদের মধ্যে প্রভেদ না করি, আমি যদি আমার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী ব্রত, তীর্থ, উপবাস, ধর্ম্মার্থে দান

ইত্যাদি করি, তাহ'লে আমাকে কেন কাফের ব'লে গণ্য করা হবে?

সুরেশভাই (রায়) উত্তপ্ত মস্তিষ্কে বাড়ীতে মা'র সঙ্গে নানাপ্রকার বচসা ক'রে এসে উচ্চকণ্ঠে অনেক অবান্তর কথা বলতে থাকায় শ্রীশ্রীঠাকুর ধীরভাবে কথাগুলি শুনে গম্ভীর ভঙ্গীতে বললেন—

যাদের পাত্র ছোট হয়, তারা বড় জিনিস ধ'রে রাখতে পারে না, সব হুড়-হুড় ক'রে বের হ'য়ে যায়। হেগে-মুতে চেচায়ে-মেচায়ে অস্থির ক'রে তোলে সবাইকে। ভগবান তখন কন 'পুনর্মূষিকো ভব'। দিতে চাইলাম, ধারণ করলি না, নিলি না, রাখতে পারলি না, পেলি না, আমি করব কী? আমি ক'রতে চাইলাম তোকে সিংহ, তুই মূষিকের বেশী হ'তে পারিস না, কী করব? তোর ভিতর খুব বেগ আছে, বেগটা হজম ক'রতে পারলে কাম হয়। যাক প্রথম পরীক্ষাটা দিয়ে আয়তো। মা'র পা চেপে ধ'রে বলবি—মা! আমাকে ক্ষমা কর, আর দাও দেখি একটু পাদোদক। তাই একটু মাথায় দিয়ে, একটু খেয়ে চ'লে আসবি। জোরে কথা বলবি না, বিনয়ভরা রকমে যাবি। লাখ চিমটি কাটলেও, টিটকারী দিলেও কথা কবি না। আয় ঘুরে। যা, এখনই ক'রে আয়। (সুরেশভাই চ'লে যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন)—যে-বোধ, বিবেচনা, সহ্য, ধৈর্য্য, সহানুভূতি, অধ্যবসায় ও অন্তর্দৃষ্টি থাকলে প্রত্যেকের ভিতরকার ভালটা টেনে বের করা যায়, তা' আমাদের মধ্যে খুব কম লোকেরই আছে।

রত্নেশ্বরদা (দাসশর্ম্মা)—আমি তো দেখি বৃত্তিবেগ দমন করতে গিয়ে রোখটাই খতম হ'য়ে গেছে, কোন কাজে রোখই চেতিয়ে তুলতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—দমন হয়নি, দলন হয়েছে। সংযম আনে শক্তি; যা' প্রয়োজনমতো ব্যবহার করা যায়। প্রবৃত্তি suppress (নিরোধ) করতে গেলে উচ্ছৃঙ্খলতা বা বিকৃতি পেয়ে বসতে পারে।

১০ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ২৬।৮।৪৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় যথাস্থানে বসেছেন। যতীনদা (দাস), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), গুরুদাসদা (সিংহ), শশাঙ্কদা (মণ্ডল) প্রভৃতি উপস্থিত আছেন।

গতকাল রাত্রে প্রদত্ত বিশেষ কয়েকটি বাণী শ্রীশ্রীঠাকুর প'ড়ে শোনাতে বললেন। পড়া সুরু হ'লো—

যদি উন্নতিই চাই,
সংহতিই চাই বা সংগঠনই চাই—
সম্প্রদায়-শক্তি, সমাজ-শক্তি ও রাষ্ট্র-শক্তিকেই

যদি শক্তিশালী ক'রে তুলতে চাই—
সংস্কৃতি, কৃষ্টিকে যদি উচ্ছল ক'রেই তুলতে চাই—
তবে চাই প্রথমে, এখনই
পূর্ব্বপূর্য্যমাণ বর্ত্তমান মহাপূরক আদর্শ,
তাঁকে গ্রহণ করতে হবে;
দীক্ষিত হ'তে হবে তাঁতে,
আর ঐ কেন্দ্র-স্বার্থে স্বার্থবান হ'য়ে উঠে
তাঁর পরিরক্ষণায়, পরিপোষণায়
ও পরিপূরণায় উদ্বুদ্ধ হ'তে হবে ;
এমনি ক'রেই আসবে ঐক্য—
একসূত্রতা, ঔদার্য্য, পারস্পরিক সহযোগিতায় উদ্বর্দ্ধনা,
শক্তি হ'য়ে উঠবে
অবাধ, উচ্ছল, পূরণ-উৎসর্গপ্রবণ,—
হবে স্বাধীন, পাবে শান্তি,
সৌকর্য্যে ফুলে উঠবে প্রতি-প্রত্যেকে,
নয়তো ছিন্নভিন্নতার হাত থেকে
কিছুতেই এড়াতে পারবে না।

ননীদা—বৈশিষ্ট্য-পূরণী ও সমষ্টি-উৎসারণী মহাপুরুষগণ যখন আসেন, তখন সাধারণতঃ খুব কম লোকই তাঁদিগকে গ্রহণ করেন এবং যাঁরা গ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে নিষ্ঠাসহকারে অনুসরণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ করেন অতি সামান্য অংশই, তাই আপনি যে সামগ্রিক ঐক্য ও উন্নতির কথা বলছেন, তা' ঘটতে খুব কমই দেখা যায়। বরং অনুগামীদের মধ্যেও কত ভেদ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হ'তে থাকে। তাই অনেক সময় ঐক্যের বদলে অনৈক্যই বেড়ে চলে। কিছু ভক্ত ব্যক্তিগতভাবে উন্নত চরিত্রের অধিকারী হন। কিন্তু সমাজ রাষ্ট্রের মধ্যে মহাপুরুষদের আবির্ভাবের ব্যাপক প্রভাব তো তেমন দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা যারা পূরয়মাণ মহাপুরুষদের প্রকৃত ভালবাস, তাদের উপরই অনেক কিছু নির্ভর করে। তাই আমি যজনের সঙ্গে-সঙ্গে যাজন ও ইষ্টভৃতির কথা অতো ক'রে কই। ভাল-মন্দের দ্বন্দ্ব চিরকালই থাকবে। তাই ভালর দায়িত্ব হ'লো মন্দকে সৎ-পথ লওয়ান। আর মানুষের সঙ্গে চলা লাগে তার প্রকৃতি বুঝে। অহংকে আঘাত না ক'রে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী তার সাথে সত্তাসম্বর্দ্ধনী আচার-ব্যবহার করলে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় কমই। বেঁচে থাকা, বেড়ে ওঠা ও সুখী হওয়ার ইচ্ছা সবারই আছে, সেইটেকে সুকৌশলে উস্‌কিয়ে দিতে হয়। জবরদস্তি ক'রে প্রত্যেককে নিজের ছাঁচে ফেলার চেষ্টা করতে গেলে ভাল হয় না। প্রত্যেকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সম্মান করতে শিখলে, তার ও নিজের

ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়।

এরপর পরের বাণীটি পড়া হ'ল—

কখন কোথায় কী কাজে,
কী মাত্রায়, কেমন ক'রে
কী কী ক'রতে হবে—
বুঝে-বুঝে, শুনে-শুনে, দেখে-দেখে,
ক'রে-ক'রে তার ধারণা ক'রে নিও,
যেখানে যতটুকু যা' করলে
কাজের ফয়শালা হয়
সেখানে ততটুকু তা' করণীয়;
অধিকমাত্রায় তা' বিষিয়ে যায়—
কম মাত্রায়ও ফল হয় না,
তাই, ধারণা ক'রে মাত্রাজ্ঞানটাকে
যতটুকু সম্ভব শায়েস্তা ক'রে নিও—
ফল পাবে।

পড়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সব ব্যাপারেই এই মাত্রাজ্ঞানটা জীবনের কৃতকার্য্যতার পক্ষে একান্ত দরকার। কে কতখানি বাস্তব অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন বা জ্ঞানী, তা' এই দিয়ে বোঝা যায়।

প্রফুল্ল—এর মূল উৎসটা কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে গীতায় আছে—

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।

চির অভ্রান্ত যিনি তাঁর সঙ্গে যে অচ্যুত ভালবাসার যোগে যুক্ত থেকে তাঁরই জন্য যে সব-কিছু করে, তার বুদ্ধি, বিবেচনা, চলন, কথাবার্ত্তা, আচার-ব্যবহার, কাজ-কর্ম্ম সবই আপনা থেকে ঠিক হ'য়ে আসে। মন-প্রাণের যোগটা জায়গামতো হওয়া চাই, তার মাপকাঠিটা ঠিকমতো হওয়া চাই। সব ব্যাপারে তুক ঐ একটাই। যিনি তোমার সত্তার ধৃতিভূমি, তাঁকে তোমার সচেতনভাবে ধ'রে থাকতে হবে। যাঁর থেকে এসেছ, তোমার চলতে হবে তাঁর দিকে তাঁর পথে। এই একটা ব্যাপারই স্মরণীয় ও করণীয়।

পরের বাণী—

থাকাটাকে নাড়া দিয়ে
যা' জানিয়ে দেয়—
তা'ই বেদনা,—
উৎফুল্ল ক'রে তোলে যা'তে

তাতেই উপভোগ,—
আর উদ্দাম ক'রে তোলে যা'তে
তাই আবেগ।

বেদনা জিনিসটা কী সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেদনা হ'লো এমন একটা জিনিস, যা' আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তোলে, কিন্তু এমন একটা বোধের সৃষ্টি করে যে তার প্রতিকার করতে না পারলে অস্তিত্ব বিপন্ন হ'তে পারে।

পরবর্ত্তী বাণী—

যে গতি বা চলন
উঁচুর দিকে নিয়ে যায়
তাই ঔদার্য্য;
ঔদার্য্য স্বেচ্ছাচার নয় কিন্তু—
বরং আদর্শ বা ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাওয়া।

যতীনদা—প্রাচীন, প্রচলিত, সঙ্কীর্ণ সংস্কার বা নিষ্ঠার বিরোধী যা' তাকেই তো মানুষ উদারতা ব'লে মনে করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে সংস্কার বা নিষ্ঠা মানুষকে উৎসমুখী ও উন্নত ক'রে তোলে, তা' ভাঙ্গা কখনও উদারতা নয়। ধরেন বর্ণাশ্রমের গলদ দূর করা ভাল, কিন্তু বর্ণাশ্রমের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য্য অস্বীকার করা ভাল নয়। অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের প্রবর্ত্তন উদারতা হ'তে পারে, কিন্তু প্রতিলোম সর্ব্বনাশা। যে মানুষ দূরদর্শী ও সর্ব্বদর্শী নয়, সে মানুষ reformer (সংস্কারক) সাজতে গিয়ে কতকাংশে হিতে বিপরীত ক'রে বসে।

এইবার গতকাল রাত্রি সাড়ে দশটায় প্রদত্ত শেষ বাণীটি পড়া হ'লো—

নিজেকে নিজে অনুভব
বা উপভোগ করার ইচ্ছা থেকেই
সৃষ্টি উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠল ঈশ্বরে,
যা' কিছু সব তাঁতেই ফুটে উঠল—
নানারকমে, একৈক বিশেষত্বে,
আলিঙ্গনে, গ্রহণে,
তাই, তিনি লীলাময়,
যা' ফুটে উঠল তা' কিন্তু তিনি ন'ন—
তাঁরই আর তাঁতেই।

পড়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষ যখন নিজেকে ঈশ্বরের উপভোগ্য ক'রে গড়ে তুলতে পারে, তখনই সে নিজেকে, ঈশ্বরকে ও জগৎকে ঠিক-ঠিক

উপভোগ করতে পারে ও তার জীবন সার্থক হয়। অন্য সকলেও তার সংস্পর্শে আনন্দ লাভ করে। কারণ, সবাইকেই সে আপন ব'লে অনুভব করে ও ভালবাসে। মানুষ তাঁতে কেন্দ্রায়িত না হয়ে যতই বিশ্বপ্রেমের কথা বলুক না কেন, তা কিন্তু হ'য়ে ওঠে না। Ego (অহং) surrendered (সমর্পিত) হওয়া চাই, নইলে ঐটেই বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়। সৃষ্টির কোন কিছুরই ঈশ্বর-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নেই। সবই তাঁর অধীন ও তাঁর উপর নির্ভরশীল।

যতীনদা বললেন—আমার শরীরটা কিছুতেই ভাল থাকছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনে হয় নাম-ধ্যান fall করায় (পড়ে যাওয়ায়), nerve fall করেছে (স্নায়ু নেতিয়ে পড়েছে)। যজন, যাজন ইত্যাদি টনিকের মতো কাজ করে। এ-সব বাড়াতে হয়, ইষ্টধান্ধায় ব্যস্ত থাকতে হয়, আর খাওয়া-দাওয়া, বেড়ান, প্রয়োজনমতো ওষুধপত্র ঠিকমতো করতে হয়। মন চাঙ্গা থাকে, এমন সঙ্গ করতে হয়। কিছু না, দেখতে-দেখতে শরীর ঠিক হ'য়ে যাবে।

যতীনদা দুজনের একটা যৌথ-সংস্থা রেজিষ্ট্রীকৃত করার বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আগে নিজেদের registered (রেজিষ্ট্রীকৃত) হওয়া লাগে, যাতে বিরোধ বা অবিশ্বাস না আসতে পারে, এমন ক'রে।

ইয়াদালী, দোখল প্রামাণিক ইত্যাদির সঙ্গে নানা কথা হ'চ্ছে—বিয়ে-সাদি, সমাজ-ব্যবস্থা, ঘর-সংসার ইত্যাদি সম্বন্ধে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজেদের থেকে উঁচু বংশের মেয়ে বিয়ে করা ভাল না, আর নীচু বংশে নিজেদের মেয়ে বিয়ে দেওয়াও ভাল না। ওতে ক্ষতি হয়।

বিনা নিমন্ত্রণে কোথাও খাওয়া চলে কিনা, সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিনা নিমন্ত্রণে খাওয়া যায় গুরুবাড়ী, জমিদারবাড়ী, প্রতিপালকের বাড়ী এবং মুসাফির অবস্থায়।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায়। কাছে আছেন ননীদা (চক্রবর্ত্তী), ডাক্তার কালীদা (সেন), ক্ষিতীশদা (দাস), পূজনীয়া সানুদি, হেমপ্রভা মা, সরোজিনী মা, রাণু প্রভৃতি।

শ্রীশ্রীঠাকুর দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন। এমন সময় ইয়াদালী এবং দোখল প্রামাণিকের পোষাক তৈরী হ'য়ে এল। শ্রীশ্রীঠাকুর দেখেই খুশি হ'য়ে ওদের ডাকালেন। ওদের নূতন পোষাক পরাবার ব্যবস্থা ক'রে আনন্দ করতে লাগলেন। ওরাও মহাখুশি।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে বলছেন—এই পোষাক প'রে গেলে লোকে চিনতে পারবে না। আবার জনে-জনে জিজ্ঞাসা করছেন কেমন দেখা যাচ্ছে?

সকলেই একবাক্যে বললেন—খুব ভাল।

খানিকটা বাদে শ্রীশ্রীঠাকুর কৃষ্টিনিষ্ঠা সম্পর্কে একটি বাণী দিয়ে বললেন—

নিজেদের কৃষ্টিবৈশিষ্ট্য ছেড়ে যদি আমরা ইউরোপকে নকল করি তবে আমাদের দেবার কিছু থাকবে না মানুষকে, আমরা বরং সকলের তাচ্ছিল্যের পাত্র বা কৃপাপাত্র হ'য়ে থাকব। আমাদের দাম কি থাকবে দুনিয়ার বুকে?

১১ই ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ২৭।৮।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকাল থেকে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় বসে পর-পর বাণী দিচ্ছেন। বেলা সাড়ে নটার সময় নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন।

যা' ইচ্ছা তাই কর,
তা'তে ক্ষতি নাই—
যদি তোমার প্রত্যেকটি করা
মূলকে পরিপোষণ করে
সব রকমে—সামঞ্জস্যে,
তৃপ্ত হবে সৌকর্য্যে, প্রজ্ঞায়।

বাণীটি বলা শেষ হ'তে না হ'তেই, এক মা শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্য একটি বাণী বলার উন্মুখতা লক্ষ্য না ক'রে একটি অবান্তর প্রসঙ্গ তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তার জবাব দিলেন। তারপর বললেন—কী যেন আসতে-আসতে চ'লে গেল। ঝিলিকের মতো আসে, ধরতে না পারলে গেল চ'লে। অনেকে আমার কাছে থাকে, কিন্তু ঘোরে নিজেদের জগতে, তাই আমার কথা বোঝে না, চলতেও পারে না আমার ইচ্ছা-অনুযায়ী।

এরপর এই বাণীটি বললেন—

বললেই যে বুঝতে চেষ্টা করে না,
আবার, কাজেও করে না,
কিংবা ঘন-ঘনই ভুলে যায়—
তা'র স্বভাব কিন্তু প্রণিধানী নয়,
নিজের ধাঁচেই সে অভিভূত,
তাচ্ছিল্যপ্রবণ—ঘে'চড়া।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পারিবারিক যাজন কিন্তু একান্ত প্রয়োজন। পরিবারের মধ্যে সদালোচনা ও শুভ অনুশীলনের একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়। নিজের সাধনার ধারা যদি পরিবারের প্রত্যেকের মধ্যে চারিয়ে না যায়—স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী, তাহ'লে পারিবারিক শান্তি ও সংহতি গ'ড়ে ওঠে কমই।

এরপর বাণী দিলেন—

যে জ্ঞান তুমি লাভ করেছ বা করছ
আদর্শচর্য্যায়, বহুদর্শিতার পথে—

নিজ পরিবার ও পরিজনদের মধ্যে
আগ্রহ-উন্মাদনা সৃষ্টি ক'রে—
তা' যদি চারিয়ে দিতে না পার
প্রিয়-সক্রিয়তায়,—
নিজেও ঠকবে, তা'দিগকেও ঠকাবে,
বঞ্চিত হবে তুমি,
সাথে সাথে তারাও,
এমন-কি, তোমার কৃষ্টিবৈশিষ্ট্য হ'তেও,
এমন বিভ্রান্তিতে ছেড়ে দেবে তাদিগকে—
সংহত হবে না তারা তোমাতে কিছুতেই ;
তাই, পারিবারিক সমভিব্যাহার ও সদালোচনা
আর প্রাত্যহিকভাবে তার অধিগমন
ধর্ম্মদ, প্রাণদ ও পুষ্টিদ—
ঠিক জেনো।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), যতীনদা (দাস) প্রভৃতি উপস্থিত আছেন। একজন পান্ডা একজন বিশিষ্ট জ্যোতিষী সহ এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ক'রে দিয়ে বললেন—আপনারা দুই প্রভু আছেন।

জ্যোতিষী—আমি তো সাধারণ মানুষ, ব্রাহ্মণ মানুষ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে প্রভুকে যত ভালবাসে সে তত বড়।

জ্যোতিষী তাঁর আচার্য্যের কথা প্রাণভরে বললেন এবং জ্যোতিষ সম্বন্ধেও দু'চার কথা হ'লো।

তারপর বিদায় নিলেন।

চ'লে যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এরা হ'লো সারী কাঠ। অনুশীলন আছে। 'আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।' এদের বৃদ্ধোপসেবনও কম নয়। সবটা নিয়ে একটা পাকা ভিত্তি আছে।

অনেক কিছু পাওয়া সত্ত্বেও বিকালে পাবনার মুসলিম ভাইদের ভাবে বোঝা গেল যে তাদের কাপড় পাবার ইচ্ছা। শ্রীশ্রীঠাকুর ননীদা (চক্রবর্ত্তী) ও ভূষণদা (চক্রবর্ত্তী)-কে আরো কুড়ি টাকা ভিক্ষা ক'রে আনতে বললেন।

একজন বললেন—এত পেয়েও সন্তুষ্ট হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই সুখীও হয় না।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে সুরেনদা (বিশ্বাস), খগেনদা (তপাদার) প্রভৃতি উপস্থিত।

ডাক্তার কালীদা (সেন) বললেন—লোকে মহাত্মাজীর মুসলিম-প্রীতির কথা বলে, আপনার তো মুসলিম-প্রীতি কম নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মুসলিম-প্রীতি কেন, মানুষ-প্রীতিই লাগে। আগে মানুষ, তারপর হিন্দু-মুসলমান।

মানুষের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে সম্মানযোগ্য ব্যবধান বজায় রাখার কথা বিশেষ ক'রে বললেন।

রাত সাড়ে নটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের দাঁতে ব্যথা। পূজনীয়া রাঙামা ও মায়া মাসীমা প্রভৃতি ছাড়া লোকজন তেমন নেই।

পণ্ডিতভাই (ভট্টাচার্য্য) এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে কলকাতায় যাবার জন্য বিদায় গ্রহণ করলেন।

পণ্ডিতভাই ও প্রফুল্লের মধ্যে নমস্কারের ভঙ্গীতে 'জয়গুরু' ব'লে বিদায়-সম্ভাষণ সমাপ্ত হ'লো।

পণ্ডিতভাই চ'লে যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—ওভাবে নমস্কার করিস কেন? পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে হয়। তোদের আরো বেশী ক'রে এটা করতে হয়। আমার কাছে থাক ব'লে, লোকের কাছে তোমাদের একটা গুরুত্ব আছে। তোমরা করলে সেটা একটা দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়। সবার মধ্যে চারিয়ে যায়। বড় হওয়ার পথই হ'লো শ্রদ্ধাবান হওয়া। যে প্রণাম করে শুধু তারই যে ভাল হয়, তা নয়, যাকে প্রণাম করে তারও বিনীত ও সচেতন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্রফুল্ল—ব্রাহ্মণ বয়সে খুব ছোট হ'লেও প্রণাম করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ!

প্রফুল্ল—আমার তাঁদের প্রণাম করতে ইচ্ছাই করে, তবে তাঁরা যদি অস্বস্তি বোধ করেন!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি খুশি মনে প্রণাম করলেই হলো। তাদের অস্বস্তি লাগলেও ক্ষতি নেই।

প্রফুল্ল—অব্রাহ্মণ শিক্ষক কি ব্রাহ্মণ ছাত্রকে প্রণাম করবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে না নিতে চায়, না নিক। পায় হাত দিতে দেওয়াই তো ভাল না। কিন্তু প্রণাম করাই উচিত।

সুরেশভাই প্রশ্ন করলো—শারীরিক কষ্ট সত্ত্বেও মন অন্য দিকে রাখলে নাকি কষ্টের বোধ থাকে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনটা ঈশ্বরে মগ্ন রাখা লাগে, এবং একাগ্রতা যত বেশী হয়, কষ্টের বোধ তত কম হয়। কীর্ত্তনের সময়, সমাধির সময় আমার অমন কত হ'তো, কীর্ত্তনের ও সমাধির সময় ঠিক পেতাম না। পরেও তেমন ব্যথা বোধ করতাম না, সেরেও যেত তাড়াতাড়ি। মন ঊর্দ্ধমুখী হ'লে জীবনীশক্তি বেড়ে যায়, তাই অমন হয়। অনেক সময় মনে হয়, শরীর থেকেও তা' যেন শারীরিক সবকিছু সীমায়িত ভাব ও অক্ষমতার ঊর্দ্ধে। শরীরটা যেন আনন্দ ও শক্তির

এক অফুরন্ত আধার।

সুরেশভাই—ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—উৎস-বিমুখ ব'লে, স্বার্থবুদ্ধি প্রবল ব'লে, মা-বাপের কাছ থেকে পাওয়ার বুদ্ধি। তাঁদের পোষণ করার বুদ্ধি বা তোষণ করার বুদ্ধি নেই। তাঁদের প্রতি ভক্তি থাকলে ভাবে ভাই-বোনকে দিলে-থুলে মা-বাবা খুশি হবেন।

সুরেশ—দেবও না নেবও না এমন যদি হয়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেও আর একরকম খারাপ। ওতে তোমার libido (সুরত) তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়, তাতে বিচ্যুতি আসে। বাবা-মা'র উপর নেশা যাতে বাড়ে তাই করা লাগে। নিজের আগ্রহ থেকেই তাঁদের ও তাঁদের প্রিয় যারা তাদের দেওয়া লাগে। আবার তাঁরা ভালবেসে যদি কিছু দিতে চান, তা' প্রত্যাখ্যান করা ঠিক নয়। অবশ্য তোমার তরফ থেকে থাকা চাই পাওয়ার লোভ নয়, দেওয়ার লোভ।

সুরেশ—রাগ-টাগ কি মোটেই থাকবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমাকে যে মারে, যথাসম্ভব তাকে সহ্য কর। অন্যকে যে মারে, তাকে নিরোধ কর। অসৎ-নিরোধী পরাক্রম না থাকাটা কাপুরুষতার লক্ষণ। ওতে ব্যক্তিত্ব দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে।

সুরেশ—মা'র মনোমত সবসময় হওয়া কি যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনোমত না হো'ক সবসময়, ক্ষতি নাই তাতে, মন-পূরণী হ'লেই হয়। ইষ্টের উল্টো কিছু বললে তা হয়তো করতে যাবে না, কিন্তু তখনও ব্যবহারটা এমন হৃদয়গ্রাহী হওয়া চাই, যাতে বোঝে ছেলে আমাকে ভক্তি করে, ভালবাসে। আমারই ঐ কথা না বলা ভাল ছিল। মা'র কথা ইষ্টনিদেশের উল্টো না হ'লেও ঐ অজুহাতে যদি তার কথা না শোন সেটা কিন্তু অন্যায়।

সুরেশ—মাকে ছাড়া আর সকলকে খুশি করতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যোগমায়াকে সন্তুষ্ট করাই লাগবে। মাকে বাদ দিলে হবে না।

জনৈকা মা—আমার শ্বশুর খুব দুর্ব্ব্যবহার করেন, মারতে আসেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মারলোই বা এক ঘা। গুরুজনের অত্যাচারে নাকি কর্ম্মক্ষয় হয়।

উক্ত মা—মাঝে-মাঝে এমন কথা বলেন যে, উত্তর না দিয়ে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একান্তই যদি উত্তর দিতে হয় ঠিকমতো দিস। কু-উত্তর দিস না। সু-উত্তর দিস। যাতে তা'র ভাল লাগে।

ওষুধ খাওয়া সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর মন্মথদা (বন্দ্যোপাধ্যায়)-কে বললেন—ওষুধ মাঝে-মাঝে দু'চার দিন খেয়ে ছেড়ে দিলে, আবার ধরলে, তাতে রোগেরই জীবনীশক্তি বেড়ে যায়, শরীরের resistance power (প্রতিরোধ ক্ষমতা) কমে যায়। রোগজীবাণুও

একরকমের জানোয়ার, ও-ও তো বাঁচতে চায়।

ভবানীদার (সাহা) শরীর অসুস্থ—এই সংবাদ পেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—ভবানীকে এখানে চ'লে আসার জন্য চিঠি লিখে দে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দাঁতে ব্যথা।

সেই প্রসঙ্গে প্রকাশদা (বসু) বললেন—আমার একবার দাঁতে খুব ব্যথা হয়েছিল, তারপর আপনা থেকে দাঁতটা প'ড়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর (করুণ হেসে) বললেন—অতো ভাগ্য কি আমার?

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর অরুণকে (জোয়ার্দ্দার) বললেন—দিদির সঙ্গে গোল করিস কেন? যাকে ভক্তি করার, তাকে ভক্তি না করলে চরিত্র খারাপ হ'য়ে যায়। লেখাপড়া যা' শেখ, না শেখ, চরিত্রের দাম ঢের। শুনেছি শিবাজী লেখাপড়া কিছুই জানত না। তার চরিত্র ছিল এমন, সবাই সে চরিত্রে মুগ্ধ হ'য়ে যেত। সেই শিবাজী চরিত্রবলে রাজা হ'য়ে গেল। রাজা হ'য়ে তারপর সে নাম সই করা শিখেছিল। আর মা'র কথা শুনবি। ওই-ই মূল। ও না হলে বড় হ'তে পারবে না।

সরোজিনীমা—ওকে একটু কিছু বললেই বাড়ী থেকে চ'লে যেতে চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর অরুণকে ধমক দিলেন—ও-সব কথা বলিস কেন? ও-সব বলে ভিতরে দুর্ব্বলতা থাকলে, সইতে পারে না কিছু। আহ্লাদ ক'রে বললেও দুর্ব্বলতাই।

১৬ই ভাদ্র, বুধবার, ১৩৫৫ (ইং ১।৯।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে সমাসীন। বম্বে থেকে চন্দ্রকান্ত মেটা-দা এসেছেন। কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে কথা হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেক প্রদেশে যাতে দীক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং স্থানীয় দৈনিক পত্রিকাগুলিতে যাতে সৎসঙ্গের ভাবধারা নিয়মিতভাবে চারায়, তার ব্যবস্থা করা লাগে। এর জন্য অর্থ সংগ্রহেরও প্রয়োজন হয়। অর্থ এমনভাবে সংগ্রহ করতে হয়, যাতে দেনেওয়ালারা আদর্শে স্বার্থান্বিত হ'য়ে ওঠে। এতে তারাই প্রকৃত উপকৃত হয়। কর্ম্মী সৃষ্টির দিকেও নজর দেওয়া লাগে। জন্মগত সংস্কার না থাকলে, যে-সে কর্ম্মী হ'তে পারে না।

প্রফুল্ল—আপনার ছড়ায় আছে—

কাজে কথায় প্রেষ্ঠস্বার্থী
উদ্দেশ্যে অমোঘ গতি

সাশ্রয়ী নিপুণ অৰ্জ্জনপটু
স্বার্থে শিথিল রতি।
এইগুলি সব দেবলক্ষণ
দেখবি চরিত্রে যার
সেই তো জানিস স্বভাব মানুষ
বীরের হৃদয় তার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! এ কাজ দেবভাবাপন্ন লোকেরই কাজ। চরিত্র না থাকলে কথায় ও কাজে জোর হয় না। ভাব না থাকলে চলন বেতাল হ'য়ে পড়ে। প্রকৃত কৰ্ম্মী মনে করে—Mission-work is the profit of life (ইষ্টকৰ্ম্মই জীবনের লাভ)।

১৭ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ২।৯।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বারান্দায় ব'সে কেষ্টদা (ভট্টাচাৰ্য্য), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত) প্রভৃতির সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করছেন ও ছোট-ছোট বাণী দিচ্ছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দেওয়ার অভ্যাসটা খুব ভাল। যাকে বা যে ব্যাপারে মানুষ দেয়, তাতে মানুষের আগ্রহ বেড়ে ওঠে। গুরু, বাবা-মা, শিক্ষক, সাধু-সজ্জন ইত্যাদিকে নিত্য সাধ্যমতো কিছু না কিছু দিতে হয়, এতে তাদের উপর টান বাড়ে। আর অনুসন্ধিৎসু সেবাবুদ্ধি নিয়ে যারা চলে তাদের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও ব্যক্তিত্ব প্রসার লাভ করে। বড় হ'তে গেলে এ-সব লাগে। হীনম্মন্যতা নিয়ে যারা অন্যকে দাবিয়ে বড় হ'তে চায়, তারা প্রকৃত বড় হ'তে পারে না। মানুষের হৃদয় জয় ক'রতে পারে তারা কমই। অপরকে বড় ও সুখী করার নেশাই মানুষকে অজ্ঞাতসারে বড় ও সুখী ক'রে তোলে। পরিবার ও সমাজে যাতে এই জিনিসগুলি চারায় গোড়া থেকে, শিক্ষার ধারা তেমন ক'রে প্রবর্ত্তন করতে হয়। সত্তাপালী স্বভাব গ'ড়ে তোলাই শিক্ষার মূল কথা। বাঁচিয়ে বাঁচাই ধৰ্ম্ম। ধৰ্ম্ম যদি জাগে, প্রত্যেকের বাঁচার পথ পরিষ্কার হবে ও জাতি উন্নত হবে। ধাৰ্ম্মিক লোক কখনও ফাঁকিবাজীর উপর দাঁড়াতে চায় না। তার করণীয় সম্বন্ধে সে সৰ্ব্বদাই সচেতন। কৰ্ত্তব্য পালনের মধ্যেই সে আত্মপ্রসাদ খুঁজে পায়। আর সে যা-কিছু করে, ইষ্টকে প্রীত করার জন্য। তার কৰ্ম্ম হ'য়ে ওঠে যোগস্থ কৰ্ম্ম। এতে ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ অর্থাৎ চতুর্ব্বর্গের পথ খুলে যায়। দেখেন ব্যাপার কত সহজ। অথচ জীবনটাকে আমরা অযথা জটিল ক'রে তুলি। দাঁড়ামতো চেষ্টা-যত্ন করলে রত্নও হাতে-হাতে।

শোক সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের পক্ষে শোক স্বাভাবিক এবং শোক তাকে স্বতঃই

অবসন্ন ক'রে তোলে। জীবন-উপাসক মানুষকে তাই তা' অতিক্রম ক'রে অমৃত-অভিযানের পথে চলা লাগে। সব বাধা-বিঘ্ন বিপত্তি সত্ত্বেও ইষ্টচলনে অটুট থাকাই বাঁচার পথ।

দক্ষিণাদা—কিন্তু পারা কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কঠিন হো'ক, সোজা হো'ক করা ও পারা ছাড়া উপায় নেই। Negative (নেতিবাচক) চিন্তা, কথা ও কাজ বাদ দিয়ে, positive (ইতিবাচক) চিন্তা, কথা ও কাজে অভ্যস্ত হওয়া লাগে।

খবরের কাগজ পড়ার সময় মালিক-শ্রমিক বিরোধ সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষই মানুষের স্বার্থ। শ্রমিক বা কর্ম্মচারী যদি মনে করে যে সে মালিককে লাভবান ক'রে তুলবেই, তাতে তার কর্ম্মক্ষমতা বেড়ে যাবে। মালিক-শ্রমিক সকলেরই দেখা লাগে যা'তে তারা শোষক হ'য়ে না ওঠে। শোষণ মানে চৌর্য্যবৃত্তি, তা'তে কারও শেষরক্ষা হয় না। পাওয়ার তুলনায় প্রত্যেকের দেওয়া ও করার মাত্রা বাড়তির দিকে যেন থাকে। সব চাইতে নজর দেওয়া দরকার জন ও জাতির চরিত্রগঠনের দিকে এবং তা' সর্ব্বাঙ্গীণভাবে, তা' যদি করা যায় তবে সব সমস্যারই সুষ্ঠু সমাধান হবে।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর এই বাণীটি দিলেন—

উপচয়ী শ্রম ধনেরই ধাতা,
আর সত্তার সম্বর্দ্ধনার ভিতর দিয়ে
তা যখন শ্রমকে পরিপোষণ করে,
উৎসাহী ক'রে তোলে,
সে অর্থ হয় শ্রমত্রাতা।

আলস্যের অপকারিতা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নিজেকে রেহাই দেওয়ার বুদ্ধি থাকলে অপকর্ষই পেয়ে বসে। বিহিত খাটুনি আমাদের ভালই করে।

প্রশ্ন উঠলো ধর্ম্মঘট কি কখনও সমর্থনীয় নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি তা' কখনও সপরিবেশ মঙ্গলের আমন্ত্রক হয়, সে স্বতন্ত্র কথা। নচেৎ কর্ম্মবিমুখতা ও উৎপাদন-বিমুখতাকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। ওতে সবারই ক্ষতি।

একজন অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই ধরণের লোক উপকারীর কুৎসা রটায় যাতে কৃতজ্ঞতার বালাই বহন করতে না হয়। এদের কখনও উন্নতি হয় না, এবং যা'রা তাদের কথায় চালিত হয়, তাদেরও সর্ব্বনাশ হয়।

গোপেনদা (রায়)—অনেক ধার্ম্মিক লোকেরও উন্নতি হয় না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাবায়, বলায়, করায় যে জীবন-বৃদ্ধির নীতিবিধিকে ও তার

মূর্ত্ত প্রতীক ইষ্টকে যতটা অনুসরণ করে, তার উন্নতি তেমনি হয়। তাঁকে ভালবাসতে হয় তাঁর জন্য, ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাই মূল উদ্দেশ্য হওয়া দরকার, নিজ স্বার্থপূরণের জন্য তাঁকে ভালবাসতে গেলে, সে ভালবাসা হয় আত্মকেন্দ্রিক। আত্মকেন্দ্রিকতা ও ইষ্টকেন্দ্রিকতায় আসমান-জমিন ফারাক। মনে থাকা দরকার যে আমরা তাঁর এবং আমাদের যা' কিছু তাঁরই জন্য।

সরোজিনীমা মাছি তাড়াচ্ছেন, কয়েকটা মাছি ঘুরেফিরে দয়ালের গায় এসে বসছে।

তিনি হেসে বললেন—মাছিগুলি সরোজিনীর সঙ্গে যেন পাল্লা দিচ্ছে।

কালিষষ্ঠীমা—যেখানে মধু সেখানেই মাছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—সেইজন্য তুইও তো রেহাই পাচ্ছিস না।

মৃদু হাসির তরঙ্গ উঠলো আসরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক'টা বাজে?

কালীদা (সেন)—বারোটা।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীদার দিকে চেয়ে বললেন—তা'হলে তামুক দাও, এইবার ওঠা যাক।

তামাক খেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর সবার দিকে চেয়ে অনুমতি চাওয়ার ভঙ্গীতে বললেন—এইবার উঠি!

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে এসে আশ্রম-প্রাঙ্গণে বসেছেন। বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), রাধারমণদা (জোয়ার্দ্দার), অনিলদা (গঙ্গোপাধ্যায়), শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), চুনীদা (রায়চৌধুরী), নিবারণদা (বাগচী), পঙ্কজদা (সান্যাল), হরেনদা (বসু), মণিভাই (সেন), সুরেনদা (শূর), হেমদা (মুখোপাধ্যায়), মাণিকদা (মৈত্র), জ্ঞানদা (দত্ত), লোচনাদা (ঘোষ), সতীশদা (দাস), ঈষদাদা (বিশ্বাস), হেমাঙ্গদা (দাশগুপ্ত), মহেন্দ্রদা (হালদার), শরৎদা (সেন), উমাদা (বাগচী), মণিদা (ঘোষ), খগেনদা (তপাদার), বিজয়দা (রায়), প্রবোধদা (মিত্র), কালুদা (আইচ), সুধীরদা (চট্টোপাধ্যায়), করুণাদা (মুখোপাধ্যায়), হরিপদদা (সাহা), গুরুদাসদা (সিংহ), প্রকাশদা (বসু), রাজেনদা (মজুমদার) এবং মায়েরা ও বালক-বালিকারা তাঁকে ঘিরে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে সবার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছেন, কাউকে বলছেন—কেমন আছিস? কাউকে বলছেন—কাজকর্ম্ম কেমন হচ্ছে? কাউকে বলছেন—পড়ছিস তো ঠিকমতো? কাউকে বলছেন—কী রাঁধলি? কাউকে বলছেন—মেয়ের চিঠি পেলি? কাউকে বলছেন—গান চালাচ্ছিস তো? কাউকে বলছেন—মা-বাবাকে রোজ প্রণাম করিস তো? কিছু দিস তো? তাঁর প্রাণদ অন্তরঙ্গ ব্যবহারে সবাই উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠছেন। ফাঁকে-ফাঁকে তিনি বাণী দিচ্ছেন।

কথাপ্রসঙ্গে দক্ষিণাদা জিজ্ঞাসা করলেন—কারণাতীতের নিদর্শন আমরা কিসের মধ্যে পাই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কি দুনিয়ায় আছে? তিনি হলেন না-শরিক, তাঁর শরিক নেই। তাই বলে একমেবাদ্বিতীয়ম্।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বাণী দিলেন—

যা ক্ষয়শীল, তাই ক্ষর,
নানারকমে পরিবর্ত্তিত হ'য়েও
যা' তাই থাকে—
যেমন মৌলিক উপাদান—
তাই অক্ষর,
আর এই ক্ষর এবং অক্ষরকে অতিক্রম ক'রে যা' আছে—
সব যা-কিছু স্বস্থ ও সংস্থ হয়ে আছে ও চলছে যাতে,
তাই ক্ষরাক্ষরাতীত।

পরে বললেন—এই ক্ষরাক্ষরাতীত পুরুষই পুরুষোত্তম। তাঁকে জানলে সব জানা হয়। তাঁকে জানতে হয় সত্তা দিয়ে অর্থাৎ তদ্গতচিত্ত হ'য়ে। বাণ যেমন লক্ষ্যে বিদ্ধ হ'য়ে যায়, সমগ্র সত্তা তেমনি তাঁতে সর্ব্বদা সক্রিয়ভাবে তন্ময় হ'য়ে থাকা চাই। তখন মানুষ একমাত্র তাঁকেই দেখে নানাভাবে।

১৮ই ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ৩।৯।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় আসীন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), উমাদা (বাগচী), গোপেনদা (রায়) প্রভৃতি আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করলেন—অনুভূতির বর্ণনায় বিভিন্ন স্তরে যে কথাগুলি বলেছেন, সেগুলি কি এক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, different stage-এ (বিভিন্ন স্তরে) different (বিভিন্ন), তাই আমি বলতাম সুপার ইলেকট্রণ, হাইপার ইলেকট্রণ ইত্যাদির কথা।

কেষ্টদা—আমি যেমন উমাদাকে দেখছি, সে দেখাও কি সেইরকম ভাবে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখছি যে, দেখছে মাথা। Impression (ছাপ) পড়ছে মাথায়। সে-ও তেমনি দেখা, memory (স্মৃতি) থেকে দেখা নয়। সে দেখা এ দেখার চাইতে more vivid (বেশী স্পষ্ট), more fine (বেশী সূক্ষ্ম)। Physiologically (দেহগতভাবে) শোনা-দেখার centre (কেন্দ্র)-গুলি বেশী sensitive (সাড়াপ্রবণ) হ'য়ে যায়। সেই অনুযায়ী বাইরেও তেমন দেখে। শুনে যারা দেখে, তারা এলোমেলো বলে। তার সঙ্গে চরিত্র থাকে না।

চরিত্র মানে চলন। তদনুপাতিক চলন হয়। বাস্তব বোধও বিকশিত হ'য়ে ওঠে—সবরকম সঙ্গীত নিয়ে। প্রথম যেদিন বড়ালে আসলেন, সেদিন যা' দেখলেন, আজ তা' দেখছেন না। একই জিনিস কিন্তু এখন অভ্যস্ত হয়েছেন, সেই সঙ্গে সে-সম্বন্ধে কতকগুলি জ্ঞান জন্মেছে। তেমনি যা' দিয়ে এই বাহিরটা দেখেন, সেই centre (কেন্দ্র) যদি developed (বিকশিত) হয়, দেখাটাও developed (বিকশিত) হবে। দৃষ্টিশক্তি যেমন কমে বাড়ে, এ বেলায়ও তেমনি হয়। বিকশিত ভিতরের শক্তি ক'মে যায়, যদি মোটামুটিভাবে culture (সাধনা) থাকে অথচ সদাচাররূপী nurture (পোষণ) না থাকে। হয়তো যার তার হাতে খেলেন, অখাদ্য, কুখাদ্য খেলেন, অসংযত চলনে চললেন। শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সদাচারের ব্যত্যয় যেমন হবে, ঐ শক্তির অপলাপ তেমনি হবে। আবার সাধনার ক্রমাগতি অব্যাহত রাখা চাই। নিয়মিত নৈষ্ঠিক অনুশীলন যেন ঠিক থাকে সব দিক দিয়ে অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে।

কেষ্টদা—চাঁদের আলোতে দেখা বন্ধ হ'লে অন্তর্দৃষ্টি নষ্ট হবে না তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কি হয়? যেমন চাঁদের আলোতে আজ পড়তে পারেন না, কিন্তু পূর্ব্বের স্মৃতি যায় না! বাইরে ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও এটা বেড়ে যেতে পারে, যদি সাধনা ও সদাচার বজায় থাকে। এই দুটোর উপর নির্ভর করে। অবিধি-পূর্ব্বক অর্থাৎ অস্থানে সহবাস করলেও পতন হয়। যে নামধ্যান করে না, সদাচার পালন করে না, এইভাবে চলে না, তেমনতর জায়গায় সহবাস ক্ষতিকর। মাছ খাওয়ার মতো ক্ষতি হয়।

কূটস্থ,অক্ষর ইত্যাদি কথার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কূটস্থ মানে কেন্দ্রস্থ, যা' নানারকম সংযোগ, বিয়োগ ও বিন্যাসের ভিতর-দিয়ে নানারূপে রূপায়িত হওয়া সত্ত্বেও মূলতঃ তাই থাকে, মূলের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাকো—তাই তা' অক্ষরও।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হ'য়ে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)—তাঁর পরিপোষণ, পরিপালন, পরিরক্ষণ-রূপ ধর্ম্মের সঙ্গে কি আমাকে রক্ষা কর—এইভাবের কোন সম্পর্ক আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—উল্টো। প্রকৃত ভক্তিতে ঊর্জ্জী পরাক্রমের সৃষ্টি হয়। সব-কিছুর ভিতর-দিয়ে ইষ্টের পালন, পোষণ, রক্ষণের ধান্ধাই তার মধ্যে মুখ্য হ'য়ে ক্রিয়া করে। সেই সম্বেগই তার অস্তিত্বকে স্বতঃই সুদৃঢ় ক'রে তোলে। নিজের সম্বন্ধে ভীত ও আর্ত্ত হওয়ার কারণ তার কমই সৃষ্টি হয়। জীবের তিনটে জিনিস আছে, সেটা হ'লো আত্মরক্ষা, আত্মপোষণ ও আত্মবিস্তারের প্রবণতা। এগুলি ব্যাহত হ'লে ভয় আসে। কিন্তু ইষ্টানুরাগ যেখানে প্রবল, সেখানে জীবনীয় সব ভাবই উচ্ছল হ'য়ে চলে। অনন্ত উৎসের সঙ্গে যুক্ত থাকায়

তার বীর্য্য, বিশ্বাস ও সাহস অঢেল হ'য়ে ওঠে। অভয়ের উৎস যিনি তাঁকে ভালবাসলে নিজের সম্বন্ধে ভয় থাকে না, দুশ্চিন্তা থাকে না।

কেষ্টদা—ভয় থেকে নিস্তার পাবার জন্য ধর্ম্ম, প্রতিহিংসা থেকে ধর্ম্ম, এইরকম কতভাবেই না ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' ধারণ করে, তাই ধর্ম্ম, তা' ভয়ে নির্ভয়ে সব সময়।

কেষ্টদা—ভয়ের ধর্ম্ম, প্রতিহিংসার ধর্ম্ম প্রভৃতির সঙ্গে ভালবাসার ধর্ম্মের সামঞ্জস্য কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা জিনিসেরই উল্টো দিক। দৃষ্টিভঙ্গী যার যেমন। তিনি আমাদের ভিতর যতো আবির্ভূত হবেন ততো পরিবেশের ধারণ-পালনের ভিতর-দিয়ে আমাদের সত্তাকে সংরক্ষণ করার ক্ষমতা বাড়বে।

কেষ্টদা—ভয়ের থেকে তো এই ক্ষমতা আসে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি যতো জাগেন ভিতরে, ততো পরাক্রম হয়।

কেষ্টদা—উল্টো রকমে চ'লে কি ভালবাসা আসে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যখন উল্টো চলনে চ'লে অস্তিত্বকে বিপন্ন ক'রে তোলে, তখন দেখে যে তাঁর পথে চলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। প্রথমে নিজ প্রয়োজনে তাঁর দিকে নজর দেয়, কিন্তু যতো তাঁর দিকে নজর যায়, ততো ভালবাসা আসে। ধর্ম্মভীরু কথাটা বোধহয় ঐভাবে এসেছে। ভয় যতো ভালবাসায় পরিণত হয়, ততো ধর্ম্মের জাগরণ হয়। আত্মরক্ষা, আত্মপোষণ ও আত্মবিস্তারের প্রয়োজন থেকে আসে আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, অস্মিতা : এইগুলির দ্বন্দ্বের ভিতর-দিয়ে আসে কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য। এইগুলি হ'লো গ্রন্থি বা বৃত্তি। এই বৃত্তিগুলির উপর যাঁর আধিপত্য আছে, তাঁকে ভালবাসলে ওগুলির সত্তাপোষণী ব্যবহার শেখা যায়। এতে ধর্ম্ম বা সপরিবেশ বাঁচা-বাড়া স্বতঃ হ'য়ে ওঠে।

কেষ্টদা—এও তো হিসাবের কথা।—

নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়
নাহি আর আগুপিছু
পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ
নাহি তার কাছে জীবন মরণ
নাহি নাহি আর কিছু।

এই ধরণের বেপরোয়া উদ্দাম রকম ভাল লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা হ'লো flow of life (জীবন-প্রবাহ)। নেশা ও ঝোঁক প'ড়ে যায় ইষ্টে। একটা তীব্র গতি থাকে। তার ধরণ ধীর নয়।

কেষ্টদা—আপনি সন্ধ্যামন্ত্রের মধ্যে বলেছেন—অস্তিবৃদ্ধি-প্রগতিপন্ন

দেদীপ্যায়িত বৃদ্ধিপরম কৃষ্ণপিঙ্গল বিরূপাক্ষ বিশ্বপ্রতীক পুরুষের কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা হ'লো ধীর।

কেষ্টদা—ধীর কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবই যেন তাঁর অধিগত। কোন-কিছু পাওয়ার জন্য আঁকুপাঁকু ভাব নেই। পূর্ণতা ও রাগদ্বেষ-হীনতা শান্তভাব নিয়ে আসে। শান্তভাব অচঞ্চল। দাস্যভাবের মধ্যে সেবা করার সম্বেগ থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে আশ্রম-প্রাঙ্গণে বেড়াবার সময় পাবনার এক দাদা পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের দুর্দ্দশার কথা বলছিলেন।

তার উত্তরে দয়াল বললেন—সময়ের সদ্ব্যবহার না করলে কোন বড় কাজ করা যায় না। আমাদের প্রয়োজনের আগে প্রস্তুতি জিনিসটা নেই। আমাদের সারা ভারতই সময়ের পিছে চলে, আগে চলতে পারে না। আমি কতোদিন থেকে করণীয় সম্বন্ধে কতো কথা বলছি। কিন্তু তোমরা তো সে-সব করলে না।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে প্রাঙ্গণে ইজিচেয়ারে সুখাসীন। পূজনীয় বড়দা এসে বসলেন। কাজকর্ম্ম সম্পর্কে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সময় সম্বন্ধে সচেতনতা অর্থাৎ কোন্ সময়ের মধ্যে কোন্ কাজটা করতে হবে সে বিষয়ে বোধ একান্ত প্রয়োজন। যাদের সময়ের হিসাব নাই, তাদের কোন হিসাব নাই।

তারপর বড়দা অনুসরণ ও অনুকরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অনুকরণের মধ্যে অনুসরণের sense (ভাব) যেমন আছে, তেমনি হুবহু একজনের হাবভাবভঙ্গী সবকিছু নকল করার ভাবও আছে, তাতে সবসময় ঠিক হয় না। শ্রদ্ধার সঙ্গে নিজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উপযুক্ত কাউকে অনুসরণ করার মধ্যে কোন বিপদ নেই। তাতে ধীরে-ধীরে ভিতরের পরিবর্ত্তন আসে। কিন্তু inferiority (হীনম্মন্যতা) থেকেও অনুকরণ করতে পারে, যেমন শুনেছি শিশুপাল কেষ্ট ঠাকুরকে করতো, এমনতর হ'লে উল্টো ফল হয়। অবশ্য কাজল যেমন তোমাকে ভালবেসে হাঁটা-চলা-দাঁড়ান সবটায় তোমাকে নকল করে, তাতে দোষ নেই। মূল উদ্দেশ্যটা দেখতে হয়। অনুসরণ থেকে প্রত্যেকের প্রকৃতি-অনুযায়ী pose, attitude ও expression (ভাব, ভঙ্গী ও অভিব্যক্তি) যা' উদ্ভিন্ন হয়, তা' তদনুপাতিক উন্নতির পরিচায়ক, সেটা বৈশিষ্ট্যেরই উৎকর্ষ। তাই আছে 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ'। হীনম্মন্যতা-প্রসূত যান্ত্রিক অনুকরণে বৈশিষ্ট্য উদ্ভিন্ন হয় না।

১৯শে ভাদ্র, শনিবার, ১৩৫৫ (ইং ৪।৯।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ব'সে পর-পর বাণী দিচ্ছেন এবং

সুশীলদা (বসু), বঙ্কিমদা (রায়) প্রভৃতির সঙ্গে আলোচনা করছেন।

একটা বাণীর মর্ম্ম এই যে, যারা সময় সম্বন্ধে অন্ধ, তারা সাধারণতঃ দায়িত্বহীন, তাদের কর্ম্ম যেন যক্ষ্মারোগগ্রস্ত। পরে ঐ সম্বন্ধে বললেন, তাদের মানসিক ভাব ক্ষয়রোগাক্রান্ত, যার ফলে, যে কাজগুলি তারা ধরে, সেগুলি তারা নষ্ট করে, পণ্ড করে। ওদের শরীরেও ধীরে-ধীরে ঐ রোগ প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব নয়। এটা অবশ্য আমার inference (অনুমান)। যাহো'ক, করা, বলা, ভাবার মধ্যে গোল ঢুকলে, তা' শরীর-মনকে আক্রমণ করতে পারে। তাই প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি ব্যাপার সম্বন্ধে নিরখ-পরখ করতে হয় এবং ত্রুটি দেখলেই তা' সংশোধন ক'রে ফেলতে হয়।

বাইরে গেলে উদ্বোধনার পরিবেষণে সেখান থেকে ইষ্টার্থে সংগ্রহ ক'রে আনার উপকারিতা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বললেন—কিশোরী, গোসাঁই, অনন্ত যখনই বাইরে যেত কিছু না নিয়ে ফিরত না। খালি হাতে আসাটা insulting (অপমানজনক) মনে করতো। খালি হাতে যেত, কিন্তু ফিরত অনেক কিছু নিয়ে। হয়তো পাঁচ সিকি দিয়ে বাইশটা কুমড়ো নিয়েই আসলো। ঐ আকূতি থেকে কিছু-না'র ভিতর থেকে অনেক কিছুর আবির্ভাব হয়। তাই নিয়ম আছে—খালি হাতে সাধুদর্শনে যেতে নাই।

যাহো'ক ঐ যে ওরা আনত, ওতে লোকগুলির সঙ্গে অতখানি মেশা লাগতো। তাদের চলন-চরিত্র সেবা-ব্যবহার এমন ক'রে নিয়ে চলত, যাতে মানুষ তাদের দিয়ে খুশি হতো। যারা দিত তাদেরও ভাল হতো। এই যে পারস্পরিক ইষ্টানুগ কল্যাণ, উন্নতি ও প্রীতি সেটা বস্তু ও বিত্তের থেকে অনেক বেশী মূল্যবান। সকলের ঐ সম্বেগ থাকলে কী যে হ'য়ে যায়, বলা যায় না। শূন্য থেকে দেওঘরে বিরাট একটা আশ্রম গড়ে উঠতে পারে যা কিনা বিশ্বমঙ্গলের হেতু হ'য়ে উঠবে। কিশোরী, গোঁসাই এদের সঙ্গে যা'রা ছিল, কোকন, নফর এরাও অমনি ছিল, লেখাপড়া জানত না, কিন্তু মানুষকে মুগ্ধ করতে পারত। তথাকথিত শিক্ষিত লোকের দল এসে পরে কিন্তু তাদের সেই গুণ আয়ত্ত করল না। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে।

ফলকথা, দিয়ে তুষ্ট করার আকুল ধান্ধাই উন্নতির অমোঘ নিদর্শন। আর এই দেওয়াটা তাদের মনের পরিচয় দেয়।

কেষ্টদা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে সেই বাণীটা প'ড়ে শোনাতে বললেন।

পড়া হ'লো—

পরম আগ্রহে সংকল্প কর—
ইষ্টসংশ্রয় কিংবা শিক্ষার সংশ্রয় থেকে
যে কাজে যখনই
যেখানেই যাও না কেন,

সন্ধিৎসায়
উদ্বোধনার পরিবেষণে
ওর জন্য
তৃপ্ত ক'রে
তৃপ্ত হ'য়ে
সার্থক কিছু-না-কিছু সংগ্রহ ক'রে আনবেই কি আনবে,
সম্ভব হলে এটা প্রত্যহ :
বাড়বে এতে শৌর্য্য, সহৃদয়তা,
অর্জ্জনপ্রবণতা, শিষ্ট সুচারুতা,
আর এতে আধিব্যাধি হ'তেও
অনেকটা রেহাই পাবে :
সহযোগী পারিপার্শ্বিকে
ক্রমেই স্বস্থ হ'য়ে উঠতে থাকবে।

পড়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দিয়ে দিলাম, যা' ছিল আশ্রম-জীবনের উদ্বোধনা। আগে ওরা সহজেই এটা করতো। খালি হাতে কেউ ফিরত না। Enlightened (আলোকপ্রাপ্ত) হয়ে সব ছেড়ে দিলাম। তাতেই আধিব্যাধি ধরেছে। এই fundamental deficiency (মূল খাঁকতি) থেকেই সব deficiency (খাঁকতি) এসেছে। ঐটে করতে গেলে, মানুষের সঙ্গে sweet dealing (মিষ্টি ব্যবহার) করা ছাড়া উপায় থাকে না। কাউকে শত্রু ক'রে রাখা চলে না। প্রথম মোকর্দ্দমার সময় পাবনার উকিলরা পর্য্যন্ত টাকা তুলে চালিয়ে দিল। মানুষ এতখানিই খুশি ছিল, তখন তো টাকা ছিল না।

কেষ্টদা—আজ গভর্ণর থেকে সকলের ধারণা সৎসঙ্গের কতো টাকা!

কিরণদা (মুখোপাধ্যায়)—রঘুনাথ দত্ত এ্যান্ড সন্স্-এর ওখানে কার্ড কিনতে গেলাম, বলে সৎসঙ্গের বহু টাকা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বলতে হয় সৎসঙ্গের টাকা নেই, তবে আপনারা তো আছেন সৎসঙ্গের। আপনারা থাকতে সৎসঙ্গের অভাব কিসের। কিশোরী ওরা এইভাবে বলত, এদের সেভাবে কথাই জোয়ায় না। আগে অনেকের একটা habit (অভ্যাস) ছিল, urge (আকূতি) ছিল, তাদের গা ছমছম করতো—কী আনবে, কী দেবে।

এটা করায়ে দেখেন, ব্যারাম-ট্যারাম যদি না কমে কি বলেছি! যতদিন এই ভাবটা প্রবল ছিল একটা পিঁপড়েও মরেনি আশ্রমে। Air (আবহাওয়া)-টা ছিল অন্যরকম।

কথাপ্রসঙ্গে বললেন—সে আমলে পারস্পরিক ভালবাসা জিনিসটা খুব ছিল। কেউ এসে ষ্টীমার থেকে নামলে হয়তো ২৫ জন—সে জজসাহেবই হো'ক আর

যেই হো'ক, সকলেই মালপত্র বয়ে আনার জন্য টানাটানি করতো।

একজনের অসুখ করলে, সবার খোঁজ-খবরের জবাব দিতে-দিতে রোগী অস্থির হয়ে যেত, তার বিশ্রাম আর হতো না। শেষটা নোটিশ দেওয়া লাগত যাতে রোগীকে বিরক্ত করা না হয়; প্রয়োজন হ'লে অন্যের কাছে খোঁজ নেওয়া হয়।............ঐভাবে লাগান আবার স্ফূর্ত্তি ক'রে, সব ঠিক হয়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাচ্ছলে বললেন—আমার আর কোন প্রত্যাশা নেই, কিন্তু প্রীতি-প্রত্যাশাটা আছে।

শ্রীশদা (রায়চৌধুরী)-র জামাই জিতেনদা (চট্টোপাধ্যায়)-এর টি, বি, তাই শ্রীশদার মন খুব খারাপ।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহানুভূতির সঙ্গে বললেন—সংসারে জড়ালে বড় কষ্ট। উপায় কী? পরমপিতার নাম স্মরণ করে সব কষ্টের ভিতর করণীয় ক'রে চলতে হবে।

২০শে ভাদ্র, রবিবার, ১৩৫৫ (ইং ৫।৯।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় বিষণ্ণ মনে ব'সে আছেন।

কাল রাত্রে এক দাদার জন্য চাকরীর খবর আসে। শ্রীশ্রীঠাকুর তখনই করণীবাগে লোক পাঠান এবং খবর পাওয়ামাত্র তন্মুহূর্ত্তেই তাকে এখানে আসতে বলে দেন। উক্ত দাদা খবর পেয়ে আবহাওয়া খারাপ বলে আসেন না। কিন্তু রাত্রি বারোটায় তাকে সাপে কাটে এবং তাতে তিনি মারা যান।

সেই সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর উপস্থিত সকলকে বললেন—যে যাবে, তাকে ঠেকান যায় না। আমি এত করে লোক পাঠালাম কিন্তু আসল না। ওর কিছু করতে পারলাম না, মাঝখান থেকে আমি কষ্ট পেলাম। ও তো গেছে, এখন দেখো ওর বৌ-ছেলেপেলে কষ্ট না পায়।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে এসে বসেছেন। কাশীদা (রায়-চৌধুরী), ভগীরথদা (সরকার), হরিদাসদা (সিংহ) প্রভৃতি এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হরিদাসদাকে বললেন—কারও কাছ থেকে কোন-কিছু আনবার জন্য টাকা নিলে ঠিক সময়মতোই এনো। নিজের দুর্ব্বলতাকে খাতির ক'রে দায়িত্ব খেলাপ ক'রো না। ওতে জেল্লা ক'মে যাবে। তোমার মধ্যে একটা psychical disturbance (মানসিক গোলমাল)-এর সৃষ্টি হবে। কারণ এটা go-between (দ্বন্দ্বী-বৃত্তি) কিনা। এ-বড় বিশ্রী জিনিস। এর থেকে অনেক উৎপাতের সৃষ্টি হয়। শুনেছি নলের স্নানের জলে কুকুরে মুখ দিয়েছিল, আর তার ভিতর-দিয়ে শনি ঢুকে তার অতোখানি শাস্তি হলো। তাই কথা

দেওয়ার সময় সাবধান হ'য়ে দেবে। বলবে—মনে থাকলে আনব কিংবা চেষ্টা করব। ঐভাবে বললেও করবে তেমনিভাবে, নির্দ্দিষ্ট কথা দিলে যেমন করে।

ভগীরথদার সঙ্গে ওষুধপত্র সম্বন্ধে কথা হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অল্পের মধ্যে ওষুধপত্র এমনভাবে গোছান লাগে যেন সাধারণ প্রয়োজনে বাইরে না ছুটতে হয়।

ভগীরথদা—তাতে অনেক টাকার প্রয়োজন হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাথা খাটিয়ে করলে অল্প টাকার মধ্যেও সুন্দর ব্যবস্থা করা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখতে-দেখতে জিজ্ঞাসা করলেন—সাতজন ঋষির নাম বল্ তো।

কাশীদা—অত্রি, ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও মরীচি।

এরপর পূজনীয় অশোকদা আসলেন। তিনি আজ কলকাতায় যাবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—খুব সাবধানে যেও। গাড়ীতে সাবধানে উঠো।

জামা, কাপড়, জুতো সব ঠিক আছে কিনা, কলকাতার দাদু, দিদিভাই ও কাকাদের সঙ্গে কেমন ভাব, শ্রীশ্রীঠাকুর গল্পচ্ছলে জিজ্ঞাসা করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর জানতে চাইলেন তাঁর দেওয়া ঘড়িটা পছন্দ হয়েছে কিনা।

অশোকদা মিষ্টি ক'রে প্রত্যেকটি কথার জবাব দিলেন।

তিনি প্রণাম ক'রে চ'লে যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষকে আপন ক'রে নেবার ক্ষমতা আছে। বুদ্ধিমান, তেজী অথচ মিষ্টি।

প্যারীদা আসলেন। তার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অনেক ডাক্তার, কবিরাজ যেভাবে চিকিৎসা করে তাকে চিকিৎসা বলে না। সে কাকে বলে পরমপিতার দয়ায় আমি কিছুটা অভিজ্ঞতা থেকে জানি। যতদূর মনে পড়ে একটা রোগীও আমার হাতে মরেনি। আমার হাত থেকে অন্যের কাছে গিয়ে মরার ঘটনা আছে। যে সব রোগী বা রোগীর অভিভাবক পট ক'রে অধৈর্য্য হয়, বা অন্যের ফুসলানিতে ভোলে তাদের নিয়ে পারা মুশকিল। রোগীর ভিতরে ভাল ক'রে ঢোকা লাগে, কেন কী-জন্য কী হ'চ্ছে ধরা চাই। আমি নিষ্ফল চিকিৎসা করতাম না, নিষ্ফল পড়া পড়তাম না। পড়ে-পড়ে ধীইয়ে বুঝে রোগের কাল্পনিক মূর্ত্তি মনে এঁকে রাখতাম। পাবনায় রাস্তায় একটা লোক বোয়াল মাছ নিয়ে আসছিল। তাকে দেখেই বললাম—তুমি ও বোয়াল মাছ খেও না। কারণ, তাকে দেখেই ভিরেট্রাম এ্যালবাম ৩০-এর ছবি মনে পড়ে গেল। অনন্ত কিছুটা আমার রকমটা নিয়েছিল, তার সঙ্গে কম লোকই পারত। আমি thoroughly (পুরোপুরি) না ধ'রে না বুঝে ছাড়তাম না। কোন একটা কিছু pursue (অনুধাবন) করবার অসম্ভব ঝোঁক ছিল। আমার রোখ্ চ'ড়ে যায়, কেউ কষ্ট পাচ্ছে যেই দেখলাম, তার নিরাকরণ করার জন্য, শুধু মন নয়, শরীরটা পর্য্যন্ত যেন coloured (রঞ্জিত) হ'য়ে ওঠে

একযোগে। আমি পারি সব। নিজের জন্যই কিছু করতে পারি না। ঐ জিনিসটায় আমি অভ্যস্ত নই। ডাক্তারী জেনেও মা, বাবা, সাধনা, ভেল্কু কারও জন্য কিছু করতে পারিনি।...........আগে যদি কা'রও কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখতাম, যেতে দিতাম না, জোর করতাম, তাতে দেখতাম অনেকে অসন্তুষ্ট হ'তো। আজকাল তেমন জোর করি না।

হরিদাসদা—কেন তাতে তো সে রক্ষা পেতে পারে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে বাঁচল, কিন্তু আমি হয়তো থাকলাম তার অসন্তোষের centre (কেন্দ্র) হ'য়ে। আমাকে এড়িয়ে, আমাকে বাদ দিয়ে চলার বুদ্ধিই প্রবল হবে তার। দেখি তার আর কেউ থাকে না তার কল্যাণের নিয়ামক হ'য়ে। সেটা যে আরো মহাক্ষতি। কোন্ অকূল বেঘোরে যে গিয়ে পড়বে তার ঠিক নেই। সেখানে সামনে এমন কেউ থাকবে না, যাকে ধ'রে সে নিস্তার পেতে পারে। আমার লাখো আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তারজন্য কিছু করার সাধ্য থাকে না, তার ঐ মনোভাবের দরুন।

পরে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—জানার প্রবৃত্তি যা'র আছে, তাকে জানান যায়। অনেকের আবার ঝোঁক থাকে কিছুতেই বুঝবে না, মাথায় নেবে না, তাদের কিছু করা যায় না।

২১শে ভাদ্র, সোমবার, ১৩৫৫ (ইং ৬।৯।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ব'সে বাণী দিচ্ছেন এবং কেষ্টদা প্রভৃতির সঙ্গে আলোচনা করছেন। অন্নদান প্রসঙ্গে বললেন—অন্নদান ভাল, কিন্তু দেখতে হয় তাতে যেন কেউ অলস ও অযোগ্য না হ'য়ে ওঠে। অন্নদান বা সবরকমের সেবার সঙ্গে ধর্ম্মদান করতে হয়, যাতে সক্রিয় ইষ্টানুরাগের ভিতর-দিয়ে প্রত্যেকের ভিতরের শক্তি জাগ্রত হ'য়ে ওঠে। প্রত্যেকের দুঃখকষ্ট অনুসন্ধিৎসু সেবায় দূর করতে হয় এবং সঙ্গে-সঙ্গে এই করতে হয়। বাস্তব সেবা, সহানুভূতি, ধর্ম্মদান বা যাজনেরই একটা অঙ্গ। আর প্রতিপ্রত্যেকের যোগ্যতা বৃদ্ধি পায় যদি সে সংসারের পরিপালক ও অভিভাবকস্থানীয় যারা তাদের প্রতি অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতাবশতঃ অর্জ্জনপটু হ'য়ে সংসারের দায়িত্ব সাধ্যমতো বহন করতে চেষ্টা করে। সবকিছুর জন্য nurture (পোষণ) চাই, ঋত্বিক্‌দের প্রধান কাজ হ'লো আচরণশীল হ'য়ে ঘরে-ঘরে মানুষকে nurture (পোষণ) দেওয়া। তারা মানুষকে আশা দেবে, ভরসা দেবে, প্রেরণা দেবে, প্রত্যেকের পিছনে লেগে থেকে তাকে ভিতরে-বাইরে সুনিষ্ঠ ও সুযোগ্য ক'রে তুলতে চেষ্টা করবে। ঋত্বিক্ যদি জাগে, তাহ'লে আর দেশের ভাবনা নেই।

কেষ্টদা—আমরা ঋত্বিক্‌রাই তো যোগ্য নই, আমরা মানুষকে যোগ্য ক'রে

তুলতে পারব কতখানি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টনেশাই বড় জিনিস। ঐ জিনিস যদি কাউকে পেয়ে বসে, তাঁকে খুশি করার ধান্ধা যদি কাউকে পাগল করে তোলে এবং সে যদি সাধ্যমতো কাজে লেগে থাকে, তাহ'লে তার ঐ চলনই তাকে তার অজ্ঞাতসারে যোগ্যতর ক'রে তুলবে। মানুষের প্রকৃত ভাল ক'রতে পারলে একটা গভীর আত্মপ্রসাদ জাগে, তাই-ই তাকে উৎসাহ যোগায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—হরিদাসের (সিংহ) অবশ্য আগেও অভ্যাস ছিল আনার। আজ আবার একখানা রুমালে বেঁধে কয়েকটা করলা ও কুমড়োর ফুল নিয়ে এসেছে। সেদিনের কথা ওর মাথায় ধরেছে। এইটে (গুরুজনকে নিত্য দেওয়ার অভ্যাস) চারিয়ে গেলে দেখেন কী হয়! অভাব ব'লে কিছু থাকবে না, শত্রু ব'লে কেউ থাকবে না, সবাইকে আপন ক'রে ফেলবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বেড়াতে-বেড়াতে সন্ধ্যায় পূজনীয় বড়দার বাড়ীতে (গোলাপবাগ) গেলেন। সেখানে একখানি চেয়ারে বসলেন। বাড়ীর সবাই এসে প্রণাম করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মধুর হাস্যে সবার খোঁজ-খবর নিলেন।

বড়দা তো ছিলেনই। সঙ্গে ছিলেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শ্রীশদা (রায়-চৌধুরী), জ্ঞানদা (চক্রবর্ত্তী), রাজেনদা (মজুমদার) প্রভৃতি।

জ্ঞানদা সম্প্রতি বহু তীর্থ দর্শন ক'রে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর গল্প বলতে বললেন।

জ্ঞানদা বর্ণনা সহযোগে সরসভাবে গল্প ক'রে শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনতে-শুনতে বললেন—আর খবর কী! মানুষের রকম কেমন দেখলেন? ধর্ম্মভাব কেমন?

জ্ঞানদা—মানুষের রকম অনেক ধরণের দেখলাম। তবে ধর্ম্মভাব আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মভাব মানে ধৃতিপোষণী ভাব। এর মূল হ'লো ইষ্টকৃষ্টিতে নিষ্ঠা ও পারস্পরিক প্রীতি ও সেবা। এর ভিতর-দিয়েই ইষ্ট, অহং ও পরিবেশের মধ্যে গজিয়ে ওঠে concordance (সঙ্গতি)। এটা বাদ দিয়ে integration (সংহতি) আসে না। ব্যক্তি একক যত ভাল হো'ক না কেন, যদি জনসাধারণের মধ্যে ইষ্টানুগ পারস্পরিকতা না থাকে, তাহ'লে হবে না।

কিছু সময় পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোয় ফিরে আসলেন। সেখানে এসে দেখলেন, যে-সব মায়েরা তাঁর সেবা করেন, তাদের কয়েকজনের মধ্যে বেশ ঝগড়া বেধে গেছে। একে অপরের বিরুদ্ধে অনুযোগ-অভিযোগ করছেন এবং অহমিকা-প্রসূত আত্মসমর্থনে নানা কথা বলছেন। প্রত্যেকেরই মনোগত ইচ্ছা যে শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে সমর্থন করেন। প্রত্যেকেই তাঁকে ব্যাপারটার মধ্যে জড়াতে চেষ্টা করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কারও কোন কথার জবাব দিচ্ছেন না। বাধাও দিচ্ছেন না। নির্ব্বিকার ও নির্লিপ্তভাবে সব শুনে যাচ্ছেন।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রফুল্ল! লিখবি নাকি? বলেই বাণী দিলেন—

হামবড়াই-সেবা—অপরাধের পূর্ব্বরাগ,
আর অসহযোগিতা ও কোঁদলই তার পরিণতি।

ব'লেই বাণীটা পড়তে বললেন। পড়া হ'লো।

তারপর আবার বাণী দিলেন—

"দ্বন্দ্ব ও অসহযোগ যেখানে সস্তা,
মৌলিক স্বার্থও সেখানে গাঁজান,
আত্মম্ভরী কাপট্যই
অন্তরালে অবগুণ্ঠিত—
ভক্তি-ঘোমটায়।"

এ বাণীও পড়া হ'লো।

ননীমা—সবাই তো সমান দোষী নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যদি কাউকে ভালবাসি, তবে আমার উদ্দেশ্য হবে, তিনি যাতে স্বস্তি পান তাই করা। অভিমানহীনতা, সহ্য, ধৈর্য্য এগুলি আমার পক্ষে স্বাভাবিক হবে। অন্যে আমাকে আঘাত করলেও, আমি ক্ষিপ্ত না হ'য়ে চেষ্টা করব, যাতে শান্তি বজায় থাকে এবং সে তার ভুল বুঝতে পারে ও তার সাহায্য-সহযোগিতা আমি পুরোমাত্রায় পাই। কারণ নিখুঁতভাবে সেবা করার জন্যই সহকর্ম্মীর সাহায্য আমার প্রয়োজন। দ্বন্দ্ব এড়ানই আমার স্বার্থ হ'য়ে দাঁড়ায়। যেখানে তা' এড়ান যায়, সেখানে ঝগড়ার মধ্যে জড়িয়ে পড়াটাই অন্যায়।

সুধাপাণিমা—ন্যায্য কথা না বললে পেয়ে বসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখতে হবে আমার স্বার্থটা কী। আত্মপ্রতিষ্ঠা তো আমার স্বার্থ নয়। তাঁর প্রতিষ্ঠাই আমার কাম্য। যাতে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাই তো করতে হবে। ব্যক্তিত্বওয়ালা বিনীত ভাবই ভাল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন

"দম্ভ কুড়িয়ে নিয়ে রাশি করে
অকৃতজ্ঞতার একদেশদর্শী ন্যায়—
স্বার্থ-উচ্ছ্বাসে,
বিনয় আনে ভক্তিপরিবেষণে প্রিয়-প্রতিষ্ঠা—
পরাক্রমী বহুদর্শী প্রাণমূর্চ্ছনার।"

প্রফুল্ল—সাধারণতঃ কোন বিবাদের ব্যাপারে আমরা নিরপেক্ষ মনোভাব অবলম্বন করতে পারি কমই। এক দিকে ঝুঁকে পড়ি। এর কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর বাণী-আকারে বললেন—

"আপন প্রবৃত্তিকে প্রতিফলিত ক'রে
কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে যেও না,

দৃষ্টি তোমার ব্যর্থই হবে,
দেখবে তোমার মনেরই প্রতিচ্ছবি বাইরে,
আর আবদ্ধ হ'য়ে পড়বে
একটা ক্ষোভ-উদ্দাম বিভ্রান্তি-দুর্গে,
পদে পদে হবে অপ্রীতিভাজন সবারই।"

২২শে ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৫৫ (ইং ৭।৯।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় তক্তপোষে উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), উমাদা (বাগচী), কালীদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রভৃতি এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত।

কেষ্টদা—মানুষের ভিতর আকর্ষণী শক্তি জাগে কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যত ইষ্টকে অচ্যুতভাবে ভালবাসে, ততই তা' তার ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে এবং অন্যেও তার প্রতি তেমনি আকৃষ্ট হয়।

কেষ্টদা—কোন সংস্থার কর্ম্মীদের মধ্যে আদর্শপ্রাণতা না থাকলে কি তাদের মধ্যে মিল থাকতে পারে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাময়িক মিল কোন কারণে হ'লেও তা' স্থায়ী হয় না। আবার প্রকৃত আদর্শৈকনিষ্ঠ দু'জন মানুষের মধ্যে সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি বা বিচ্ছেদ হলেও তাদের মিলন অপরিহার্য্য।

কেষ্টদা—বিজ্ঞান-চর্চ্চার প্রসার কিভাবে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর বাণী-আকারে বললেন—

কর,
পাঁতি পাঁতি করে খোঁজ,
আরো আরো ক'রে জান,
সব দিকটা সার্থক সামঞ্জস্যে নিয়ে আস,
বৈজ্ঞানিক হ'য়ে উঠবে,
আর অমনি ক'রে জানাই হচ্ছে বিজ্ঞানের তাৎপর্য্য;
তাই বিজ্ঞানও যেখানে, দর্শনও সেখানে—
তার সব রকম সম্ভাব্যতা নিয়ে।

সন্ধ্যাবেলায় কেষ্টদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বললেন—আর্য্যকৃষ্টির তো একটা প্রধান জিনিস যজ্ঞ, আমরা উপনয়ন ধ'রে রেখেছি, কিন্তু অগ্নিকে তো ধ'রে রাখিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজকাল আদর্শকে চারিয়ে দিয়ে তার উপর দাঁড়িয়ে যুগোপযোগী আচরণ প্রবর্ত্তন ক'রে চালিয়ে যেতে হবে। খুঁটিনাটি সব হুবহু আগের মতো করাতে গেলে, কঠিন হবে। ইষ্টই হলেন অগ্নি অর্থাৎ বর্দ্ধনার প্রতীক,

আর ইষ্টভৃতি হ'লো মহাযজ্ঞ। মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রে আচার্য্যের বিধান অনুযায়ী চলার নির্দ্দেশ আছে ব'লে শুনেছি।

পরে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যা'-কিছু স্পন্দন বা ব্যোমতরঙ্গের বিভিন্ন রকম ও স্তরের প্রকট মূর্ত্তি, আর তার তারাঙ্গিক প্রতিশব্দই হ'চ্ছে বীজমন্ত্র। বীজমন্ত্র জপে মানুষ ভিতর-বাহির দুই দিকেই বিকশিত হ'য়ে ওঠে। তবে ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে জপ না করলে বিকেন্দ্রিক বিক্ষেপ আসতে পারে।

এইসব ভাব অবলম্বন ক'রে কয়েকটি বাণীও দিলেন। কেষ্টদা তখন ছিলেন না। কেষ্টদা, হরিপদদা (সাহা), সুরেনদা (বিশ্বাস), মণিমামা প্রভৃতি আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বাণীগুলি পড়তে বললেন।

বাণী পড়ার পর কেষ্টদা বললেন—একজন নামকরা বিজ্ঞানী বলেছেন, দুনিয়ার যা'-কিছুই তরঙ্গ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কি আজ থেকে কই? সেই কবে থেকে কচ্ছি।

আবার বললেন, সুকেন্দ্রিক হ'য়ে জপ না করলে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে যায়।

কথা উঠলো মৃত্যুর পর জীব 'আকাশস্থ নিরালম্ব, বায়ুভূত, নিরাশ্রয়' অবস্থায় থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী কঠিন অবস্থা!

কেষ্টদা—আকাশস্থ যদি ইষ্টস্থ হয়, তাহ'লেই তো হয়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! যে-চিন্তায় বিগত হয়, তা' একটা ক্ষুদ্র তরঙ্গ হয়। সর্ব্বতোমুখী ইষ্টচিন্তা নিয়ে গত হ'লে, বোধ ও প্রবৃত্তি তদনুযায়ী হয়।

কেষ্টদা—শরীর ছাড়া দেহত্যাগের পর বোধ করে কী করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতকটা স্বপনের মতো।

কেষ্টদা—সেখানে তো শরীর থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' বাদ দিয়ে যদি পারেন!

কেষ্টদা—তা' কি সম্ভব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! তখন সেই ক্ষুদ্র তরঙ্গটাই সত্তা হয়। ওর ভিতরই সবকিছু থাকে তার মতো ক'রে। স্থূল অবস্থায় স্থূলের মতো বোধ, সূক্ষ্ম অবস্থায় সূক্ষ্মের মতো বোধ।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এক কথা, কতকাল থেকে কতরকমে বলছি, তবু কথা আর ফুরায় না।

২৪শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ৯।৯।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় বসে ইংরাজীতে একটি বড় বাণী দিচ্ছেন।

বেলা সাড়ে দশটার সময় সরোজিনীমা জিজ্ঞাসা করলেন—বীজমন্ত্র জপের দুইমুখী ফল কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাম করলে প্রথমে মনে জাগে ভাব, ভাবটা হ'লো শিকড়, তদনুযায়ী চলন, চরিত্র, পূরণ, পালন হয়।

সন্ধ্যাবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর বারান্দায় উপবিষ্ট। মন্মথদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), প্রবোধদা (মিত্র), অরুণ (দত্তজোয়ার্দ্দার), কালিদাসীমা এবং আরো অনেকে আছেন।

রাজেনদা (মজুমদার) ময়মনসিংহের দু'জন বিশিষ্ট ভদ্রলোককে নিয়ে আসলেন।

নবাগত ভদ্রলোক—আমাদের পূর্ব্ববঙ্গের সব কি গেল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেভাবে রক্ষা করতে হয়, সেইভাবে রক্ষা করলেই থাকে। করলে হয়। ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশকেই সত্তাস্বার্থী ক'রে তুলতে হয়, উভয়ে যেন একাত্মবোধসম্পন্ন বান্ধব এমনতর করা চাই।

প্রশ্ন—এক জীবনে কি হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—করলেই হয়, ক'দিন লাগে? চাই urge (আকূতি)।

প্রশ্ন—Urge (আকূতি) থাকলেই হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! যা' হবে তা' অপূর্ব্ব। আমাদের সর্ব্বপূরণী বৈশিষ্ট্য নিয়ে যদি চলি, তাতে সবার বৈশিষ্ট্যই পরিপূরিত হবে, কিন্তু সেটা যদি অবহেলা করি, দুনিয়াকে আমাদের কিছু দেওয়ার থাকবে না। স্ফটিককে ভেঙ্গে গুড়ো-গুড়ো ক'রে ফেললে, তা' দিয়ে অখণ্ড স্ফটিকের কাজ হবে না।

প্রশ্ন—এই কৃষ্টিধারাকে বহন ও রূপায়ণ করার মতো পুরুষ কি আসবেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা চাইলেই তাঁকে পাই। শুনেছি দেবতারা বৃত্রাসুরের কাছে হেরে গিয়ে ক্ষীরোদ সমুদ্রের কাছে গিয়ে প্রতিকারের জন্য প্রার্থনা সুরু করলেন এবং তাঁদের প্রত্যেকের দেহ থেকে একটি ক'রে রশ্মি নির্গত হ'য়ে দেবীর আবির্ভাব হলো। আমরা সমবেত কল্যাণের জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হ'লেই তাঁকে পাব। তিনি থাকলেও আমরা তাঁকে পাই না, যদি আমরা তাঁকে না চাই।.........হিন্দু হিসাবে আমাদের কী করণীয়, তা' আমরা জানি না। এক এবং অদ্বিতীয় যিনি, তাঁকে আমাদের মানতে হবে, পূর্ব্বপূরক ঋষিদের মানতে হবে, কৃষ্টিবাহী পিতৃপুরুষকে মানতে হবে, বৈশিষ্ট্যপালী সার্ব্বজনীন বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রম-ধর্ম্মকে মানতে হবে, আর মানতে হবে পূর্ব্বাপূরক যুগপুরুষোত্তমকে। তাঁতে পূর্ব্বতন মহাপুরুষগণ কেন্দ্রায়িত ও জাগ্রত হ'য়ে থাকেন। তাঁকে মানার ভিতর-দিয়ে মানব-সমাজ ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারে। পূর্ব্বতন যাঁকেই মানি সেইসঙ্গে তাঁকে মানতে হবে। মুসলমানরা যে সবাই রসুলের নামে সাড়া দেয়, এটা ওদের শক্তি ও সংহতির বিশেষ সহায়ক হয়েছে। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ,

খ্রীষ্টান সকলকে পরিপূরণ করেন এমন একজনকে মেনে চললে যে কি বিরাট কাণ্ড হয়, তা' বলা যায় না। হিন্দু প্রকৃত হিন্দু হো'ক, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি প্রকৃত মুসলমান, খ্রীষ্টান হো'ক তাই চায় হিন্দুরা। তাদের ভাবনা সবার জন্য। তাদের তথা সৎসঙ্গের কথা হলো 'ঈশ্বর এক, ধর্ম্ম এক, প্রেরিতগণ একবার্ত্তা-বাহী'। নিজেরা ধর্ম্মপ্রাণ হতে হবে, আর অপরকে ধর্ম্মপ্রাণ ক'রে তুলতে হবে।

ভদ্রলোক—আমরা তো নিষ্ঠার ধার ধারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বহুদিন থেকে সুরু ক'রে destructive move (ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টা) হ'চ্ছে। আপনার ধর্ম্ম হ'লো ছোটকে বড় করা, কিন্তু বড়কে ছোট করা হ'চ্ছে। মেথরকে দিয়ে ছুঁইয়ে বামুনকে খাওয়ান হচ্ছে। একাদর্শপ্রাণ না হ'লে দুই ভাই এক ঘরে খেয়েও তাদের মধ্যে মিল হয় না। তাই বলি, একাকারে কাজ হবে না। রামকৃষ্ণ ঠাকুর বড় ঠেকান ঠেকাইছেন।

আমাদের ছিল অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ। রঘুনন্দন থামিয়ে দিলেন। কিন্তু আমাদের মেয়েরা আজ প্রতিলোমক্রমে, বাইরের সমাজে চ'লে যাচ্ছে, অনুলোমক্রমে আমাদের সমাজের পরিধি বাড়ছে না। অনুলোমক্রমে বাইরের সম্প্রদায়ের কোন মেয়ে আমাদের ঘরে আসলেও তাদের আমল দিই না। আমরা আবার কই, বহুবিবাহ বন্ধ কর। কিন্তু যে সমাজ নিষ্ঠাবান, তারা কিন্তু তাদের শাস্ত্রের উপর হস্তক্ষেপ পছন্দ করে না। দূরদর্শী দৃষ্টি না থাকলে মুশকিল। কতরকম আইন হ'চ্ছে কিন্তু পণপ্রথা নিয়ে কোন আইন হ'চ্ছে না। বেশ কিছু মানুষ যদি আদর্শে সংহত হয় ও ইষ্টার্থে প্রাণপণ উৎসর্গ করে, সব হ'য়ে যায়।

ভদ্রলোক—লাখ দুই ছেলে সামরিক শিক্ষা নিলে ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাই করি common Ideal (অভিন্ন আদর্শ) চাই, নচেৎ integrated (সংহত) হবে না। আই, এন, এ, হ'য়ে যাবে। শিবাজী যেমন রামদাসকে কেন্দ্র ক'রে করেছিলেন, ঐরকম একজন মহাত্মা চাই। আর ২/৩ লাখ লোক যদি ২/৩ টাকা ক'রে অর্ঘ্য দেয়, অনেক কিছু করা যায়। ঋত্বিক্ চাই, প্রচার চাই। গোটে-গোটে বেড়ে যাবে। তখন আর সব হ'তে দেরী লাগবে না। সুলতান সাহেবের চাটাইয়ের মতো সারা দেশ ছেয়ে যা'বে। 'ঢেলা দিয়ে ভাঙ্গছ ঢেলা' ঐরকম হ'য়ে যাবে। এই দেশেই চাণক্য জন্মেছিলেন। কোথায় কোন্ টিপ দিয়ে কী করেছেন, তার কি ঠিক আছে? শিবাজী রামদাসের নেতৃত্বে অসম্ভব সম্ভব করেছিলেন। রাণাপ্রতাপ, গুরু না থাকায় unsuccessful (অকৃতকার্য্য)। শিবাজী রামদাসের বুদ্ধি ও পরামর্শমতো চললেও তাঁকে নিরাপদে রেখে দিয়েছেন। তিনি যে পিছনে ছিলেন, তা' কাউকে জানতে দেননি। ফলকথা, আদর্শে দীক্ষা না হ'লে কিছু হয় না। দীক্ষিতের মধ্যে আবার পারস্পরিকতা চাই।

২৫শে ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ১০।৯।৪৮)

সকাল থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ব'সে পর-পর বাণী দিচ্ছেন।

কথাপ্রসঙ্গে মেণ্টুভাই জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবান সকলের ভিতরে আছেন, তা' সত্ত্বেও জগতে এত বৈষম্য কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সকলকে transcend (অতিক্রম) ক'রে আছেন তিনি। তাঁর ঐশ্বর্য্য থেকেই সৃষ্টি। তার প্রত্যেকটা আবার unique (বিশিষ্ট)। কা'রও সাথে কা'রও হুবহু মিল নেই। প্রত্যেকেই তার-তার মতো। তাহ'লেই সাম্য মানে equality (সমানতা) নয়, equity (বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী সমতা)।

মেণ্টুভাই—বর্ণাশ্রম কী ক'রে হলো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, সবাই আগে কৃষিকাজ করতো। কিন্তু প্রত্যেক কাজের বিভিন্ন দিক আছে যা' বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণের কাজে ভাগ করা যায়। কৃষকদের মধ্যে একদল কৃষিবিষয়ক জ্ঞানগবেষণায়, একদল রক্ষণাবেক্ষণে, একদল চাষবাস ও বাণিজ্যে, একদল পরিচর্য্যায় মন দিল। এই যে এক-এক দল এক-এক কাজ বেছে নিল, সে কিন্তু তাদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী করল। এইভাবে বংশপরম্পরায় চলতে লাগল। বিয়ে-থাওয়াও সমভাবাপন্নদের মধ্যে হ'তে লাগল। গুণ ও কর্ম্ম অনুযায়ী এইভাবে বর্ণ-বিভাগ হ'য়ে উঠল। প্রকৃতির মধ্যেই এ-জিনিসটা অনুস্যূত আছে। বাইরে থেকে কেউ কিছু চাপিয়ে দেয়নি। বড়-ছোট যে বলা হয়, সে প্রত্যেক বর্ণের fulfilling capacity (পরিপূরণী ক্ষমতা) অনুযায়ী। ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ হলেন সর্ব্ববর্ণের গুরু। প্রত্যেক বর্ণের ভিতর-থেকেই এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের আবির্ভাব হ'তে পারে।

সুরেশ (রায়)—এই সমাজে competition (প্রতিযোগিতা) নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেক বর্ণের নিজেদের মধ্যে competition (প্রতিযোগিতা) ছিল, কিন্তু বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে ছিল না। কারণ, প্রত্যেক বর্ণের বৃত্তি বা জীবিকা ঠিক ছিল এবং অপরের বৃত্তি-অপহরণ পাপ ব'লে গণ্য করা হতো।

সুরেশ—যদি গোলমাল বাধত, গায়ের জোরে কেউ অন্যায় করতো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক্ষত্রিয় দেখত, কেউ ছাড়ত না। সবাই এসে দাঁড়াত, বাধা দিত। অসৎ-নিরোধ ছিল, সামাজিক শাসন ছিল। বৈশ্য যদি তার ধন properly distribute (ঠিকভাবে বণ্টন) না করত, রাজা তা' কেড়ে নিতে পারত। রাজা না করলে বামুনেরই সে অধিকার ছিল। বৈশ্যের উপর ছিল সকলকে খাওয়াবার দায়িত্ব, অবশ্য প্রত্যেক বর্ণকেই তার বর্ণোচিত কাজ করতে হ'ত। বৈশ্য ইচ্ছা করলে রাজা হ'তে পারত, কিন্তু তারা তা' হয়নি, কত রাজ্য তারা আয়ত্তে এনে

ক্ষত্রিয়ের হাতে দিয়েছে শাসনের জন্য।

মেণ্টুভাই—পরমপিতাকে পাওয়ার কথা বলছিলেন, তার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রাপ্তি মানে আপ্তি। তাঁর হ'য়ে যাওয়া, তাঁকে আপন ক'রে নেওয়া, তাঁকে সেবা করা, সুখী করা, তাঁর নীতিবিধি চলন-চরিত্র নিজ বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী আয়ত্ত করা, আর এতেই উৎকর্ষ হয়।

আগামীকাল তালনবমী, অর্থাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি। কলকাতা ও অন্যান্য জায়গা থেকে বহু ভক্ত এসেছেন। সন্ধ্যায় বড়াল-বাংলোর বারান্দায় লোক ধরে না। ভক্তবৃন্দ প্রভুর দর্শনে যেমন মহা-আনন্দিত, তিনিও তেমনি তাদের পেয়ে পরম প্রীত। এক একজনকে দেখে সোল্লাসে জিজ্ঞাসা করছেন—কিরে কখন আলি? কী খবর? নানাজনে নানা জিনিস এনেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের বলছেন—যা বড় বৌ-এর কাছে দিয়ে আয় গিয়ে। এক একজনের কাছে অন্য অনেকের খবর নিচ্ছেন। এক প্রীতিমধুর দিব্য পরিবেশ। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), যোগেনদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), ব্রজেনদা (চট্টোপাধ্যায়), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য) প্রভৃতি সামনের দিকে ছিলেন। কেষ্টদার ইচ্ছামতো প্রফুল্ল নিম্নলিখিত ইংরাজী বাণীটি প'ড়ে শোনালঃ—

Light comes,
when it comes,
it comes rending the heart of darkness—the ignorance
chaos scatters,
cosmos comes out of it
through aptitudes
that specialise—
adjusting every individual orderly;
life instinct with the leaven of bliss
out of what hath been extinct
is bestowed with becoming,
He—the unique
and unparalleled existence,
responsive response,
the becoming that becomes with life and growth,
is one and unique
in each and all—
endowed with instinctive differentia;
devotee—the devout,

that adheres to Him
with every follow
in active initiative
is through worship
the emblem of bliss—
the man of divinity
the same Divine in ages—
the Ideal
the Rescue from evil ;
adherents flow in flocks,
society evolves there
from inter-interested servicing urge
to fulfil Him,
communities cluster within
from aptitudes for special service
rendering social unity unique
through the interest of common interest ;
integration rolls on,
power roars,
service sprouts with sympathy,
conscience rises,
wealth evolves automatically
with a solvent
that solves every 'ism'
in meaningful equity ;
there liberty peeps
stretching her blessed hands
to liberate the soul
from all deteriorating bondage,
that dwindles life and growth,
begetting the nectar-base
on which
Dharma—the stay of all that upholds—
the unrivalled, unitarian unique,

that binds the versatile
into the universal one
takes its stand ;
awake !
stir up !
move with uphill roll
and make others move,
rally,
adhere ;
serve the Ideal—
the man Divine
and serve thyself and thine
with every integrating zeal—
in the path of heaven,
have bliss,
making others blessed
with piety, power and peace.

বাণীটি শুনে যোগেনদা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন—Gray (গ্রে) যেমন একটা Elegy (শোকগাথা) লিখে বড় কবি বলে খ্যাতিলাভ করেছেন, তেমনি এর একটা বাণীই একজনের ঋষিত্বের মস্ত নিদর্শন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধারণ মানুষ ঋষি হয়, তাহলেই সার্থক। আর সে সম্ভাব্যতা অনেকেরই আছে। কিন্তু আমাকে ঋষি বললেই বা কি, ভগবান বললেই বা কি, আর শয়তান বললেই বা কি! আপনারা সব ঋষিপদবাচ্য হ'য়ে উঠুন বিহিত চলনের ভিতর-দিয়ে, আর অন্যকেও ক'রে তুলুন তেমনি।

যোগ সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টে টান হলেই, তাঁতে লেগে থাকতে ইচ্ছা করে, যুক্ত থাকতে ইচ্ছা করে। তার অন্তরায় যা' তাকে কিছুতেই মানুষ আমল দেয় না। ভক্ত সর্ব্বদা তাঁর পরিপালন, পরিপোষণ ও পরিপূরণে ব্যাপৃত থাকতে না পারলে অস্বস্তি বোধ করে। আর এগুলি করে সে কায়মনোবাক্যে। সতী স্ত্রী যেমন স্বামীময় হ'য়ে স্বামী ও তার পরিবেশের সেবা করে, সে-ও তেমনি ইষ্টময় হ'য়ে যেমন ইষ্টসেবা করে, তেমনি সেবা সহানুভূতি ও যাজনে পরিবেশকে মুগ্ধ ক'রে সবাইকে ইষ্টে যুক্ত ক'রে তুলতে আপ্রাণ হয়। ভক্তিতে যোগ, কর্ম্ম, জ্ঞান আপসে আপ হয়। আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য কসরত করা লাগে না। সমস্ত বাধাকে সে অতিক্রম ক'রে চলে—তা' কি ভিতরের কি বাইরের।

২৬শে ভাদ্র, শনিবার, ১৩৫৫ (ইং ১১।৯।৪৮)

আজ দয়ালের ৬১তম জন্মতিথি-পূজা। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় তক্তপোষে রচিত নবীন শুভ্রশয্যায় বসেছেন। স্থানীয় এবং বহিরাগত আবাল-বৃদ্ধ নর-নারী দলে-দলে এসে তাঁকে অর্ঘ্যাদিসহ ভূমিষ্ঠ হ'য়ে সভক্তি প্রণাম নিবেদন করছেন। স্মরজিৎদা (ঘোষ), প্রফুল্লদা (মুখোপাধ্যায়), প্রমথদা (গঙ্গোপাধ্যায়), মন্মথদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রভৃতি কলকাতা থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য কাপড়-চোপড়, ভোগের দ্রব্যসম্ভার ও নানা রকমারি জিনিস নিয়ে এসেছেন। শ্রীশ্রীবড়মা ও শ্রীশ্রীঠাকুর-পরিবারের অনেকের জন্য নববস্ত্রাদি এনেছেন। জিনিসপত্রের বহর দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—করিছিস কী কান্ড? যা'র জন্য যা' আনিছিস জায়গামতো দিয়ে দেগা।

স্মরজিৎদা—সে ব্যবস্থা করছি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিসগুলি প্যারীদা (নন্দী), হরিপদদা (সাহা), কালিদাসীমা প্রভৃতি রেখে দিলেন।

কেষ্টদার পরিচালনায় শ্রীশ্রীঠাকুর-সমীপে সমবেত প্রার্থনাদি হ'ল। পরে গোঁসাইদা ও গিরীশদার পরিচালনায় নান্দীমুখ কৃত্য, শাস্ত্রাদি পাঠ ও যজ্ঞাদি সুরু হ'ল। নান্দীমুখ করলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূজনীয় শ্রীকুমুদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। একদিকে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে তুমুল কীর্ত্তন জমে উঠল। কোথাও-কোথাও ইষ্টপ্রসঙ্গ চলতে লাগল। কোথাও চলল পারস্পরিক প্রীতি-সম্ভাষণ। মাঝে-মাঝে কলকাতার সুবিখ্যাত মেহবুব ব্যান্ডপার্টি সুমিষ্ট ব্যান্ড বাজাতে লাগল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য স্নানের দৃশ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্যারীদা, হরিপদদা ও সরোজিনীমা তেল মাখাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বাড়ীর ভিতরে দক্ষিণদিককার দালান-সংলগ্ন উন্মুক্ত স্থানে স্নানের চৌবাচ্চায় স্নান করতে নামলেন। চৌবাচ্চার জলে ফুল, গোলাপজল ও সুগন্ধ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ব্যান্ডের বাদ্যের সঙ্গে চতুর্দ্দিক হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও বন্দে পুরুষোত্তমম্ ধ্বনিতে মুখরিত হ'য়ে উঠল। চৌবাচ্চার সম্মুখস্থ প্রান্তরে সমবেত শত-শত নর-নারী একটিবার তাঁর স্নান দর্শনের জন্য অধীর ও আকুল। স্নানের সময় চতুর্দ্দিক থেকে পুষ্প-বৃষ্টি হ'তে লাগল। স্নানের পর শ্রীশ্রীঠাকুর নূতন বস্ত্র ও পাদুকা প'রে ঘরে আসলেন। পরে ভক্তিভরে হুজুর মহারাজ, সরকার সাহেব, পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর ফটোর সামনে প্রণাম করলেন। গোঁসাইদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে নূতন উপবীত পরিয়ে মাল্যদান করলেন। তারপর ভক্তবৃন্দ ক্রমাগত পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে চললেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বারান্দায় এসে বসলেন। তখনও পুষ্পাঞ্জলি চলছে। চতুর্দ্দিকে বাজনা, গোলমাল। তারই মাঝে প্রফুল্লকে বললেন লিখবি নাকি? ব'লেই

বাণী দেওয়া সুরু করলেন। সকাল থেকেই বাণী দিচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর ভোগ সম্পন্ন হ'ল। তারপরে ঘরের মধ্যে বিছানায় এসে বসেছেন। বিশ্রাম নেবেন। তখনও দলে-দলে দাদারা, মায়েরা ঘরে এসে প্রণাম করতে লাগলেন। ভিড় ঠেকানই দায়।

এর মধ্যেই খোঁজ নিচ্ছেন—মন্মথ, পুষ্প, প্রফুল্ল এরা খাইছে তো?

খোঁজ নিয়ে জানান হল তাদের প্রসাদ গ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে।

এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশ্রামের সময় হ'ল। সবাই প্রণাম ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বারান্দায় বসার পর দলে-দলে ভক্তবৃন্দ এসে প্রণাম ক'রে তাঁর মধুময় সান্নিধ্যে ভিড় ক'রে বসলেন।

তিনি অনেককে জিজ্ঞাসা করলেন—দুপুরে খাইছিস তো?

তারা বললেন—হ্যাঁ! আনন্দবাজারে প্রসাদ পেয়েছি। খুব ভাল ব্যবস্থা হয়েছিল। খিচুড়ি, পাপড়ভাজা, লাবড়া, আলুর দম, আমড়ার চাটনি, দই, বোঁদে, তালের বড়া ইত্যাদি, রান্নাও ভাল হয়েছিল।

এরপর বাণী দেওয়া সুরু হ'ল।

সন্ধ্যা ৬টার সময় একটা বাণী দিলেন—

ইষ্টনিষ্ঠ সুখ-উদ্দাম মন
অসুখবিসুখের ধারই ধারে কম।

প্রফুল্ল—কেউ যদি গোড়া থেকে রুগ্ন শরীর নিয়ে জন্মে, তার সম্বন্ধে কী কথা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মন সুখ-উদ্দাম নয়, তাই অসুস্থ। দেখবে সে dissatisfied (অসন্তুষ্ট) হ'য়েই আছে।

অরুণ (দত্ত)—কোন্‌টা কারণ? শরীর না মন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-কোন একটা, দুই-ই এক।

সাড়ে ছ'টার সময় একটা বাণী দিলেন

যিনি রোগীর মনকে ব্যবস্থ ক'রে তুলতে পারেন,
পারিপার্শ্বিককে তা'র অনুপূরক ক'রে তুলতে পারেন,
তদনুকূল আহার ও পরিচর্য্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন,
রোগানুপাতিক ঔষধ ব্যবস্থা করতে পারেন,
আর আরোগ্যকে ত্বরিত উন্নত করতে পারেন,
তিনিই বিজ্ঞ, বিধায়ক, বৈদ্য বা চিকিৎসক।

কেষ্টদা আসার পর তাঁকে কতকগুলি বাণী প'ড়ে শোনান হ'ল।

উপরের বাণীটি প'ড়ে শোনাবার পর তিনি বললেন—তাহলে তো ডাক্তারের

ভাল psychologist (মনোবৈজ্ঞানিক) হ'তে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব বড় psychologist (মনোবৈজ্ঞানিক) না হ'লে ভাল ডাক্তার হতে পারে না।

পরে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—দানে মানুষ আপন হয় না যদি গ্রহণ না থাকে। গ্রহণেও মানুষ আপন হয় না, যদি দান না থাকে।

কাজকর্ম্ম সম্পর্কে বললেন—সময়ান্ধ তারাই হয়, যাদের করার প্রবৃত্তিটাই দুর্ব্বল—যখন যা' করণীয় তা' করে না।

মন্মথদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), পুষ্পমা (সান্যাল) প্রভৃতি আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর অন্তরঙ্গভাবে নানা খবর নিতে লাগলেন।

কথায়-কথায় বললেন—মন্মথ আগের বার আসছিল ঝড়ের কাকের মতো, এবার এসেছে বসন্তের মতো, পুষ্প এবার এসেছে গোধূলির মতো।

এই পরিবেশে সবাই আনন্দ-মসগুল।

আস্তে-আস্তে অনেকে চ'লে গেলেন। এখন স্মরজিৎদা (ঘোষ), কিশোরীদা (চৌধুরী), হরেনদা (বসু), প্রভাতদা (দেব) প্রভৃতি আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কাজকর্ম্মে সফল হ'তে গেলে go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) ত্যাগ করতে হবে। ধর তুমি একটা গাড়ী কেনার জন্য টাকা সঞ্চয় করছ। গাড়ী কেনাটা হ'ল তোমার প্রযোজক প্রবৃত্তি। যা হো'ক হঠাৎ তুমি সেই গাড়ী কেনার টাকা দিয়ে পাট কিনলে। তার মানে তুমি উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হ'য়ে গেলে, বিক্ষিপ্ত হ'য়ে গেলে। তাতে তুমি ভাটিয়ে গেলে, তোমার বৃত্তিগুলি অতখানি এলোমেলো হ'য়ে পড়ল। তার থেকে আবার হয়তো দাদন দিলে। এতে chain-কে chain (শৃঙ্খল পরম্পরায়) losing (লোকসানের) ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায়। মার খাবেই। রেহাই নেই। তা' হয় একহাত আগে, বা একহাত পরে। তাই সংকল্প, কথা, কাজের মিল চাই।

প্রফুল্ল—আমার মনে হয়, মানুষের যাতে চরিত্রের বিকাশ না হয়, তাতে তার কোন লাভই হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, চরিত্রের বিকাশ মানে তো complex (প্রবৃত্তি)-এর adjustment (বিন্যাস)।

একটু পরে বললেন—Go-between-এ (দ্বন্দ্বীবৃত্তিতে) মানুষ পরিশ্রম সত্ত্বেও যত unsuccessful (অকৃতকার্য্য) হয়, এত আর কিছুতে হয় না। গলদটা যে নিজের ভেতরেই ঢুকে থাকে।...........আমাদের কাজ যে এগুচ্ছে না, তারও মূলে ঐ go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি), নচেৎ কোন্‌কালে কতো কি হ'য়ে যেত। সারা দেশের চেহারা ফিরে যেত। না হওয়ার আর কোন কারণ তো খুঁজে পাই না।

২৭শে ভাদ্র, রবিবার, ১৩৫৫ (ইং ১২।৯।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় আসীন। সুরেনদা (মোদক), শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), হারানদা (দাস), শিশিরদা (সাহা) প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুরেনদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোর ডাক্তারী কেমন চলছে?

সুরেনদা—খুব অসুবিধার ভিতর-দিয়ে ধীরে-ধীরে অগ্রসর হ'তে হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মোড়লগুলিকে গেঁথে ফেলতে হয়। ঐদিকে বিশেষ খেয়াল রাখা লাগে। বেকুবী ক'রো না, সময়কে ছেড়ে দিয়ে situation (অবস্থা)-কে আরো বেহাতি ক'রে তুলো না, problem (সমস্যা) বহু আছে। এ-সব ভুলে গিয়ে আমরা আসলে পস্তাই। চিকিৎসা-বিদ্যা যতই জানা থাকুক ডাক্তারের প্রধান জিনিস হ'লো—tactful behaviour (কৌশলী ব্যবহার)। Extreme friendship (আত্যন্তিক বন্ধুত্ব) থাকবে with honourable distance (সম্মানযোগ্য দূরত্বসহ)। Light (হালকা) হলে মুশকিল। Tactful (সুকৌশলী) হওয়া চাই, sympathetic (সহানুভূতিপ্রবণ) হওয়া চাই। যারা নিন্দা করে, তাদের নিন্দা করতে নেই, অথচ সুখ্যাতি এমনভাবে করতে নেই, যাতে তুমি বেহাতি অবস্থায় পড়। এমন কথাই হয়তো বলা লাগে, যা' তা'র কানে গেলে খুশি হয়।

কোন বন্ধুস্থানীয় ইষ্টপ্রাণ সৎসঙ্গী ডাক্তারকে ৭।৮ মাইল দূরে বসাতে হয় (সুরেনদা পাটনা জিলার হিলসায় কিছুদিন হ'লো ডাক্তারী করছেন)। আর তাকেও ভাল ক'রে বলতে হয়, যাতে যাজনের দিকে খেয়াল রাখে। দু'জনে যোগাযোগ রেখে ডাক্তারী ও যাজন চালাতে হয়।

সুরেনদা—মাঝে-মাঝে অধিবেশন করি, রোজ যাজন করা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যক্তিগত যাজন রোজ করা লাগে। ওটা যে আমাদের নিত্য করণীয়।

ইতিমধ্যে গোঁসাইদা আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর গোঁসাইদাকে বললেন—কয়েকজন বিপ্রকে পৌরোহিত্য-কর্ম্মে training (শিক্ষা) দিয়ে নিতে হয়, যাতে উপনয়ন, বিয়ে, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী, সংক্ষেপে সুষ্ঠুভাবে করতে পারে। এরপর এই কাজের এত হিড়িক পড়ে যাবে যে আপনি একলা সামলে উঠতে পারবেন না।

যোগেনদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) ছেলেসহ আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—জনকয়েক ছেলে না হ'লে তো কাজ আর চলে না। কলোনির জন্য দোয়াড়ে application (দরখাস্ত) আসছে। কতকগুলি যুবক

হ'লে কাজ এগিয়ে নিতে পারে। বুড়োদের এখন consulting physician (পরামর্শদাতা চিকিৎসক) ক'রে রাখা লাগে। কাজ করবে তো ছেলেপেলেরা।

পরে সুশীলদার সঙ্গে দেশের অবনতি সম্বন্ধে কথা হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাংলাই ছিল pivot (কীলকেন্দ্র), সর্ব্ববিষয়ে অগ্রণী, সেই বাংলাই একেবারে ধ্বংসে গেছে। যার সামর্থ্য আছে, তার বোধ নেই, যার বোধ আছে, তার সামর্থ্য নেই। আদৎ কথা দেশের হাওয়াটা বদলাতে না পারলে যে কিছুই হলো না।

কাল মিঃ মহম্মদ আলী জিন্না মারা গেছেন। সেই খবর বেলা গোটা দশেকের সময় বঙ্কিমদা (রায়) রেডিও ধ'রে বললেন।

তখন স্মরজিৎদা (ঘোষ), প্রফুল্লদা (মুখোপাধ্যায়), সুশীলদা (বসু), খগেনদা (পাল), কিশোরীদা (চৌধুরী) প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে বললেন—আমার খুব কষ্ট হ'চ্ছে, মনটা বড়ই খারাপ লাগছে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদাকে বললেন—ভারতের ভাগ্য এবং আমার লগ্ন নাকি এক!

সুশীলদা মৌনভাবে সম্মতি জানালেন ব'লে মনে হ'লো।

ভোগের পর শ্রীশ্রীঠাকুর দালানের শোবার ঘরে শয্যায় উপবিষ্ট।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), মন্মথদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), কিশোরীদা (চৌধুরী) প্রভৃতি দাদারা এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এমন সুসময় চ'লে যায়, বসন্তের হাওয়ার মতো। এ সুযোগ গ্রহণ করছ না। তোমাদের কিছুই করা লাগত না। মানুষেই করতো। মানুষ আছে, আমরা তাদের কাছে পৌঁছোতেই পারি না। কাগজ থাকলে হ'তো।

প্রফুল্ল মখোপাধ্যায়দাকে ঋত্বিকের পাঞ্জা দেওয়া হবে। তাঁকে লক্ষ্য ক'রে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—Ideology (ভাবধারা) হ'লো আসল জিনিস। Ideology (ভাবধারা) মাথায় ধরিয়ে দিতে হয়। Charged (উদ্বুদ্ধ) ক'রে দিতে হয়।

মন্মথদা—আমার মনে হয় ইষ্টপ্রাণতাই আদৎ জিনিস, ও থাকলে ভাবধারা-টারা সবই মাথায় গজায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টপ্রাণতা হ'লো ইঞ্জিন, আর ভাবধারা হ'লো লাইন।

সন্ধ্যাবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায়। যোগেনদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), মন্মথদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রভৃতি বহু দাদা এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণা দানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলছিলেন। সেই কথা শুনতে-শুনতে বিদ্যামা বললেন—দীক্ষার সময় আমাদের কেউ দক্ষিণার কথা বলেওনি, আমরাও দিইনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেওয়াই বিধি।

তারপর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—করণীয় কী, তা' আমরা জানি না। কৃষ্টির মেরুদণ্ড যা', তা' আমাদের স্মরণে নাই। তাই রোজ বার-বার আবৃত্তি করা লাগে—

একমেবাদ্বিতীয়ং শরণম্
পূর্ব্বেষামাপূরয়িতারঃ প্রবুদ্ধা ঋষয়ঃ শরণম্
তদ্বর্ত্মানুবর্ত্তিনঃ পিতরঃ শরণম্
সত্তানুগুণাঃ বর্ণাশ্রমাঃ শরণম্
পূর্ব্বাপূরকো বর্ত্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ শরণম্
এতদেবার্য্যায়ণম্
এষ এব সদ্ধর্ম্মঃ
এতদেব শাশ্বতং শরণ্যম্

যোগেনদা—বৌদ্ধরা রোজ ত্রিশরণ মন্ত্র পাঠ করে—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরং গচ্ছামি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল।.........একটা বড় কথা হ'চ্ছে বর্ত্তমান পুরুষোত্তমকে মানা থাকলে যত সম্প্রদায়ই থাক, আটকায় না। ঐ একীকরণী কেন্দ্রকে অবলম্বন ক'রে সবাই স্বতন্ত্র থেকেও ঐক্যবদ্ধ থাকে। পিতৃতর্পণ, মাতৃতর্পণ in essence (তত্ত্বতঃ) করা দরকার। রোজই মা-বাবাকে সন্তান কিছু দেবে। গার্হস্থ্যাশ্রম চতুরাশ্রমের একটা তো! এখানে বিহিত শ্রম ক'রে সত্যের পথে চলতে হয়। ওখানে educated (শিক্ষিত) না হ'লে higher education (উচ্চতর শিক্ষা) হবে কী ক'রে? আগে পরিবারের মধ্যে যিনি king বা governor (রাজা ও রাজ্যপাল) অর্থাৎ অভিভাবক, তিনি খাবার সময় পরিবারের সবার কাছে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা গল্প ক'রে শোনাতেন। ইষ্টসংশ্রয় বা শিক্ষাসংশ্রয়ে যা' করা লাগত, তার খানিকটা বাড়ীতেই করতো। তাকেই বলে চূড়াকরণ বা প্রস্তুতীকরণ।

পরিবারে infuse (সঞ্চারণ) করার কাজ আপনি যদি না করতে পারেন, আপনার বড় ছেলে তা' করবে। তাতেই ভাইগুলি integrated (সংহত) হবে। সেই তখন ব্যাসাসনে বসবে।

এরই মাঝে বাণী দিয়ে চলেছেন দয়াল ঠাকুর।

কথায়-কথায় যোগেনদা জিজ্ঞাসা করলেন—ঋত্বিকের তো দক্ষিণার লোভ থাকা ভাল না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! তা' ঠিক, তবে ঋত্বিক্ হ'লো vanguard of prosperity (উন্নতির অগ্রদূত)। দক্ষিণা দক্ষতা সৃষ্টি করে। দক্ষিণাদানের

ফলে concentric adjustment (সুকেন্দ্রিক বিন্যাস)-এর দরুন psycho-physical valour (শারীর মানস পরাক্রম) আসে, যার ভিতর-দিয়ে আপনি তাকে ability (যোগ্যতা) impart (দান) করতে পারেন। ঐ জিনিসটা continue করে (চলতে থাকে)।

আপনাদের প্রতি যদি মানুষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন না হয়, তাহ'লে ইষ্ট ও কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হ'তে পারে না। আপনারা ইষ্ট ও কৃষ্টির বাহক। ইষ্ট ও কৃষ্টির উপর শ্রদ্ধাবান হবে মানুষ আপনাদের ভিতর-দিয়ে। যাজন মানে আলাপ-আলোচনা, সেবা, সহানুভূতির ভিতর-দিয়ে মানুষকে ইষ্ট ও কৃষ্টির ভক্ত ক'রে তোলা। আপনাদের প্রতি ভক্তি না থাকলে যাজনই ব্যর্থ হবে।

স্মরজিৎদা (ঘোষ), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), রাজেনদা (মজুমদার), প্রকাশদা (বসু), হরিদাসদা (ভদ্র), গুরুদাসদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), কিশোরীদা (চৌধুরী), প্রবোধদা (মিত্র), কার্ত্তিকদা (পাল) প্রভৃতি আসলেন।

রেডিও চলছে ঘরের ভিতর। টং-টং ক'রে রেডিওতে রাত আটটা বাজার শব্দ হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বললেন—ব্যোমতরঙ্গ 'নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ'—মত ; সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে তা'। কলকাতায় যা' হ'চ্ছে এই মুহূর্ত্তে তা' আমেরিকায় ব'সে শুনছে রেডিওর মাধ্যমে। মস্তিষ্কযন্ত্রকে সাড়াশীল ও একতানসম্পন্ন ক'রে তুলতে পারলেও তেমনি অনেক কিছু বোধ করা যায়।

মন্মথদা—পৈতা না থাকা কি খারাপ, আর সব যদি ঠিক থাকে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পৈতা রাখাই দরকার। ওটা হ'লো badge of our culture (আমাদের কৃষ্টির পরিচয়-চিহ্ন), oath of allegiance to our culture (আমাদের কৃষ্টির প্রতি আনুগত্যের শপথ)। কৃষ্টিকে মানি সেই শপথই ঘোষণা করছে আমার কণ্ঠের উপবীত। ওকে বলে যজ্ঞসূত্র।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ডেকে-ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—কার উপনয়ন হ'য়েছে, কার হয়নি। প্রত্যেকে তার মতো জবাব দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কঠিন তো কিছু নয়। অবশ্য ১২ দিন আটকা থাকতে হয়। অসুখ-বিসুখ হ'য়েও তো কতদিন কেটে যায়। আর সেটাও কুটি-কল্পের মতো হয়। ১২ দিন পরে চাঁদের বরণ নিয়ে বেরোয়।

সুরেনদা (ঘোষাল)—আমি উপনয়ন নিয়ে মাত্র একদিন আটকা ছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কেন ? তোমার যেমন ইচ্ছা, ৩ ঘণ্টা, এমন কি ৩ মিনিটও থাকতে পার। তাতে হ'লো কী ? বামুনের বাচ্চা, কৃষ্টিকে খাওয়ালি কলা, নিজে ফ্যা-ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়াস রাস্তায়-রাস্তায়। তুই ওসব কথা আর ক'স না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর আজকের দেওয়া বাণীগুলি প'ড়ে শোনাতে বললেন।

একটা বাণী এই—

পাছটানের মোহ
আর কিছু করুক না করুক—
আত্মবিদ্রোহী—
এ কথা ঠিক।

আত্মবিদ্রোহী কথার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে কথা উঠল। ঐ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন--পাছটান নিজের প্রকৃত স্বার্থকে ঘায়েল করেই কি করে। সেইজন্য ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা ও পাছটান এই দুইয়ের মধ্যে যখন বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন পাছটানকে উপেক্ষা ক'রে যাতে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা হয়, তাই-ই করণীয়।

আর একটা বাণীঃ—

যাই কিছু কর না কেন,
যে ব্যাপারেই যাও না কেন,
সবই যেন
তোমার মূলকেই পরিপুষ্ট করে,
তোমার চলা বলা করা
এমনতরই যেন
সার্থক জলুসসম্পন্ন হয় ;
সার্থক হবে,
নতুবা বিক্ষেপেই অবসান কিন্তু,
মনে রেখো—
বুঝে চ'লো।

মন্মথদা—জীবনের মূল বলতে তো এক-একজন এক-একরকম বোঝে, যে যেটাকে মূল মনে করে, সে তাকেই যদি পরিপুষ্ট করে, তাহ'লেই চলবে তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন ইচ্ছা মনে করলে তো হবে না, বাস্তবতার সঙ্গে তার সঙ্গতি চাই। সত্তাই হ'লো মূল, আর ইষ্টকে বাদ দিয়ে সত্তা অটুট থাকে না। তাই ইষ্টপরিপোষণই সর্ব্বদা করণীয়।

২৭শে ভাদ্র, সোমবার, ১৩৫৫ (ইং ১৩।৯।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকাল থেকে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ব'সে লেখা দিচ্ছেন। এখন বেলা সাড়ে দশটা। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), যোগেনদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), গুরুদাসদা (সিংহ), রমেশদা (চক্রবর্ত্তী) প্রভৃতি উপস্থিত। ছড়া সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন--ছড়ার একটা সুবিধা আছে, মায়েরা পর্য্যন্ত বোঝে,

মায়েদের মাথায় যদি না ঢোকে এবং পুরুষ-পুরুষানুক্রমে পারিবারিক বৈঠকে পরিবারে-পরিবারে যদি ধারাবাহিকভাবে জিনিসগুলি সঞ্চারিত করা না হয় তাহ'লে হবে না। করণীয়গুলি অভ্যাসে আনতে গেলে দীর্ঘকাল ধ'রে চেষ্টা চাই। বারংবার একই জিনিস শোনাতে হয়, করাতে হয়। ছড়াগুলি সহজেই মুখস্থ হ'য়ে যায়, মুখে মুখেই চারিয়ে যায়। স্লোগানগুলিও লোকশিক্ষার কাজে খুব ক'রে লাগাতে হয়।

সন্ধ্যায় বারান্দায় বসে শ্রীশ্রীঠাকুর লেখা দিচ্ছেন। সুশীলদা (বসু), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), সতীশদা (দাস) প্রভৃতি এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে কাছে আছেন।

চারিদিকে খুব গোলমাল হ'চ্ছে। প্যারীদার মেয়ে ঘরে কাঁদছে। অনেকে জোরে-জোরে কথা বলছে পাশে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার ঘিলুটা নিতান্ত শক্ত, নইলে যখনই কিছু করতে যাই, এমন দুর্ব্বিপাক, আর তার মধ্যেই সব করতে হয়।

সুশীলদা—সব রকম লোককে একসঙ্গে স্থান দিতে গিয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে যে এর থেকে নিস্তারও নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর ম্লান হেসে বললেন—আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি।

২৯শে ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৫৫ (ইং ১৪।৯।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় সকাল থেকে বাণী দিচ্ছেন। বেলা গোটা দশেকের সময় যোগেনদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), সুশীলদা (বসু), মহিমদা প্রভৃতি এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে লেখাগুলি প'ড়ে শোনাতে বললেন। শেষের বাণীটি এই—

তোমার বাঁচতে হবে
পরিস্থিতি থেকে নিয়ে,
পারিপার্শ্বিক থেকে নিয়ে,
মানুষ থেকে নিয়ে—
জীবনকে অক্ষুণ্ণ রেখে,
চলন্ত থেকে,
তাহ'লেই সবার আগেই দেখতে হবে
তাদের স্বার্থ,
যারা তোমার বাঁচার স্বার্থ,—
ফাঁকিতে যদি না পড়তে চাও।

লেখাটা পড়বার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের money-standard

(অর্থ-ভিত্তিক মানদণ্ড) নয়, man-standard (মানুষ-ভিত্তিক মানদণ্ড)। আপনার immediate (আশু) লক্ষ্য হ'লো environment (পারিপার্শ্বিক)-এর উন্নতি। কারণ, ওর উপরই আপনাকে দাঁড়ান লাগবে—ওকালতি, ডাক্তারি, মাষ্টারী, ব্যবসা যাই করেন না কেন। যাদের কাছ থেকে পাবেন, তাদের যদি সামর্থ্য না থাকে, তারা দেবে কী ক'রে, আর আপনিই বা পাবেন কী ক'রে? সবারই যদি exploit (শোষণ) করবার বুদ্ধি হয়, তাহ'লে একদিন দেখা যাবে exploit (শোষণ) করবার ক্ষেত্রই নেই। বাঁচতে গেলেই পারিপার্শ্বিককে সুস্থ, সবল রাখতে হবে।

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ থেকে শ্রীযুত বঙ্কিম মজুমদার শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে আসলেন।

নানা বিষয়ে কথা হ'ল।

তিনি বললেন—সৎসঙ্গ যদি গেঞ্জীর কল করতে চায়, তিনি কর্ম্মীদের প্রশিক্ষণ ও অন্য সব ব্যাপারে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করতে চেষ্টা করবেন। আরো বললেন—আশ্রম করবার জন্য ওঁদের কাছাকাছি এক হাজার বিঘা ভাল জমি পাওয়া যেতে পারে।

৩০শে ভাদ্র, বুধবার, ১৩৫৫ (ইং ১৫।৯।৪৮)

অন্যাদিনের মতো সকাল থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ব'সে বাণী দিচ্ছেন।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), যোগেনদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রভৃতি আছেন।

একটা বাণী দিলেন—

নিজের দাঁড়ায় অন্যকে দেখা,
আর বিহিতভাবে তেমনি করা ও চলা—
শেখার মক্সই ওখান থেকে।

লেখাটা দেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নিজের মতো ক'রে অন্যকে বোধ না করলে মানুষকে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা যায় না। সমবেদনা একটা মস্ত জিনিস। ওর ভিতর-দিয়ে বোধ বিস্তার ও গভীরতা লাভ করে। ঐ জিনিসটা ছেলেপেলের এমনিই থাকে। আমরা শিক্ষা দিতে গিয়ে ওইটে ভাঙ্গি, ওদের সেই প্রবণতার মূলই উপড়ে ফেলি। শিক্ষাটা কৃত্রিম ক'রে তুললে 'জানি' ব'লে অহংকার হয়, কিন্তু বোধ ফোটে না। প্রকৃত যে জ্ঞানী, তার মনে হয় সে কিছুই জানে না, কিন্তু বিষয় সম্বন্ধে তার বোধ থাকে পাকা, সহজ ও কার্য্যকরী। আর যে তোতাপাখীর মতো অনেক জানে, কিন্তু যার বোধ গজায় না, সে ঐ জানার সদ্ব্যবহার করতে পারে কমই। সে হয়তো ফ্যা-ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়ায়।

সুশীলদা (বসু) আসলেন।

সত্য কথা সম্বন্ধে আলোচনা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তথ্যকে বিস্তৃত ক'রেও বলা যায়, সংক্ষিপ্ত ক'রেও বলা যায়—সত্যের কোন অপলাপ না ক'রে। আবার মাত্রামতো যথাযথভাবেও বলা যায়। আর একরকম আছে, যেমন সেক্‌সপিয়রের জুলিয়াস সিজার নাটকের মধ্যে এ্যাণ্টনির বক্তৃতা। ওটার মধ্যে এমন চাতুর্য্যের সঙ্গে সত্য কথাগুলি তুলে ধরা আছে যে জনতা তার ভাবে ভাবিত হ'য়ে গেল। পরিবেষণের কত রকমারি আছে। ভেবে-ভেবে ঠিক করা লাগে কোন্ কায়দায়, কোন্ কথার পর কোন্ কথা কব। কীভাবে কোন্ লাঠি ঘোরাব। যারা ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে, যাজন ও বক্তৃতার ক্ষেত্রে ঐভাবে সুকৌশলে কথা বলতে শেখে, তাদের দ্বারা মানুষের উপকার হয়। যেখানে যেমন প্রয়োজন, সেইভাবে বলতে হয়—ঘটনাকে বিস্তৃত না ক'রে।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায়। শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), স্মরজিৎদা (ঘোষ), উমাদা (বাগচী), গোপেনদা (রায়), বঙ্কিমদা (রায়), প্যারীদা (নন্দী), হরিদাসদা (সিংহ) প্রভৃতি এবং সরোজিনী-মা, অন্নপূর্ণামা, ননীমা ও অন্যান্য মায়েরা আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অন্নপূর্ণা মাকে বললেন—সংসারে প্রত্যেকে এমন কি শিশুরা পর্য্যন্ত যদি কিছু আহরণ ক'রে অভিভাবককে পুষ্ট ক'রে তুলতে চেষ্টা করে, তাতে সকলেই বেড়ে ওঠে। আহরণ ক'রে যদি ট্যাঁকে গোঁজে তাহ'লে হবে না। আহরণ ক'রে সংসারের মুরুব্বিকে দেওয়ার অভ্যাস করা ভাল। তাতে কৃতজ্ঞতা ও যোগ্যতা বাড়ে।

ননীমা—আত্মীয় তো আত্মীয়ের জন্য করবেই, যে পারে সে করে, যে পারে না, সে নেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার যতটুকু সামর্থ্য, সেই অনুযায়ী করতে তো পারে। তোমার শয্যাসঙ্গী যে ছারপোকা, তাকে মার কেন? কারণ, সে তোমার শোষণই শুধু করে, পোষণ আদৌ করে না। আত্মীয় মানে তো আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক যার, আত্মার পোষণী যে। কিন্তু আত্মীয় যদি শোষকই হয়, পোষক না হয়, অস্তিত্ব তখন গোঙরায়ে ওঠে, তার থেকে নিস্তার পাবার জন্য।

বঙ্কিমদা ক্রমাগত রেডিও সেণ্টার ঘোরাতে থাকায়, হঠাৎ রেডিওটা অচল হ'য়ে গেল। সেই ব্যাপারের পর শ্রীশ্রীঠাকুর বাণী দিলেন—

অপ্রকৃতিস্থ প্রণিধান
ভ্রান্ত সম্বিৎসার পরিচালক।

একজন বিশিষ্ট দেশনায়ক সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তাঁর হৃদয় আছে,

কিন্তু কৃষ্টিনিষ্ঠা নেই। কৃষ্টিনিষ্ঠা না থাকলে জাতিকে তার স্বীয় বৈশিষ্ট্যের পথে চালনা করা যায় না।

৩১শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ১৬।৯।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ব'সে বাণী দিচ্ছেন। কেষ্টদা প্রভৃতির সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মা ছেলের জন্য এতখানি করে, ছেলের সেদিকে খেয়াল থাকে না, কারণ, সে মা'র জন্য কমই করে, মা'র অসুখ হ'ল, হয়তো দুদিন পরে এসে হাজির হ'ল। মা'র জন্য ছেলে যদি করে, তবে তার মা'র উপর টান হয়, তখন সে মা'র টান ও করাটা বোধ করতে পারে। তাতে তারই মঙ্গল।

জনৈক দাদা রোজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য কিছু-না-কিছু নিয়ে আসেন। তাকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ও ধরেছে। ওর শরীরটা ভাল হয়েছে। মনের খোরাক পায় কিনা।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—লেখা কতগুলি হয়েছে?

প্রফুল্ল—৬৯৭।

শ্রীশ্রীঠাকুর—৭০০ হ'য়ে গেল (তখন তাঁর সংকল্প ছিল যে অন্ততঃ ৭০০ বাণী দেবেন)। এই মালগুলি চোস্ত মাল। কোন hearsay (শোনাকথা) নয়। জীবন ঝাঁঝরা ক'রে এই experience (অভিজ্ঞতা)-গুলি পেয়েছি। এগুলির heading (শিরোনামা) দিতে নেই, পারম্পর্য্যে সাজিয়ে যেতে হয়।

পরে বললেন—আমি যে নানারকম বইটই পড়িনি, বিশেষ কারও সঙ্গ করিনি, পরমপিতার দয়ায় সে ভালই হইছে। নানারকম ছাপ মাথায় থাকলে নিজস্ব রকমে এমন ক'রে জিনিসগুলি দিতে পারতাম না।

বেলা গোটা দশেকের সময় সুশীলদা (বসু), স্মরজিৎদা (ঘোষ), হরিদাসদা (সিংহ) প্রভৃতি দয়ালের কাছে আছেন। মায়ের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবতী ব'লে যদি কিছু থাকে, তা' ওখানেই। মা'র সন্তানের প্রতি একটা তীব্র নেশা থাকে। প্রৌঢ়া মায়ের তার প্রতি অনুরাগী উপযুক্ত ছেলেকে কাছে পেয়ে যে উপভোগ, তা' তার স্বামী-উপভোগের চাইতেও যেন মধুরতর। এটা আলাদা রকমের জিনিস।

মহাভারতের সমাজে আছে—সতীত্বের একটা প্রধান লক্ষণ হ'ল সন্তানের চাইতে স্বামীতে বেশী টান থাকা। তাতে সন্তানকে intensely ও keenly (গভীর ও তীব্রভাবে) enjoy (উপভোগ) করাও হয়, অথচ decentric (বিকেন্দ্রিক) হয় না, উৎসহারা হয় না। সন্তানের কাছ থেকে কোন shock

(আঘাত) পেলে জানখেলাপী ব্যাপার হয় না। তাতে স্বামী, সংসার, সন্তান, নিজে সকলেই লাভবান হওয়া যায়, সকলকেই গেঁথে তোলা যায় কেন্দ্রায়িত সার্থকতায়।

শুনেছি জমদগ্নির স্ত্রী ছিল রেণুকা। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন জমদগ্নিকে ২১ বার অপমান করে। রেণুকা তাতে ক্ষেপে গিয়ে ছেলে পরশুরামকে উত্তেজিত করতে থাকে যাতে সে পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য করে। সে নিজে ক্ষত্রিয় কন্যা—তাই বলে, প্রথমে আমাকে কাট্। পরশুরাম কিছুতেই তা' শুনতে চায় না, কিন্তু মা ছেলেকে বাধ্য করে মাকে হত্যা করতে। জমদগ্নি কিন্তু অপমানে কিছু মনে করে না, কিন্তু রেণুকা ক্ষমা করে না, তার স্বামী-ভক্তি এতই প্রবল।

১লা আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ১৭।৯।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকাল থেকে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় আছেন। মাঝে-মাঝে বাণী দিচ্ছেন। মনোরঞ্জনদা (চট্টোপাধ্যায়), ভগীরথদা (সরকার), মেণ্টুভাই (বসু) প্রভৃতি কাছে আছেন।

মনোরঞ্জনদা—বৈশিষ্ট্য কী তা' তো বুঝি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকেরই জন্মগত বিশেষ ঝোঁক ও সংস্কার থাকে। সেইটেই তার বৈশিষ্ট্য। সে সেইভাবে জগৎটাকে দেখে ও ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া করে। একই পরিবেশে প'ড়ে তার ভিতর-থেকে বিভিন্ন লোক বিভিন্নভাবে আহরণ করে। প্রত্যেকে আহরণ করে তার প্রয়োজন-মাফিক। তাই বলে—'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।' নিজের বৈশিষ্ট্য বাদ দিলে আমি আর আমি থাকি না। আমার আদান-প্রদান, পোষণ ও কর্ম্ম সবই ব্যাহত হয়। তুমি হয়তো প্রকৃতিগত-ভাবে artist (শিল্পী), তুমি কুম্ভকার হ'তে গেলে যে পারবে না, তা' নয়, সেই কাজ করবে artistically (শিল্পী ধাঁজে), চামার হ'লেও তা' করবে artistically (শিল্পী ধাঁজে)। তবে প্রত্যেকের জীবিকা যথাসম্ভব বর্ণোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাতে ধারাটা বজায় থাকে ও পুষ্ট হয়।

মনোরঞ্জনদা—দ্রষ্টাপুরুষ যদি প্রত্যেককে তার বৈশিষ্ট্য ব'লে দেন, সেইটে ভাল, না, নিজে তা' আবিষ্কার করা ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি ব'লে দিলে ভিতরের বিকাশ ঠিক মতো হয় না। তাঁর ঈপ্সিত কাজ করবে তোমার মতো ক'রে। এই করতে গিয়ে তোমার বৈশিষ্ট্য তুমি টের পাবে। কোন কিছু নিজস্ব মৌলিকভাবে করতে গেলেই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। এই স্বকীয়তা যদি উদ্ভিন্ন হ'য়ে না ওঠে, তাহ'লে মানুষ machine (যন্ত্র) হ'য়ে যায়। আমি যে বিশিষ্ট দেড়লাখ লোকের দীক্ষার কথা বলেছি, তোমাদের প্রত্যেকে যে একইভাবে তা' করবে, তা' তো নয়। প্রত্যেকে করবে

তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন—

যারা টাকা চায়,
কিন্তু মানুষকে সহ্য করে না,
ঘেন্না করে,
টাকাও তাদের সহ্য করে না,
মানুষও তাদের এড়িয়ে চলে,
ঘেন্না করে।

এই বাণী দেবার পর প্রফুল্ল বলল—অনেক ধনকুবের দেখা যায়, যারা মানুষকে সহ্য করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারা নিজেরা টাকা উপায় করেছে, অথচ মানুষকে বাদ দিয়েছে তা' হয় না। তবে পরের থেকে পাওয়া টাকা নিয়ে কৃপণ হ'য়ে থাকতে হয়তো বা পারে।

অমূল্যদা (ঘোষ), স্মরজিৎদা (ঘোষ), হরিদাসদা (সিংহ) প্রভৃতি উপস্থিত।

মনোরঞ্জনদা—অনেককে সাহায্য করা তো প্রয়োজন হয়, কিন্তু কেমন লোককে সাহায্য করলে তা' সুফলপ্রসূ হয় এবং নিজের ফ্যাসাদ হয় না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথায়, কাজে ও সময়ের মাত্রায় মিল দেখে যদি কাউকে সাহায্য কর, তাহ'লে ধ'রে নিতে পার, যাকে সাহায্য করছ, সে তার সুফল আহরণে সমর্থ হবে। মানুষের চরিত্র যদি না থাকে, তবে সাহায্য পেয়েও সে উপকৃত হয় কম। মানুষের চরিত্র জানলে তার প্রকৃত উপকার করা যায়, আর সে হয়তো অপকার করার সুযোগ না-ও পেতে পারে, যদি তেমন ব্যবস্থা তুমি কর, তবে আর্ত্ত যারা, তাদের সাধ্যমতো সাহায্য করাই লাগে—নিজেকে বিপন্ন না ক'রে।

আমাকে ঘরে বাইরে অনেকে ঠকিয়েছে, ঠকাচ্ছে, কিন্তু আমি ঠকিনি কখনও। আমি জেনেশুনেও, প্রত্যেকের intention (অভিপ্রায়) বুঝেই যার জন্য যা' করার করেছি ও করি।

আমি কাবু হ'য়ে পড়েছি মা না থাকায়। সেই অভাব পূরণ হবার নয়। আর সে প্রত্যাশাও বৃথা। মা থাকলে আমার ইচ্ছা হ'লে দুনিয়াটা কাত করতে পারতাম। মানুষের জীবনে stay (স্থিতিভূমি)-এর দরকার, যার উপর দাঁড়ায়, যে বয়, রাখে, পালে—তার সব দিয়ে। যেমন আমি আছি, তোমরা আছ। তোমাদের কষ্ট হওয়া কঠিন যতদিন আমি আছি। আবার বড়খোকা যেমন আছে, যেমন দেখছি ওকে, আমি যাবার পর সে থাকলে, কিংবা পরে তার মতো আর কেউ যদি হ'য়ে ওঠে, তোমরা কষ্ট পাবা না ব'লে ভরসা হয়। আমি যা' বলেছি সেগুলি materialise (বাস্তবায়িত) করতে পারলেও তোমাদের নিরাপত্তা

অনেকখানি সুনিশ্চিত। তবে ইষ্টনিষ্ঠাটা বরাবর তরতরে থাকা চাই।

হায়দারাবাদে নিজাম যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করেছেন সেই সংবাদ শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একটু consoled (আশ্বস্ত) হলাম।

মেজর জেনারেল চৌধুরী অসামান্য রণনৈপুণ্য দেখানতে খুব সন্তোষ প্রকাশ করলেন। তিনি বঙ্গের ব্রাহ্মণ সন্তান। সেই প্রসঙ্গে বললেন—কায়স্থ ও তার বাচ্চা মাহিষ্য ও উগ্রক্ষত্রিয় যদি আবার দাঁড়ায়, বাংলার থেকে যে কী বেরোয়, তা' বলা যায় না। আর বামুন যদি তেমনভাবে nurture (পোষণ) দেয় সবাইকে, তাহ'লে তো কথাই নেই।

২রা আশ্বিন, শনিবার, ১৩৫৫ (ইং ১৮।৯।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায়। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), কানু (মিত্র), অরুণ (দত্তজোয়ার্দ্দার) প্রভৃতির সঙ্গে গল্প করছেন। তার আগে বেড়িয়েছেন এবং বেড়াবার সময় বাণী দিয়েছেন।

এখন দিনাজপুর থেকে অজিতদা (দত্ত) ও একজন ডাক্তার আসলেন।

জিন্না ও পাকিস্তান সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—জিন্না একাই যে পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য দায়ী, সেটা ঘোর মিথ্যা কথা। প্রকারান্তরে আমাদের ও আমাদের নেতাদেরও এতে দায়িত্ব আছে। ঘটনা পরম্পরার মধ্য-দিয়ে এটা ঘটেছে। আদর্শকে বিসর্জ্জন দিয়ে আপোষরফায় কোনদিনই ভাল হয় না।

ডাক্তারবাবু—পাকিস্তানে কি থাকা যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তেমন ক'রে নিতে হয় যাতে থাকা যায়। করা কঠিন কিছু না।

বরিশালের রামদা (দাস)—আপনার অনুমতি পেলে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে মিশে লোহার ব্যবসায় করতে চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একত্র হওয়ার ফল তো ভাল দেখি না। বন্ধুবিচ্ছেদ হয় তাড়াতাড়ি। একা যদি ঠিকমতো করতে পার, ক'রো। ব্যবসায়ের নিয়মনীতি-গুলি জেনে নিও।

সেবা সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পয়সা দেওয়াই দেওয়া না, কাপড় দেওয়াই দেওয়া না, কথা কওয়াও দেওয়া। যেখানে যা' প্রয়োজন তাই দিতে হবে।

রামদা—দেখা যায়, মানুষ তো মানসিক অবসাদেই যেন বেশী অসুস্থ হয়ে পড়ে, সবলও রুগ্ন হ'য়ে পড়ে, এর প্রতিকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকে যাতে নাম করে, মানসিক দুষ্টি এড়িয়ে চলে, সত্তা-পোষণী-কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে, স্বাস্থ্য ও সদাচারের বিধিগুলি মেনে চলে বিহিত-ভাবে তার ব্যবস্থা করা ও প্রত্যেককে স্ফূর্ত্তি দেওয়া।

দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত) অভাবের কথা বলায় শ্রীশ্রীঠাকুর সোল্লাসে গেয়ে উঠলেন—

ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি অরূপ রতন।

দক্ষিণাদা শ্রীশ্রীঠাকুরের আনন্দময় অভিব্যক্তি দেখে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলেন।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বেড়াতে-বেড়াতে গোলাপবাগের পিছনে রেললাইনের পাশে এসে বসেছেন। পূজনীয় বড়দার বাড়ী থেকে আনীত একখানা চেয়ারে ব'সে কথাবার্ত্তা বলছেন। বড়দা, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), স্মরজিৎদা (ঘোষ), প্রভাতদা (হালদার) সানুদি প্রভৃতি অনেকে তাঁকে ঘিরে বসেছেন। রক্তিমাভ-সূর্য্যকিরণে তাঁকে অপূর্ব্ব দেখাচ্ছে। প্রভাতদা তাঁর সালকিয়ার বাড়ীটা শ্রীশ্রীঠাকুরকে লিখে দিতে চান ওখানে শাখা আশ্রম করবার জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেশ ভাল ক'রে plan (পরিকল্পনা) ক'রে করতে হয়। নাম দিতে হয় সৎসঙ্গ বিহার।

রামকানালী সম্পর্কে বললেন—ওখানকার জন্য পল্লী-পরিকল্পনা যা' করা হয়েছে তা' অপূর্ব্ব। তবে ৫০০ বিঘা জমি sufficient (যথেষ্ট) নয়, অন্ততঃ হাজার বিঘা লাগে। গোটা দশেক থান মেসিন এনে বসাতে হয়। এটা খুব ভাল চলে। তার আয় থেকে অনেকখানি করা যায়। এটা দিয়ে ওটা, ওটা দিয়ে এটা, এইভাবে এগুতে হয়।

৩রা আশ্বিন, রবিবার, ১৩৫৫ (ইং ১৯।৯।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ব'সে কেষ্টদার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছেন।

বললেন—মানুষ যা'-যা' ভাবে, করে, তার প্রত্যেকটারই একটা দাগ থেকে যায় মাথায় ছবির মতো, তা' কিছুতে যায় না। তাকে চিত্তলেখা বা চিত্রগুপ্ত কয়।

কেষ্টদা—ইউনিটি পার্টি থেকে নানারকম প্রস্তাব ক'রে একটা চিঠি দিয়েছে। তারা জাতিভেদ তুলে দিতে চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বর্ণভেদ যে তুলে দিতে চায়, কোন-কোন সময় তার মূলে কী থাকে জানেন? মানুষ ছেলেবেলা থেকে ঘোরে ফেরে, অনেক উচ্চবর্ণের মেয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় হয়। বৈশ্য হয়তো ভাবে কেন সে কায়স্থের মেয়ে বিয়ে করতে পারবে না। কায়স্থ হয়তো ভাবে কেন সে বামুনের মেয়ে বিয়ে করতে পারবে না। তখন বর্ণাশ্রম তুলে দেবার philosophy (দর্শন) আওড়ায়। কিন্তু এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি যে কী তা' ভেবে দেখে না। আর সঙ্গে-সঙ্গে সুরু করে হাপুস-হাপুস ক'রে যেখানে সেখানে যা' তা' খাওয়া। বর্ণাশ্রম-বিরোধী

অভিযানের মূলে তাই কামানীতিও থাকে। অবশ্য বর্ণাশ্রমের বিকৃতি, অজ্ঞতা ও অন্যান্য কারণও আছে।

কেষ্টদা—দুষ্মন্তেরও তো মেয়েদের 'পরে টান ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে আবার অনেকখানি অকামহত ছিল।

কেষ্টদা—তা' অবশ্য তাঁর আত্মবিশ্লেষণমূলক চিন্তাধারা, শকুন্তলার কুল সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত ইত্যাদি ব্যাপার থেকে বোঝা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে ঐ দুষ্মন্তেই সম্ভব। আজকাল দুষ্মন্ত নেই বললেই হয়, আছে কুষ্মাণ্ড।

কেষ্টদা—আজকাল বর্ণাশ্রম যে রূপ নিয়েছে, তার চাইতে যৌনসম্বেগ ঢের real (বাস্তব) হ'য়ে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর বিপর্য্যয় হয়েছে outlet (বহির্গমনের পথ) না থাকায়। ঋষিরা ঐ outlet (বহির্গমনের পথ) ক'রে দিয়েছিলেন অনুলোমে, যার ফলে যৌনসম্বেগের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে efficiency (দক্ষতা) উদ্দাম হ'য়ে থাকে।

ইউনিটি পার্টি'র চিঠি সম্পর্কে বললেন, লেখা লাগে—বর্ণাশ্রম তুলে দেওয়ার কথা ঢুকিয়ে খারাপ করেছেন। আমরা অনেকে জানি না কোন্‌টার কী ফল, অথচ জানার দাবী করি। আমরা বর্ণাশ্রমের তাৎপর্য্য জানি না, বুঝি না। জানাটাই adored (পূজিত) হবে, না, না-জানাটাই? ভালটাই adored (পূজিত) হবে, না উল্টোটা? অজানা অবস্থায় ঐতিহ্য অক্ষত রাখাই ভাল। তার উপর হস্তক্ষেপ করা ঠিক নয়। বর্ণ অর্থাৎ সহজাত সংস্কার-অনুযায়ী বৃত্তিনির্ব্বাচন ও শ্রেণী-বিভাগ এবং বিহিত বিবাহ কিছুটা বজায় রেখেই অস্তিত্ব বজায় আছে, যদিও শীর্ণ। বর্ণাশ্রম ঠিকভাবে না পালায় শীর্ণ। কিছুটা ধ'রে থাকায় বেঁচে আছি শীর্ণ হ'য়েও। লিখে দিতে হয়—ঠাকুর জীবনে কখনও কোথাও member (সভ্য) হননি, এমন-কি তিনি সৎসঙ্গেরও member (সভ্য) নন।

জানাতে হবে, আপনারা যে মানুষের বৈশিষ্ট্য নষ্ট করতে চাচ্ছেন, তাতে আপনাদের সব শুভ প্রচেষ্টা নিষ্ফল হ'য়ে যাবার কথা।

অনেকে শ্রীকৃষ্ণকে মানে, গীতা মানে, অথচ বর্ণাশ্রম মানে না। গীতার কে কী ব্যাখ্যা করেছেন সেই দোহাই দেয়। কিন্তু গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও বাণী দেখে চতুর্ব্বর্ণ সম্বন্ধে তাঁর মত আমরা কি বুঝি? এ সম্বন্ধে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না, গীতা শ্রীকৃষ্ণের জীবনেই জীবন্তভাবে পরিস্ফুট। তা' ছাড়া গীতায় প্রত্যেক বর্ণের স্বভাবজ কর্ম্ম সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। জাতিভেদ কিন্তু বর্ণাশ্রম নয়কো। আমার মনে হয়, বর্ণাশ্রমের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মনোভাব কৃষ্টিগত পরাভবের পরিচায়ক। আমাদের মূল অনুসরণীয়

যা' অর্থাৎ পঞ্চবর্হি' সম্বন্ধে খুলে লিখে দিতে হয়।

নেহেরু প্যাটেল এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদের কাছে আমাদের ধর্ম্ম, কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যের মূল ব্যাখ্যা ক'রে এমনভাবে চিঠি লিখতে হয়, যাতে তাঁদের মাথায় ধরে যে কোন সম্প্রদায়ই এর আওতা থেকে বাদ পড়ে না এবং সকলকেই এটা পরিপূরণ করে। বৈশিষ্ট্যকে ভাঙ্গতে গেলে যে নষ্ট পেতে হয়, তাও ধরিয়ে দিতে হয়।

সুশীলদা (বসু), স্মরজিৎদা (ঘোষ) প্রভৃতি আছেন। কাগজ পড়া হ'চ্ছে। এমন সময় ডাক্তার কুণ্ডু ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুরের পরিচিত একজন ডাক্তার আসলেন। তিনি প্রণাম ক'রে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোথায় উঠেছ?

ডাক্তার কুণ্ডু—স্যাভয় হোটেলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি স্যাভয় হোটেলে উঠতে গেলে কেন? আমরা এখানে আছি তা' বুঝি জানতে না? একসঙ্গে কণ্টেসুষ্টে থাকা যেত—ডাল-ভাত খাওয়ার অভ্যাস তো আছেই।

ডাক্তার কুণ্ডু—বিস্তারিত সঠিক জানা ছিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্ব্বপ্রসঙ্গে বললেন—জৈবী সংস্কারের মূল দানা না ভাঙ্গা পর্য্যন্ত বদলায় না। রুইকে কাতলা করা যায় বা রুই ছাড়া অন্য কিছু করা যায় যদি তার বীজসত্তা ভেঙ্গে দেওয়া যায়। কিন্তু তখন তা আর রুই থাকে না।

প্রত্যেক বংশেরও একটা মৌলিক জৈব সংগঠন থাকে। মানুষগুলি যেন তারই রকমারি অভিব্যক্তি। যেমন চিনির হাতি, চিনির পুতুল।

আগে ধরতে হবে কী চাই আর কীভাবে তা' করতে হবে। না হ'লে দিলাম মার, যেটা লাগে, আর যেটা না লাগে, এমনতর আন্দাজী ব্যাপার ভাল নয়। সুনির্দ্দিষ্ট জ্ঞান চাই। একটা জিনিস হারালে, তার সত্তাটাই চিরকালের মতো গেল। বৈশ্যকে যদি নষ্ট কর, বৈশ্যত্ব হারালে তার সব গুণ-সহ। বৈশ্য কিন্তু ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মজ্ঞ হ'তে পারে, তার বৈশ্যত্বের উপর দাঁড়িয়ে। আর তাই-ই কাম্য।

স্মরজিৎদা—সব যে একাকার করার চেষ্টা চলছে, তার কী ব্যবস্থা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যবস্থা যাজন করা, আলোচনা করা, বুঝিয়ে দেওয়া, মঙ্গলের প্রতি আগ্রহ বাড়ান। ফলকথা, তোমার প্রতি শ্রদ্ধা না হ'লে তোমার কথা শুনবে না, তাই তোমার কথাবার্ত্তা, চালচলনা, আদবকায়দা এমন হওয়া দরকার, যাতে তোমার উপর শ্রদ্ধা হয়, তোমার মঙ্গলজনক কথামতো চলতে ভাল লাগে। জোর ক'রে তো হরিভক্তি হয় না। কম্যুনিষ্টরা যে কী কয় বুঝতে পারি না—আমার তো মনে হয় আমাদেরটাই স্বাভাবিক কম্যুনিজম্ যা'র মধ্যে সবার বৈশিষ্ট্যসম্মত মঙ্গল নিহিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর ডাঃ কুণ্ডুকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার হিন্দুত্বের 'পর ভালবাসা আছে তো?

ডাঃ কুণ্ডু—আমি বেশী মানবতাবাদী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গালভরা কথা আমাদের ভাল লাগে। সবটার মূলে আছে আমি। আমি যদি মা-বাবাকে ভাল না বাসি তাহ'লে আমাকেই পেতে পারি না। এই শ্রদ্ধার সূত্র যার ঠিক না থাকে, যার উপর সত্তা ফুটে উঠলো তা'কে যে ignore (উপেক্ষা) করে, সে কী করতে পারে? ওখানে যদি আগ্রহ থাকে, তবে সব পারে, নচেৎ পারবে কী দিয়ে? তোমার সত্তার উপর না দাঁড়িয়ে কী করতে পার? তোমার অস্তিত্বের উপর দাঁড়িয়েই তো সব।

ডাঃ কুণ্ডু—Comparative study (তুলনামূলক বিচার)-টা আমার খুব পছন্দ। এমনি পেলে নিতে ইচ্ছা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন্ basis-এ (ভিত্তিতে) compare (তুলনা) করবে? কোন্ standpoint, standard ও footing-এ (দৃষ্টিভঙ্গী, মানদণ্ড ও দাঁড়ায়) দাঁড়িয়ে? তোমার footing (দাঁড়া) হচ্ছে existence (অস্তিত্ব)-এর উপর। কোন্‌টায় তোমার existence (অস্তিত্ব) ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, কোন্‌টায় তা' বাড়তির পথে চলছে তা' দেখতে হবে। তুমি আছ ব'লেই তুমি গোলাপ ও ডালিম আলাদা করতে পারছ। নিজে সাবুদ হ'য়ে না দাঁড়ালে ঝড়ের কুটোর মতো উড়ে যাবে, কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। যে-কোন বাদ যদি সত্তার সম্বর্দ্ধনা আনে, কেন নেবে না? যদি তোমার অস্তিত্বকে গুঁড়ো-গুঁড়ো ক'রে দেয়, কেন নেবে? আমি হিন্দুর ছেলে, হিন্দুত্বের প্রতি নিষ্ঠাসম্পন্ন হ'তে হবে। সেইটের উপর দাঁড়িয়ে চারিদিক থেকে অমর জীবন বিন্দু-বিন্দু ক'রে আহরণ করতে হবে। আমি আহৃত হব না, আহরণ করব। ভাত হব না, ভাতকে রক্তমাংস ও শরীরের উপযোগী ক'রে নেব। নিজ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে sentiment (ভাবানুকম্পিতা) চাই। তবেই নিজত্ব বজায় থাকে।

ডাঃ কুণ্ডু—আমি বুঝতে চেষ্টা করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর, দেখ, বোঝ লক্ষ্মী! অনেক আগে থেকেই করা উচিত ছিল। তোমার শ্রীকৃষ্ণ কী ব'লে গেছেন, হিন্দুত্ব কী, আর্য্যত্ব কী, কৃষ্টি কী জানতে হবে। আমি চাই সঙ্গতভাবে, সুচারুভাবে চেষ্টা ক'রে সবার সত্তাটা যাতে বেঁচে থাকে ও বেড়ে ওঠে। এইটেই হলো বৈধী পথ।

মানুষের inner zone (অন্তর্জগৎ) re-establish (পুনঃ প্রতিষ্ঠিত) করার লড়াই অনেক বড় বাইরের যুদ্ধের চেয়ে। তোমাকে বুদ্ধত্ব attain (লাভ) করা লাগবে। পরমপিতার দয়ায় তুমি এসেছ এখানে, যদি থেকে যাও এখানে, আমি তোমাকে দু'পয়সা দিই আর না দিই, এসে যায় না তোমার। তোমার জীবন যদি পরমপিতাকে দেওয়া থাকে, টাকার অভাব হবে না। আমি

গরীব বামুনের বাচ্চা, টাকার অভাব হয়নি কখনও। গীতায় আছে, ফলের 'পরে লক্ষ্য ক'রো না, কর, কারণ বিহিত করাটাই পাওয়া আনে, ফলকামনাহীন হ'য়ে কর্ম্ম করতে হয়, তাতে করাটা সুষ্ঠু হয়। আমি যেমন বুঝি তেমন করে বললাম। যাহো'ক, যদি ইচ্ছা থাকে, পরমপিতার আড্ডাখানায় চলে আস, মাদল বাজাও, স্ফূর্ত্তি কর, আর যা'-যা' করণীয় আছে কর এবং চারিদিকের পরিবেশকে পরিশুদ্ধ ক'রে ফেল। আমার কথা—সত্তাকে রাখ, সত্তাকে দেখ, সত্তার বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ না রাখলে disintegration (ভাঙ্গন) ও পচন দেখা দেবে।

ডাঃ কুণ্ডু—বুদ্ধদেব থেকে গান্ধী সবাই প্রত্যেকের মঙ্গল যাতে হয়, সেই কথাই বলে গেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বুদ্ধদেব প্রভৃতি কখনও সত্তার বিরোধী কথা কননি। অহিংস হ'তে হবে সত্তায়। সত্তার বিরোধী যা' তা'র নিরসন না করলে সত্তাকে অক্ষত রাখা যায় না। Hate sin and not the sinner (পাপকে ঘৃণা কর, কিন্তু পাপীকে নয়)। রোগীকে ভালবাসব, তাই বলে কি রোগকে ভালবাসব? রোগকে ভালবাসলে যে রোগীরই ক্ষতি করা হয়। আমরা রোগ আর রোগীকে identical (একাকার) করে ফেলেছি, রোগী আর রোগ এক জিনিস নয়।

৪ঠা আশ্বিন, সোমবার, ১৩৫৫ (ইং ২০।৯।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায়। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), ধূর্জ্জটিদা (নিয়োগী), রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা) প্রভৃতি আছেন।

কেষ্টদা—বেদকে revealed knowledge (প্রকাশিত জ্ঞান) বলে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Revealed (প্রকাশিত)-ই তো? Fact (তথ্য)-গুলি দেখে-দেখে বলা।

এমন সময় দুইটি দল পারস্পরিক ক্রূর অভিযোগ ও আক্রোশ নিয়ে হাজির হ'ল।

প্রত্যেক পক্ষের ত্রুটি কোথায় এবং কী করণীয় ছিল তা' শ্রীশ্রীঠাকুর বুঝিয়ে বললেন। কিন্তু প্রত্যেক পক্ষেরই আত্মবিশ্লেষণের চাইতে দোষারোপের দিকে নজর বেশী।

উভয় পক্ষ বিদায় নেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এদের সবার কথা ও চলনাই হ'লো বিচ্ছেদমূলক। এদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি নেই। তাই অজ্ঞাতসারেও পরস্পর পরস্পরকে জব্দ করতে চেষ্টা করে। সবসময় যে জ্ঞাতসারে ইচ্ছা ক'রে করে তা নয়। অন্তরে কুবুদ্ধি থাকলে অজ্ঞাতসারে ক্ষতিকর কথা

কয়। হয়তো মনের মধ্যে কোন কারণে দুঃখ বা আক্রোশ থাকে একজনের 'পর, আর সেইটের শোধ নেয় পরে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে।

আমরা পরস্পরের নিন্দা ও ক্ষতি করতে পারলেই যেন ব'র্ত্তে যাই। এই সব ইতরেমী দেখলেই আমার মন খারাপ হ'য়ে যায়। ক্ষতিকর বুদ্ধি, কথার ধাঁজ ও মরকোচই এমন যাতে মানুষের একটু না একটু ক্ষতি হয়ই। ভিতরে ঐ ভাব ঢুকে যায়।

৫ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৫৫ (ইং ২১।৯।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় বসে ডাঃ চক্রবর্ত্তী ব'লে এক ভদ্রলোককে বলছিলেন—আমাদের যৌথ পরিবার ভারতীয় কম্যুনিজমের এক আদর্শ নমুনা। পরিবারের কর্ত্তার সেখানে সবার প্রতি সমীচীন নজর। যোগ্য, অযোগ্য কোন লোকই সেখানে উপেক্ষিত হয় না। প্রত্যেকেই সেখানে নিজেকে নিরাপদ মনে করে। পরিবারের উন্নতির জন্য প্রায় প্রত্যেকেই সেখানে সাধ্যমতো চেষ্টা করে। আবার পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতাও বেশ দেখা যায়।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, শুধু পরিশ্রম দেখে পারিশ্রমিক নির্ণয় করা যায় না। দেখতে হবে কে কতখানি উৎপাদন করলো এবং তার উপযোগিতা কতখানি। তাই, যোগ্যতার প্রশ্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এসেই পড়ে।

৭ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ২৩।৯।৪৮)

আজ প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় বসে শ্রীশ্রীঠাকুর কৃষ্টিবান্ধব সম্বন্ধে কথা তুললেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), প্রমথদা (দে), প্রকাশদা (বসু) প্রভৃতি ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা নিজেরা তিন হাজার লোক যদি প্রত্যেকে মাসে অন্ততঃ ১০ টাকা ক'রে দিই তা' দিয়েই প্রচার ভাল ক'রে চালান যায়। বাইরের কা'রও সাহায্য না নিয়ে আমরা এটা করতে পারি। আপনারা একলহমায় টাটানগর ও মেদিনীপুরে যা' organise (সংগঠন) করতে পারলেন, তাতে বোঝা যায় আপনাদের organisation (সংগঠন) কত strong (শক্তিশালী)। যীশুখ্রীষ্ট বলেছিলেন Spirit is willing, flesh is weak (মন ইচ্ছুক, শরীর দুর্ব্বল), আমাদের হ'চ্ছে spirit is weak, muscle is strong (মন দুর্ব্বল, পেশী শক্ত)। ৩০০০ লোক তো আমরা এখানেই আছি। Responsibility (দায়িত্ব) নেয় কে? আমি করলে পারতাম, কিন্তু আমার শরীর-মনের সে ধাঁজ নেই। ৫, ৭, ১০ টাকা ক'রে নিয়েই তো পাবনায়

অতোবড় আশ্রমটা হয়েছে, যার মতো জিনিস বাংলায় কম আছে।

উৎসবে আমাদের এরা যে এত ভাল বক্তৃতা করেছে, যদি দিনের পর দিন এদের নামটাম দিয়ে বক্তৃতাগুলি বের হ'ত, এদেরও কতখানি সমাদর হ'ত, কাজেরও সুবিধা হ'ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য)-কে দেখে বিশেষ জোর দিয়ে বললেন কৃষ্টিবান্ধব সংগ্রহের কথা।

অমূল্যদা (ঘোষ)-কে রামকানালী সম্পর্কে বললেন—খুঁটিনাটি আমাকে জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই। নিজেরা করতে হয়। আমি এখন বুড়ো হয়ে গেছি, সব তাল সামলাতে পারব না, তোমরা successful (কৃতকার্য্য) হ'চ্ছ দেখলে বাঁচব দু'দিন বেশী।

বেলা ১১½টার সময় অনেকে এসে বললেন—আপনার দয়ায় উৎসব সুষ্ঠুভাবে হ'য়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—আমি ভাবি এ-কথা কয় কেন? ঠিকমতো করলে তো হবেই।

কেষ্টদা—আমরা কেউ যে কিছু করিনি উৎসবের জন্য, যা'র-যা'র নিজের কাজ নিয়ে ছিলাম। উৎসবের পর কিরণ, চুনী, বীরেন সকলেই depressed (অবসন্ন) এইজন্য যে করণীয় যা' করা হয়নি। আপনার দয়ায় কিছু কর্ম্মীর চেষ্টায় ভালই হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো হ'ল। পরমপিতার দয়ায় এখন এইটে হ'লে তো হয়। আর কি করা যাবে? আমার কাছে মানুষ ধ'রে নিয়ে আসেন, আমিই করবনে।

এই ভাবা লাগে—যা' থাকে কপালে, মাসে না হয় দশ টাকার কষ্ট করলাম। সব যেয়েও তো আছি—কি আর ভাবনা।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর মাঠে বড় তাঁবুতে তক্তপোষে শয্যায় উপবিষ্ট। আজ থেকে কৃষ্টিবান্ধবের প্রতিশ্রুতি সংগ্রহে ব্রতী হয়েছেন। সেই কাজের যেন একটা মহোৎসব লেগে গেছে। বিরাম নেই। সব কথার মধ্যে নিরীখ ঠিক আছে। ঘুরে-ফিরে ঐ কথায় আসছেন। পূজনীয় বড়দা আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), প্রফুল্লদা (চট্টোপাধ্যায়), হরিদাসদা (সিংহ), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), প্রফুল্ল প্রভৃতিকে ডেকে-ডেকে নানাভাবে বলছেন, মাথায় গেঁথে দিচ্ছেন—কীভাবে অগ্রসর হ'তে হবে।

কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমরা যে কোনটাই করলাম না। যা'-যা' করার ছিল কোনটাই কঠিন না। আমাদের আবার দোষ আছে। একজনে একটা করতে সুরু করলে অনেকে পাছটান মারে। Integrated (সংহত) না হ'লে কিছুই করতে পারব না। যা' করতে বলেছিলাম করলে সারা ভারতে ও বাইরে আমাদের যে কী position (অবস্থা) হ'ত তা' ভাবা যায় না। করব না কেউ, হ'য়ে যাক

—এই চাই। We are always used to tempt the Lord (আমরা সবসময় ভগবানকে পরীক্ষা করতে অভ্যস্ত)। আমরা কেউ পাগল হলাম না, jump (ঝাঁপ) দিলাম না। নিজেরা পাগল হলাম না। নিজেরা পাগল না হ'লে কি কাউকে পাগল করা যায়? আমার মনে হয় কিছু লোক আছে, যারা ঠাকুর-ঠাকুর ক'য়ে ঠাকুর ভাঙ্গায়ে খায়। তারা exert (চেষ্টা)-ও করল না, তাই ability (যোগ্যতা)-ও বাড়ল না।

৮ই আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ২৪।৯।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে গোলাপবাগ যেতে-যেতে পথে কেষ্টদাকে বললেন—একমেবাদ্বিতীয়ং-এর সঙ্গে একটা ছোট হোমের মন্ত্র দিয়ে দিলে হয়, যা' হবে universal (সার্ব্বজনীন)।

পূজনীয় বড়দার বাড়ীতে বড়দা, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), মেণ্টু (বসু), অরুণ (দত্তজোয়ার্দ্দার) প্রভৃতি উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মেণ্টু অনেকটা loyal (অনুগত) হ'য়ে উঠছে। আমি সেই দিকে তাকিয়ে আছি, কবে ও জলে, আগুনে, পাহাড়ে যেখানে যাক, অচ্যুত অভিধানী হ'য়ে থাকবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোয় ফিরে এসেছেন। কৃষ্টিবান্ধব সম্পর্কে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—কৃষ্টিবান্ধব না হ'লে পেটপূজো হবে, কিন্তু জানের পূজো হবে না।

পরে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—অভিমান কোথাও ভাল না, অতো বড় কষ্ট আর কিছুতে দেয় না। নরক কা মূল অভিমান। অভিমান স্বভাবতঃই আসে, কিন্তু প্রশ্রয় দেওয়া ভাল না।

সুশীলদা—কবীর বলেছেন মায়া ত্যাগ করা সহজ, কিন্তু অভিমান ত্যাগ করা কঠিন।

কেষ্টদা একটা জায়গা থেকে প'ড়ে শোনাচ্ছিলেন—কৃতকর্ম্ম এবং করতে হবে যে কর্ম্ম তা' স্মরণ করবে। এটা খুব ভাল, জাতিস্মরতা আসে এতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তা' করি না। আগে করতাম।

কেষ্টদা—কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাবতাম বুঝি measured (পরিমাপিত) হ'য়ে যাচ্ছি। মনে হ'ত পরমপিতা যা' করান ক'রে যাব, নিজের মতো ক'রে ভাবতে যাব না। তাই নাম লিখতাম না, লিখতাম 'আমি'। অবশ্য কৃতকর্ম্ম এবং যা' করতে হবে, সে-সম্বন্ধে চিন্তা করাই ভাল। সেইজন্য, সত্যযুগের আর এক নাম কৃত যুগ।

এক ও বহু সম্পর্কে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বহুত্ব কথার মধ্যে আছে বহু একত্ব। একত্বেরই বহুত্ব,

বহুত্বেরই এক। সব বহুত্বই এক-এক unit (এক), প্রত্যেকটাই এক mathematically (গাণিতিকভাবে)। একেরই রকমারি প্রকাশ।

কেষ্টদা—আমার বোধের ভিতর বহুত্ব যদি একায়িত হ'য়ে না আসে তা' হ'লে জ্ঞান হয় না। যেমন শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিজস্ব ক্রিয়া ও পারস্পরিক ক্রিয়া বোঝা লাগে সমগ্র শরীরের একত্ব বোঝার জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরিবেশের সঙ্গে ঐরকম সামগ্রিকভাবে জানলে প্রজ্ঞা হয়।

সুশীলদা—ইউনিভার্সিটিতে বহু বিষয় পড়ায়, কিন্তু একায়িত জ্ঞান হয় না।

কেষ্টদা—যদিও ইউনিভার্সিটি মানে তাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা এমন হওয়া উচিত যাতে পরখ হয় বহুত্ব ছাত্রের মধ্যে কতখানি একে পর্য্যবসিত হয়েছে।

কেষ্টদা—জ্ঞানে, চরিত্রে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! grand (চমৎকার)! অমন আর দেখা যায় না এখন।

কেষ্টদা—আগে ছিল। নইলে ব্যাস, বশিষ্ঠের মতো ব্যক্তিত্ব কেমন ক'রে হল?

শ্রীশ্রীঠাকুর শিবদাস (কোঙার)-দাকে কৃষ্টিবান্ধব করার কথা বলায় শিবদাসদা বললেন—আমার শরীর অসুস্থ, এখন তো খাটতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোপের চোটে শরীর সারে, তখন ভাবে আমার তো ব'সে থাকার জো নেই। করাই লাগবে। ঠাকুরেরটা চালানই লাগবে। সেই ঠেলায় অসুখের কথা ভুলে যাওয়া সুরু হয়। অসুখ কোন্‌দিক থেকে পালাবে পথ পায় না।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

সতে অচ্যুত জেদের তোড়
বাড়িয়ে তোলে জীবন-জোর।

কেষ্টদা—অর্থনীতিতে তো এ-কথা বলে না, সাধারণতঃ যা' আছে তার উপর দাঁড়ায়, ইচ্ছার সম্বেগ বা শক্তিবৃদ্ধির কথা বলে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হিসেবী হ'লে হয় না, সুধী বিবেচক হ'লে হয়। জানে যে আমার সঙ্কল্প পূরণ করাই লাগবে। কোন না নেই সেখানে।

হরিপদদা (সাহা)—আমি তো রাত তিনটেয় উঠে সেই থেকে খেটেও পেরে উঠছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেগ বাড়া।

স্নানের পর শ্রীশ্রীঠাকুরকে কাপড় পরাতে-পরাতে হরিপদদা বললেন—আপনি যে আমাকে কৃষ্টিবান্ধবের কথা বললেন, যতদিন এটা না করতে পারব, ভিতরে একটা কষ্ট লেগে থাকবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখলাম, তুই নিজে থেকে জ্বলিসনি, তাই জ্বালিয়ে দিলাম একটা দেশলাই দিয়ে। আবার যদি দেখতাম, নিজেই জ্বলেছিস। জ্বলছিস, পারছিস না, তখন হয়তো ঠাণ্ডা ক'রে দিতাম।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট। বাইরে খুব ঠাণ্ডা ঝড়ো হাওয়া বইছে। একটু-একটু মেঘও। বেশী লোক নেই কাছে। বিনতি হ'চ্ছে একটু দূরে। সেখানেই লোকের ভীড়। কিছুটা পরে কেষ্টদা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ থেকে কিছুটা পড়ে শোনালেন।

সন্ধ্যায় প্রমথদা (দে), গোপেনদা (রায়), খগেনদা (তপাদার), আদিনাথদা (মজুমদার) প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত। প্রফুল্ল (চট্টোপাধ্যায়)-দার উপর শ্রীশ্রীঠাকুর একটা কাজের ভার দিয়েছেন, কিন্তু তার মন খারাপ সেই কথা হরিদাসদা (সিংহ) বললেন। প্রফুল্লদাও উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Depression (অবসাদ) দিয়ে কী হবে? Depression (অবসাদ) কি আমাকে খেতে দেবে? Depression (অবসাদ) কি আমাকে বাঁচাবে? আমরা গুটিপোকার মতো নিজের জালে জড়িয়ে মরি। যা' ভাল করে না, তার সঙ্গে কুটুম্বিতা কী? জাগিস তো জাগ্, করিস তো কর্।

প্রফুল্লদা—কাল থেকে মনটা খারাপ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খারাপের মধ্যে থাকবি সিধে, এই তো কথা। ভুল করলে মানুষ সব সময় মাটি হয় না। ভুলকে ভালবাসলেই মাটি হয়। আর ভুল যদি না করে থাক এবং তোমাকে যদি মানুষ ভুল বুঝে থাকে, তোমার চরিত্র, চলনা তোমার সত্যিকার পরিচয় দেবে মানুষের কাছে। প্রত্যেক মানুষের সঙ্গেই radar (রাডার) থাকে।

অনন্তদা (ঢালি)—দেওয়া সম্পর্কে আগের মতো জোর পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দিবি যখন জোর পাবি, দিয়ে মনে করবি এক গ্লাস সঞ্জীবনী সুধা খেলাম যেন। দেখ, দেশ ছেড়ে কতো মানুষের কতো sufferings (দুর্ভোগ)। কিন্তু সৎসঙ্গীদের চিৎ কর চিৎ, কাত কর কাত। তাদের দুর্ভোগই যেন নেই। ষ্টীমারের বয়ার মতো কিছুতেই ডোবে না। এখন পর্য্যন্ত হৃদয়ের যে সম্বলটুকু আছে, তাই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মনে হয় সকালবেলায় উঠে নামটাম ক'রে ইষ্টভৃতি ক'রে বেরুতে পারলে হয়। তাহ'লে ঠেকাবার জো নেই। গা বন্ধ করার কথা কয়, এও তেমনি। বুদ্ধিটুদ্ধি সাথে-সাথে জুটে যায়—কোথায় কিভাবে পা ফেলবে। আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই, অবাক কাণ্ড, আমিও বুঝতে পারি না।

চিঠিতে জনৈক দাদা জানিয়েছেন—শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক কষ্টের কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে বললেন—একটা জিনিস দেখেছি—sincere (একনিষ্ঠ) সৎসঙ্গী যদি হয়, আর go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) যদি না থাকে, তার সঙ্গতির প্রাচুর্য্য থাক বা না থাক, তেমন অর্থকষ্ট হয় না।

হরেনদা (বসু)—অনেক সময় অবস্থার চাপে পড়ে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সতী স্ত্রী যদি বেশ্যাবাড়ীতেও গিয়ে পড়ে, সে সেখানে প'ড়েও সতীত্ব হারায় না। কিন্তু তা' যদি হয়, তবে বুঝতে হবে তা'তে গোল আছে। Go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) সম্পর্কেও ঐ কথা।

অন্যান্য কথার পর হরেনদা বললেন—রক্ষাকর্ত্তা একমাত্র দয়াল, তিনি প্রতি-নিয়ত বিপদের মুখ থেকে বাঁচিয়ে তুলছেন—এই-ই প্রত্যক্ষ করছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি তো বাঁচানই, কিন্তু আমাদের এমনভাবে চলতে হয়, যাতে তাঁকে বেগ পেতে না হয়। Donot tempt Lord thy God (তোমার প্রভু ভগবানকে পরীক্ষা ক'রো না)। Lord (প্রভু)-কে tempt (পরীক্ষা) করা ভাল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে খাবার পর তাঁবুতে কেষ্টদা ও সুশীলদাকে বললেন—যেগুলি আমি বলেছিলাম আপনাদের করবার জন্য, সেগুলি আমি নিজে ক'রে দিলে কিন্তু ফল হ'তো না।

৯ই আশ্বিন, শনিবার, ১৩৫৫ (ইং ২৫।৯।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বেড়িয়ে এসে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), বিমলদা (মুখোপাধ্যায়), গিরীশদা (কাব্যতীর্থ), সুশীলদা (বসু) প্রভৃতি আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বিভিন্ন শ্রেণী তাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরস্পরের প্রতি অনুকম্পী হ'য়ে আদর্শকে ও সমাজকে যখন সেবা করে, তাদের বলে সম্প্রদায়। যেমন বিভিন্ন বর্ণ হিন্দুসমাজের এক একটা শ্রেণী বা সম্প্রদায়।

জনৈক দাদা বলছিলেন—আমি যা' করতে যাই, অভাবের দরুন তারই মূল ভাঙ্গা পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' দিয়ে বাঁচবে, তাকে যদি না বাঁচাও, তাকে যদি পুষ্ট না কর, তবে বাঁচবে কী করে? কিছুদিন কষ্টই না হয় কর। আর একটা কথা ঠিক থাকে যেন, যদি কোন ব্যবসা কর, এক টাকা লাভ হ'লে তার বড় জোর বারো আনা খরচ করতে পার, চার আনা তা' থেকে রেখেই দেবে, মূলধন বাড়াবে।

প্রকাশদা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এবার গিরীশদা পর্য্যন্ত কৃষ্টিবান্ধব হয়েছে। এবার চাপের ঠেলায় সব ঠিক হয়ে যাবে। চাপ না হ'লে কি শক্তি বাড়ে?

১০ই আশ্বিন, রবিবার, ১৩৫৫ (ইং ২৬।৯।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), ব্যোমকেশদা (ঘোষ), অজিতদা (গঙ্গোপাধ্যায়) প্রভৃতিসহ বেড়াতে-বেড়াতে

গোলাপবাগে পূজনীয় বড়দার বাড়ীতে গেলেন। গোলাপবাগের উত্তরে জসিডি-বৈদ্যনাথধাম রেললাইন। হঠাৎ ট্রেন আসার শব্দ পেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর ট্রেন দেখবেন ব'লে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলেন। এই সময় তাঁর প্রস্রাব পেল, কিন্তু পাছে গাড়ী চ'লে যায়, তাই আগে গাড়ীর কাছে চ'লে আসলেন। গাড়ী চ'লে গেলে তারপর যেয়ে প্রস্রাব করলেন। বেড়িয়ে আসতে-আসতে রাস্তায় একটা লেখা দিলেন। তারপর এসে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় বসলেন। সেখানে বাণী দিলেন—

তোমার দায়িত্বকে
অন্যের উপর বরাত দিয়েই
নিশ্চিন্ত হ'য়ে যেও না,
অমনতর নির্ভর করতে যেও না,
বরং অন্যকে নিয়োগ করতে পার তাতে
কঠোর নিয়ন্ত্রণী সমীক্ষায়—
নিয়ন্ত্রণী বলগা হাতে ক'রে
তাতেও হয়তো কৃতকার্য্য হ'তে পার,
নয়তো বৃথা প্রত্যাশায়
হয়রাণও হবে,
বঞ্চিতও হ'তে পার।

প্রফুল্ল—আপনি যে নিয়ন্ত্রণী বলগা হাতে রাখার কথা বলছেন, আমাদের এখানে তো তার খুব অভাব। মানুষ বিবেকী হ'লে নিজেরাই দায়িত্ব পালন করে, কিন্তু যারা তা' নয়, তারা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার ভয় থাকলে ঠিকমতো কাজ করে, অন্যথা কমই করে। কিন্তু আমাদের তো সে ভয় নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি প্রত্যেকটা কাজ নিজে করেছি, তারপর তোমাদের হাতে এখন দিয়েছি। বল্গাও ছেড়ে দিয়েছি—যাতে তোমরা auto-interested (স্বতঃ-স্বার্থান্বিত) হও। আর, সেই auto-interested (স্বতঃ-স্বার্থী), auto-active (স্বতঃ-সক্রিয়) হওয়াটাই আমার স্বার্থ। আমি জানি বল্গা হাতে রেখে কাজ করিয়ে নিলে পরের কাজগুলিও অনেকখানি successful (সফল) হ'ত। কিন্তু তাতে আমি যা' চাই, তা' হ'ত না। মানুষ auto-interested (স্বতঃ-স্বার্থী) হ'ত না। আমি অপেক্ষা ক'রে আছি যদি auto-interested (স্বতঃ-স্বার্থী) হয়, তবে তাদের induction-এ (প্রবোধনায়) আরো অনেকে আবার auto-interested (স্বতঃ-স্বার্থী) হ'য়ে উঠবে। তখনই কাজ এগিয়ে যাবে। তোমার মধ্যে যদি তেমন গজায়, দিন-দিন তুমি জ্বলন্ত হ'য়ে উঠবে। মানুষের insincerity (কপটতা) ও hypocrisy (ভণ্ডামি)-এর সঙ্গে তোমার conflict (দ্বন্দ্ব) বাধবে, কিন্তু conflict

(দ্বন্দ্ব) বেধেও তুমি তাদের win (জয়) করতে পারবে।

কিরণদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), প্রফুল্লদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রভৃতি ইছাপুর থেকে আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর সোল্লাসে বললেন—আইছিস?

কিরণদা—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক'জন?

কিরণদা—৫ জন। (কিরণদা অরড্ন্যান্স ফ্যাক্টরীর অতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী।)

শ্রীশ্রীঠাকুর—৫ জন বামুন বাংলায় আসছিল, আমরা তাদেরই বাচ্চা। তারা কী না করেছিল!

একটু পরে বললেন—এমন মাল তৈরী করবি যা' ইউরোপ আমেরিকার থেকেও উঁচু দরের হয়। মাথা খাটায়ে-খাটায়ে ভেবে-ভেবে তেমন জিনিস বের কর্। লোকে দেখুক ভারতের কী পরাক্রম। এরা কম নয়, কথা কয় না বটে। কিন্তু কথা কয় না লেঙ্গুর নাড়ে, সেই বাঘেই তো মানুষ মারে। লাগাও, তুমিই তো master of the situation (পরিস্থিতির প্রভু)। দেবজাতি ছিলাম, আবার দেবজাতি হওয়া লাগবে। হায়দ্রাবাদের আমাদের সৈন্যদের কথা যা' শুনি চমৎকার, ferocious to evil (অসতের প্রতি ভীষণ) and polite to man (এবং মানুষের প্রতি ভদ্র)। তিনটে জিনিস sincere to the principle with unrepelling adherence (অচ্যুত নিষ্ঠাসহ আদর্শের প্রতি অকপট), ferocious to evil (অসতের প্রতি ভয়ংকর) আর polite and servicing to man (মানুষের প্রতি ভদ্র এবং সেবাপ্রবণ)—এই হওয়া চাই militia-র character (সৈন্যবাহিনীর চরিত্র)।

এরপর কিরণদা বিভিন্ন প্রকার অস্ত্র সম্বন্ধে গল্প ক'রে শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—৩০০০ কৃষ্টিবান্ধব আমাকে ক'রে দেও। কাগজে, পত্রে, সিনেমায় রেডিওয় লিখে-লিখে সারা দেশ ভিজিয়ে ফেলে দাও এইভাবে। আর আমার এটার মধ্যে সব আছে।

রাধামোহন (বন্দ্যোপাধ্যায়) এসে জানালো কৃষ্টিবান্ধব হবে। প্রফুল্ল তার নাম লিখে নিয়ে বলল—তুমি তো ইষ্টভৃতিও বাড়িয়ে দিয়েছ ব'লে শুনলাম।

মোহন—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ ঊষা-নিশায় যদি নামধ্যান করে, সকালে উঠে নাম ক'রে ক'যে ইষ্টভৃতি করে এবং চলাফেরায় জপ চালায় নিয়মিতভাবে, তার বেকায়দায় পড়া অসুবিধা আছে। মানুষের আদত জিনিস মাথা, মাথাটা যদি সুস্থ, সাবুদ, সক্রিয় থাকে, আর চলা যদি তদনুপাতিক হয়, তাহলে সে কী করতে পারে আর না পারে, তার কূল-কিনারা নাই। সব experimented fact (পরীক্ষিত

সত্য)। বার্ম্মায়, নোয়াখালিতে কতজন পরখ করেছে। জেম্‌স্‌ যা' লিখেছে কাঁটায়-কাঁটায় সত্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর কিরণদার সঙ্গে নাম সম্পর্কে বললেন—নাম করা চাই with concentric attachment to the Ideal (ইষ্টের প্রতি সুকেন্দ্রিক অনুরাগ নিয়ে), না হ'লে অনেক সময় বিকেন্দ্রিকতায় বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়, কতজনে পাগল হ'য়ে যায়। যার যত ইষ্টে অনুরাগ সে ততো সূক্ষ্মতর পর্য্যন্ত ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে অনুধাবন করতে পারে। নচেৎ অনেক নিম্নস্তরেই গায়েব হ'য়ে যায়। নাম করতে-করতে যখন ধুঁধুঁকার অবস্থা, তখন ঐ টানই চেতিয়ে রাখে সত্তার বিশিষ্ট চেতনা। নচেৎ গুলিয়ে যায়, অভিভূত হ'য়ে হারিয়ে যায়—সূক্ষ্ম বিপুল বিরাট অনুভূতির মুখোমুখি হ'য়ে।

খানিকটা পরে আপনা থেকে বললেন—আমাদের আর এক রোগ আছে। ভাবি আমাদের খাওয়া পর্য্যাপ্ত নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যা' খাই হজম করতে পারি না, তাই মাথাটা গোলমাল হ'য়ে যায়, activity (কাজ)-ও নষ্ট হয়। সেই খাদ্যই ভাল, যা' সহজে হজম হয় এবং কোন disturbance (গোলমাল) সৃষ্টি না করে। সেইজন্য বলে "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ, স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।" যারা তেমন বিবেচক নয়, তারা অনেকেই খায় লোভবশতঃ বারো আনা, আর ক্ষুধাবশতঃ চার আনা। আনন্দবাজারে যখন মোটা চাল ও জলের মতো ডাল খেত দিনে একবার, তখন অসুখ-বিসুখ ছিল না বললেই হয়।

এরপর রমজান ও এনাই (দুই-একদিন আগে ওরা পাবনা থেকে এসেছে) ওদের মতো ক'রে দাড়ি কামিয়ে এসেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর দূর থেকে দেখেই বলে উঠলেন—দেখ্‌ তো কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে (শ্রীশ্রীঠাকুর আগেই ওদের কামিয়ে আসতে বলেছিলেন)। এইবার যা। মাঠে যেয়ে দুজনে মিলে গান-টান কর্‌ গিয়ে।

কাছে যাঁরা ছিলেন তাঁদের বললেন—রমজানের গলাটা বেশ।

এর কিছু পর শ্রীশ্রীঠাকুর পায়খানা থেকে এসে বড়াল-বাংলোর ভিতরের বারান্দায় জলচৌকিতে বসেছেন। হরিপদদা ও সরোজিনীমা শ্রীশ্রীঠাকুরকে তেল মাখাচ্ছেন। কাছেই পাশে দুটো খাঁচায় দুটো টিয়েপাখী আছে। সেদিকে সস্নেহে চাইতে লাগলেন।

ননীমা বললেন—রাত্রিবেলায় অচেনা মানুষ কেউ ঢুকলে, তখনই কেরে, কেরে ক'রে চীৎকার সুরু করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিদ্যে কারও কম নয়।

সুশীলদা (বসু) এসে খাঁচার কাছে দাঁড়াতেই পাখীগুলি আনন্দে কলরব করতে লাগল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদাকে বললেন—আপনাকে চেনে, আপনার সঙ্গে খাতির আছে। ওর একটা স্বভাবসুর আছে ছড়ার মতো। ছড়া কয়, সেইরকম ছন্দ, গলার আওয়াজও কম না। ও মানুষই। Complex-এ (বৃত্তিতে) অমন হ'য়ে গেছে। বৃত্তিস্বারূপ্য লাভ করে ব'লে, তাই।

সুশীলদা—আপনি যেমন বলেন গরু মানুষ, কুকুর মানুষ, পাখী মানুষ, গাছ মানুষ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ!

আজ দুপুরে মেজর জেনারেল এ, সি, চ্যাটাৰ্জ্জী (আই, এন, এ) এসেছেন নরেন মিত্রদার সঙ্গে। বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে তিনি নিভৃতে কথাবার্ত্তা বললেন, পরে কেষ্টদার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন। দুপুরবেলা থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর খারাপ। পেটে ব্যথা। দুপুরের পর একটু জ্বর হয়েছে। সন্ধ্যার আগে থেকে খুব খারাপ বোধ করতে লাগলেন।

১১ই আশ্বিন, সোমবার, ১৩৫৫ (ইং ২৭।৯।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে অর্দ্ধশায়িত। তাঁর শরীর আজও ভাল নয়। কিরণদার কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ সম্বন্ধে গল্প শুনছেন। কিরণদা ও প্রফুল্লদা সহকর্ম্মীদের ডাকলেন। তাদের মধ্যে একজন খুব ভাল কাজ জানেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে খুব উৎসাহ দিয়ে ভাল ক'রে কাজ করতে বললেন।

দাদাটি বললেন—যত ভালই করা যাক না, তার কোন reward (পুরস্কার) নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করার scope (সুযোগ) পাচ্ছ, তোমার করার প্রবৃত্তিটা outlet (পথ) পাচ্ছে, এইটেই লাভ। অন্য লাভের আশা রেখো না। সেই প্রত্যাশা পূরণ না হবার দরুন যদি করার প্রবৃত্তি, তোমার বিশেষ প্রতিভা মেরে ফেল, তাতেই সব চাইতে বেশী ক্ষতি হবে। তোমার করাটা বজায় থাকলে তাতে তুমি ও দেশ লাভবান হবেই। পরাধীন থেকে বহুদিন পর্য্যন্ত আমরা করার scope (সুযোগ)-ই পাইনি। সে অসুবিধা তো এখন নাই।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর কৃষ্টিবান্ধব ও বিশেষ দেড়লাখ দীক্ষার কথা জোরের সঙ্গে বললেন।

কিছু পরে কিরণদা প্রার্থনা সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রার্থনা করতে হয়—তুমি আমার চিরকাল থাক, সারা বুক জুড়ে থাক, হৃদয় জুড়ে থাক, আর আমার যা' কিছু তোমাতে সার্থক হ'য়ে উঠুক। তাতেই মানুষ কৃতী হয়, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী হ'য়ে ওঠে। তাঁকে নিজের

মনোমতো ক'রে চাইতে নেই, তাঁর মনোমতো হওয়ার আকূতি রাখতে হয়।

আমি যেন তোমাকে ভালবাসতে পারি, এ প্রার্থনায় তাঁকে ভালবাসা সম্পর্কে সংশয় আছে, ও প্রার্থনা ভাল নয়। আমি ছেলেবেলা থেকে কখনও ও প্রার্থনা করিনি, মনে আসলেও ভেবেছি, ওতে তো আমার কাম সারা।

প্রফুল্ল—সাধারণতঃ সকাম প্রার্থনা ক্ষতিকর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাইছই যে তুমি অসৎ। "ওরা চাহিতে জানে না দয়াময়, চাহে ধন জন আয়ু আরোগ্য বিজয়।" আবার রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "যাহা চাই, তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই, তাহা চাই না।" বলতে হয় "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হো'ক।" আমাদের মঙ্গল কিসে তা' আমরা জানি না, তাই তাঁর উপর ভার দেওয়াই ভাল। তাঁর জন্যই আমাদের জীবন, তাই সবসময় লক্ষ্য রাখতে হয়, কেমন ক'রে তাঁর স্বার্থপ্রতিষ্ঠা সাধন করা যায়। সেইদিকে মাথা খাটাতে হয় ও বাস্তবে তাই করতে হয়।

১২ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৫৫ (ইং ২৮।৯।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় পর-পর কয়েকটি ছড়া দিলেন। একটি ছড়া দিয়ে বললেন—একজন মানুষ খুব বড় হ'তে পারে, কিন্তু সে যদি সুসন্তানের জনক হ'তে পারে তাহ'লে বোঝা যায় তার সিদ্ধি কতখানি সত্তা-বিজড়িত হয়েছে।

রাত্রে বারান্দায় রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা), হরিপদদা (সাহা), সরোজিনীমা প্রভৃতি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথায়-কথায় বললেন—মানুষ কিছু না ক'রে বসে-বসে খেলে ট্যালাকানা হ'য়ে যায়, কিন্তু যাদের প্রচুর থাকা সত্ত্বেও খুব খাটে পেটে, কাজকর্ম্ম করে, ফন্দী ফিকির খাটায়, তাদের অমন হয় না।

সরোজিনীমা—অনেক থাকলে অতো খাটবে কেন? ওটা আবার একটা বাতিক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাজ না করলে ধীরে-ধীরে পাওয়াটাও বন্ধ হ'য়ে আসে। আর করার বাতিকটা নষ্ট হওয়াই খারাপ লক্ষণ।

১৩ই আশ্বিন, বুধবার, ১৩৫৫ (ইং ২৯।৯।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যাবেলা বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ব'সে ফরিদপুরের রমণী সরকারদার সঙ্গে কথা বলছেন। বীরেনদা (মিত্র), হরেনদা (বসু), হরিদাসদা (সিংহ), অজিতদা (গঙ্গোপাধ্যায়) প্রভৃতি আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঋত্বিকী তাড়াতাড়ি ক'রে ফেল, ১০০ ঋত্বিকী হ'লে তোমার চাকরীর থেকে বেশী হ'য়ে যাবে।

রমণীদা—তাতে সময় নেয়, ইষ্টভৃতিই ভাল ক'রে করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ তোমাদের রক্তের মধ্যেই আছে। বুড়োরা সব দিতেন—মাসিক, বার্ষিকী। এ হ'য়ে আছে, করলেই হয়। ঋত্বিকী সকলেরই তো ধা-ধা ক'রে বেড়ে যাচ্ছে।

১৪ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ৩০।৯।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায়। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), প্রমথদা (দে) প্রভৃতি উপস্থিত। শ্রীশ্রীঠাকুর লেখা দেবেন। কেষ্টদাকে বললেন—বসেন, ঘটস্থাপনা না হ'লে কাজ হয় না।

পরে লেখা দিতে লাগলেন।

সন্ধ্যাবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর মাঠে তাঁবুতে চৌকীতে ব'সে এক ব্যথাতুর দাদাকে বলছিলেন—বুকের ব্যথা যদি কাউকে বলা না যায় এবং তাতে সহানুভূতি যদি না পাওয়া যায়, তবে তো মানুষ পাগল হ'য়ে যায়।

১৫ই আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ১।১০।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার) প্রভৃতির সঙ্গে আলোচনা করছেন।

কেষ্টদা—Evolution-এ (বিবর্ত্তনে) mutation (রূপান্তর) জিনিসটা chance (দৈবঘটনা)-এর মতো মনে হয়, ঠিক explain (ব্যাখ্যা) করা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Chance (দৈবঘটনা)-এর পিছনে যে cause (কারণ) নেই, তা' নয়। কয়লার মধ্য থেকে যে হীরা হ'লো, তার মানে কয়লা এমন একটা অবস্থার মধ্যে প'ড়ে গেল যাতে ঐভাবে রূপান্তরিত হ'য়ে গেল। কয়লার পক্ষে ওটা chance (দৈবঘটনা) বটে, কিন্তু universal law (বিশ্বজনীন নিয়ম) অনুযায়ী ওটা chance (দৈবঘটনা) নয়। সেই নিয়ম যখন আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়, তখন কয়লাকে আমরা তদনুযায়ী ন্যস্ত ক'রে হীরা পেতে পারি। এ সম্ভাবনা কিন্তু কয়লাতে আছে, লোহায় আছে তা' মনে হয় না।

হিন্দু কোডবিল সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন—আমাদের নেতারা মনে করেন আমাদের কতকগুলি কুসংস্কার আছে যা' থেকে অন্যদেশ মুক্ত, সুতরাং তাদের সঙ্গে সমপর্য্যায়ে দাঁড়াতে গেলে আমাদের এগুলি তুলে দেওয়া দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে আমাদের এমনতর কিম্মৎ নেই, যাতে আমাদের বৈশিষ্ট্যটা তাদের বোঝাতে পারি। তারা যদি না বোঝে, তার জন্যই আমাদের ঋষি-মহাপুরুষদের অমূল্য রত্ন বিসর্জ্জন দেব? এত ভেঙ্গেও এখনও যা' আছে, তার তুলনা হয় না। যে নিজেই থাকে না, সে পরকে থাকায় কী করে? আমাদের সে urge (আকূতি) নেই, যাতে আমরা বোঝাতে পারি দেবজাতি হিসাবে কী আমাদের ছিল। আগে যদি একটা প্রতিলোম বিয়ে হ'তো, সামাজিক শাসন ছিল, সব বর্ণই রুখে দাঁড়াত। মুসলমানদের কোন ব্যাপারে হাত দেন তো! তাদের বহুবিবাহ কিন্তু অব্যাহত র'য়ে গেছে। বৈশিষ্ট্যবান পুরুষ সেই বৈশিষ্ট্যকে breed করতে (জন্ম দিতে) পারে। তা' কি আমরা বুঝব? আমাদের জিনিসটা বুঝিইনি, পরিবেষণ করারই ক্ষমতা নাই, তাই উঠিয়ে নিষ্কৃতি পেতে চাই।

প্রতিলোমে বিশ্বাসঘাতক হয়ই। এটা প্রাণীজগতে বিশেষভাবে মানে। মানুষ তো প্রাণীরই ক্রমোন্নতি। ঋষিরা কী জন্য কী করেছেন, কেউ আমরা খতালাম না। বুঝলাম না সেটা যে কতখানি scientific (বৈজ্ঞানিক) ও সুদূরদৃষ্টি-প্রসূত। তা' শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথায় নিয়ে কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করলাম না। নিজেদের সব যদি খোয়াই, আমাদের অস্তিত্বের সার্থকতা কোথায়? দুনিয়ায় কী-ই বা আমাদের দেবার থাকবে?

সন্ধ্যা প্রায় সাতটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁবুর নীচে চৌকীতে। উমাদা (বাগচী), গোপেনদা (রায়), বীরেনদা (মিত্র), হরিদাসদা (সিংহ) প্রভৃতি উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

নারীর পায়ে মাথা বিকিয়ে
দায় দিয়ে গুরুর চলে
কপট উদ্যোগী এমনদেরই
দৈন্য বিপাক ফলে।

সে নিজেও মরে, মেয়েমানুষটাকেও মারে।

একটু পরে শরৎদা (হালদার) আসলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন—কম্যুনিষ্টরা বলবে আপনি সব দোষ দেন ব্যক্তির উপর, সমাজের উপর দোষ দেন না তো!

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমাজ তো ব্যক্তি নিয়েই, তাই ব্যক্তি যদি moulded (নিয়ন্ত্রিত) না হয়, সমাজ moulded (নিয়ন্ত্রিত) হবে কী করে?

শরৎদা—ধনিকরাই সাধারণের দারিদ্র্যের জন্য দায়ী। তারা শোষণ করে ব'লে বহু লোক দরিদ্র হ'য়ে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি শোষণই করে আমরা তাদের সে সুযোগ দিই। সে সুযোগ

দিই কেন? একজন যদি ধনিক হয়, সে হয় কী করে? তার কি কিছু গুণ থাকে না? একজন যদি দরিদ্র হয় তার কি কোন দায়িত্ব থাকে না? আমরা চাই ধনীর যদি দোষ থাকে, তারও সংশোধন, এবং দরিদ্রের যদি দোষ থাকে তারও সংশোধন। প্রত্যেকে যাতে প্রত্যেকের হয় তাই করণীয়। বিড়লার যদি কতকগুলি সদগুণ থাকে, তার সদ্ব্যবহার করাই ভাল। তার পালন-পোষণী প্রবৃত্তিকে বাড়িয়ে তোলা ভাল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নষ্ট করা ভাল না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যাতে কল্যাণকর রূপ নেয় তাই করণীয়। যোগ্যতা যদি থাকে, তবে তাকে চেপে রাখা যাবে না। একজন বিড়লাকে ভাঙ্‌লে, আর একজন বিড়লা হবে। শুধু অর্থনৈতিক শোষণই যে সব তা'তো নয়। রাজনৈতিক পার্টির পক্ষ থেকেও তো অবিচার হয়। মানুষ যদি উন্নত না হয়, তাহ'লে উপায় নেই। মানুষকে ছোট না ক'রে বড় ক'রে তুলতে হবে।

শরৎদা—এক-একজন ক'রে কতদিনে হবে? রাষ্ট্রের হাতে গেলে তাড়াতাড়ি হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেশী দিন লাগে না। গুচ্ছে-গুচ্ছে হয়। ধরুন দেড়লাখ হ'লে তাদের প্রত্যেককে দিয়ে যদি ৩ মাস অন্তর দশটাকা ক'রে দেওয়ান যায়, বড়-বড় শিল্প গড়ে তোলা যায়, পারিবারিক শিল্পগুলিও উন্নত ক'রে তোলা যায়। দেখতে-দেখতে চারিদিক ছেয়ে যাবে। দেখতে হবে যাতে কেউ বেকার না থাকে। ব্যক্তিবিশেষ কেউ ধনকুবের হো'ক, তা তত কাম্য নয়, বেশীরভাগ লোকের যাতে মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের অভাব না হয়, সেইদিকেই নজর দিতে হবে।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বলেন তো কোন্‌টা স্বাভাবিক? আমাদেরটা না ওদেরটা? রামরাজত্বের জ্যান্ত ধুয়ো আজও চ'লে আসছে। বুদ্ধদেবেরটা নিয়ে অশোক যা' করলেন, আজও কি রাশিয়া তার স্বপ্ন দেখতে পারে? কেষ্ট-ঠাকুর যে সমাজ গড়ে দিয়ে গেলেন, তার নিরাবিল হাওয়া চলেছে বুদ্ধদেব পর্য্যন্ত। আজ রাশিয়া সে রাশিয়া নেই, যেমন শুনি তারা ঘুরে-ফিরে আমাদের দিকেই আসছে। তারা যা' ত্যাগ করছে, তা' নিয়ে কেন আমরা এত মারামারি করি? দেখা লাগে আমাদের মধ্যে মার্ক্‌স্‌ আছে কিনা এবং তা' কেমন মার্ক্‌স্‌।

১৭ই আশ্বিন, রবিবার, ১৩৫৫ (ইং ৩।১০।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), প্রবোধদা (মিত্র), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), অনাথদা (মুখোপাধ্যায়) প্রভৃতির সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে বললেন—প্রচারের জন্য ২৫০০০ কৃষ্টিপ্রহরীর কথা আমি তোমাদের কবে থেকে বলছি। কিন্তু তা' তোমরা করলে না। আমি বলছি প্রচার ছাড়া হবে না। তোমরা ক'টা মানুষের কাছে পেঁছাতে পার, আর হাওয়া

যেমন বইছে propaganda (প্রচার) চাই-ই। এবার আমি নিজেই ধরলাম। আমি বলি—তোমরা ৩০০০ কৃষ্টিবান্ধব, আমার বান্ধব হ'য়ে কৃষ্টির প্রচারের জন্য প্রতিমাসে আমাকে দশটি ক'রে টাকা দাও। যারা দেবে প্রীতির সঙ্গে দাও। যে বিশেষ দেড়লাখের কথা বলেছি এই প্রচার আরম্ভ হ'লে সেটা দেখতে-দেখতে এগিয়ে যাবে। আর publicity (প্রচার) হ'লে ঋত্বিক্‌দের prestige (মর্য্যাদা) বেড়ে যাবে কত, লোকে আর তাদের পাছ ছাড়তে চাইবে না। অবশ্য সব ঋত্বিকের prestige (মর্য্যাদা) বাড়া সুবিধাজনক নয়। কিছু ঋত্বিক্ এমন অশৈলি কাণ্ড করে, তাতে সকল ঋত্বিকের মাথা হেঁট হয়। অবশ্য তা control (নিয়ন্ত্রণ) করা লাগবে। তবে এই কৃষ্টিবান্ধব যদি না কর, নানা-মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা যদি না কর, বড়জোর একটা সেবাশ্রম মতো ক'রে কয়েকজনে কোনভাবে দিন কাটাতে পার, কিন্তু কৃষ্টিগৌরব বা কৃষ্টিসম্বর্দ্ধনা ব'লে যে জিনিস তা' আর হবে না। বাঁচার মতো বাঁচা যাবে না দুনিয়ায়।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় তক্তপোষে উপবিষ্ট। কাছে আছেন শরৎদা (হালদার), প্রমথদা (দে), সুরেনদা (বিশ্বাস), অজিতদা (চক্রবর্ত্তী), অরুণ (দত্তজোয়ার্দ্দার), ব্যোমকেশদা (ঘোষ), ননীমা, সরোজিনীমা, বোনামা, রাণু, সেবাদি, রেণুমা, রাণীমা প্রভৃতি।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন—

তোমার পঞ্চেন্দ্রিয়
অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ,
নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক—
এদিগকে সজাগ ক'রে রাখতে
ক্ষিপ্র সন্ধিক্ষু ক'রে রাখতে
অভ্যস্ত হও,
সাথে সাথে চটপটে হতে থাক—সক্রিয়ভাবে,
আর এ পারবে তত বেশী,
যতই তুমি
যেমন আবেগে অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে থাকবে,
তাতে বিক্ষিপ্ত হবে না,
বরং সংগ্রাহী হ'য়ে উঠবে ক্রমশঃ,
বোধ তীক্ষ্ণ হ'য়ে রইবে,
চলনাও হবে ক্ষিপ্র—অনেক।

এরপর বললেন—ইন্দ্রিয়গুলি সজাগ থাকল, কিন্তু সাথে-সাথে যদি চটপটে না হও, dull (জড়) হ'য়ে যাবে। এখানে ব'সে আছ, ঐ দূরে হয়তো একটা শব্দ হ'ল, শব্দটা শুনেই হয়তো বুঝলে কতটা দূরে কী ধরণের শব্দ এবং

সেখানে কী করণীয়। সাথে-সাথে প্রয়োজনমতো উঠে পড়লে। শব্দ টের পেয়ে, ওঠার প্রয়োজন বুঝেও যদি না ওঠ তবে কিন্তু সম্বোধিতা হবে না। শরীর-বিধানকে একটা সাড়াগ্রাহী যন্ত্র ক'রে তুলতে হবে।

আর একটি বাণী দিলেন—

ইন্দ্রিয়গুলির তাক বোধও যেমন
অনুভবও ততটুকু ক্ষিপ্র।

শরৎদা—সেটা তো তফাৎ হয়। মা হয়তো নিজের ছেলের বেলায় তখনই টেরও পায়, যা' করার তা' করেও। কিন্তু অন্যের বেলায় সে বোধ থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অন্যের ছেলের জন্য যদি সে-বোধ না থাকে, তবে নিজের ছেলের বেলাতেও অনুভব ধীরে-ধীরে ক'মে যেতে থাকে। ছেলেপেলের আমি যতখানি মা, যারা নিজেদের পেটে ধরেছে, সন্তানের তা'রা ততখানি মা ব'লে মনে হয় না। আজকাল নিজের ছেলেপেলে সম্বন্ধেও মেয়েরা কেমন উদাসীন হ'য়ে উঠছে। আগের মতো নেই। একটা গরুর যতখানি টান বাচ্চার উপর, তাও সব মানুষের মধ্যে যেন দেখি না। গরু কত সতর্ক তার বাচ্চা সম্বন্ধে। অবশ্য সব মা একরকম নয়।

পরে কথাপ্রসঙ্গে—আমি এটা অনুভব করতে পারি, দশরথ কেমন ক'রে শোকে মারা গেছেন। আমি এতই কষ্ট পেয়েছি, আমি ভাবি আমার nerve (স্নায়ু)-গুলি খুব তেজাল আছে, তাই ডুবেও ডোবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লর খাতার দিকে চেয়ে বললেন, একদিন এই খাতা কতো মূল্যবান হবে। আমি আমার জিনিস ব'লে বলছি না।

শরৎদা—মেয়েদের কি পুরুষের মতো বহির্জগতের কাজ করা ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মেয়েদের মেয়ের মতো বহির্জগতের কাজ। কতকগুলি কাজ পুরুষের মতো ক'রে করতে গেলে স্বাভাবিক বৈষম্য ও অসামর্থ্যের দরুন সাধারণতঃ অপটুভাবে করবে এবং সেই কাজ করার দরুন কিছুটা অসুবিধা বোধ করবে।

শরৎদা—সাংখ্যের বহুপুরুষবাদ আর বেদান্তের অদ্বৈত, এর সামঞ্জস্য কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাংখ্য ও বেদান্ত একই। সাংখ্য কথাটার মধ্যে আছে সংখ্যা। ওখানে mathematically (গাণিতিকভাবে) দেখেছে। যেমন বহু পিতা আছে, কিন্তু পিতৃত্ব এক। Fatherhood (পিতৃত্ব) absolute (অখণ্ড) যেখানে, সেখানে এক। পুরুষ বহু হ'লেও পুরুষত্ব এক ও তা' অদ্বিতীয়। আমার ছেলেবেলার বুদ্ধি— ভাবতাম ভগবান প্রত্যেকটি রকমে এক। দুনিয়ায় এক বই দুই নেই। প্রত্যেক যা'-কিছুই এক, অদ্বিতীয়, অতুলনীয়, প্রত্যেকবারই ভগবান একবার, ভগবান একবার শরৎদা, ভগবান একবার প্রমথদা। একের অবিকল সমান আর একজন না, সমান হ'লে তো দুজন একই হয়। দুই হয়

কী ক'রে? স্রষ্টার মতো সৃষ্টির প্রত্যেকটা এক, অদ্বিতীয়। এক আর একটা এক দুটো এক হ'তে পারে। এইভাবে কী যেন বলেছিলাম মাষ্টারমশায়কে স্কুলে। মাষ্টারমশায় তো মেরেই কাত। ওখান থেকে আমার অংক কষা হ'য়ে গেল।

শরৎদা—কম্যুনিষ্টরা ইষ্টভৃতিকে বলে শোষণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবানে কর্ম্মফল যদি ত্যাগ বা নিবেদন না করি জীবনের উদ্বর্দ্ধন হয় না। যা'র থেকে জ্যোতি পাই সেখানে খালি ক'রে না তুললে, আলো পাই না, জ্যোতি আর পাই না। ভোগ করতে গেলে যে উৎস থেকে পাই, তার জন্য ত্যাগ করতে হয়।

১৮ই আশ্বিন, সোমবার, ১৩৫৫ (ইং ৪।১০।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তবৃন্দসহ বিকালে বেড়াতে বেরিয়েছেন। হাসতে-হাসতে তিনি গল্প করছেন মেয়েরা কেমন করে সেবা দিয়ে পুরুষদের কাবু ক'রে ফেলে। এই প্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন—সুশীলদা সব নিজে করেন। পারতপক্ষে কা'রও সেবা নেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজ হাতে নিজেরটা সব ক'রে নিলে সামর্থ্য ঠিক থাকে আত্মনিয়ন্ত্রণী সক্রিয়তায়। আমি আগে কারও সেবা নিতাম না। কিন্তু অনেকে তাতে খুব দুঃখ করতো—'আমি পাপী, আমার সে যোগ্যতা হবে কী ক'রে? আমার সেবা না নেওয়াই তো উচিত।' এইসব কথায় তখন বাধ্য হলাম সেবা নিতে। আমি বলতাম—'আমার অভ্যাস খারাপ হ'য়ে যাবে।'

তারা বলত—'অভ্যাস কি খারাপ হবে। আমরা তো আছি।'

'আমরা আছি মানে আমরা নাই' তা' জেনেও রাজী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ভাবতাম যদি এর ভিতর-দিয়ে তাদের কিছুটা ভাল হয়।

শরৎদা—'যমেব এষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'—এ-কথার তাৎপর্য্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান নির্ব্বাচন করেন, বরণ করেন যাঁকে, তিনিই তাঁকে পান। তাঁকে বরণ করেন, কারণ তিনি ভগবানকে বরণ করেছেন সর্ব্বতোভাবে। যেমন কোরাণে রসুলের নির্ব্বাচিত হওয়ার কথা আছে। খোদা রসুলকে নির্ব্বাচন করেছিলেন তাঁর বাণী তাঁর ভিতর-দিয়ে বান্দাদিগকে পরিবেষণ করতে। খোদা রসুলকে কেন নির্ব্বাচন করেছিলেন, সে-কথার উত্তর এই যে, রসুল তাঁর সর্ব্বস্ব দিয়ে তাঁকে বরণ করেছিলেন সক্রিয়ভাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে মাঠে তাঁবুতে উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), প্রমথদা (দে) প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত।

একটা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের কয়েকটি বাণী পড়া হ'ল।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এইসব বাণী সম্বলিত একখানা বই কাছে থাকা

মানে আমিই সঙ্গে থাকা।

কেষ্টদা—বই মানে তো কতকগুলি উপদেশ। সেটা তো আপনার বাস্তব সান্নিধ্যের সামিল হতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন্ অবস্থায় কী করণীয় সেইটে তো ধরা যায়।

কেষ্টদা—এর মধ্যে একটা বইয়ে পড়লাম, প্রজ্ঞা না থাকলে মানুষ সব পেয়েও কিছু ধরতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' বটে।

কেষ্টদা—শাস্ত্রের উপর কী যুক্তি খাটান যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যাপারটা আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা সেইখানে শাস্ত্রের উপর যুক্তি খাটান চলে।

কেষ্টদা—আমাদের শাস্ত্রে আছে আস্তিক্যবুদ্ধির কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের শাস্ত্রে কয়—আগে বিশ্বাস কর, আশা পোষণ কর, তুমি এতে পাবে।

অনেকটা পরে একটা লেখা দিয়ে বললেন—আমি এত দেখে-শুনে-বুঝেও প্রত্যেকের সম্বন্ধে কেমন যেন একটা আপনবোধ, আমার বোধ ছাড়তে পারি না। আমি জানি কার কী প্রকৃতি, কার কী স্বভাব, কে কী করতে পারে বুঝিও সব। কিন্তু প্রত্যেকের সম্বন্ধে ভালর প্রত্যাশা যেন ছাড়তে পারি না।

১৯শে আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৫৫ (ইং ৫।১০।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ব'সে পর-পর বাণী দিচ্ছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার) প্রভৃতি আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন—ধর্ম্মে, বিজ্ঞানে, সমাজে সর্ব্বত্র একের খোঁজ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিকই বলেছেন।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি আস্তে বললে প্রফুল্ল বুঝতে পারে না কেন? কিন্তু ভগবান ওর কানটা দিয়েছেন এমন, ওর কিন্তু শোনাই উচিত। আর অনেক সময় যখন কেউ ধরতে পারে না, ও ধরে। ও জন্মেছেই যেন এই কাজের জন্য—আমার কথাগুলি ধরবার জন্য শ্রুতি দিয়ে।

ভোগের পর শ্রীশ্রীঠাকুর বিছানায় এসে বসেছেন। বঙ্কিমদা, কাজলদা, নগেনদা (বসু) রাঙামা প্রভৃতি উপস্থিত।

নগেনদা—কাজলকে পড়াবার জন্য আপনার কাছে একটা পুরস্কার চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাজলের পড়ার জন্য যেই আপনি পুরস্কার চাইলেন, অমনি তিরস্কার হ'য়ে গেল। আর যদি কাজলকে পড়াবার জন্য আপনার মন একাগ্র হ'য়ে ঘুরে বেড়াত, তাহ'লে পুরস্কার কৃতার্থ হ'য়ে আপনাকে এগিয়ে গিয়ে

অভিবাদন করতো।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বড় তাঁবুর তলে ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হ'য়ে উপবিষ্ট।

শরৎদা—আপনি তো এত বলছেন, কিন্তু আমাদের করা, চলা তো শোধরাচ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে আপনাদের স্বাধীন ইচ্ছা। আমি চেষ্টা করছি যাতে আপনাদের এবং আপনারা যাদের স্নেহ করেন, তাদের অজানা কিছু না থাকে। কেউ অজানার দরুন বেঘোরে না পড়ে। এছাড়া বলার আর কোন তাৎপর্য্য নেই। এরপর আমার কিছু করবার সাধ্যি নেই। করা না করা আপনাদের হাত।

২০শে আশ্বিন, বুধবার, ১৩৫৫ (ইং ৬।১০।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর দালানে বিছানায়। শরৎদা (হালদার), শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), অনাথদা (মুখোপাধ্যায়), প্যারীদা (নন্দী), হরিদাসদা (সিং), রাঙামা, কালিদাসীমা, রেণুমা প্রভৃতি উপস্থিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর আজ ম্যাজম্যাজ করছে।

হরিদাসদা এর মধ্যে সরবতি লেবু এনেছিলেন। তাকে আবার সরবতি লেবু আনতে বলা হ'ল।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের জায়গা-জমি হ'লে সরবতি লেবুর গাছ বুনে দিতে হবে। সরবতি লেবু কিছুদিন খেলে organic calcium (জৈব চুন) খাওয়ার কাজ হ'য়ে যায়।

মঙ্গলামা'র একটা চিঠির উত্তরে এই কথা ক'টি শ্রীশ্রীঠাকুর বহুদিন আগে লিখে দিয়েছিলেন—

সুখ চাহিতে নাই,
দুঃখকে ভয় না করিয়া
শাসনে মঙ্গলে নিয়ন্ত্রিত করাই ভাল,
আর তা' যে যত পারে, সে তত পণ্ডিত।
যে জীবন আদর্শে বাঁচিয়া থাকে,
সেই বাঁচিয়া আছে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—জীবনে একজনকে দেখেছি সতীশ মজুমদারের স্ত্রী, সে অনন্তকে খুব ভালবাসত, অনন্তকে ভালবাসত ব'লে আমাকেও ভালবাসত। ভালবাসার একটা লক্ষণ হ'ল প্রিয়ের প্রিয়কে ভালবাসা।

এরপর ফরিদপুর থেকে আগত শিউড়ি সৎসঙ্গ কলোনিতে বসবাসকারী জনৈক ভাইকে বললেন—

টিন দিয়ে সকাল-সকাল ক'রে ছাপড়া ক'রে ফেল, সবাই সবজী বাগান কর,

আর ব্যবসা যে যা' পারে করুক। সকলকে elate (উদ্দীপ্ত) ক'রে রাখা লাগে। কেউ যেন দুঃখ-কষ্টে না ঘাবড়ায়।

সন্ধ্যায় বারান্দায় শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) উপস্থিত আছেন। সপ্তার্চ্চি সম্বন্ধে প্রাথমিক অনেক কথা আলোচনা হ'ল। সেই প্রসঙ্গে দয়াল বললেন—প্রধান কথা হ'লো—ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয় ও উপাস্য। প্রেরিতপুরুষগণ অভিন্ন। যুগপুরুষোত্তমে পূর্ব্বতন প্রত্যেকেই বর্ত্তমান। তাঁর অনুশাসন সর্ব্বথা অনুসরণীয়। বেদ, পিতৃলোক, পরলোক, দেবগণ অবশ্য শ্রদ্ধেয়। বর্ণাশ্রমবিহিত সদাচার পালনীয়। সবর্ণ ও অনুলোম হিতকর, প্রতিলোম পরিধ্বংসী।

পরে বললেন—মূলগুলি আমি সব দিয়ে যাচ্ছি। যা'-যা' দিয়ে যাচ্ছি, তা' ঠিকভাবে চারালে ও পরিপালন করলে ব্যষ্টি ও সমষ্টির উন্নতির জন্য যা' প্রয়োজন কোন দিক বাদ থাকবে না। কর্ম্মীদের খুব আপ্রাণ হ'য়ে লাগতে হয়, যাতে দেশের-দশের জগতের সবদিককার মঙ্গল হয়। নিজের স্বার্থের জন্য মানুষ যেমন ব্যস্ত হয়, সবার জন্য তেমনি হওয়া চাই ইষ্টপ্রীত্যর্থে।

একটু পরে বললেন—

হিং, রসুন আর একটু আদা
মৌরী কালজিরে
সর্দ্দি গায়ের ব্যথায় খেয়ো
সুস্থ হ'য়ে জিরে।

ইষ্টভৃতি নিয়ে কথা হচ্ছিল। সেই প্রসঙ্গে বললেন—ইষ্টভৃতির ফল অশেষ। ইষ্টভৃতি যারা উদগ্র আগ্রহ নিয়ে করে এমন কাম নেই যে তারা পারবে না—অবশ্য সম্ভাব্যতার ভিতর হলে।

দুপুরে ভোগের পরে মায়েদের সঙ্গে রান্নাবান্না নিয়ে কথা বলছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। কথাপ্রসঙ্গে বললেন—তরকারীর মধ্যে নুন দিলে ওর মধ্যে যে স্বাভাবিক নুন আছে তা' আমরা হারাই। তরকারীর মধ্যে নুন যত কম দেওয়া যায় ততই ভাল।

২১শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ৭।১০।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় শরৎদা (হালদার) প্রভৃতির সঙ্গে কথা বলছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন—যদি আদৌ যুদ্ধ বাধে, আর কৃষ্টিবান্ধব যদি তার আগে শেষ না করেন, advantage (সুবিধা) পাবেন না। তাতে কাজও হবে না। তখন কিন্তু আর পারবেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর গৌরদাকে (রায়) বললেন—কলোনির প্যাম্ফলেট ইংরেজী-বাংলা তাড়াতাড়ি ছেপে ফেল।

গৌরদা তাঁর ইট কাটার ঠিকাদারী দেবার বিষয় বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পর্য্যায়জ্ঞান থাকা চাই। আগে ২৫০০০ শেয়ার বিক্রী ক'রে প্রথম কলের টাকা হাতে এনে কাজ আরম্ভ করলে কম খরচে বেশী কাজ হবে। নচেৎ টাকা হাতে না নিয়ে কাজ আরম্ভ করলে খরচ হবে বেশী, কাজ হবে কম।

গৌরদা—কারও-কারও খারাপ ব্যবহারে মন যেন খারাপ হ'য়ে যায়। এমনভাবে অপমান করে, বড় কষ্ট লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মান-অভিমান ছেড়ে দাও, দিন পাও তো তখন ক'রো। যে যা' বলে বলুক, সে বলায় কি তোমার কাজ এগুবে? তোমার খেয়াল থাকবে কেমনভাবে কাজ বাগাবে। যে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, তা'কেই instrument (যন্ত্র) ক'রে চলতে হবে, নচেৎ অসুবিধা সৃষ্টি করতে-করতেই শেষ। যদি কেউ তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, জানলে সে তোমার হাতে এসে গেছে। Handle (পরিচালনা) করতে পারলেই হ'ল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তা'র শ্রদ্ধার পাত্র না হ'তে পারছ, ততক্ষণ তাকে instrument (যন্ত্র) হিসাবে ব্যবহার করার ক্ষমতা তোমার জন্মায় না।

কালীদা (সেন)—অনেক সময় ভাল ব্যবহার করলে পেয়ে বসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি তোষামোদ কর, তাহ'লে পেয়ে বসে।

প্রফুল্ল—অনেক সময় যে কোন ব্যবহারই করা যায়, তাই বিকৃত ক'রে দেখে, শত সদ্ব্যবহারেও কাজ হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সদ্ব্যবহারেরও মানে হয় না, অসদ্ব্যবহারেরও মানে হয় না, যে ব্যবহারে সে adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়, তাই-ই সদ্ব্যবহার।

এখানকার ঘি-বিক্রেতা শুকদেব ঘোষ এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে।

তিনি বলছিলেন—বহু জনের বহু কাজকর্ম্ম আমাকে করতে হয়। রোদটা আমার সহ্য হয় না। বাইরে রোদে ঘোরাফেরায় অনেক সময় দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ি। ঠাণ্ডায় আমার কোন ক্ষতি হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তাকে ঠিক রেখে করলে তবে মানুষ service (সেবা) পায়। সত্তাকে ঠিক রেখে করতে হয়।

২২শে আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ৮।১০।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায়। ব্রজেনদা (চট্টোপাধ্যায়), নগেনদা (বসু), কালীদা (সেন), হরিদাসদা (সিংহ) প্রভৃতি উপস্থিত।

নগেনদা দুঃখ ক'রে বললেন—আমি তো যাত্রা ক'রে বসে আছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে কি কথা? প্রীতিপ্রত্যাশায় যদি সংঘাত না আসে, সে মানুষ অনেকদিন বেঁচে যেতে পারে। মাত্রা না থাকলে, যাত্রা করতে হয়। সব দিক সামঞ্জস্য ক'রে চলতে হয়। থেকে যাতে তাঁর সেবা করতে পারি, সেই তো লাভ।

নগেনদা—এই বৃদ্ধ বয়সে কর্ম্মশক্তি ক'মে গিয়ে মুশকিলে পড়েছি। আজীবন পরিশ্রম করেছি, কিন্তু এখন আমাকে কে দেয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেনেওয়ালা কর্ম্মফল। করলেন আপনি, খেলেন আপনি। পারিপার্শ্বিকের কাছ থেকে নিলেন, কিন্তু তাদের দিলেন কতটা? তাই পান না।

নগেনদা—আমি তো কোনদিন কাউকে ফেরাইনি, দু'আনা, চার'আনা যা' পেরেছি, দিয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন যা' পাচ্ছেন, সে আগে দিয়েছেন ব'লেই।

জনৈকা মা—আমি কটু কথা, খারাপ ব্যবহার সইতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর-মানুষের ভালটা নিবি, মন্দ কথায় কান দিবি না। কোন প্রত্যাশা যদি না রাখিস এবং সবটার জন্য যদি রাজী থাকিস, তাহ'লে আরো ভাল।

প্রফুল্ল—আপনার লেখাগুলি বার-বার পড়লে নামধ্যান করার মতো ফল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাষার একটা resonance (রণন) থাকে। বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে। তা' পড়লে তখন মন্ত্রের মত ক্রিয়া করে। একটা sensation (বোধ) টের পাওয়া যায়। তোমরা লেগে থাকলে, তোমাদেরও তেমনি ভাষা বেরুবে।

প্রাঙ্গণের মাঠে বিকালে বড় তাঁবুর তলে কেষ্টদা ও শরৎদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চ্চি নিত্যপালনীয়।

পরে কর্ম্মীদের সম্বন্ধে বললেন, সমগ্র দায়িত্ব নিয়ে করার ধাঁজ যদি একটা বিলাসের মতো পেয়ে না বসে, একঘেয়ে ব'লে যদি বোধ করে তাহ'লে হবে না। শরৎদা (হালদার), কালিদাস (মজুমদার), সুরেন (বিশ্বাস), শৈলেন (ভট্টাচার্য্য) ও আর একজন যদি সৎসঙ্গ জগতের সর্ব্বত্র সবকিছু বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব নিয়ে নামে, তবে মানুষও জোগাড় হয়, কৃষ্টিবান্ধবও হয়। কলোনির শেয়ার দোয়াড়ে বিক্রী করা লাগে, তাহ'লে ভিত্তি শক্ত হয়, দেড়লাখের ক্ষেত্রও তৈরী হয়।

কনফারেন্সের পর সব কর্ম্মীকে এখান থেকে বাইরে পাঠাতে হয়। মাতালের যেমন পাছটানের ধান্ধা থাকে না, এ-কাজ যারা করবে, তাদেরও তেমনি নেশা চাই। Go-between (দ্বন্দ্বী-বৃত্তি) থাকলে হবে না। ঐরকম চরিত্র যাদের, তাদের বারো আনা কাজ সেরে এনে চার আনার জন্য ফসকে যায়। Go-between (দ্বন্দ্বী-বৃত্তি) জন্মের মতো ছাড়া লাগবে। ইষ্টভৃতির ব্যাপারে প্রবল আপ্রাণতা থাকলে, অনেক কিছু পারে. ওখানে দুর্ব্বলতা দেখলে বুঝতে হবে অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা আছে। একটা একাগ্র উদ্যম চাই, নেশাধরা মানুষ হওয়া লাগে। যারা সহজে ব্যথা পায়, অপমান বোধ করে বা মুষড়ে যায় অন্যের ব্যবহারে, তাদের

পারা মুশকিল। বেহায়াবতেল না হ'লে হয় না। কেষ্টদা বলে—'আমি অনেক সময় বেলয় কথা বলে ফেলি।' তাতে যদি প্রফুল্ল কিংবা শরৎদা, কি তোমরা কেউ বিমর্ষ হও, মনে কর যে তার প্রকৃতিই অমনতর, তা' কিন্তু ঠিক হবে না। অবশ্য কেষ্টদারও ঐধরণের কথা avoid (পরিহার) করা ভাল। যাদের উপর কাজের দায়িত্ব তারা সোর-গোল করবে না বা অহঙ্কার করবে না। অন্যকে পরিচালনা করা মানে তাদের কাজে অন্তরাসী ও দায়িত্বশীল ক'রে তোলা। বইগুলির কাজ শেষ ক'রে দিয়ে কেষ্টদা যদি কলকাতা যেতে পারে তাহ'লে কাজ হয়। সবসময় চেষ্টা করা লাগে যাতে কর্ম্মী সংগ্রহ হয়। কৃষ্টিবান্ধব হ'লে এবং কাগজে ভাবধারা বেরুলে লোক জুটতে পারে। এখনও দেশে লোক আছে। কাত্যায়ন যেভাবে চাণক্যকে ধ'রে কাজে লাগিয়েছিল, চাণক্য যেভাবে চন্দ্রগুপ্তকে ধরেছিল, সেইভাবে মানুষ ধরতে হয়।

২৩শে আশ্বিন, শনিবার, ১৩৫৫ (ইং ৯।১০।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায়। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), প্রমথদা (দে), মেণ্টুভাই (বসু) প্রভৃতি উপস্থিত।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—হিটলার দাম্ভিক হওয়ায় ক্রমাগত fall (পতন) হ'তে লাগল। দাম্ভিক হ'লে মানুষ tusslling (বিরোধপ্রবণ) হয়। তা' থেকেই গোলমাল বাড়ে।

কৃষ্টিবান্ধবের কথায় বললেন—কৃষ্টিবান্ধব ক'রে কাগজগুলির সঙ্গে ব্যবস্থা ক'রে নিতে হয়। নিজেরা কয়েকটা কাগজ বের করতে পারি কিনা বা কোন-কোন কাগজের কিছু অংশ কিনে নেওয়া যায় কিনা তাও দেখতে হয়। পরমপিতার কথা মানুষ যাতে জানতে পারে, তার ব্যবস্থা করাই লাগে। কৃষ্টিবান্ধবের সাথে বইগুলি যদি বের করা না যায়, তাহ'লে হবে না। ঐসব ভাবধারা মাথায় নিয়েই তো লেখকরা লিখবে। যা'রা লিখবে, তাদের সত্তা ভক্তিভাবে অনুরঞ্জিত হওয়া চাই। তবেই তাদের লেখায় মানুষ ঠিক-ঠিক ঈশ্বরমুখী ও কৃষ্টিমুখী হবার প্রেরণা পাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় প্রাঙ্গণের বড় তাঁবুতে। শরৎদা (হালদার), কালিদাসদা (মজুমদার) প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত। তাঁকে ঘিরে ভক্তবৃন্দকে নিয়ে **আনন্দের হাট বসেছে।**

কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলছিলেন—একদল মানুষ জন্মে ভগবৎ-নেশা নিয়ে, তারা আর কিছু চায় না, অন্য কিছুতে ভোলে না। তারা জ'ন্মে অবধি কী যেন খোঁজে। তা' না পাওয়া পর্য্যন্ত শান্তি পায় না, স্বস্তি পায় না। তাঁকে চাই-ই। এমনতর মানুষ ইষ্টসান্নিধ্য পেলে তাঁকে আর কিছুতেই ছাড়ে না। তাঁর সেবায়

লেগে যায়। ধরল তো ধরল, ইহপরকালের জন্য তাঁর কেনা গোলাম হ'য়ে যায়। দুঃখ-কষ্টের তোয়াক্কা করে না। কোন ব্যক্তিগত লাভের প্রত্যাশা রাখে না। তাঁর মুখে হাসি ফোটানই একমাত্র কাজ। তারা কারও কওয়ার অপেক্ষা রাখে না। এ করা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না।

একটু বাদে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নিম, নিশিন্দা, বেলেরপাতা, গুলঞ্চ আর কলপনাথ একতোলা ক'রে নিয়ে বেটে ৪০টা বড়ি ক'রে সকালে খালি পেটে একবড়ি ক'রে খেয়ে কিছুক্ষণ পরে ঠাণ্ডাজল বা পাতলা মিশ্রীর সরবত খেতে হবে। এতে যকৃৎ, শ্লেষ্মা বা অন্ত্রের দোষ নিবারিত হয়, গায়ের রং পরিষ্কার হয় ও জ্বর সারে। এটা রসায়ন।

নিষ্কাম কর্ম্ম সম্বন্ধে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নিষ্কাম কর্ম্ম কেমন, যেমন ছেলের যখন ক্ষিদে পায় এবং মা-বাপ যখন তার জন্য দুধ আনতে যায়, তখন যেন একেবারে পাগল। কোন মান-অভিমান থাকে না, শত্রুতা-মিত্রতা থাকে না, একজন হয়ত কথায় সাড়া দেয় না, তাকেই হয়ত কতবার দুধের কথা জিজ্ঞাসা করে। মা-বাপ ছেলের জন্য যতটা বোধ করে, ছেলে নিজের ক্ষিদে অতটা বোধ করে কিনা সন্দেহ। এই দেখে আঁচ করা যায়, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছায় কর্ম্ম কেমন ও কাকে বলে। আমরা তখন তদ্‌গতচিত্ত হই।

২৪শে আশ্বিন, রবিবার, ১৩৫৫ (ইং ১০।১০।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় তক্তপোষে উপবিষ্ট। প্রমথদা (দে), শরৎদা (কর্ম্মকার), সুবিমলদা (পাল), কালিদাসদা (মজুমদার), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), প্রবোধদা (মিত্র) প্রভৃতি আছেন। খবরের কাগজ পড়া হ'চ্ছে। দেশের সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দোষত্রুটি যা' থাক, অল্পদিন স্বাধীনতা পেয়েই যতটুকু করেছে তা' কম নয়। আর্য্যদের রক্তেরই একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কাগজে লিখে-লিখে এটা যদি একটু উস্‌কে দেওয়া যায়, আবার সব জেগে উঠবে। প্রত্যেক জাতির মধ্যে সুপ্ত শুভসম্পদ যা' থাকে, তা' জাগাবার ব্যবস্থা করতে হয়। খারাপটাকে উপেক্ষা ক'রে ভালটাকেই বাড়িয়ে তুলতে হয়। তাই ব'লে আমি খারাপ কিছুকে প্রশ্রয় দেওয়ার কথা বলছি না।

পশুপতিদা (বসু)—ঈশ্বরের ভালবাসাকে কি বেতার তরঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা যায়? যেখানে যেমন সঙ্গতি থাকে, সেখানে তেমনি ধরা পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঈশ্বরের ভালবাসা কেন? মানুষের ভালবাসাও অমনি। তোমার যদি তোমার বাবার সঙ্গে সঙ্গতি না থাকে, তোমার বাবার ভালবাসা কি তুমি বোধ করতে পার?

২৫শে আশ্বিন, সোমবার, ১৩৫৫ (ইং ১১।১০।৪৮)

প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় একটি বাণী-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, ত্বক এরা পৃথক হওয়া সত্ত্বেও যেন আমি হ'য়ে গেছে, অর্থাৎ আমার জীবনের সামিল হ'য়ে গেছে, জীবনের পরিপন্থী কোন কিছুকে এরা নিরাকরণ করতে চেষ্টা করে। এটা হ'লো জীবনীশক্তির লক্ষণ। তেমনি বহু মানুষের জীবন যখন আদর্শকে মুখ্য ক'রে নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন তাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সঙ্গতি, সংহতি ও সামঞ্জস্য স্বাভাবিকভাবে গ'ড়ে ওঠে। বিরোধের স্থান সেখানে কমই থাকে। তাছাড়া, সেখানে আদর্শপূরণী কর্ম্ম ও উৎসাহ-উদ্দীপনাও বেড়ে যায়। কাগজে লিখে-লিখে সারা দেশকে এইভাবে ভাবিত ক'রে তুলতে হয়। এই কথা থেকে লোকে এতদূর স'রে গেছে যে নূতন কথা ব'লে মনে করে। বহু যোগ্য লোক আছে, যাদের কাছে আমাদের ঋত্বিক্‌রা পেঁছাতে পারছে না। কাগজে নিত্য নূতনভাবে এই সব কথা বেরুতে থাকলে, দেশের মধ্যে একটা নূতন মঙ্গলকর হাওয়া বইতে সুরু করবে।

বিকালে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে শরৎদা প্রভৃতির সঙ্গে আলোচনা চলছিল। কথাপ্রসঙ্গে দয়াল বলছিলেন—Unity in diversity (বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য) আছে ব'লে একজনের প্রয়োজনে আর একজন লাগতে পারে। নচেৎ সবাই equal (সমান) হ'লে কেউ কা'রও প্রয়োজনে লাগত না।

২৬শে আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৫৫ (ইং ১২।১০।৪৮)

গতকাল পাটনা থেকে ইউনাইটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়ার ফণীন্দ্রনাথ মিত্র এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন পুরুলিয়ার জননায়ক অতুলচন্দ্র ঘোষের কাছে একটি চিঠি লিখে দিতে, যাতে আমরা উচিত মূল্যে রামকানালীতে অন্ততঃ দেড়হাজার বিঘা জমি পেতে পারি। শ্রীশ্রীঠাকুর চিঠিখানির নকল রেখে দিতে বললেন। তা' এইঃ—

United Press of India
Post Box 22
Patna G. P. O
মঙ্গলবার, ১২।১০।৪৮

মাননীয় অতুলবাবু,

কতদিন আপনাকে দেখি নাই। তারপর এখন তো আবার কংগ্রেস ছাড়িয়া দিয়াছেন। জানি না, আবার কখন কোথায় আপনার দর্শন পাইব। আশা করি, আপনি সপরিবারে কুশলে আছেন এবং আপনার আশ্রম ভালভাবেই চলিতেছে।

পাবনার সৎসঙ্গের কথা আপনি নিশ্চয়ই জানেন। কেন না, আপনি তাহাদের

ও-অঞ্চলে জমি দেওয়াইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। রামকানালীতে ইঁহারা ৫০০ বিঘা আন্দাজ জমি কিনিয়া ফেলিয়াছেন। ইঁহাদের অন্ততঃ দেড়হাজার বিঘা জমির দরকার। এ পরিমাণ জমি ওদিকে আছে। কিন্তু ৫০০ বিঘা জমি বিক্রী হইয়া যাবার পর অন্যান্য জমির মালিকেরা তাঁহাদের জমির জন্য অত্যন্ত দর চাহিতেছেন। কেহ বা জমি বিক্রয় করিতে রাজীই হইতেছেন না।

সৎসঙ্গ পাবনা হইতে সর্ব্বহারা হইয়া আপনাদের আশ্রয়ে আসিয়াছে। ইঁহাদের যে-সব কাজ পাবনায় চলিতেছিল, সব বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। কতরকমের industry ছিল, জনসাধারণের শিক্ষার জন্য কত ব্যবস্থা ছিল। দশের অন্ন-সংস্থানের জন্য পাঁচ হাজার বিঘা জমিতে চাষই হইত। দেশের-দশের সেবা ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্য এই সৎসঙ্গ এই জগতে আসিয়াছে। আজ ইঁহারা বিহারে আসিয়াছেন এবং পাবনায় যা'-কিছু ছিল, সে-সবই এখানে পুনঃপ্রতিষ্ঠান করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এ বিষয়ে আপনার সাহায্য ও সহানুভূতি একান্তই কাম্য।

রামকানালীতে যাহাতে ইঁহারা অল্পায়াসে আবশ্যকমতো জমি সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। একটু কষ্ট করিয়া যদি আপনি ও অঞ্চলের লোকদের সহিত contact করেন এবং জমি দিবার জন্য বলিয়া দেন, তাহা হইলেই সৎসঙ্গ তাহাদের আবশ্যকমতো জমি পাইয়া যাইবে। আপনার কথা সকলেই শুনিবে। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

ইতি—

স্নেহার্থী

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মিত্র

শ্রীশ্রীঠাকুর ভোলানাথ সরকারদাকে জানালেন যাতে তিনি পাটনায় গিয়ে শ্রীযুত ফণীন্দ্রবাবুর সাহায্য নিয়ে বিহারের কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে সৎসঙ্গের কাজের ব্যাপারে যোগাযোগ করেন। প্রেসিডেণ্ট ফণীবাবুর বিশেষ বন্ধু। ফণীবাবুকেও এ বিষয়ে যা' বলার ব'লে দিলেন। পরে অমূল্য ঘোষদাকেও অতুলবাবুর কাছে ফণীবাবুর লিখিত চিঠি সম্বন্ধে কিছু নির্দ্দেশ দিলেন।

আজ বিজয়া-দশমী। বাইরে থেকে অনেকে এসেছেন। বড়াল-বাংলোর বারান্দায় শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের বললেন—পাই-পাই ক'রে door to door (বাড়ী-বাড়ী) ঘোরা লাগবে। মানুষ যতসময় না ঘুমায়, প্রত্যেককে pursue (অনুসরণ) ক'রে কৃষ্টিবান্ধব ৩০০০ এবং শেয়ার ২৫০০০ ইউনিট ঠিক করা লাগবে। ইষ্টভৃতি ক'যে না করলে হবে না, যা' কিছুর foundation (ভিত্তি) ঐ ইষ্টভৃতি। ইষ্টের জন্য শুধু ভাবলে, বললে হবে না। বাস্তব করাটা চাই প্রাণঢালা।

দুর্গাপূজা সম্পর্কে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নিজের মা'র প্রতি অচ্যুত আনতিই আমার জীবনের দুর্ভেদ্য দুর্গ আর সেই আনতি নিয়ে যখন

তাঁর চরণে নিবেদিত হই—সক্রিয় সম্বোধি নিয়ে, তখনই মা আমার দুর্গতিনাশিনী দুর্গা। মাতৃভক্তি যখন আমাদের এই উপলব্ধিতে উপনীত ক'রে দেয়, তখনই আমরা দুর্গাপূজার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

প্রফুল্ল—কোন লোক যদি চেষ্টা সত্ত্বেও সৎনাম না নেয় এবং সেই অবস্থায় যদি মারা যায়, তার জন্য কী করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' করার আছে, তা' করা যায়।

প্রফুল্ল—কী করার আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রার্থনা করতে হয়, তার যাতে সদ্‌গতি হয়, সদ্‌গুরুতে নতি হয় আর সঙ্গে-সঙ্গে চেষ্টা করতে হয়, তার একান্ত আপনজন, যেমন ছেলেপেলে ইত্যাদি যেন সক্রিয়ভাবে ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে।

প্রফুল্ল—সেই বিগত আত্মার তাতে কী লাভ? সে তো চ'লে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিগত আত্মার ঝোঁক থাকে সংশ্রবের ভিতর পিণ্ডগ্রহণ করার, শরীর নেওয়ার। তার আনুপাতিক সন্মার্গী সঙ্গতি যদি থাকে, সে সেখানে জন্মায়, সে তখন সন্মার্গী তাপস হ'য়ে ওঠে।

তারপর লেখা সম্পর্কে বললেন—ভাব যত হজম হয়, ভাষা তত তরতরে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে প্রাঙ্গণের মাঠে তাঁবুতে। শরৎদা (হালদার), প্রমথদা (দে), ইন্দুদা (বসু), রত্নেশ্বরদা (দাসশর্ম্মা) এবং বহু দাদা ও মা উপস্থিত।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—স্মৃতি দুর্ব্বল হয়, ভুল হয়—একটা চিন্তা ও বিষয় যদি আর একটা চিন্তাব্যাপারে কেটে যায়, আর পেটে যদি constant irritation (নিরন্তর উত্তেজনা) থাকে। সেইজন্য মন স্থির ও সুশৃঙ্খল এবং পেট সাফ ও হাল্কা রাখতে হয়।

বহু লোকসহ বিকালে বেড়িয়ে ফিরবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর মধ্যে ঘাসমুক্ত পায়ে-চলার পথ লক্ষ্য ক'রে বললেন—কেমন সুন্দর রাস্তা পড়ে গেছে মানুষ হাঁটতে-হাঁটতে।

প্রফুল্ল—শুনেছি অভ্যাসের ফলে স্নায়ুবিধানে ঐরকম পথ তৈরী হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ চলেছে, ঘাস জায়গা ছেড়ে দিয়েছে।

পরে এসে তাঁবুতে বিছানায় বসলেন।

জনৈকা মা'র সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—তুই যে অকাম ক'রে ফেলিস। যা' তা' খাস।

উক্ত মা—সে তো কবে খেয়েছি। আর তো খাই না। আর তার প্রতিকার কী তাই তো জানতে চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখনই কুপথ্য ভোগ, তখনই কি হয় রোগ?...........যা হো'ক, গোঁসাইদা বা গিরীশদার কাছ থেকে প্রায়শ্চিত্তের বিধান জেনে নিয়ে তাই করতে হয়। ঐ কাজ আর না করা এবং খুব ক'রে নামধ্যান করা বড় কাজ।

আজ (২৬শে আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৫৫, ইং—১২।১০।৪৮) থেকে যতি-আশ্রমের সূত্রপাত।

শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদা (হালদার), নরেনদা (মিত্র), কালিদাসদা (মজুমদার), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), যন্তা সুরেনদা (বিশ্বাস) প্রভৃতিকে তাঁবুর মধ্যে ডেকে নিভৃতে বললেন—নিজেরা সমস্তকিছুর responsibility (দায়িত্ব) নিয়ে কাজ করা লাগবে। এখন এটা, তখন সেটা, এমনতর whims (খামখেয়ালী) করলে চলবে না। কাউকে বলা যাবে না যে আমরা charge (দায়িত্ব) নিলাম। যা' করার সোরগোল না ক'রে ক'রে যেতে হবে। Time-factor (সময়ের দিক)-এর উপর তীব্র নজর রাখতে হবে। যে সময়ের মধ্যে যেটা করবার, তার মধ্যেই তা' করতে হবে। বরং যতটা আগে পারা যায়। কাউকে misunderstand করবেন (ভুল বুঝবেন) না কিছুতেই। ইষ্টভৃতি না কমে। General initiation (সাধারণ দীক্ষা) খুব বাড়ান লাগে। অমাত্য চাই। সহকর্ম্মীদের আপনাদের প্রতি সশ্রদ্ধ হওয়া চাই। আপনাদের মধ্যে যতখানি ভুল-ত্রুটি থাকবে, সহকর্ম্মীরাও ততখানি deteriorate (অপকর্ষ লাভ) করবে। শরীরের প্রতি নজর রাখা লাগবে, যাতে অসুস্থতায় সাধন-ভজন ও কাজের ক্ষতি না হয়। আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি চাই, বুকভরা ভালবাসা চাই, যাতে মানুষ আঠার মতো পিছে-পিছে লেগে থাকে। আর একটা কথা। আমাদের কিছু নেই। আছে মানুষ। মনুষকে দিয়েই সব করতে হবে। যাতে পাঁচ পয়সা লাগে, সেটা যদি বিনা পয়সায় করতে পারেন, তাহ'লে করা হ'লো। যত লাগে লাগুক,- এমনতর দেমাকী রকম ও কথা হ'লে, মানুষকে বিরূপ ক'রে তোলে। মানুষকে ভালবেসে আপন ক'রে বিনা পয়সায় যাতে কাজগুলি করাতে পারেন, সেই ধাঁজ নিয়ে চলতে হবে।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন—

আলাপ-আলোচনায়
যদি মানুষকে
সক্রিয় সহানুভূতিসম্পন্ন করতে না পারলে—
নিজের ব্যাপারে ;—
বিড়ম্বনাই কিন্তু লাভ ক'রে এলে।

কালিদাসদা—আলাপ-আলোচনায় সবাইকে কি সক্রিয় সহানুভূতি-সম্পন্ন ক'রে তোলা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেখানে হয় না, সেখানে পারলে না। করতে-করতেই হয়। ঠিক কথা বেরিয়ে পড়ে। Intuition (অন্তর্দৃষ্টি)-এর মতো হয়। কার বুকে কী আছে, কোথায় গেলে সুবিধা হবে, আপনা থেকে ভেসে ওঠে। ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে চলতে থাকলে, তাঁর দয়ায় সব স্পষ্ট ধরা পড়ে। এ অতি

সহজ ব্যাপার। তাঁর দিকে মন থাকে না, লেহাজ রাখ না, তাই বোঝ না। আমি এই যে সব কথা বলছি, বলছি তো নিজের সমীক্ষা দিয়ে। সত্যি কথা বলতে কি, আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। তাঁর শরণাগত হ'য়ে থাকতে পারলে ভয় নেই, তিনিই তখন চালনা করেন। ভুল হবার অবকাশই থাকে কম।

একটু থেমে পরে আবার গভীর আবেগের সঙ্গে বললেন—আমার ইচ্ছা করে কি! আমরা যে কয়জন ছিলাম। দিনরাত ঐ কথা বলতাম। ঐ নিয়ে মসগুল হ'য়ে থাকতাম। নামধ্যান করতাম। যেমন ননী আছে, গিন্নীর মতো রান্নাবাড়ার দেখাশুনা করল। একটা তাঁবুতে বা টিনের ছাপড়ায় থাকলেন সবাই। ঐভাবে থাকলে আগুনে কাম হয়। এতে জোর বাঁধে বেশী। বাড়ী গেলে চুষে নেয়। অবশ্য তা' হওয়া উচিত নয়। বাড়ীতে এক-আধ সময় অন্যকে দিয়ে একটু খোঁজখবর নিলেন হয়তো। বললেন তরকারীটা কিনে দে। বাড়ীর থেকে হয়তো চ'টেই এসে হাজির হ'লো—'কী কর, দেখ না!' তখন হয়তো কিছু দিয়ে দিলেন। চ'লে গেল। আমাদের যেমন হ'ত। আমার এক-একটা জিনিস এমনভাবে পেয়ে বসে যে মনে হয় এখনই টাকা সংগ্রহ ক'রে টিন কিনে লেগে যাই। এই মুহূর্ত্তেই সুরু করি। সংকল্প তখন-তখন সিদ্ধ করলে তাতে সিদ্ধ-সংকল্প মানুষ হয়।

একজন কেউ এই দলের মধ্যে বীরেন ভট্টাচার্য্যদাকে গ্রহণ করা যায় কিনা সেই কথা উত্থাপন করায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, বীরেনদার শরীর ততো পটু নয়। বীরেনদার অনেক গুণ, নিজে না খেয়ে অন্যকে খাওয়াবার অভ্যাস। তা' ভাল বটে, কিন্তু শরীরটা টেঁকে এতটুকু তো নিজে নেওয়া লাগবে। কয়, ম'রে বাঁচলাম, আমার তা' ভাল লাগে না। বেঁচে বাঁচালাম, তবে সে হয়।

আবার পূর্ব্বপ্রসঙ্গে ফিরে আসলেন।—আগে প'ড়ে থাকতাম পদ্মার পাড়ে। এক ধ্যান, এক জ্ঞান, এক নেশা। কেমন ক'রে পরমপিতার কাজ হবে। লোকে ঠাকুর-টাকুর বলতো। যে যা' বলুক, কোন দিকে খেয়াল ছিল না। তাঁর ইচ্ছা পূরণ করা চাই। জগৎ মাতিয়ে তোলা চাই তাঁর নামে। অহরহ এক মত্ততা। যে আসে তা'র সঙ্গেই ঐ কথা। সবাই যেন পাগলপারা।

এখন আবার কই। আপনারা যা'রা sincere (অকপট), জীবন বলি দিতে চান যারা আমার কাজে, তাদের with all responsibility (সমস্ত দায়িত্ব-সহকারে) কাজ করা চাই। ছেলে বউ-এর কথা ভাবলে হবে না। তারা যদি কাছা ধরে টানেও, তবু টলবেন না।

আজ বিজয়ার রাত। চতুর্দ্দিক জ্যোৎস্না-প্লাবিত। আশ্রম-প্রাঙ্গণে আনন্দ-কোলাহল। কতজনে দূর থেকে তাঁকে প্রণাম করছেন, নিজেদের মধ্যে প্রণাম ও আলিঙ্গনাদি চলছে। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের কোনদিকেই খেয়াল নেই। তিনি বিভোর হ'য়ে ব'লে চলেছেন—

এখানে প'ড়ে থাকলেন। বাড়ী খাওয়া নয়। এখানে যেদিন যা' জুটল,

মরিচ ড'লে খেলেন। পারবেন তো?

সকলে একবাক্যে বললেন—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানে থাকাকালীন দিন-রাত এই নিয়ে এই জায়গায় ছাপড়ায় থাকলেন। কাজে বেরিয়ে গেলেন। আবার এসে এখানে রইলেন। আমি select (নির্ব্বাচন) করেছি দোষগুণ সব বিচার ক'রে। যদি ইচ্ছা থাকে লেশমাত্র, করেন, আজ দশহরার দিন বলছি। পারবেন তো?

সবাই একযোগে—আজ্ঞে হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টদা আমাকে বলেছে, দোষের গোড়ায় আমি। আমি টক ক'রে বেফাঁস ব'লে ফেলি। আমি তো চেষ্টায় আছি। এরাও যদি স'য়ে নেয়। আমার প্রকৃতি তো জানে, আমাকে যেন otherwise (অন্যরকম) মনে না করে। আজ বিজয়া-দশমীর দিন বলছি। এখানে ৩ সিটওয়ালা দুটো রুম ও রান্নাঘর তুলি ছায়ার মধ্যে। বাড়ীঘর ছেড়ে দেন। গেরুয়া সন্ন্যাসী না হ'য়ে সাদা কাপড়ে সন্ন্যাসী হন। আমি রইলাম, আপনারা রইলেন। শরীর-টরীর ঠিক হ'য়ে যাবে, আধিব্যাধি কিছু থাকবে না। কাউকে বলবেন না 'আমরা দায়িত্ব নিলাম'। ওতে inferiority (হীনম্মন্যতা) বাড়ে। ভাবে, 'করনেওয়ালা খুব'। আর বলছি, পরস্পরের দোষ স'য়ে-ব'য়ে নেওয়া লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুধীর দাসদাকে ডেকে দেখালেন কোথায় ঘর উঠবে। বললেন—তাড়াতাড়ি কচাকচ ক'রে ফেল্।

নরেনদা ইচ্ছা প্রকাশ করলেন—ঐ রাত থেকেই বড়াল-বাংলোয় থেকে যাবেন। শ্রীশ্রীঠাকুর হরেনদা (বসু) প্রভৃতিকে দিয়ে প্রত্যেকের বাড়ী থেকে বিছানা আনাবার ব্যবস্থা করলেন। ঐ রাত থেকেই ওঁরা থেকে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ-ছাড়া উপায়ও নেই। বাড়ী গেলে কী পাথর আছে, চুষে নেয় যেন।

ভোগের পরে গোলঘরে বিছানায় ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—খাওয়া-থাকা, চৌকী, থালাবাসন, সব আলাদা করা লাগে। কা'রওটা কেউ ছোঁবে না। ব্যবহার করবে না। পুরনো বেহালার দাম বেশী। যীশুর রুমাল হাতে করলে নাকি কে ভূত-ভবিষ্যৎ সব টের পেত। একনিষ্ঠ তপস্যায় সাধকের ব্যবহৃত জিনিসপত্র পর্য্যন্ত charged (শক্তিভৃত) হ'য়ে থাকে। চৌকীর আলাদা মাপ করা লাগে।

২৭শে আশ্বিন, বুধবার, ১৩৫৫ (ইং ১৩।১০।৪৮)

খুব সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় তক্তপোষে শয্যায় উপবিষ্ট। শ্রীশ্রীবড়মা কাছে একখানি চেয়ারে ব'সে আছেন। পরস্পর কথাবার্ত্তা বলছেন। কাছে আছেন প্যারীদা (নন্দী), সিঁথির গৌরদা (দাস), কালিদাসীমা প্রভৃতি।

২ জন দাদা কৃষ্টিবান্ধব হ'লেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের বললেন—ইষ্টভৃতি ক'ষে করবে। অমন মাল আর নেই। ওতে শক্তি ঠেলে বেরিয়ে পড়বে। কিছুতেই আটকাবে না। ভোরে উঠে সন্ধ্যা-আহ্নিক ও ইষ্টভৃতি ক'রে কাজে বেরুবে। আর, ভাবা ও করায় মিল রাখবে। এই motion (গতি)-টুকু দিয়ে দিলে গাড়ী চলতে থাকবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তারপর বহু লোকসহ বেড়াতে বেরুলেন। বেড়াবার সময় দুটি বাণী দিলেন।

আজ বিজয়ার পরদিন। বিকালে বেড়াতে বেরিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্বাসবাটীতে ঢুকে সেখানে তাঁর এক আত্মীয়াকে ভক্তিবিনম্রচিত্তে প্রণাম ক'রে তাঁদের দাওয়ায় বসলেন। ওঁরা বসতে চেয়ার দিয়েছিলেন, তাতে বসলেন না।

সন্ধ্যায় বেড়িয়ে এসে ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে বড় তাঁবুতে বিছানায় বসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। এমন সময় এন্থনী এলেঞ্জিমিটটাম এসে প্রণাম ক'রে রবীন্দ্রনাথ-সম্বন্ধে তাঁর লিখিত একখানি বই শ্রীশ্রীঠাকুরকে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোথায় উঠেছ? কিছু খেয়েছ?

এলেঞ্জিমিটটাম—বড়দার বাড়ীতে উঠেছি। সেখানে চা জলখাবার খেয়ে এসেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ক'রে দিলেন।

তারপর কথায়-কথায় বললেন—ধর্ম্ম আলাদা হ'লো কী ক'রে এই কথা আমি ভেবে পাই না। প্রত্যেক প্রেরিতপুরুষই তো দেশকাল-পাত্রানুযায়ী বাঁচা-বাড়ার নীতি-বিধির কথা বলেছেন, পূর্ব্বতনকে স্বীকার করেছেন, fulfil (পরিপূরণ) করেছেন। পূর্ব্বতনকে যারা স্বীকার করে না, তারা indirectly (প্রকারান্তরে) বর্ত্তমানকেও deny (অস্বীকার) করে। মহাপুরুষদের কথা না শুনে নিজেদের প্রবৃত্তি-অনুযায়ী তাদের কথার ব্যাখ্যা ক'রে ও মানুষকে সেইভাবে পরিচালিত ক'রে আমরা তাদের deceive (বঞ্চিত) করেছি ও ধর্ম্মভ্রষ্ট করেছি। আমরা এমনতর ক্ষতি কেন করলাম, এমন ক'রে কেন prophet (প্রেরিতপুরুষ)-দের বিরুদ্ধে গেলাম!

এলেঞ্জিমিটটাম—Political purpose (রাজনৈতিক উদ্দেশ্য)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—That is not politics (সেটা রাজনীতি নয়)। That is diplomacy of complexes and not of being (সেটা প্রবৃত্তির কূটনীতি, সত্তার নয়)। আমার ভাল লাগে প্রত্যেকটি প্রেরিতপুরুষকে; তিনি যিনিই হউন, সকলেরই যেন এক সুর। হাদিস এনেছিল, দেখে মনে হ'ল যেন ক্রাইষ্টের কথা নকল করা, অবশ্য হাদিসে হাদিসের মতো ক'রে বলা। তাঁরা পরিবেষণ করেছেন দেশকালপাত্রানুযায়ী প্রয়োজন বুঝে। ভগবান নিজে unit (একক), তিনি ভালবাসেন ঐক্য, একতা, integrated (সংহত) হওয়া একে—

ভগবানে—আমরা তা' করলাম না—উল্টো করলাম—ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন দল বাঁধলাম। আমরা যে-কোন prophet (প্রেরিতপুরুষের)-এর কথা বলতে গিয়ে তাঁর পরবর্ত্তী ও পূর্ব্ববর্ত্তীর কথা যদি না বলি, তবে অন্যায় হবে। Same thing (একই জিনিস), same rhythm (একই ছন্দ)। ক্রাইষ্ট বিবাহ-বিচ্ছেদকে কত ক'রে নিষেধ করলেন। এমনতর পর্য্যন্ত বললেন, স্বামী-পরিত্যক্তা নারিকে বিবাহ করা ব্যভিচারের সামিল। আমরা সেই জিনিসই প্রবর্ত্তন করলাম। কেন করলাম। আমরা খেয়ালকে প্রাধান্য দিয়ে চলি। আমরা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টানরা যদি এভাবে চলি, নষ্ট হব ও নষ্ট করব দুনিয়াকে। আমরা যখন ক্রাইষ্টকে ভক্তি করলাম, এটা যেন মনে থাকে, তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী যাঁরা তাঁতে কেন্দ্রীভূত ও জাগ্রত, তাঁদের সবাইকেই ভক্তি করলাম একযোগে। যে-কোন prophet (প্রেরিতপুরুষ) সম্বন্ধেই এই কথা।

এলেঞ্জিমিটটাম—সেমিটিকরা রসুলকে শেষ নবী ধরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তো মনে হয় সবাই আর্য্য, কেউ বা আর্য্যীকৃত।

এলেঞ্জিমিটটাম—বেদান্তের প্রভাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেদ সব জায়গায়। বেদ মানে record of experience (অভিজ্ঞতার দলিল)। যে প্রেরিতপুরুষদের একজনকে মানে, আর একজনকে অস্বীকার করে, সে কাউকে মানে না। এটা দুষমণি বুদ্ধি। ওঁরা সবাই যে এক। একেরই নব-নব কলেবর। এইসব নিয়ে ভাল ক'রে লেখা লাগে, যাতে বিভিন্ন সম্প্রদায় থাকলেও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ মাথা তোলা দিতে না পারে। সবাই যেন ভাই-ভাই, এক পরম পথের পথিক।

এলেঞ্জিমিটটাম—একক কিছু করার জো নেই। 'সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।'

শরৎদা—সেখানে বুদ্ধের দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গীতায় আছে—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য প্রয়োজনমতো যুগে-যুগে তাঁর আবির্ভাব হয়। তিনিই শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই বুদ্ধ, তিনিই ক্রাইষ্ট, তিনিই রামকৃষ্ণ। প্রেরিতপুরুষ রসুলও তিনিই।

এলেঞ্জিমিটটাম—Scientific, technological ও industrial development (বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও শিল্পের উন্নতি)-এর ফলে যদি ধর্ম্ম না থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মই সবকিছুকে ডেকে আনে। ধর্ম্ম করলে জীবনবৃদ্ধির জন্য যা'-যা' প্রয়োজন সবকিছুই সুসঙ্গতভাবে আসে।

এলেঞ্জিমিটটাম—Seek ye first the kingdom of heaven and all other things shall be added unto you (তোমরা প্রথমে স্বর্গরাজ্যের সন্ধান কর, এবং তোমরা সবকিছুরই অধিকারী হবে।)

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ!............পিতৃপুরুষকে অস্বীকার করা হ'লো betrayal to God, betraying blood (ঈশ্বর ও রক্তের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা)। ক্রাইষ্ট ও রসুলের প্রতি কি আমরা কখনও বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারি? তাঁরা কি কখনও বলেছেন, তোমরা সদাচারী হ'য়ো না, তোমরা blood (রক্ত)-কে ignore (উপেক্ষা) কর?

এলেঞ্জিমিটটাম—Blood (রক্ত) তো national asset (জাতীয় সম্পদ)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুনেছি বিদায় হজে রসুলের এমনতর কথা আছে যে যা'রা পূর্ব্বপুরুষকে অস্বীকার করে, তাদের 'পরে খোদাতালা ও তৎসংশ্লিষ্ট যা'-কিছুর অভিসম্পাত। ঠিক ভাষাটা আমার মনে নেই। যেমন শুনেছি, তাতে বাইবেলেও প্রকারান্তরে আছে পূর্ব্বতনকে স্বীকার করার কথা, বর্ত্তমানকে গ্রহণ করার কথা, বৈশিষ্ট্যকে মেনে চলার কথা। বৈশিষ্ট্যকে মানতে গেলেই বর্ণধর্ম্মের মূল মানতে হয়। আমি এটা বলছি তাৎপর্য্যের দিক দিয়ে। পঞ্চবর্হি হ'লো Aryan trait (আর্য্যোচিত গুণ)। প্রত্যেক মহাপুরুষের মধ্যে রকমারিভাবে এর সমর্থন আছে।

এরপর এলেঞ্জিমিটটাম উঠে গেলেন।

গৌরদা (রায়) এসে টিন কেনার কথায় বললেন—এখন কিনতে গেলে কিছু বেশী লাগবে। অবশ্য যখন লাগবে তখন কিনতেই হবে। দু'টাকা-পাঁচটাকা বেশী লাগুক আর যাই লাগুক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত কমে হয় সেটাও দেখা চাই। মানুষ taxed (ভারাক্রান্ত) না হয়, সেটাও দেখা লাগবে।

গৌরদা—তাহ'লেও প্রয়োজন যখন, তখন তো করতেই হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবসময় মনে রাখবে আগে সত্তা, তারপর প্রয়োজন। সত্তাকে উপেক্ষা ক'রে প্রয়োজন মেটাতে গেলে মাত্রা ঠিক থাকে না।

২৮শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ১৪।১০।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় এক পুত্র-শোকাতুরা রোরুদ্যমানা জননীকে দরদের সঙ্গে বললেন—যিনি সকল ব্যথা হরণ করেন, তাঁকে ডাক্, তাঁকেই ভাব্, তাঁরই জন্যই কাঁদ্। কাঁদা তো লাগেই দুনিয়ায়, যে তোকে চায়

না, তার জন্য কেঁদে কী হবে? তোর যিনি তাঁর জন্য কাঁদ্, তাঁর জন্য কষ্ট কর্। কষ্ট যখন এড়াবার উপায় নেই, তাঁর জন্য কষ্ট কর্, কাঁদ্, তোর সব সার্থক হবে।

করুণাদা (মুখোপাধ্যায়)—ঈশ্বরপরায়ণতার ভিতর-দিয়ে জগতের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হয় কী করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর বাণী আকারে বললেন—

ঈশ্বর এক—অদ্বিতীয়,
তাই মানুষ তাঁতে সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে তখনই,
বহু বৈশিষ্ট্যসমাবেশী হ'য়ে তারা যখন ঐক্যে সমাবদ্ধ ;
তিনি অদ্বিতীয়,
দ্বৈতভাব যা', যা' জন বা সম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে—
পারস্পরিক অসহযোগিতায়,—
তাতেই তিনি অবজ্ঞাত থাকেন ;
আর সহযোগিতায় তা' যখনই সম্বুদ্ধ হ'য়ে
কৃষ্টির পথে তাঁকে পূরণ করতে
পারস্পরিক সাম্যে উদ্দীপ্ত হ'য়ে চলে,
তখনই আসে শান্তি,
তখনই আসে সম্বর্দ্ধনা ;
পূজা তাঁর বাস্তবায়িত হ'য়ে
উৎকর্ষানুধা আশীর্ব্বাদে
সুষ্ঠু সম্বর্দ্ধনায়
সর্ব্বশক্তিমানে সমর্থ করে তোলে।

মন্মথদা (দে)—আমরা যদি অভ্যস্ত চলনে চলি, তাতে বোধহয় নূতন প্রেরণা পাওয়ার পথে ব্যাঘাত হয়। গতানুগতিক হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অভ্যাস তো একরকম নয়। অনেকরকম অভ্যাস আছে। আপনার হয়তো গুরুজনকে প্রণাম করার অভ্যাস নেই, অনভ্যাসের বাধা অতিক্রম ক'রে প্রণাম করার অভ্যাস করলেন, তার থেকে ধীরে-ধীরে ভক্তির আবেগ ও প্রেরণা আসবে।

মন্মথদা—অভ্যাসের উল্টো চলার জোর কি পাওয়া যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জোর ক'রে চলতে সুরু ক'রে দিতে হয় ভিতরের আগ্রহ নিয়ে। তার থেকে প্রেরণা আসে। সেই প্রেরণা আরো-আরো হয় করার ইন্ধন পেয়ে।

পরে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আসলেন।

পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চ্চি সম্বন্ধে কথা উঠলো।

কথাপ্রসঙ্গে মন্মথদা জিজ্ঞাসা করলেন—ঘি পোড়ালে কী হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যজ্ঞ আমাদের কৃষ্টির প্রতীক, কৃষ্টির স্বীকৃতি। ওতে পরিবেশ পবিত্র হয়, ঐ পবিত্র বায়ু আমাদের দেহে নিঃশ্বাসের ভিতর-দিয়ে প্রবেশ ক'রে অনেক রোগের নিরাময় করে, জীবনীশক্তিকে প্রবুদ্ধ করে। আর অগ্নিটা হ'চ্ছে আমার ক্রমোদ্ধর্বগামী বৃদ্ধিপর অতন্দ্র আকূতির প্রতীক; আমার ইষ্টমুখী গতির দ্যোতক, মনোজগতে ঐ ভাবের উদ্বোধনা চাই। নচেৎ শুধু ঘি পোড়ালে হবে না।

একটু পরে বললেন—পঞ্চবর্হি, সপ্তার্চ্চি হলো আর্য্যকৃষ্টির মেরুদণ্ড। (মন্মথদাকে লক্ষ্য ক'রে)—এগুলি রোজ স্মরণ করতে হয়। স্মরণ করা মানে শুধু চিন্তা নয়। আপনি যেমন উকিল, এটা স্বীকার ক'রে নিয়েছেন, বাস্তবে রোজ তার কিছু-না-কিছু করছেন, উকিল এই কথা চিন্তা ক'রে বসে থাকেননি।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বাইরের তাঁবুতে এসে বসেছেন। সুশীলদা (বসু), ভোলানাথদা (সরকার), অমলদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), মনোরঞ্জনদা (চট্টোপাধ্যায়), হরিচরণদা (গঙ্গোপাধ্যায়), হীরালালদা (চক্রবর্ত্তী), করুণাদা (মুখোপাধ্যায়), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), জগৎদা (চক্রবর্ত্তী), কেদারদা (ভট্টাচার্য্য), যোগেনদা (হালদার), ভূপেশদা (গুহ), সুবোধদা (সেন), অনিলদা (গঙ্গোপাধ্যায়), পঞ্চাননদা (গঙ্গোপাধ্যায়), নরেনদা (মিত্র), রাজেনদা (মজুমদার), গোপেনদা (রায়), সুধীরদা (চট্টোপাধ্যায়), মনোরঞ্জনদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), কিরণদা (ঘোষ), রমণদা (পাল), সতীশদা (চৌধুরী), বিনয়দা (বিশ্বাস), কালীদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), হেমদা (মুখোপাধ্যায়), কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), নিরাপদদা (পাণ্ডা), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য, মিত্র ও পাণ্ডা), চারুদা (করণ), যামিনীদা (রায়চৌধুরী), বঙ্কিমদা (দাস), যতীনদা (দাস), শিবকালীদা (সাহা), জয়ন্তদা (বিশ্বাস) প্রভৃতি উপস্থিত। এলোঞ্জিমিটটামও এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মহানন্দে সবার দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছেন। সকলের মনপ্রাণ ভরপুর।

হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—The Bible in the Gita (গীতায় বাইবেল), The Gita in the Bible (বাইবেলে গীতা), The Gita in the Quoran (কোরাণে গীতা), The Quoran in the Gita (গীতায় কোরাণ) এইভাবের বই পেলে হয়। আমার মনে হয় প্রত্যেকটার মধ্যে প্রত্যেকটা আছে মূলতঃ। আমরা নিজেদের স্বার্থের খাতিরে ঐক্যের সন্ধান করিনি। Self-seeking (স্বার্থ-সন্ধিক্ষু) পরিবেষণে করেছে যত গোলমাল। আর এটা কি সুরু হয়েছে আজ থেকে! কত পণ্ডিত, কত টীকা-টিপ্পনী! সেই টীকা ভেদ ক'রে আসলে পেঁছানই মুশকিল। তথাকথিত টীকার ভিতর-দিয়ে না যেয়ে যদি independently (স্বাধীনভাবে) যাওয়া যায়, light (আলো) বেশী পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, কোন মহাপুরুষের বাণীর বিকৃত ব্যাখ্যা

চুরি ইত্যাদির থেকে বেশী পাপ, কারণ তা' আমাদের Lord (প্রভু) থেকে বঞ্চিত করে। ন্যাংটা গীতা পড়তে হয়। তবে গীতা, বাইবেল যাই পড়ি, উপলব্ধিবান আচার্য্য চাই। প্রয়োজনমতো তিনি ব'লে দিতে পারেন। All-sided adjustment (সর্ব্বতোমুখী সমন্বয়) না দেখলে হবে না। প্রত্যেকটা কথা এত balanced (সামঞ্জস্যপূর্ণ)। আমি যদি লেখাপড়া জানতাম, জবর ঠকা ঠ'কে যেতাম। ঐ দিক দিয়ে ঐ লাইনে মিলত না, ঠেকে পড়তাম।

সুশীলদা—তা' কেন? চৈতন্যদেব তো কত বড় পণ্ডিত ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চৈতন্যদেবের সঙ্গে আমার কথা?

একটু পরে বললেন—আর্য্যরা প্রতীক হিসাবে অগ্নি প্রভৃতির উপাসনা করতো। আগুন যেমন ইন্ধন দিলে বাড়ে, ব্রহ্মজ্ঞান তেমনি সদাচারের ইন্ধন দিলে বাড়ে। বর্হি মানে অগ্নি, অর্চ্চি মানে শিখা। বিহিত পোষণে সদ্‌গুণগুলি বাড়ে।

তারপর এলেঞ্জিমিটটামকে বললেন—গীতা পড়া নেই ভাল ক'রে?

এলেঞ্জিমিটটাম—হ্যাঁ! গীতা হিন্দুধর্ম্মের মূল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হিন্দুধর্ম্ম নয়, আর্য্যকৃষ্টি। আর্য্যকৃষ্টি মানে that which can be achieved through culture (যা' অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে আয়ত্ত করা যায়)। মনকে চাষ দিতে-দিতে জানা যায়। পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চ্চি আর্য্যকৃষ্টির কতকগুলি স্তম্ভবিশেষ। স্বীকার করতে হবে যে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ। সবার অস্তিত্ব, চেতনা ও বুদ্ধির মূলে তিনি। পূর্ব্বপূরয়মাণ সমস্ত ঋষিকেই আপন ব'লে স্বীকার করতে হবে। তাঁরা কিন্তু অভিন্ন, তা' যিনি যেখানেই থাকুন। আটলাণ্টিকেই থাকুন, হিমালয়েই থাকুন, এখানেই থাকুন আর আল্পস্ পর্ব্বতের গুহাতেই এসে থাকুন। তাঁরা কিন্তু এক, যারা তাঁদের মধ্যে বিভেদ করে, তারা কিন্তু ম্লেচ্ছ অর্থাৎ অসংস্কৃতমনা। Instinct অর্থাৎ সহজাত-গুণবৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন গুচ্ছ বা শ্রেণী আছে, যার উপর দাঁড়িয়ে গ'ড়ে উঠেছে বর্ণাশ্রম, সেটা মানতে হয়, যেমন একই আমের মধ্যে কত রকমারি আছে। প্রত্যেকটার স্বাদ আলাদা, গুণ-গঠন আলাদা। ঐ বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে জগৎ। বিয়ে-থাওয়াও এমনভাবে হওয়া দরকার যাতে বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে ও উৎকর্ষলাভ করে। বিয়ে-থাওয়ার বেলায় বর্ণাশ্রমের বিধি মেনে চলা একান্ত দরকার। বিহিত সবর্ণ ও অনুলোম ভাল, কিন্তু প্রতিলোম বর্জ্জনীয়। বর্ত্তমানের আইন যাই বলুক, পরমপিতা ও প্রকৃতির বিধি ব'লে যা' জানি, তাই বলছি আমি। আর, আমাদের স্বীকার করতে হবে পিতৃপুরুষকে। তাঁদের প্রণাম ক'রে, আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ক'রে, তর্পণ ক'রে, তাঁদের গুণ অনুসরণ ক'রে আমরা ভগবানে পেঁছাব। আর, সবার পরিপূরণী যুগপুরুষোত্তম যিনি, তাঁকে না মানলে আমরা disintegrated (বিশ্লিষ্ট) হ'য়ে পড়ব। তাঁর মধ্যে পূর্ব্বতন সবারই জীবন্ত স্পর্শ পাওয়া যায়। আমরা

খাঁটি হিন্দু, খাঁটি মুসলমান, খাঁটি বৌদ্ধ, খাঁটি খ্রীষ্টান হ'লে যুগপুরুষোত্তমের প্রতি আনতি নিয়ে স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে এক হ'তে পারতাম। আর্য্যকৃষ্টির মধ্যে রয়েছে কি beautiful adjustment (সুন্দর সঙ্গতি)। এই জিনিসটা যাতে সারা পৃথিবীর লোকের চোখে পড়ে তাই কর। আমরা তো চাই মানব-সমাজের বৈশিষ্ট্যসম্মত ঐক্য। ধর্ম্মকে বাদ দিলে মানুষ adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হবে না, real progress ও unity (প্রকৃত উন্নতি ও ঐক্য)-ও হবে না।

খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধই হো'ক আর যেই হো'ক, তারা যদি নিষ্ঠা ঠিক রেখে, আচরণ ঠিক রেখে, অল্প কিছু সময় প্রেরিতপারম্পর্য্যমূলক ঐক্যের service ও teaching (সেবা ও শিক্ষা) দেয়, তাহ'লে মানুষের বড় কাজ হয়, তারা বিভ্রান্ত হয় না, বিচ্ছিন্ন হয় না, বিদ্বেষপরায়ণ হয় না। মানুষ যে mistake (ভুল) নিয়ে চলেছে, চাই তার নিরসন। চাই প্রকৃত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, যা' মানুষকে ঈশ্বরপরায়ণ ক'রে তোলে, ঐক্যসম্বৃদ্ধ ক'রে তোলে, সবার প্রতি দরদী ও সেবাপরায়ণ ক'রে তোলে। একজন খ্রীষ্টান যদি ভগবান যীশুকে ভক্তি না ক'রে কৃষ্ণকে মানে, তার কৃষ্ণকে মানা হবে না। আবার একজন কৃষ্ণভক্ত যদি পূর্ব্বপুরুষ ও blood (রক্ত) ignore (উপেক্ষা) ক'রে যীশুকে ভজনা করে, তাহ'লে যীশু চোখ বুজলেন, তিনি বিবর্জ্জিত হলেন।

ভোলানাথদা—ব্যাপ্‌টিজমের সঙ্গে-সঙ্গে নাম পরিবর্ত্তন করে দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সন্ন্যাসের সময় সে সংসারের ঊর্দ্ধে গেল। তাই তার আলাদা নাম করার প্রথা আমাদের মধ্যে আছে। তার মানে আমি কেবল তোমারই, আমার আর অন্য পরিচয় নেই। আমার মনে হয়, তাও আমার ছেলে যদি সন্ন্যাসী হয়, আর সে যদি পূর্ব্বনামে পরিচিত থেকে তা' হয়, তা' আরো সার্থক হয়। বিবেকানন্দ সন্ন্যাসের সময়কার নাম, কিন্তু সেইজন্য নরেন দত্ত নাম মুছে যায় না। |

(এলেঞ্জিমিটটামকে লক্ষ্য ক'রে) তোমার নাম যেমন এ্যান্থনী, অনিল ব'লে তো ডাকতে পারি তোমাকে।

এরপর ক্ষিতীশদাকে (সেনগুপ্ত) জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় আছিস?

ক্ষিতীশদা—বাগেরহাটের অধীন মোরলগঞ্জে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওখানকার অবস্থা কেমন?

ক্ষিতীশদা—ওখানে হিন্দুদের influence (প্রভাব) আছে। তবে হিন্দুরা মুসলমানদের উপর অত্যাচার করেছে, এখন তাই অবস্থা খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখিসনি, লক্ষ্য করিসনি। শোনা কথা বলছিস। আমাদের character (চরিত্র)-ই ঐরকম হ'য়ে গেছে। তাদের জন্য হিন্দুদের কত sacrifice (ত্যাগ), তা' আর লক্ষ্য পড়ল না। Evil (অসৎ)-কে ও মিথ্যাকে resist (নিরোধ) না করলে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। National character

(জাতীয় চরিত্র)-ই deteriorate করে (নেমে যায়)। তোমরা foolish (মূর্খ), প্রাজ্ঞ সাজ, সব দিক দেখ না। শাসনটা দেখলে, তোষণ-পোষণ দেখলে না। তাতে তো হবে না। সত্য তুলে ধরা চাই। তোমাকে বলল চোর, তুমিও বললে 'হ্যাঁ আমি চোর।' সেটা কি ঠিক? আমি তো মুসলমানদের জন্য হিন্দুদের করা যা' দেখেছি, তার তুলনা হয় না। ওদেরও কত সদ্ভাব দেখেছি।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ধর্ম্ম ও কৃষ্টির কারবার সত্তাকে নিয়ে। তাই, বৈশিষ্ট্য-সম্বলিত ঐক্য এর প্রাণ। যেখানে যত রকমারিই থাক, মূল এক। তথাকথিত বহুত্বের মধ্যে একত্বকে discover (আবিষ্কার) করাই প্রজ্ঞা।

পরে ফিক ব্যথা ওঠার দরুন শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরে গিয়ে বিছানায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। পূজনীয়া ছোটমা, মায়ামাসীমা, সরোজিনীমা, বঙ্কিমদা (রায়) প্রভৃতি ছিলেন। এমন সময় নেতাজীর অগ্রজ স্বর্গত সতীশচন্দ্র বসুর স্ত্রী, সুনীল বাবুর স্ত্রী, সতীশবাবুর ছেলে দ্বিজেনবাবু প্রভৃতি আসলেন। সতীশ-বাবুর মৃত্যুর পর ঐ মা'র এই প্রথম শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন। মা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসেই কাঁদতে লাগলেন। তিনি পরম স্নেহে সমবেদনা প্রকাশ করলেন। তারপর অন্যান্য কথা উঠল।

মা ছেলের বিয়ে দেবার কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! বিয়ে খুব দেখেশুনে দিবি। বিয়ে যেখানে-সেখানে দিলেই হ'ল না। এর উপরই নির্ভর করে সংসারের সুখশান্তি, ভবিষ্যৎ বংশ।

মা বললেন—একা ভাল লাগে না। কোথায় যাই, কি করি!

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোথায় যাবি? এখানেই চ'লে আসিস। তুই আসলে আমারও ভাল লাগবে। তুইও একা। আমিও মা-হারা একা।

দ্বিজেনদা—পাবনা-আশ্রম সম্বন্ধে কী করবেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার বুদ্ধি, প'চে যাক, গ'লে যাক, exchange (বিনিময়)-ও করব না, বিক্রীও করব না। তোমরা যদি আবার তেমন দিন আনতে পার, যাব আবার ফিরে ওখানেই।

দয়াল ঐ মাকে আবার বললেন—ফুরসুত পেলেই আসবি। আসলে স্ফূর্ত্তি লাগে। দোসর দোসর ঠেকে।

২৯শে আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ১৫।১০।৪৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় আসীন। সমবেত প্রার্থনা ও সঙ্গীতাদি হ'লো তাঁর কাছে। বেলা ন'টার পর সতীশবাবুর স্ত্রী আবার আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরের মধ্যে তক্তপোষে বিছানায় বসেছিলেন। মা প্রণাম ক'রে

সামনে মাটিতে বসলেন। রকমারি কথা হ'লো—ধর্ম্ম কী মানুষ তা' বোঝে না। ধর্ম্ম মানে সপরিবেশ বাঁচাবাড়া। তার জন্য লাগে বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ, যাঁর মধ্যে ধর্ম্ম মূর্ত্ত। সেই আদর্শে দীক্ষিত হ'তে হয়। তাঁর কাছে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকই তার প্রেরিতপুরুষের স্পর্শ পায়। দীক্ষার অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে মানুষগুলির প্রবৃত্তি সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ওঠে। তারা প্রকৃত মানুষ হয়। ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয়। তাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি ও সেবা-সাহায্যের ভাব গজায়। প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী কর্ম্মশক্তি ও যোগ্যতা জেগে উঠতে থাকে। এইভাবে প্রকৃত স্বাধীনতার ভিত্তিভূমি তৈরী হয়। ধর্ম্মের সঙ্গে তাই স্বাধীনতার গভীর সম্পর্ক। প্রবৃত্তির অধীনতা থেকে মানুষ যত মুক্ত হয়, সে তত স্ব বা সত্তার প্রকৃত রূপের সন্ধান পায়। ভারত এই স্বাধীনতার পূজারী। জগৎকে ভারতের এই প্রকৃত স্বাধীনতার পথ দেখাতে হবে। বিশ্বসভ্যতার ভাণ্ডারে ভারতের অনেক কিছু দেবার আছে। তার জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব আছে। প্রত্যেককেই তৈরী হ'তে হবে।

এরপর মহাত্মাজী, চিত্তরঞ্জন, নেতাজী, জহরলাল, শরৎচন্দ্র ইত্যাদি বিশিষ্ট নেতাদের গুণাবলী সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথায়-কথায় বললেন—আমার তো সবার সঙ্গে তেমন মেশবার সুযোগ হয়নি। তবে দাশদাকে (চিত্তরঞ্জন দাশ) যেমন দেখেছি, অমন মানুষ কমই হয়। যেমন ভক্তিমান, তেমনি দূরদর্শী, তেমনি নিরভিমান।

মা—আমরাও অনেক শুনেছি।

তারপর অহিংসা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ন্যায়কে ভালবাসতে হবে। অন্যায়কে ভালবাসলে, অন্যায়কারীর শত্রুতা করা হবে। মানুষকে ভালবাসি ব'লে তার রোগটা ভালবাসি না, তার রোগটাকে ভালবেসে তার প্রশ্রয় যদি দিই, তবে তাকে আর পাব না।

এরপর ঐ মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোর ছেলে কি দীক্ষা নিয়েছে?

মা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি ওর আগ্রহ থাকে, তবে প্রথমটা তুই নামটা ব'লে দিতে পারিস। পরে যখন প্রয়োজন বুঝবে, তখন দীক্ষা যথাযথভাবে নেবে।

মা প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর নির্ম্মলদাকে (দাশগুপ্ত) বললেন—মানুষের সঙ্গে deal (ব্যবহার) করা লাগে এমনভাবে যাতে তার শ্রদ্ধা বেড়ে যায়, ইয়ার না হ'য়ে শ্রদ্ধা বাড়ে যাতে তাই করতে হয়।

একটু পরে আবার বললেন—আমি তোমাকে অনেকগুলি কথা ব'লে দেব, সেগুলি টুকে রেখ এবং কাঁটায়-কাঁটায় সময়মত সেগুলি করা চাই। সন্ন্যাসী-ধাঁজের মানুষ জোগাড় করা চাই, যাদের কোন পিছুটান নেই। তাদের কোন

স্বার্থপ্রত্যাশা থাকবে না। ইষ্টকর্ম্মই হবে তাদের একমাত্র ধান্ধা। তারা হবে জ্বলন্ত প্রদীপের মতো, একটা প্রদীপের থেকে যেমন বহু প্রদীপ জ্বালায়, তাদের এক-একজনের সংস্পর্শে তেমনি শুভ-সংস্কারসম্পন্ন বহু মানুষ ইষ্টকর্ম্মে আত্মোৎসর্গ করবার প্রেরণা পাবে। তোমার সহকারী চাই এমন যে তোমার তালে-তালে পা ফেলে চলবে। যেমন তুমি গৌহাটি গেলে। কিন্তু কলকাতায় কাজ চালাবে সে অব্যাহতভাবে।

কে যেন বললেন—শৈলেনদার (ভট্টাচার্য্য) দিদির কঠিন সংক্রামক অসুখ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাইতো শৈলেনেরও ফাঁকে থাকা ভাল। একটা দিক ভেবেই যে আমি একটা কিছু স্থির করি, তা নয়। অনেক দিক ভেবেই যা' ভাল ব'লে বিবেচনা করি, তাই করি।

আবার নির্ম্মলদাকে বললেন—ডক্টর রায়কে ব'লে সৎসঙ্গের জন্য যদি কলকাতায় একটা ভাল বাড়ী ঠিক করতে পারিস ভাল হয়।

নির্ম্মলদা—দেখব।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় তক্তপোষে শয্যায় উপবিষ্ট। ক্ষিতীশদা (রায়), চারুদা (করণ), প্রিয়নাথদা (সেনশর্ম্মা), প্রফুল্লদা (বাগচী), সুরেনদা (শূর), ক্ষেত্রদা (শিকদার), দেবেনদা (রায়), নরেনদা (মিত্র), সুরেনদা (বিশ্বাস), নীরদদা (মজুমদার), কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), চুনীদা (রায়চৌধুরী), সুনীতিদা (পাল), সুরেনদা (সেন), নগেনদা (সেন), হেমকেশদা (চৌধুরী), আশুদা (দত্ত), নরেনদা (দত্ত), আশুদা (জোয়ার্দ্দার), শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), ননীদা (দে), কিরণদা (ঘোষ), মণিদা (কর), ব্রজেনদা (দাস), যতীনদা (চট্টোপাধ্যায়), জিতেনদা (মিত্র) প্রভৃতি বহু দাদা এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে সমবেত। সবার দৃষ্টি দয়াল ঠাকুরের আনন্দোজ্জ্বল শ্রীমুখে নিবদ্ধ।

ক্ষিতীশদা বলরামদার (ঘোষ) কথা বললেন—উনি কৃষ্টিবান্ধব করতে চান, কিন্তু ভয় পান, পারবেন কি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—ভয় করবে কেন? জয় চাও তো ভয় ক'রো না।

শ্রীশ্রীঠাকুর হরিপদদা (সাহা), ভগীরথদা (সরকার), প্যারীদা (নন্দী) প্রভৃতি কয়েকজনের কাছে যতি-আশ্রমের ঘরের জন্য টাকা চেয়েছেন। তাঁরা এনে দিচ্ছেন। পূজনীয়া ছোটমা বিজয়া-দশমীর রাত্রে নরেনদার হাতে এজন্য তিনশত টাকা দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—টাকা তো হ'য়ে যাবে। এখন ঘর-দরজা তাড়াতাড়ি হ'লে হয়।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর মাঠের বড় তাঁবুতে ব'সে খুশি মনে তামাক খেতে-খেতে মেদিনীপুরের জনৈক নবাগত দাদাকে বললেন—গোড়া কেটে আগায় জল ঢাললে

হবে না। আমাদের মূল হ'ল আমাদের culture (কৃষ্টি)। তাই যদি না বুঝি, না জানি, হবে না। কারও কল্যাণ হবে না তাতে।

উক্ত দাদা—Social upliftment (সামাজিক উন্নতি) তো চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Upliftment (উন্নতি) কোথায়, কোন্ দিকে? সেটা তো ঠিক করা লাগবে। সেইজন্য তো চাই কৃষ্টির খোঁজ।

উক্ত দাদা—সেটা তো spiritual upliftment (আধ্যাত্মিক উন্নতি)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Spiritual upliftment-এই (আধ্যাত্মিক উন্নতিতেই) সব upliftment (উন্নতি) হয়।

উক্ত দাদা—হ্যাঁ! Spiritual development (আধ্যাত্মিক বিকাশ) বাদ দিয়ে কিছু হয় না। তবে politics (রাজনীতি বা পূর্ত্তনীতি)-এরও তো প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Politics (রাজনীতি) এসেছে পৃ-ধাতু থেকে, অর্থাৎ যাতে মানুষ fulfilled (পরিপূরিত) হয়। সত্তার পূরণ বাদ দিয়ে politics (রাজনীতি) ভূতের নাচন। প্রথম ও প্রধান জিনিস হ'ল—Ideal (আদর্শ), গুরু; বৈচিত্র্য একায়িত যেখানে প্রজ্ঞায়, করায়, চালে, চলনে। ঐ ভাবের থেকেই university (বিশ্ববিদ্যালয়) কথা এসেছে। অবশ্য আজকালকার university-তে তা' কমই আছে। ঐ জীবন্ত আদর্শে যোগযুক্ত হ'তে হবে। এমন হওয়া চাই যে, তাঁর পূরণ, পোষণ বাদ দিয়ে কিছু করতে প্রাণ চাইবে না, ভাল লাগবে না। তোমার সব করা, বলা, ভাবা যখন তাঁর প্রতি ভালবাসা থেকে উৎসারিত হবে, তখন সেগুলির meaningful adjustment, integration and crystallisation (সার্থক বিন্যাস, সংহতি ও স্ফটিক সংগঠন) হবে। প্রত্যেকে বুলেটের মতো শক্তিধর হবে। চিনি ফেকো, আর বিরাট এক মিশ্রীর চাকা ছোঁড়, দুই-এর শক্তির কত তফাৎ। রাজনীতিকে যদি শক্তিমান ও সার্থক করে তুলতে চাও, ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে আদর্শকেন্দ্রিক ক'রে তুলতে হবে। মহাশক্তির জাগরণ হবে তাতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রভাতদার (দে) কাছে কিছু টাকা চেয়েছিলেন। প্রভাতদা কিছুসময় পরে ভিক্ষা ক'রে নিয়ে এসে বললেন—২৮ টাকা এনেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখ্ ও কেমন! এরই মধ্যে আঠাশ টাকা ভিক্ষা ক'রে নিয়ে আস্‌ল। এই যে এনেছে, কিন্তু bluff (ধাপ্পা) দিয়ে আনেনি। খুশি ক'রে এনেছে। এই ধরণের অর্জ্জনপটুতা একটা ভাল গুণ।

প্রভাতদা—আসামের একটি মা-ই আমাকে ১৫ টাকা দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার হয়তো অসুবিধা হবে। তুই তাকে দশটা টাকা ফেরত দিয়ে দে। আঠারো টাকাতেই এখনকার কাজ মিটে যাবে।

সুধীরদা (বসু) শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছেন, তাতে

দয়াল খুব প্রীত। বললেন—কায়েতের মতো কায়েত আর বিশেষ নেই। তা' যদি থাকত, তাহ'লে বাংলার তথা ভারতের এ দুর্দ্দশা হ'ত না। অপ্রতিহত তাদের বুদ্ধি, কূটনৈতিক প্রতিভা ও চাতুর্য্য।

সুধীরদা—বসু-পরিবার তা' দেখিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওদের খুব ভাল। কিন্তু জীবন্ত আদর্শ দরকার। পৃথিবীতে কাউকে দেখবে না যে, বড় হয়েছে অথচ ঐ জিনিস নেই। হিটলার অত হামবড়াই ক'রে শেষটা পারল না। কিন্তু ষ্ট্যালিনের একটা sentiment (ভাবানুকম্পিতা) ছিল লেনিনের উপর। লেনিনগ্রেডের কুটোটি স্পর্শ করতে দেয়নি। লেনিনকে ষ্ট্যালিন গুরুর মতো ভক্তি করত।

সুবিমলদা (পাল)—মহাত্মাজী রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব ব'লে ডাকতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-রকম গুরু মানা নয়। শুনেছি, রামদাস শিবাজীকে খুব শাসন করতেন। লোকে বলত, আপনার একটা পিঁপড়ের উপরও কত দয়া, কিন্তু এক্ষেত্রে এত কঠোর কেন?

রামদাস তাতে বলতেন—ওরা যে সকলের ত্রাণকর্ত্তা হ'য়ে দাঁড়াবে। ওদের প্রস্তুতি চাই নীরন্ধ্র। ওদের ভালবাসি, ওদের পেতে চাই সকলের মঙ্গলবিধায়ক হিসাবে।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নিত্য সাধনা চাই। প্রথম জিনিস যজন। ভক্তির সঙ্গে ইষ্টের মনন, নাম, জপ, ধ্যান, তাঁর নীতিবিধিগুলি পরিপালন করা, চরিত্রগত করা। এক-কথায় নিজেকে ইষ্টের ভাবে ভাবিত, অনুরঞ্জিত ও নিয়ন্ত্রিত করাই যজন। যাজন মানে সেবা-সাহচর্য্য-বাক্য-ব্যবহারে অপরকে প্রবুদ্ধ ক'রে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপ্রাণ ক'রে তোলা। নিজে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন না হ'লে কিন্তু অন্যের ভিতর এই ভাবটা সঞ্চারিত করা যায় না। ইষ্টভৃতি হ'ল নিত্য অন্নজল গ্রহণের পূর্ব্বে ইষ্টকে নিত্য বাস্তবে যথাসম্ভব নিবেদন করা। নিয়মিতভাবে তাঁকে দেওয়া ও তাঁর জন্য করার ভিতর-দিয়ে তাঁর উপর টান বাড়ে। দেশ ও দশকে জাগাতে গেলে আমাদের যাজনজৈত্র হ'তে হবে। আমাদের প্রত্যেকটা চলা, বলা যেন মানুষকে ইষ্টে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে। মানুষ হয় ঈশ্বরমুখী হবে, না হয় প্রবৃত্তিমুখী হবে। নিজেরা ঈশ্বরমুখী হওয়া ও অপরকে ঈশ্বরমুখী ক'রে তোলাই মঙ্গলের পথ। এই-ই প্রত্যেকের করণীয়।

সুধীরদা—তার জন্য তো চাই অনুভূতি ও চরিত্র।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যথাস্থানে দীক্ষা নিয়ে ঠিকভাবে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি করতে থাকলে নিষ্ঠা ও ঐসব আসে।

সুধীরদা—নিষ্ঠাও তো অনুভূতির উপর নির্ভর করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ন্যাংটা ক'রে ভাব। মূল কথা ইষ্ট মানুষটিকে ভালবাসা, আর ভালবাসা থাকলে যা' করে, তাই করা।

সুধীরদা—ভালবাসা তো জোর ক'রে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালবাসলে ভালবাসা হয়। তার মধ্যে থাকে ভাললাগা ও পছন্দ ও সেই অনুযায়ী করা। কা'রও জন্য করতে-করতে আবার তাকে পছন্দ করি, ভাললাগা ও ভালবাসা গজায়। আপনজনের উপর ভালবাসাটাও এইভাবে হয়। ভালবাসলে যেমন ভাবে, বলে ও করে তেমন ভাবা, বলা, করাটাই যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি।

সুধীরদা—ইষ্টকে ভালবাসি, না নিজের স্বার্থ ভালবাসি বোঝা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টার্থ যখন কারও নিজের স্বার্থ হ'য়ে দাঁড়ায়, তখনই সে ইষ্টপ্রাণ হয়। আর, যতক্ষণ তার নিজের কামনাপূরণের জন্য ইষ্ট, ততক্ষণ সে আর্ত্ত বা অর্থার্থী থাকে।

সুধীরদা—মানুষ যে কী চায়, তাই বোঝে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কেউ আছে, এটা বুঝতে পারলে, মন যেন ঠাণ্ডা থাকে। সত্তাটা তৃপ্তি পায়। মানুষ যেন তাই-ই খোঁজে। সেইটেই বুঝতে চায় যে, তার কেউ আছে। আমি রাজারাজড়াই হই, আর যেই হই, যদি জানি কেউ নেই, তবে অসহায়, নিরাশ্রয়, 'নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।' উদ্যম, স্পৃহা, কর্ম্মশক্তি সব ফুটে বেরোয়, কেউ আছে আমার এই বোধ থাকলে।

রাত্রে নির্ম্মলদা বিশেষ একটা কাজ সম্বন্ধে বললেন—এর বিভিন্ন department (বিভাগ) থাকলে কাজ এগোয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Department (বিভাগ) থাকলে হবে না। মানুষের উপর নির্ভর করে। আইন inanimate (নিষ্প্রাণ)। নীতি তোমাতে মূর্ত্ত হো'ক। পরিধি influenced (প্রভাবিত) হো'ক তাতে। Discipline (শৃঙ্খলা) তখনই হয়, যখন মানুষ at heart (অন্তরে) really disciple (ঠিক ঠিক শিষ্য) হয়। আর তখনই সে disciplined (অনুশাসিত)। ২৪ ঘণ্টা ধ্যান করার চাইতে, মানুষ যদি সাধ্যমতো ধ্যান-ধারণার সঙ্গে নিজের চরিত্রকে ঠিক করে এবং ২ ঘণ্টা নিজের সক্রিয় চরিত্র দিয়ে লোককে educate করে (শিক্ষা দেয়), তাতে বেশী কাম হয়। 'যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্‌।' মানুষকে যে যাজন করে, সেও আমাতে যায়। কয়েকজন ছিল, তা' থেকে এত হয়েছে। এই ব্যাপারে মানুষের pivot (কীলক) তোমাদের চরিত্র, love (ভালবাসা), activity (কর্ম্ম)। এইগুলি দেখে তারা বাঁচার প্রেরণা পাবে। বড় জিনিস পরিবেষণ। তার জন্য প্রথম চাই চরিত্র, পরে publicity (প্রচার)। তাতে মানুষ mercy (ভগবৎ-কৃপা)-অভিমুখী হয়, পায় bliss (পরম শান্তি)।

নির্ম্মলদা বিশেষ কোন কাজের অনুমতি চাওয়াতে শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—আমি আছিই। খারাপ করলে ঠেসে ধরব, ভাল করলে পাছে যাব, এই তো বিদ্যে আমার। আমার কাছে জিজ্ঞাসা কর কি? ভাল করলে তুমি যেখানেই

যাও, আমি আছিই তোমার সঙ্গে। শুধু তোমার সঙ্গে কেন সবার সঙ্গেই। সবার ভালর জন্যই আমি লেগে থাকি, প্রত্যেকের পিছনে। তা' যার ক্ষেত্রে যখন যেখানে যেভাবে সম্ভব।

জনৈকা মা—আমি স্বপ্নে একটা নাম পেয়েছিলাম, সেটা করি, সেটা কি আমার দীক্ষা হয়নি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যে-নাম যেমনভাবে পেয়ে থাকি, যুগ-পুরুষোত্তমের নাম পেলে, সে-নাম সার্থক হয়, তার পুরশ্চরণ হয়, সেটা অভিষিক্ত হয়।

মা—আপনার আশ্রয় নিতে হ'লে কী করতে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দীক্ষা নাও, কাজ কর।

ঊষানিশায় মন্ত্রসাধন,
চলাফেরায় জপ,
যথাসময় ইষ্টনিদেশ
মূর্ত্ত করাই তপ।

মা—কবে, কখন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখনই ইচ্ছে, তখনই। মানুষের মরার যখন সময় নেই, মৃত্যু যে-কোন সময় যখন হ'তে পারে, জীবনের ব্রত নিতে হ'লেও তাই যে-কোন সময় নেওয়া যায়।

বেশ খানিকটা পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ক্ষিতীশদাকে প্রাজাপত্য করতে বললেন। তারপর বললেন—কুলীনগুলির আগে প্রাজাপত্য করা দরকার। ইষ্টকৃষ্টি ধরা বা না-ধরা থেকে বোঝা যায় কুলীন কে। ওই লাইন ধরে মোটামুটি ঠিক করা যায়।

ব্যোমকেশদা (ঘোষ)—কুলীনের মধ্যেও তো খারাপ দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতরকমের গোলমাল হ'য়ে যেয়ে থাকতে পারে। কিন্তু কোন interpolation (ব্যত্যয়) না থাকলে, specific channel (বিশিষ্ট ধারা) কোন-না-কোনভাবে ঠিক থাকেই। যেমন, ন্যাংড়া, বোম্বাই, ফজলি, এর প্রত্যেকটার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। বাহ্যিক কোন কারণে এগুলি ছোট হ'তে পারে, টক হ'তে পারে, কিন্তু মূল character (চরিত্র) যায় না। Nurture (পোষণ) দিয়ে আবার ভাল ন্যাংড়া, বোম্বাই, ফজলি করা যায়। কুলীনের biological adjustment of system (বৈধানিক জৈব সঙ্গতি) এমন থাকে যে বিশেষ রকমের possibility (সম্ভাবনা) থাকে।

মেণ্টু ভাই—আজকাল তো বলে—বিয়ে হবে মনের মিলে, সেখানে আবার বংশ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনটা মানুষের না কার? মনটা একটা শরীরবিধান অবলম্বন ক'রে চলবে তো? জলটা নদীতে বয়, না শূন্যে ব'য়ে চলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর জিতেনদাকে বললেন—আমার মনে হয়, কুলীনের মেয়ে মৌলিকের

ঘরে গেলে ফল তত ভাল হয় না, কিন্তু কুলীন মৌলিকের মেয়ে নিলে ভালই হয়।

জিতেনদা—আমার এক জ্ঞাতিভাই আছে, তার মা মৌলিকের ঘরের মেয়ে। তারা সব পি, আর, এস, পি-এইচ, ডি এইসব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অবশ্য শুধু ডিগ্রীই সব নয়। Characteristics (বৈশিষ্ট্য) দেখতে হবে, character (চরিত্র) দেখতে হবে। Real character (প্রকৃত চরিত্র) থাকলে, তাদের কাছে গিয়ে মানুষের প্রাণ ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়। শ্রদ্ধা, সেবা, সহানুভূতি, সম্বর্দ্ধনা তাদের স্বতঃ-সম্পদ।

অনেক রাত্রে ভোগের পর শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে বিছানায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে শুয়ে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), রত্নেশ্বরদা (দাসশর্ম্মা), অনিলদা (গঙ্গোপাধ্যায়), কালিদাসদা (মজুমদার), নরেনদা (মিত্র) প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কাজগুলি materialise (বাস্তবায়িত) করতে পারেন, তাহ'লে হয়।

কেষ্টদা—যেমন zeal (উৎসাহ) দেখছি সবার, পরমপিতার দয়ায় হ'য়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার দয়া খুব আছে। সূর্য্য তো কখনও রশ্মিছাড়া হয় না। মেঘে যে ঢেকে ফেলে।

অনিলদা—আমার ছেলে অধীর আপনার কাজে লাগে, সেইটে আমার বড় ইচ্ছে। সে লেখেটেখে খুব ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা নির্ভর করে বাপের 'পরে যতটা শ্রদ্ধা থাকবে, তার উপর।

৩০শে আশ্বিন, শনিবার, ১৩৫৫ (ইং ১৬।১০।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোটা আটেকের সময় বড়াল-বাংলোর বারান্দায়। প্রমথদা (দে), এলোঞ্জিমিটটাম, হরিচরণদা (গঙ্গোপাধ্যায়), জগজ্জ্যোতিদা (সেনশর্ম্মা), সত্যেনদা (মিত্র) প্রভৃতি আছেন।

নৈহাটির জনৈক দাদা বললেন—আপনি গতবার বলেছিলেন, নামধ্যান, যাজন, ইষ্টভৃতি আর দৈনন্দিন কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে ধর্ম্ম পরিপালন করতে। তা' করছি। মাঝে-মাঝে খুব আনন্দ পাই। আবার যেন অবসাদ আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অবসাদকে আমল দিতে নেই। যা' করণীয় ক'রে যেতে হয়। সাধারণতঃ মন ঢেউয়ের মতো চলে, কখনও ওঠে, কখনও নামে। আর, যা'-কিছু করতে হয় সদাচার-সহ। যে-আচারে বাঁচে-বাড়ে, তাই সদাচার। উল্টো যা' তাই কদাচার। যাতে মনের পোষণ হয়, তেমনি চলা, তেমনি বলাই সদাচার। অপোষণ যাতে হয়, তাই খারাপ।

উক্ত দাদা—শক্তি দেন, যেন পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করাই শক্তি দেবে। করার সাথেই ভগবানের দয়া থাকে। শয়তানও করা অবলম্বন ক'রে মানুষকে ঠেসে ধরে, ভগবানও করা অবলম্বন ক'রে মানুষকে ঠেসে ধরেন।

চাকদহের শৈলেনদা (দে)—আমার গোঁ-টাই যত গোলমাল করে। তার দরুন অনেক কষ্ট পাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব গোঁ যদি ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন ক'রে তোল, কোন বালাই থাকে না। শুওরে গোঁ-ই হো'ক না কেন, সে হো'ক তাঁর কাজে, তাঁর জন্য, তাতে ফতুর হই, আর যাই হই। আমার যদি সর্ব্বনাশ হয়, তা' হো'ক ঈশ্বরে, প্রবৃত্তিতে নয়। এতেই হয় অনর্থের নিবৃত্তি, আর সত্তার স্ফূর্ত্তি অর্থাৎ বিকাশ।

বেলা ন'টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর একটি ছড়া দিলেন—

দেবার ডাকে ডাকছে তোরে
উৎসর্গ আমন্ত্রণে,
কে যাবি রে আয় ছুটে আয়
এমন শুভক্ষণে।

তারপর বললেন—ইষ্টের কাছ থেকে নিয়ে মানুষ উপকৃত হয় কমই। তাঁকে যত দেয়, ততই উপকৃত হয়, তবে প্রত্যাশা নিয়ে দিতে নেই। অবশ্য তিনি ভালবেসে যদি কিছু দেন, তা' নেব না, এমনতর গোঁ থাকা ভাল নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর চট্টগ্রামের জনৈক দাদাকে বললেন—ঐ যে লোকটি সাপে কেটে মারা গেল, ভগবান চেষ্টা করলেন তাকে বাঁচাতে, কিন্তু সে বাঁচতে চাইল না। আমি বার-বার ৩ জন লোক পাঠিয়ে খবর দিলাম যাতে তখনই চ'লে আসে টাটানগর যাবার জন্য, কিন্তু আস্‌ল না।

ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেললেন।

জনৈক দাদা—আপনার economic theory (অর্থনৈতিক নীতি)-এর মূল কথাটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Concentric inter-interestedness for Idea (ইষ্টার্থে পারস্পরিক সুকেন্দ্রিক স্বার্থসম্পন্নতা) এইটেই হ'লো অর্থনৈতিক বিকাশের মূল কথা। ইষ্টপ্রীত্যর্থে আমরা পরস্পর পরস্পরের স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে যখন স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী সেবা ও সাহায্যের আদান-প্রদান করি, তখন যোগ্যতা ও যোগান দুই-ই বৃদ্ধি পায়। তখন প্রাচুর্য্য স্বতঃ হ'য়ে ওঠে। সবার সবরকম প্রয়োজন পরিপূরিত হওয়ার পথ প্রশস্ত হয় বৈশিষ্ট্যানুপাতিক। লোকের চলন-চরিত্র এমনতর হ'তে থাকলে অভাব বা শোষণ কমই থাকে। যে কোনরকম উন্নতিই আমরা চাই, আগে চাই মানুষের উৎকর্ষ, প্রীতির প্রসারণা।

উক্ত দাদা—মার্ক্‌স্‌ তো বিরাট অর্থনৈতিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন এবং

মনুষ্যজগতে তার উপরই সবচাইতে গুরুত্ব দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মার্ক্‌স্‌ কী বলেছে তা' তো জানি না। আমি জানি সত্তা। সত্তা দাঁড়িয়ে থাকে স্ব-এর উপর। তাই, প্রত্যেক ব্যষ্টি তার পারিপার্শ্বিককে নিয়ে evil (অসৎ)-কে avoid (পরিহার) ক'রে আদর্শকে অবলম্বন ক'রে being and becoming (জীবন ও বৃদ্ধি)-কে পেতে চায়। একেই বলে ধর্ম্ম। এর মধ্যে সবরকম কর্ম্মই প'ড়ে যায়। অর্থনীতি এর বাইরে নয়। ধর্ম্মানুগ অর্থনীতির মধ্যে জীবনের সবদিকের সামঞ্জস্য থাকে। নইলে, সকলের সর্ব্বাঙ্গীণ সত্তা-সম্বর্দ্ধনা হয় না। একদিক সামাল দিতে গিয়ে অন্য বহু দিক বেতাল হ'য়ে যায়। তার কারণ প্রবৃত্তিপরায়ণতা। ভক্তি ছাড়া অন্য কিছুতেই প্রবৃত্তিগুলি সুনিয়ন্ত্রিত হয় না। তাই আমাদের শাস্ত্র জোরের সঙ্গে বলে—'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্য্যদেবো ভব।' উৎসমুখিনতা থেকে জীবনের সব সমস্যারই সমাধান হয়। গোড়া কেটে আগায় জল ঢাললে কিছু হয় না।

উক্ত দাদা—জ্যোতিদর্শন ব্যাপারটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্নায়ু ও মস্তিষ্ক-কোষ সূক্ষ্ম সাড়াপ্রবণ হ'লে এটা হয়। আসল কথা যোগ—adherence (নিষ্ঠা)। নিজেকে একদম তাঁতে বিলিয়ে দিতে হয়। করাই হওয়া। হওয়াটাই পাওয়া। তাঁর জন্য অনুরাগভরে ক'রে-ক'রে তিনিময় হওয়াই তাঁকে পাওয়া। এই করার মধ্যে ভাবা-বলাও আছে। তাঁকে পাওয়ার রাস্তায় অনেক কিছুই অনুভব করা যায়। সক্রিয় ভাব, ভক্তি, ভালবাসাই পথ।

উক্ত দাদা—আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদি করা সম্বন্ধে আপনি কী বলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওগুলি দিয়ে কাম কী? ঠিকমতো না করলে বিপদ হ'তে পারে। সোজা পথ আছে, তাই করাই ভাল। অবশ্য ওগুলি হ'ল mechanical adjustment (যান্ত্রিক বিন্যাস) যা' with proper attitude (ঠিক মনোভাব সহ) correctly (ঠিকভাবে) করলে সহায়ক হ'তে পারে। মূল জিনিস হ'ল adherence (নিষ্ঠা, অনুরাগ), তাতে ওসব আপনা-আপনি আসে। কোন কসরত করা লাগে না।

উক্ত দাদা—আমরা নবীন সংঘ করেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাই কর, কৃষ্টিকে পরিবেষণ কর, ও বাদ দিয়ে যত যাই কর, কিছু হবে না। ব্যক্তিগত ভক্তি-সাধনা ও সমবেত প্রার্থনা—এ-দুটো জিনিস চারাতে হয়। ওটুক না হ'লে grow করে (বাড়ে) না। Ideal (আদর্শ) ছাড়া হয় না। যে নীত ও adhered (অনুরক্ত) নয়, সে leader (নেতা) হয় না। এটা চাই-ই। তার বিহনেই আমাদের আন্দোলনের আজ এই দুরবস্থা। আমরা আর্য্য হিন্দু, কিন্তু আর্য্যকৃষ্টির মূল স্তম্ভ কী তা' আমরা জানি না,

বুঝি না, সেটা শ্রদ্ধাসহকারে জানতে হবে, বুঝতে হবে, চারাতে হবে আপ্রাণ নিষ্ঠায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা বারটার সময় ইজিচেয়ারে ব'সে তামাক খাচ্ছেন। এমন সময় ইউনাইটেড্ প্রেসের বিধুবাবু (সেনগুপ্ত) এসে দেখা করলেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), বীরেনদা (মিত্র), রাজেনদা (মজুমদার) প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

কেষ্টদা কলোনি ও publicity (কাগজে প্রচার) প্রভৃতি সম্বন্ধে বিধুবাবুকে বিস্তারিত বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব খাটা লাগবে।

বিধুবাবু—আপনার যখন ইচ্ছে, হবেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করা লাগবে। করলে হবে।

একটু পরে বললেন—দেখেন। আমাদের cultural (কৃষ্টিগত) আবহাওয়াই নেই। ভারতীয় বৈশিষ্ট্যই অস্বীকার করে। সদাচার ধ'রে রাখত মেয়েরা। মেয়েরা সমাজের একটা কম শক্তি না। এতকাল কৃষ্টিধারা তারা অনেকখানি ধ'রে রেখেছে। আজকাল তাদের মধ্যেও গলদ ঢুকে গেছে। তবে চিন্তার কারণ নেই। মেয়ে-পুরুষ সবার মধ্যেই শুভ সংস্কার আছে। দিনের-পর-দিন টোকা দিতে-দিতেই ভিতরের জিনিস আবার বেরিয়ে পড়বে। চেতনা ফিরে আসাটাই স্বাভাবিক। তারই ব্যবস্থা করা লাগে। Daily knock (নিত্য আঘাত) করা লাগবে। একখানা কাগজে বের হ'লে হবে না। এক-এক কাগজে এক-এক দিক নিয়ে, পাঁচখানা কাগজে পাঁচ রকমে বের করতে হবে রোজ—নিত্য। কাগজগুলির সঙ্গে ব্যবস্থা করেন। তাদের লোক এখানে রেখে দেন। তারা এখানে এসে থাকুক, পড়ুক, শুনুক, বুঝুক, লিখুক।

বিধুবাবু—আপনাদের একটা কাগজ বের করুন। আমাদের news (সংবাদ) দেওয়া ছাড়া views (ভাবধারা) দেওয়া মুশকিল।

কেষ্টদা—শুধু আমাদের ছাপওয়ালা একটা কাগজে বের হ'লে লোকে অন্যরকম মনে করবে। বিভিন্ন কাগজে বের হ'লে তার একটা বিশেষ effect (ফল) হয়।

বিধুবাবু—যা হো'ক, ঠাকুর যখন বলছেন ideology (ভাবধারা) দেওয়ার কথা, আপনারা একটা কাজ করতে পারেন। মাঝে-মাঝে রবিবারে অন্য কাগজে ঐ বিষয়ে article (প্রবন্ধ) দিতে পারেন।

কেষ্টদা—আমরা তো চেষ্টা করবই। আর আপনি এ-বিষয়ে যা' করবার দয়া ক'রে করবেন।

বিধুবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—আপনি যদি আশীর্বাদ করেন, আপনার কাজ আমার মধ্য-দিয়ে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার ইচ্ছাপূরণ ও লোকের মঙ্গলের জন্য এটা আমার প্রার্থনা।

এক মা শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে খুব দুর্ব্বিনীত ব্যবহার করায় শ্রীশ্রীঠাকুর অত্যন্ত ব্যথিত হ'লেন। তারপর মা-টির সংশোধনের জন্য পর-পর তিনটি বাণী দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বাণীগুলি প'ড়ে শোনাতে বললেন। বাণীগুলি ব্যবহার-সম্পর্কিত। বাণী পড়ার পর উক্ত মা বললেন—আমি অত্যধিক রেগে যাওয়ায় ঐরকম দাম্ভিক ব্যবহার করেছি। আমাকে ক্ষমা করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজকের ব্যাপারে লাভ হ'লো এইটুকু। তবে নিজের ভুল বুঝলে কিনা সেটা বোঝা যাবে তোমার ভবিষ্যতের আচরণ দেখে। মানুষ ভুল করতে পারে, কিন্তু যদি ভুল বোঝে, তবে তা' এড়িয়েই চলতে চেষ্টা করে পরবর্ত্তী কালে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট। বাইরের কয়েকজন ভদ্রলোক এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে অনুলোম অসবর্ণ-বিবাহ সম্পর্কে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এতে সমাজের বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে একটা শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ঐক্যের সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে। তাছাড়া, সমাজের মধ্যে একটা ঊর্দ্ধমুখী ভাব দেখা যায়। সন্তানের শরীর, মন, বুদ্ধির একটা শক্তি ও দীপ্তি দেখা দেয়। বিহিত অনুলোমক্রমিক রক্ত-সংমিশ্রণ সব দিক দিয়েই কল্যাণকর। আর একটা কথা, আমাদের কৃষ্টির মেরুদণ্ড কী, স্তম্ভ কী তা' আমরা জানি না। একজন মুসলমানের কাছে জিজ্ঞাসা কর ইসলামের মূল স্তম্ভ কী, সে ব'লে দেবে—তা' হ'লো হজ, রোজা, নামাজ, জাকাত, কালেমা। আমাদের জানা প্রয়োজন যে আমাদের মানতে হবে এক অদ্বিতীয়কে, পূর্ব্বতন পূরণপ্রবণ ঋষিদেরকে, কৃষ্টিবাহী পিতৃপুরুষকে, সত্তাসম্বর্দ্ধনী বর্ণাশ্রমের বিধানকে আর যুগ-পুরুষোত্তমকে। খতিয়ে দেখ এর মধ্যে কিছুই বাদ নেই।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাঙ্গণে প্রসন্ন বদনে তক্তপোষে উপবিষ্ট। করুণাদা (মুখোপাধ্যায়), হীরেনদা (ঘোষ), সুরেনদা (ভৌমিক), যামিনীদা (রায়-চৌধুরী) প্রভৃতি আছেন। যামিনীদা কথায়-কথায় বললেন—আজকাল সকলেই জমিদারদের অত্যাচারের কথা বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জমিদাররা ভাল যা' করেছে, সে-কথা কারও মুখে শোনা যায় না। এ-একটা আত্মঘাতী অতিরঞ্জিত কথা। এটা হয়েছে propaganda (প্রচার)-এর ফলে। সত্যের পথে ন্যায্য আত্মসমর্থন আমাদের নেই। সত্য না থাকলে, মিথ্যা তো বড় হ'য়ে দাঁড়াবেই। জীবন যদি না থাকে, মরণ তো আপনি আসবে। আসবে কি, এসেই আছে। বিরোধকে জীইয়ে রেখে কোন লাভ নেই। কোন ভুলভ্রান্তি হ'লেও শুভ সামঞ্জস্য যাতে হয়, তাই করতে হয়।

৩১শে আশ্বিন, রবিবার, ১৩৫৫ (ইং ১৭।১০।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায়। টাটানগরের সতীশদা (সরকার), নগেনদা (সেন) প্রভৃতি কলোনির plan (পরিকল্পনা) ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখাতে নিয়ে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—৫ কাঠার যে বাড়ীটা হবে, তার মধ্যেও চাই একটা বাড়ীর সবগুলি factor (উপাদান)। কারণ, আমি যে সমস্ত জিনিসের কথা বলেছি, ওগুলি থাকলে মানুষের স্বাভাবিক নানামুখী গুণ ও প্রতিভার বিকাশের পক্ষে সুবিধা হয়। বিভিন্ন টাইপের বাড়ী হ'তে পারে, কিন্তু একটা বাড়ী ছোটই হো'ক, আর বড়ই হো'ক, প্রত্যেকটা এক-একটা educational unit (শিক্ষাকেন্দ্র) হবে। ছেলেপেলেরা যাতে বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী সেবাপটু, সুকেন্দ্রিক, কর্ম্মদক্ষ ও অর্জ্জনপটু হ'য়ে ওঠে তা'র ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষি, কুটির-শিল্প, গবেষণাগার, গোপালন-ব্যবস্থা, পাঠাগার ইত্যাদি প্রত্যেক বাড়ীতেই একটু-আধটু থাকা চাই। কবিত্ব, অর্থনীতিজ্ঞান ও বাস্তব ইঞ্জিনীয়ারিং দক্ষতা, এই তিন গুণের সমাবেশ চাই এ-কাজ করতে। এটা একটা invention (উদ্ভাবন) তো। যে-কাজই করুক শুধু গতানুগতিকভাবে ক'রে যাবে তা' আমার ভাল লাগে না। আদর্শ ও কৃষ্টিতে যেমন থাকবে নিষ্ঠা, তেমনি থাকবে সব ব্যাপারে উৎকর্ষ-সন্দীপী গবেষণী বুদ্ধি। ২৫০০ টাকায় এমন বাড়ী হবে যে মানুষ মনে করবে, এ বাড়ী যদি ৭০০০ টাকার কমে হয়, আমি কি বলেছি। ৫০ টাকা বাজী ধরতে পারি। এটা হ'লো একটা test (পরখ)।

এরপর এলেঞ্জিমিট্টাম প্রভৃতি অনেকে আসলেন। ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ধর্ম্ম হ'ল বাঁচা-বাড়া। ধর্ম্ম চাই-ই, ধর্ম্মপরায়ণ না হ'লে মানুষ প্রবৃত্তিপরায়ণ হবেই এবং তাতে বাঁচা-বাড়া বিপন্ন হবে। ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে আমি বুঝি সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ ধর্ম্মপ্রাণ রাষ্ট্র। প্রেরিত-পুরুষোত্তম হ'লেন ধর্ম্মের পথ। তাঁরা কখনও সম্প্রদায় করতে আসেন না। তাঁরা আসেন পূর্ব্বতনদের পূরণ করতে এবং সকল মানুষ এবং সকল সম্প্রদায়ের জন্য সব প্রেরিতই নানাভাষায় এক কথাই বলেন। নিষ্ঠা ও উদারতা দুইয়েরই combination (সমন্বয়) দেখা যায় তাঁদের মধ্যে।

এলেঞ্জিমিট্টাম—গুরুকরণ করতে গেলে কী দেখতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমগুরুতে বা পুরুষপুরুষোত্তমে আনতির ভিতর-দিয়ে যাঁর জীবনে meaningful integrated solution (সার্থক সংহত সমাধান) এসেছে, তিনিই গুরু হবার উপযুক্ত। ঐরকম solved knowledge (সমাহিত জ্ঞান) কেই বলে ব্রহ্মজ্ঞান। পুরুষপুরুষোত্তমকে যে পায়, তার তো কথাই নেই! তাঁর ধারা যতদিন ঠিক থাকে, ততদিন কৃষ্টির ধারা ঠিক থাকে।

ভেদবাদী গুরু প্রকৃত গুরু নয় এবং তাঁদের দীক্ষার ভিতর-দিয়ে দীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় কমই। খণ্ডিত জ্ঞান যাদের, তা'রা কোন খণ্ডিত বিষয়ের শিক্ষক হ'তে পারে, যেমন Physics (পদার্থবিদ্যা), Chemistry (রসায়নশাস্ত্র) ইত্যাদি। তা'রা ধর্ম্ম, যার কারবার কিনা সমগ্র জীবন নিয়ে— সে বিষয়ে আচার্য্য হ'তে পারে না। প্রকৃতি তাদের সে তকমা দেয় না।

এলোঞ্জামিট্টাম—গুরু ছাড়া ব্রহ্মোপলব্ধি হ'তে পারে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা হয়তো গাণিতিকভাবে সম্ভব হ'তে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ বাস্তবে সম্ভব হয় কমই।

এলোঞ্জামিট্টাম—'অহং ব্রহ্মাস্মি' জপের বিধান আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটাও উপলব্ধিবান গুরুই শেখান। গুরু বিনে হয় না। Danger (বিপদ) আছে। প্রবৃত্তির obsession (অভিভূতি) হয়। অনেক সময় পাগল হ'য়ে যায়।

এলোঞ্জামিট্টাম—বৌদ্ধগ্রন্থে আছে নিজের বন্ধন ছিন্ন করার কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার easiest (সহজতম) পথ হ'ল unrepelling adherence to Ista with active service (সক্রিয় সেবা-সহ ইষ্টের উপর অচ্যুত অনুরাগ)। তাঁর 'পর টান থাকে, তাই বৃত্তিগুলি টেনে নামাতে পারে না। সেগুলি আস্তে-আস্তে adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়।

এলোঞ্জামিট্টাম—বর্ণাশ্রম জিনিসটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বর্ণের মূল জিনিস হ'লো সমজাতীয় hereditary instinct (বংশানুক্রমিক সহজাত সংস্কার) অনুযায়ী সামাজিক শ্রেণী-বিভাগ ও বৃত্তি-বিন্যাস। যার instinct (সহজাত সংস্কার) যেমন তার তদনুপাতিক কর্ম্মে দক্ষতা থাকে, গুণপনাও হয় তেমনি। সমাজকে যদি আমরা সুশৃঙ্খল ও সার্থক ক'রে তুলতে চাই তাহ'লে জৈবী বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী শিক্ষা, বিবাহ ও জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে। যে যে-কাজের উপযুক্ত, তাকে যদি তেমন কাজে লাগান যায়, তাহ'লে তা'র successful (কৃতকার্য্য) হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। তাই, শিক্ষাও দিতে হয় বর্ণ, বংশ ও জন্মগত ঝোঁক বুঝে। বর্ণ জিনিসটা একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। এতে বেকার সমস্যা, অসমীচীন প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কমে যায়। বিবাহও এমন হওয়া দরকার যাতে বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় transmitted (সঞ্চারিত) হ'য়ে চলতে পারে। চতুর্ব্বর্ণ যেমন সমাজ-জীবনের চারটে প্রধান ভাগ, চতুরাশ্রম তেমনি ব্যক্তিজীবনের চারটে প্রধান ভাগ। বর্ণাশ্রম এমন একটা জিনিস যা' ঠিকভাবে পালন করতে পারলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, রাষ্ট্র, সুপ্রজনন, বৈশিষ্ট্য, যোগ্যতা, সর্ব্বতোমুখী উন্নতি ensured (সুনিশ্চিত) হবে।

এলোঞ্জামিট্টাম—ভারতীয় বৈশিষ্ট্য জাগাতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐক্যবিধৃত বৈশিষ্ট্য ও বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত ঐক্য জিনিসটা আর্য্যকৃষ্টির একটা মূল কথা। আমরা একাকার চাই না। একই বহু হ'য়ে আছেন বহু বৈশিষ্ট্য নিয়ে। আমার পাঁচটা ছেলে মানে পাঁচ রকমে আমি।

এইসময় জনৈক দাদা কৃষ্টিবান্ধব হিসাবে নাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—পারব তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারব তো যে জিজ্ঞাসা করলি ওতেই সন্দেহ হয়। পারব তো—প্রশ্ন অনেকখানি ঢিলে ক'রে দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় আসীন। কুষ্ঠিয়ার যতীন নাথ-দার সঙ্গে জনৈক দাদা এসে বললেন—আমার ছেলে যেখানে আছে, সেখানে যেতে চাই। দুটো এষ্টাবলিশমেণ্ট চালান সম্ভব নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রয়োজন ও সুবিধা হ'লে যাওয়া যায়। আমি ভাবি—আমার যদি যোগ্য দেওয়া থাকে, পাওয়া আসে আপনি। টাকার দাম নেই। দাম মানুষের। মানুষকে যদি service (সেবা) দিই, আর উপযুক্ত জায়গায় যেমন ক'রে করলে পরে, দিলে পরে ভাল হয়, তাই যদি করি তবে অভাব হবে কেন?

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে এসে মাঠে বড় তাঁবুর মধ্যে তক্তপোষে বিছানায় ব'সলেন। বিভুদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), বিশুভাই (মুখোপাধ্যায়), অনিলদা (সরকার), হারানদা (দাস), গিরীনদা (বসু) প্রমুখ বহু দাদা এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে ভাবমুগ্ধ হ'য়ে তাঁকে দেখছেন। জনৈক দাদা আর এক দাদাকে সঙ্গে এনে বললেন—ইনি দীক্ষা নিতে চান, তবে এর মনে শঙ্কা এই যে কুলগুরুর নাম না নিলে তাঁকে ত্যাগ করা হবে না তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসল জিনিস তো সৎনাম। তা' গ্রহণ করায় কুলগুরু ত্যাগ হবে কেন? তবে যদি আগে নাম নিয়ে থাকে, আগে সেটা করবে, পরে এটা করবে।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর সুরেশ মুখোপাধ্যায়-দাকে বললেন—রামকানালীতে কলোনি হ'লে ওখানে আপনার একখানা বাড়ী করা ভাল। কলোনি ঠিক-ঠিক ভাবে করা লাগে। এমন করা চাই যে মানুষ যেন কলকাতা ছেড়ে এসে ওখানে বাস করতে চায়।

রাত্রে জনৈক দাদা বললেন—আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি আপনার পথে অস্খলিতভাবে চলতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহল কণ্ঠে বললেন—তুমি ভগবানের পায়ে নিবেদিত হও। জীবনে যা'-কিছু করবে, তা' যাতে তাঁতে সার্থক হয়, তাই ক'রো।

যামিনীদা (রায়চৌধুরী), নির্ম্মলদা (দাশগুপ্ত) প্রভৃতি আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর নির্ম্মলদাকে বললেন তাড়াতাড়িই একজন assistant (সহকারী) ঠিক ক'রে ফেলা চাই।

নির্ম্মলদা—যেমন প্রয়োজন তেমন লোক পাওয়াই তো মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মুশকিল সব নিজের ভিতর। বাইরে কোথাও মুশকিল নেই।

তারপর যামিনীদাকে দেখিয়ে বললেন—আমি ওদের কতদিন থেকে বলছি অমাত্য ঠিক করার কথা, assistant (সহকারী) যোগাড়ের কথা, কিন্তু তা' কেউ মাথায় নিল না। কেউ নেই পিছনে কাজ চালিয়ে যাবার। তাই নিজেরা দশদিন অসুস্থ হ'য়ে পড়লে whole mechanism of work (কাজের সব ব্যবস্থা) starve করবে (উপবাসে মরণাপন্ন হবে)।

আজ সারাদিনে অমন শতাধিক ব্যক্তি তাদের ব্যক্তিগত, দাম্পত্য, পারিবারিক, শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, বৈষয়িক, ব্যবসায়িক, আধ্যাত্মিক সমস্যাদির কথা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নিবেদন ক'রে সমাধান নিলেন, কাল থেকে তাঁর শরীর কিছুটা অসুস্থ, মনও ভাল নয়। অথচ নিজের সব অসুবিধা উপেক্ষা ক'রে মানুষকে শান্তি, স্বস্তি, তৃপ্তি, বুদ্ধি, পরামর্শ ও প্রেরণা বিলিয়ে চলেছেন নিরন্তর।

জনৈক দাদা সাংসারিক অসুবিধার কথা জানালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টভৃতি ঠিকমতো ক'রে যাও, সঙ্গে-সঙ্গে যজন, যাজন। এই হ'ল পরম ঢাল। এই ঠিক থাকলে সব গুছিয়ে নিতে পারবে।

একজন বিহারী মালী আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতির জন্য প্রার্থনা জানালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রীতিভরে বললেন—অনুরাগের সঙ্গে নাম কর। সদাচারে থাক। প্রেমের সঙ্গে সেবা কর মানুষকে। তাঁকে ভালবাস। তুমি তাঁর মালী হও আর খুব ভক্তিসে চল।

জনৈক দাদা—ঠাকুর! আমি অন্তিম সময়ে ভগবানের নাম স্মরণ করতে-করতে যেন দেহত্যাগ করতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অচ্যুতভাবে তাঁকে অনুসরণ করো। সদাচারে থেকো। ভগবান তোমাকে কৃপা করবেন।

১লা কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৫৫ (ইং ১৮।১০।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায়। সতীশদা (সরকার), যতীনদা (নাথ), তারাপদদা (বিশ্বাস), রমেশদা (চক্রবর্ত্তী), ডাঃ অন্নদাদা (হালদার), ক্ষিতীশদা (সেনগুপ্ত), হেমদা (বাগচী), প্রিয়নাথদা (বসু) প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত।

জিতেনদা (মিত্র) জিজ্ঞাসা করলেন কলোনি, কোম্পানির অফিস ইত্যাদি কী ভাবে করলে ভাল হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খরচ করবে বাড়ার। লাভজনক যে খরচ সেইটেই economy (সাশ্রয়)। এক পয়সা খরচ করলে automatically (আপনা থেকে) যাতে পাঁচ পয়সা আসে তেমনভাবে খরচ করতে হয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর রমেশদাকে চট্টগ্রামে গিয়ে যতীনদা (দত্ত)-র সঙ্গে কাজ করতে বললেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঋত্বিক্ হবে দেবতার মতো। ঋত্বিকের বৈশিষ্ট্যে যদি রাস্তার ধূলিটা পর্য্যন্ত ধন্য না হয়, তবে কী হ'ল? ঋত্বিক্ রাস্তা দিয়ে চ'লে যাবে, মানুষ মনে করবে, এর পায়ের ধূলিটুকু পেলে কৃতার্থ হ'য়ে যাব। এমনতর স্বর্গের সুবাস ছড়িয়ে যদি ঋত্বিক্ না ঘোরে তবে কী হল? ঋত্বিক্ দৈন্যপীড়িত হ'য়ে চলবে এ-কথা ভাবাই যায় না। দৈন্যকে দলন ক'রে ষড়ৈশ্বর্য্যের অভ্যুদয় ঘটানই যে তা'র জীবনব্রত।

জনৈক দাদা কথা বলতে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিছানায় হাত ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। তৎক্ষণাৎ ব্যোমকেশদা (ঘোষ) খুব ব্যস্ত হ'য়ে একটু রূঢ়ভাবে তার গায় হাত দিয়ে হাত সরিয়ে দেবার উপক্রম করায় উক্ত দাদা অপ্রতিভ হ'য়ে হাত উঠিয়ে নিলেন।

একটু পরেই উক্ত দাদা কথা সেরে ওখান থেকে চ'লে যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যোমকেশদাকে বললেন—মানুষকে বলতে হয় convincingly, politely and sweetly (প্রত্যয়প্রদীপী রকমে, ভদ্র এবং মিষ্টভাবে)। সবাই তো জানে না।

সরোজিনীমা—যেরকম হঠাৎ এসে হাত দেয়, তাতে ঘ্যাচ ক'রে বলা আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঘ্যাচ ক'রে বললে তোমার কেমন লাগে? তোমরা নিজেরাই তো হুঁশিয়ার থাক না, লক্ষ্য রাখ না।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বড় তাঁবুতে। সুবোধদা (সেন), স্মরজিৎদা (ঘোষ), মনোরঞ্জনদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), যোগেশদা (চক্রবর্ত্তী), হেমদা (বাগচী), হীরালালদা (চক্রবর্ত্তী), করুণাদা (মুখোপাধ্যায়), হারাণদা (দাস), সতীশদা (দাস), প্রবোধদা (মিত্র), শরৎদা (কর্ম্মকার), মতিদা (চট্টোপাধ্যায়), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), অজিতদা (গঙ্গোপাধ্যায়), গণিদা (সেন), বিশুদা (মুখোপাধ্যায়), বঙ্কিমদা (রায়), অমূল্যদা (ঘোষ), জ্ঞানদা (দত্ত) প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের ঋত্বিক্‌দের অনেকেরই servant mentality (গোলামী মনোবৃত্তি) কমেছে। অনেক কষ্টে servant mentality (গোলামী মনোবৃত্তি) থেকে service mentality (সেবার মনোবৃত্তি) এসেছে।

জনৈক কর্ম্মী সম্পর্কে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঋত্বিকী হ'য়ে মুশকিল হয়েছে। কে কতখানি শ্রদ্ধেয় হয়েছে তার মাপকাঠি ঋত্বিকীতে। কতখানি materialised (বাস্তবায়িত) হয়েছে, তা' বোঝা যায় ওতে। ভিতরে bluff (ধাপ্পা) থাকলে সে ঋত্বিকী করাতে পারে না। প্রথমে একটা resistance (বাধা) বোধ করে যে দফায়-দফায় নিতে পারবে না। ভাবে,

ঋত্বিকী করলে ক'টা টাকা আর দেবে। কিন্তু বোঝে না, দেয় কত আদরে, দেয় প্রাণ উৎসর্গ ক'রে, কৃতার্থ হ'য়ে দেয়। অল্প কিছু ঋত্বিক্ আছে, তারা করে না কিছু যজমানের জন্য। ভাবে, bluff (ধাপ্পা) দিয়ে খেতে গেলে অল্প কয়েকজনের উপর দিয়ে পারব। তারা ফসকে গেলে আবার ধরব। এতে মনে করে লোকসান, ২৫০ পরিবারের খোঁজখবর নেওয়া লাগবে, অতো কে করতে যায়? ভগবানকে ভাঙ্গায়ে, মানুষকে bluff (ধাপ্পা) দিয়ে যারা খায়, তারা বোঝে না ইষ্টার্থী সেবায় মানুষকে আপন ক'রে তোলায় কী আনন্দ! সে শ্রম কত সুখের।

রাত্রি ৯টায় আনন্দবাজারের দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় ঘণ্টা পড়ল।

কয়েকজন বললেন—পূজনীয় বড়দা আনন্দবাজারের দায়িত্ব নিয়ে নগেনদা (দে)-কে দিয়ে কাজকর্ম্ম পরিচালনা করতে সুরু করা থেকে আনন্দবাজার অনেক সুশৃঙ্খলভাবে চলছে।

অমূল্যদা—সবই তো হ'চ্ছে, কিন্তু collection (সংগ্রহ) এত কম যে চালান মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের দেবার প্রাণ খুব আছে। Insincere (কপট) কেউ নয়। একজন ঋত্বিক্ কেউ ওখানে বসে মানুষগুলির কাছে ভাল ক'রে বললেই হয়। না বললে হয় না, এ-সব ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দেওয়াই লাগে। আর কিছুর অভাব নেই। আমাদের অভাব যা' সেই অভাবই চ'লে আসছে। সেটা হ'চ্ছে সঞ্চারণী উৎসাহের অভাব। যার যে ক্ষমতা প্রাণ ভ'রে করে। এতখানি স্বাভাবিক ত্যাগবুদ্ধি, দেবার প্রাণ বোধহয় অন্য কোথাও নেই। আমাদেরই দোষ, তাই পাই না।

২রা কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৩৫৫ (ইং ১৯।১০।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায়। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী), অজিতদা (গঙ্গোপাধ্যায়), প্রমথদা (দে), নিৰ্ম্মলদা (দাশগুপ্ত), পণ্ডিতভাই (ভট্টাচার্য্য), নিরাপদদা (পাণ্ডা), বীরেনদা (পাণ্ডা) প্রভৃতি অনেকে কাছে আছেন।

নূতন লেখাগুলি সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার এগুলি প'ড়ে মানুষ নিজেদের adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারবে, ভুল শোধরাতে পারবে, মানুষ চিনতে পারবে। লেখাগুলি শুধু প'ড়ে গেলে হবে না, নিজেদের জীবনে কাজে লাগান চাই।

পরে বললেন—বাইরে গিয়ে কৃষ্টিবান্ধব করার দিকে খুব নজর দিতে হয়। যারা কৃষ্টিবান্ধব হ'তে চায়, তারা যেন নিজেদের নাম ও পুরো ঠিকানা দিয়ে সরাসরি আমার কাছে চিঠি দেয়—'আমি অমুকের মুখে কৃষ্টিবান্ধবের কথা শুনিয়া

আপনার কৃষ্টিবান্ধব হইতে ইচ্ছা করি। আমি মাসিক ১০ টাকা করিয়া দিতে থাকিব বলিয়া ইচ্ছা করিয়াছি। আপনি আমাকে আপনার কৃষ্টিবান্ধব করিয়া লউন। এই ধরণের চিঠি আসলে করেস্‌পণ্ডেনস্‌ ডিপার্টমেণ্ট থেকে চিঠিগুলি যেন প্রফুল্লকে দেয়। ও চিঠিগুলি একটা জায়গায় রেখে দেবে। তা ছাড়া তারিখ-সহ নাম-ঠিকানা কৃষ্টিবান্ধবের খাতায় টুকে রাখবে।

জনৈক ভদ্রলোক শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—পথ পাব কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পথ মানে তিনিই, যিনি divine man (ভাগবত মানুষ), সদ্‌গুরু যাঁকে কয়।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় তাঁবুতে শুভ্র শয্যায় উপবিষ্ট। কাছে বহু দাদা ও মা উপস্থিত।

সারদাদা (দাস) কৃষ্টিবান্ধব হবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কষ্ট হ'লে দিস্‌ না। তোর কষ্ট হ'লে আমার সুখ হবে না, কষ্ট না হ'লে দে।

সারদাদা—না, কোন কষ্ট হবে না।

রাত্রে জনৈক দাদা জিজ্ঞাসা করলেন—মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা যায় কীভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার যাদের প্রতি শ্রদ্ধা আছে, সে শ্রদ্ধা কেমন ক'রে কীভাবে হয়েছে, ভেবে দেখে সেইটে নিজের চরিত্রে ফুটিয়ে তুললে পার।

এক দাদা নিজের দুরবস্থার কথা জানালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর উৎসাহ দিয়ে বললেন—স্ফূর্ত্তি ক'রে নাম কর আর কাম কর। সদাচারে চল। কা'রও মনে ব্যথা দিও না। সবাই যাতে আনন্দ পায় তাই ক'রো। সৎচলন যদি কম পড়ে, তা'হলেই আবর্জ্জনা ঘিরে ধরে।

সুধীরদা (বসু)—রোজ আনন্দবাজারে খেতে অসুবিধা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথমটা একটু কষ্ট করা ভাল। কষ্ট কর্‌ কিছুদিন।

হাওড়ার করুণাদা (মুখোপাধ্যায়), সন্তোষদা (সেনাপতি) ও গৌরদা (মণ্ডল)-কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—খুব কাজ কর, মানুষ বুঝুক সৎসঙ্গ কী solemn (গভীর, গম্ভীর), কী solid (নিরেট), কী powerful (শক্তিসম্পন্ন)।

গৌরদা পারিবারিক অসামঞ্জস্যের কথা জানালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমনভাবে চলবে যে বাড়ীর বিড়ালটা পর্য্যন্ত যেন তোমাকে শ্রদ্ধা করে। আর খুঁটিনাটির দিকে নজর দিয়ে energy (শক্তি) নষ্ট না ক'রে আগে mission work (সঙ্ঘের কাজ) কর।

গৌরদা—আমরা একটা business-association (ব্যবসায়িক সমিতি) করার কথা ভাবছি, অবশ্য যদি আপনার অনুমতি থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Association (সমিতি) এমন ক'রে করা চাই যা'তে কেউ কা'রও দ্বারা duped (প্রতারিত) না হয়, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দ্বারা যেন fulfilled (পরিপূরিত) হয়। কর্ত্তাব্যক্তিরা সৎ হওয়া চাই, আর অসৎলোক ঢুকে যেন জিনিসটা নষ্ট করতে না পারে।

গৌরদা তার কারখানায় প্রেস ও হোসিয়ারীর যন্ত্রপাতি তৈরী করতে চান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাদের এ-ব্যাপারে গভীর অভিজ্ঞতা আছে, তাদের কাছ থেকে তন্ন-তন্ন ক'রে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় জানতে হয়। লক্ষ্য থাকবে, কী ক'রে সস্তায় সুন্দর অথচ টেঁকসই জিনিস দিতে পার।

খুব উৎসাহ দিয়ে বলতে লাগলেন—ইংল্যাণ্ড, জাপান, আমেরিকা থেকেও ভাল জিনিস হওয়া চাই। তোমরা সৎসঙ্গীরা যা' করবে, তাতে যেন দেশবিদেশে ভারতের সম্মান বৃদ্ধি পায়। Efficiency (দক্ষতা) ধর্ম্মের একটা নিশানা। তোমরা তো বড় হবেই, আর তোমাদের আশপাশকেও সব দিক দিয়ে বড় ক'রে তুলবে। এটা একটা নেশার মতো পেয়ে বসা চাই। আর, যে সব কাজ করাবে লোক দিয়ে, তার প্রত্যেকটি কাজ নিজের ভাল ক'রে জানা চাই। নচেৎ কাজও ঠিক হবে না, লোকও control (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারবে না।

একটু পরে বললেন—যত কাজ করি, কৃষ্টিবান্ধব আগে করা চাই। শুধু খাবার থাকলে হয় না, পরিবেষণ চাই। পরমপিতার কথা মানুষকে জানাবার ব্যবস্থা না করলে, আমরা পরমপিতা এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে সমাজের কাছে অপরাধী হ'য়ে থাকব।

৩রা কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৫৫ (ইং ২০।১০।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় তক্তপোষে শুভ্রশয্যায় উপবিষ্ট। ব্রজেনদা (চট্টোপাধ্যায়), যতীনদা (দত্ত), যোগেনদা (হালদার), বীরেনদা (মিত্র), খগেনদা (তপাদার), গুরুদাসদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), সুশীলদা (বসু), নগেনদা (সেন) প্রভৃতি উপস্থিত।

একজন শিখ সৎসঙ্গী এসেছেন বার্ম্মা থেকে। তিনি বলছিলেন—প্রেমভক্তি হয় না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রেমভক্তি নাই—এমনতর কথা ভাবতেও নাই, বলতেও নাই। প্রেম আছে ভেবে, প্রেম থাকলে যেমন করে তেমনি করতে হয়। প্রেম সবসময়ই প্রশ্নশূন্য নিজের সম্বন্ধে। যার কন্দরে যেমন ভক্তি থাকে, তাই ভাল। নাম করতে-করতে সেবা করতে-করতে তা' বেড়ে যায়। যেমন, ছেলেকে লালন-পালন করতে-করতে তারপর টান বেড়ে যায়, নেশা বেড়ে যায়। আর, গুরুর নাম করি যত, চলায় ফেরায় জপ করি, তাঁকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকি যত, তত নেশা বেড়ে

যায় তাঁর উপর। ভক্তির প্রধান অঙ্গ ইষ্টভৃতি। সকালে নাম ক'রে নিজের অর্জ্জন থেকে রোজ তাঁকে নিবেদন করতে হয়। শরীর-মনের আগ্রহ এখানে সক্রিয়ভাবে একাগ্র হয়। একে বলা যায় psycho-physical concentrated service (মানসিক ও শারীরিক একাগ্র সেবা)। যেমন, ছেলেকে পোষণ করি, ধোয়াই, মোছাই, খাওয়াই। এই বাস্তব করায় তার উপর মমতা উদগ্র হ'য়ে ওঠে। গুরুর উপর যখন এইরকম হাড়ভাঙ্গা টান হয়, তখন এসে যায় unrepelling adherence (অচ্যুত নিষ্ঠা)। ওকেই কয় যোগ। যোগ যার হয় তার সব প্রবৃত্তিগুলি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হ'য়ে পড়ে, integrated (সংহত) হ'য়ে পড়ে meaningful adjustment-এ (সার্থক বিন্যাসে)। এইরকম প্রেমে জ্ঞান শুদ্ধ হয়। আর শুদ্ধ জ্ঞানে চলনাও শুদ্ধ হয়। কিছু নয়, একটু তুক।

সিংজী—এতে কি শব্দ জাগে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Automatically (আপনা থেকে) জাগে। চাই নাম-ধ্যান-ভজন। Intensity of active adherence (সক্রিয় নিষ্ঠার গভীরতা) যত হয়, motion (গতি)-ও তত বেশী হয়, তত তাড়াতাড়ি হয়।

সিংজী—কর্ম্ম কাটে কিসে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমস্ত কর্ম্ম তাঁর খুশির জন্য হ'লে কর্ম্ম কেটে যায়। প্রবৃত্তি তাঁর জন্য হ'লে রিপু বন্ধু হয়, existence (সত্তা) exalted (উন্নীত) হ'য়ে ওঠে।

সিংজী—ঠাকুরের কি দোসরা রূপ আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর প্রতি ভালবাসাই তাঁর সব রূপ দেখিয়ে দেয়। আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, কারণ পর্য্যন্ত যা' যা' আছে। সঙ্গে-সঙ্গে তদনুযায়ী adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয় আমাদের জীবন। যত রকমের মধ্য-দিয়ে তিনি materialised (বাস্তবায়িত) হয়েছেন, তার প্রত্যেকটা স্তর unfolded (প্রকাশিত) হ'য়ে আলাদা-আলাদা পর্য্যায়ে জেগে ওঠে আমাদের সামনে—যাবতীয় মরকোচ-সহ। তাই, সৃষ্টির আদ্যন্তই ধরা পড়ে—প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যসহ। এমনতর দর্শন যাঁর হয়, বিজ্ঞানও তাঁর জানার মধ্যে এসে যায় কার্য্যকারণসহ।

সিংজী—অন্যত্র দীক্ষিত যারা তারাও তো ভগবানকে ডাকছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একই জিনিস, তবে যুগাচার্য্য সদ্‌গুরু যদি থাকেন, তাঁকে দিয়ে কালোপযোগী ক'রে ঝালাই ক'রে নেওয়া লাগে। World-teacher (জগদ্‌গুরু) আসেন নানারকমে, তাঁদের মূল এক, কিন্তু যুগোপযোগী পরিবর্ত্তন হয়। যুগাচার্য্য সদ্‌গুরু যিনি, পুরুষোত্তম যিনি, তাঁতে পূর্ব্বতন সব গুরু কেন্দ্রীভূত হন, তাঁদের মধ্যে কোন difference (পার্থক্য) নেই। তাঁরা

প্রেরিত। তাঁদের উপলব্ধি করাই সিদ্ধি। বর্ত্তমানকে অবলম্বন করলে পূর্ব্বতনকে যথাযথভাবে লাভের সুবিধা হয়।

সিংজী—সদ্‌গুরুকে চেনা যায় কীভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যিনি all-fulfiller (সর্ব্বপরিপূরণী) ও বৈশিষ্ট্যপালী, তাঁকে follow (অনুসরণ) করতে হয়, তবে বোঝা যায়। তাঁকে যে চিনে ফেলেছে, সে তো সব চিনে ফেলেছে। ভগবান স্বয়ং এসে যদি বলেন, আমি ভগবান, আমাকে অনুসরণ কর, তবু তাঁকে বুঝবে না যদি অনুসরণ না করে। অনুরাগের সঙ্গে যেমন-যেমন অনুসরণ করে, তেমন-তেমন ধরতে পারে।

আমরা আর্য্যরা মানি ভগবান কুলমালিক, অদ্বিতীয়, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, আমরা মানি ঋষিরা এক ও তাঁর বার্ত্তাবাহী, তাই প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের consistency (সঙ্গতি) আছে, আমরা স্বীকার করি পিতৃপুরুষকে, স্বীকার করি বর্ণাশ্রম, আর স্বীকার করি যুগপুরুষোত্তমকে, যিনি সবটার সমাধান দেন ও fulfil (পরিপূরণ) করেন। তাঁকে বাদ দিলে ঘোরালো ভুল পথে ঘোরা হয়। শাস্ত্রে আছে তাঁকে ধরার কথা, অনুসরণ করার কথা। তাঁর সাথে co-ordinated (সঙ্গতিসম্পন্ন) থাকতে হয় সবসময়, তার ফলে ভুল করলেও ভুল ভেঙ্গে যায়।

সিংজী—সদ্‌গুরুর করুণার কথা বলছিলেন, যা' দিয়ে তিনি রক্ষা করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো তিনি করেনই। সেইতো তাঁর মৌজ। কিন্তু আমাদের সম্পদ হ'লো তাঁর প্রতি অচ্যুত সক্রিয় অনুরাগ। তা' না থাকলে শুধু তাঁর ভালবাসায় কিছু হয় না।

সিংজী—তাঁর সাহায্য ছাড়া হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি সাহায্য ক'রেই আছেন। যা'রা attempt (চেষ্টা) করে, তাদের তিনি সাহায্য করেন। যা'রা করে না, তাদের induce করেন to attempt (চেষ্টা করতে প্রবুদ্ধ করেন)।

সিংজী—Defect (গলদ) থাকলে কী করা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Defect (গলদ) থাকলে undo (নিরাকরণ) ক'রে এগিয়ে যেতে হয়, যত এগোই তত blessings (আশীর্ব্বাদ) পাই।

সিংজী—গুরুর কাছে তো confession (স্বীকারোক্তি) দরকার!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওতে দোষ হাল্কা হয়। তা' না করলেও তিনি সবসময় টেনে ওঠাবার জন্য চেষ্টা করেন।

সিংজী—একজন সৎসঙ্গী ম'রে কী হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে higher (উচ্চতর) জন্ম পায়। সে নামটাম যদি করে, তাকে pull করেন (টেনে তোলেন) তিনি। সে help (সাহায্য) পায়।

সিংজী—স্বর্গ-মর্ত্ত্য কি আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বর্গ-মর্ত্ত্য সৃষ্টির সাথে-সাথে হয়েছে। সপ্তলোক অর্থাৎ সত্যলোক থেকে স্থূলতর হ'তে-হ'তে মর্ত্ত্যলোক ইত্যাদি হয়েছে। সব জায়গায় তিনি আছেন যেখানে যেমন সেখানে তেমন। মানুষও এক-এক জন এক-এক স্তরের। আবার, কর্ম্ম-অনুযায়ী ওঠে নামে।

সিংজী—সব অবতারের শক্তি কি একরকম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রতিপদের চন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র একই চন্দ্র, এক-এক সময় এক-এক রকম ধরা পড়ে।

সিংজী—একই নাম সব যুগে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে যুগে যেমন প্রয়োজন। যেমন রেডিওয় শর্ট ওয়েভ্, লঙ্ ওয়েভ্, মিডিয়াম ওয়েভ্ ইত্যাদি আছে, তেমনি যে যুগে যে ওয়েভ্ ও নামের প্রয়োজন, সেইটেই প্রকট হয়। বর্ত্তমান যুগের সৎনামের মধ্যে পূর্ব্বতন প্রত্যেক যুগের সব নাম converged ও concentrated (একমুখী ও কেন্দ্রায়িত), যেমন পূর্ণচন্দ্রের ভিতর প্রতিপদ, দ্বিতীয়া প্রভৃতি সব চাঁদই আছে। পরবর্ত্তী পূর্ব্বতনদের আরোতর রূপ, কিন্তু different (আলাদা) নয়। পূর্ণিমার চাঁদ যেমন প্রতিপদ চাঁদেরই বিকাশ, একই জিনিস।

সিংজী—স্বামীজী মহারাজ highest (সর্ব্বোচ্চ) দিলেন। আগে তো এটা পাওয়া যায়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বামীজীর মধ্যে যে lower (নিম্নতর)-টা নেই, তা' নয়, তিনি সবই। তিনি তাঁর বালবাচ্চাদের higher and higher (উচ্চতর থেকে উচ্চতর) ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন।

সিংজী—অলখ, অগম ইত্যাদি উচ্চলোকের কথা তো আগে শোনা যায়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার highest (উচ্চতম) আমার গুরু। অলখ, অগম জানি না। যদি কেউ পরে এসে আরো higher (উচ্চতর) বলেন, তিনি তা' পাওয়ার পথ বাতলাবেন। আমরা সেই পথে চ'লে পাব। তা'তে আমাদের অন্য কোন তগ্‌লিব করা লাগবে না।

সিংজী—নাম নিয়ে সদ্‌গুরুর সামনে থেকে নামধ্যান, সেবা করা তো helpful (সহায়ক)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কখনও কাছে থেকে ভাল হয়, কখনও দূরে থেকে ভাল হয়। Tuning (একতানতা) যেখানে যত ভাল হয়, সেখানেই তত ভাল হয়। তবে মাঝে-মাঝে তাঁর কাছে আসা ভাল। এককথায় যা' করি সংসারে, তা' দিয়ে সদ্‌গুরু যেন fulfilled (পরিপূরিত) হন। তা' ছাড়া আর সব অকাজ। এই বুঝটা ঠিক থাকলেই হ'লো, তা' যেমন ক'রে হো'ক।

সিংজী—কী করে বুঝব, তিনি fulfilled (পরিপূরিত) হচ্ছেন কিনা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ চেষ্টাই জানিয়ে দেয়। সদ্‌গুরুর কাছে আসা দরকার।

Complex-এ (প্রবৃত্তিতে) obsession ও deviation (অভিভূতি ও ব্যত্যয়) হয়। তা' থেকে উদ্ধার পেতে মাঝে-মাঝে আসা লাগে, যেমন রেলওয়ে লাইন মাঝে-মাঝে examine (পরীক্ষা) করা লাগে। আমরা যেন যন্ত্র, তিনি যেন যন্ত্রী। কিন্তু নিজেকে নিজে সবসময় examine (পরীক্ষা) করতে হয়। নিরখ-পরখ করতে হয়।

সিংজী—মন আর আত্মায় পার্থক্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার আত্মা মানে existence (অস্তিত্ব)। তিনি চৈতন্য-স্বরূপ। চৈতন্যের উপর পারিপার্শ্বিকের তরঙ্গাভিঘাতে মনের সৃষ্টি হয়, এক-এক রকমের তরঙ্গে এক-এক রকমের বৃত্তি বা অবস্থান্তর সৃষ্টি হয়। সব বৃত্তি ইষ্টে concentrated (কেন্দ্রায়িত) হ'লে মন একমুখী, সার্থক ও কারণমুখী হয়, চাঞ্চল্য ও বিক্ষেপের নিরসন হয়। এর finer and finer (সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতর) রূপ আছে। সৃষ্টি যেখানে আরম্ভ হয়েছে সেখানেই মনের আরম্ভ হয়েছে। আবার সৃজন-পরিক্রমার ভিতর-দিয়ে ঘোরাফেরা ক'রে সত্যলোক, অগমলোক, অলখলোকের দিকে সমাহিত হ'তে চলেছে। Feeling (বোধ)-টা ভাল ক'রে কওয়া যায় না, glimpse (আভাস) দেওয়া যায়। বলাটা অনেক different (আলাদা) হ'য়ে যায়। লয়ের অবস্থাটা বোধ করবার, ঠিক বলা যায় না।

সিংজী—আত্মাকে অলখ-অগম ব'লে বোধ কখন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মা যখন বিষয় থেকে, মন থেকে, পারিপার্শ্বিক থেকে একক আলগা হয়ে ইষ্টলীন হয়, তখন বোধ করা যায়।

সিংজী—কাল ও দয়ালের পার্থক্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাল হ'লো সৃষ্টি, দয়াল হ'লো mercy (দয়া)। দয়ালের কাছে কাল প্রার্থনা করে সৃষ্টির জন্য। Positive (ঋজী), negative (রিচী)-এর আকর্ষণ-বিকর্ষণের ভিতর-দিয়েই সৃষ্টি হয়। কালের মধ্যেও দয়ালের শক্তি ক্রিয়া করে, তাই অস্তিত্ব বজায় থাকে। দয়ালের সঙ্গে সংযোগ না থাকলে শুধু কাল তো মেরে ফেলে দেয়। আত্মার তরঙ্গ মন, সেই তরঙ্গের উপর সৃষ্টি হ'তে-হ'তে চলল।

সিংজী—মহাপুরুষেরা দয়ালধাম থেকে না কোথা থেকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সময়মতো এক-একতলা থেকে আসেন। দয়ালই যা'-কিছু হ'য়ে আছেন। যখন যেমন প্রয়োজন, তখন তেমনি আসেন। শ্রীকৃষ্ণকে যদি খাটো করে দেখি, দয়ালকে খাটো করা হবে। তিনি দয়ালের দিকে খিচনেওয়ালা। তিনিই রামচন্দ্র, তিনিই বুদ্ধ, তিনিই যীশু, তিনিই স্বামীজী মহারাজ।

সিংজী—শক্তির তারতম্য কি নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরবর্ত্তীকে দিয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী fulfilled (পরিপূরিত) হন,

কিন্তু তাই বলে পূর্ব্বতন ছোট নন, প্রত্যেক অবতারই যুগপ্রয়োজন-অনুযায়ী একেরই আবির্ভাব।

সিংজী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই ত্রিশক্তি আলাদা নয়। একেরই তিনটে দিক। এদের মধ্যে বিরোধও নেই। সবাই মঙ্গল করেন নিজের রকমে। কোথাও আলো দেখা যায়, গরম দেখা যায় না। কোথাও গরম দেখা যায়, আলো দেখা যায় না। আবার কোথাও দুটো সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। সদ্‌গুরু সেই concrete manifestation (বাস্তব প্রকাশ) যাঁর মধ্য-দিয়ে heat wave, light wave (তাপ তরঙ্গ, আলোক তরঙ্গ) দুই-ই পাই combined (একসঙ্গে)। ত্রিশক্তির সুসমন্বিত মঙ্গলমূর্ত্তি হ'লেন সদ্‌গুরু।

সিংজী—রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে আপনার কী মনে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হুজুর মহারাজ এবং পূর্ব্বতন মহাপুরুষদের বোঝার পথ সুগম করা ও যুগপ্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্যই তাঁর আবির্ভাব।

সিংজী—নামধ্যান কেমন জায়গায় করতে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রাণ যেখানে চায়, সেখানে। অবশ্য solitary place (নির্জ্জন স্থান)-ই সাধারণতঃ ভাল। অবশ্য যখন ক্ষুধা জাগে, তখন জনাকীর্ণ জায়গায়ও হয়।

সিংজী—একই দল কি যুগে-যুগে সদ্‌গুরুর সান্নিধ্য লাভ করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নূতনও আসে। আপনাদের মধ্য-দিয়ে আবার কতজন attached (অনুরক্ত) হ'চ্ছে। ইঞ্জিনের পিছনে যেমন পর-পর মালগাড়ী জুড়ে দেওয়া যায়। পরমপিতা পরিবেষণ করেন শ্রদ্ধার ভিতর-দিয়ে। আর কাল পরিবেষণ করে অশ্রদ্ধার ভিতর-দিয়ে।

সিংজী—জন্মজন্মান্তরের সংস্কার কাটে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়।

সিংজী—ওগুলি কতদূর যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গভীর অনুরাগে গুরুর কাছে গেলে গুরুতে ডুবে যায়। গুরুই সংস্কার হয়ে ওঠেন।

সিংজী—যখন কোন ধারা ছিল না, তখন কী ছিল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনিই ছিলেন। আলোর থেকে যত আলো জ্বালাই সবই আলো হবে।

সব আলো নিভিয়ে দিয়ে মূল আলোটা রেখে দাও, সেই আলোই থাকবে। আগেও যা' পাছেও তা'ই। ধারাকে উল্টে নেও, আর মেলো তা'র সাথে, কুলমালিকের সাথে মেলো, যা' হবার হবে।

সিংজী—ধারা না থাকা অবস্থায় ভগবানের definition (সংজ্ঞা) কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—His definition is He (তাঁর সংজ্ঞা তিনি)। যেখানে তিনি ছাড়া কিছু নেই, সেখানে তাঁর definition (সংজ্ঞা) দেয় কে? তিনি কিছুর দ্বারা limited ও determined (সীমায়িত ও নির্দ্ধারিত) নন।

সিংজী বললেন—আমি ক্রমাগত প্রশ্ন করছি, আপনাকে ক্লান্ত করা হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ভালই লাগে, ওদিক দিয়ে চিন্তার কিছু নেই।

সিংজী—বিভিন্ন যুগ সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম মানে তাই যা' ধারণ করে। এক-এক বৃত্তির চাপ এক-এক যুগে প্রবল হয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, প্রত্যেক যুগেরই বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজন আছে। এইগুলি ঘুরে এসে cycle (কালচক্র) complete (পূর্ণ) হ'য়ে একে আসে। আবার শুরু হয়। ভগবান এক, তিনি চান unity (ঐক্য)। কাল চায় বিচ্ছিন্ন করতে, পরমপিতা চান ঐক্য। ঐক্য ছাড়া সত্তা টেঁকে না। মানুষ যখন পরস্পরের ভেতর-দিয়ে তাঁকে সেবা করে, তখন ঐক্য এসে যায়, তাকে বলে ধর্ম্ম। Politics (রাজনীতি), diplomacy (কূটনীতি) সবই ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ হয়, যখন ঐগুলি বাঁচাবার উদ্দেশ্যে fulfil (পূরণ) করে। তা' যখন করে না, তখনই satanic (শাতনী) হ'য়ে ওঠে। কাল প্রবল হ'য়ে ওঠে।

প্রকাশদা (বসু)—কালের মধ্যে ভগবানের শক্তি থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে সেই শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করার কাজে লাগায়। আগুন একটা শক্তি, তার সদ্ব্যবহারও করতে পারি, অপব্যবহারও করতে পারি।

সিংজী—নানাভাবেই তো তাঁকে পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—If that fulfils Ideal (যদি তা' আদর্শকে পূরণ করে।)

যোগেনদা—সত্যযুগের তাৎপর্য্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্যযুগে মানুষ unity (ঐক্য)-এর দিকে যায়। সত্যযুগ মানে কৃত যুগ, যেখানে service (সেবা)-এর ভিতর-দিয়ে পরস্পর unified (ঐক্যবদ্ধ) হয়। এই যে ভারত-বিভাগ, এটা সত্যযুগের বিপরীত লক্ষণ।

সিংজী—জন্মের সময় কি আয়ু ঠিক হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Potency (শক্তি) নিয়ে আসে। আমার কর্ম্মফল যেমনতর তেমন potency (শক্তি)।

যোগেনদা—Potency (আয়ুগত শক্তি) কি বাড়ান যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মার্কণ্ডের পুনর্জ্জন্মের মত হ'তে পারে—in rare case (ক্বচিৎ)।

সিংজী—আমাদের কর্ম্ম কি কোথাও recorded (লিপিবদ্ধ) হয়? কোন কর্ম্মদেবতা কি আছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ দেবতা আমাদের মধ্যে আছেন। সেই দেবতা হ'লেন

মস্তিষ্কের সেই faculty (শক্তি) যার দরুন recorded (লিপিবদ্ধ) হয়। তাই বলে, আমাদের মাথাটাই চিত্রগুপ্তের খাতা।

সিংজী—নূতন জীবাত্মার সৃষ্টি হয় কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেখানে যা' আছে বা হ'চ্ছে সব তো আত্মা। তা'র নানারূপ ও রকম। কতকগুলি কর্ম্মফলের বন্ধনের বাইরে চ'লে যাচ্ছে।

যোগেনদা—মুক্ত হ'লে কি আর আসে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রয়োজনমতো আসে, তাঁর girdle (বেষ্টনী) হ'য়ে আসে। তা'র existence (অস্তিত্ব) হ'লেন ঈশ্বর। মুক্ত হ'লেও ভক্ত ও সেবকদের তাঁকে সেবা করার আশা থাকে। তাঁর সেবা ক'রে উপভোগ করতে চায় তাঁকে। যুগগুরু হ'য়ে যখন তিনি আসেন, তখন ঐ-সবদের কা'রও-কা'রও আসার প্রয়োজন সৃষ্টি হয়। অবশ্য যা'রা মুক্ত হয়, তাদের সবার ভাব একরকম নয়।

সিংজী—সদ্‌গুরুর কাছ থেকে নাম নিয়ে তাঁর দেহান্তের পর অন্য সদ্‌গুরুর কাছে নাম নেওয়া যায় কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যায় পুরশ্চরণ ও প্রেরণার জন্য। যদি তিনি পূর্ব্বতনকে পরিপূরণ করেন এবং তাঁর মধ্যে পেছনের জনকেই পাওয়া যায়। Same tune (সমানতান)-এর যখন হন, তখন বিগত বর্ত্তমানে আবির্ভূত হন। অনেক সময় বিগতের ধ্যানে তাঁকে পাওয়া যায় না, বর্ত্তমান সদ্‌গুরুর ধ্যানে তাঁকে পাওয়া যায়। শুধু তাঁকে পাওয়া নয়, সমস্ত দেবতাদের পর্য্যন্ত পাওয়া যায় তাঁতে। যেই লগ্ন আসে অমনি হয়। কাকে কোনটা কয়, তা'ও উপলব্ধি হয়।

সিংজী—ব্রহ্মা-বিষ্ণু কি রক্তমাংস নিয়ে কোনদিন এসেছিলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—These are faculties and traits (এ সব শক্তি এবং গুণ) এবং তা'র রূপকল্পনা, যেমন mainfested (প্রকাশিত) হয়েছেন তাঁরা সাধকের কাছে। প্রত্যেক গুণকেই materialise (বাস্তবায়িত) ক'রে form (রূপ) দিতে পারি। ধর, যেমন artist (শিল্পী) দয়ার form (রূপ) দেয় মানুষের ছবি এঁকে। তবে, কালী কিন্তু রামকৃষ্ণ ও রামপ্রসাদের মতো ভক্তের কাছে অত্যন্ত বাস্তব। আবার, রক্তমাংসসঙ্কুল নরদেহ নিয়ে বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণদেব ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটেছিল পৃথিবীতে, সে তো সবার জানা কথা।

সিংজী—সদ্‌গুরুকে না ধ'রে যদি পূর্ব্বতনদের কাউকে ধ্যান করি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালর উপাসনায় ভাল effect (ফল) হয়, কিন্তু educated (শিক্ষিত) হ'তে গেলে সদ্‌গুরু লাগে। পূর্ব্বতন তো impulse (প্রেরণা) দেন না। সব সময় আবির্ভূত হন না। যদি কোন সময় হলেন তো হলেন, আবার হ'লেন না, তাতে মানুষ ঠিকমতো educated (শিক্ষিত) হয় না। অবশ্য সবার প্রতি শ্রদ্ধা রাখাই ভাল, কিন্তু জীবন্ত সদ্‌গুরুর দ্বারা তাঁদের দেখলে,

অন্ধকার কম্‌তি হ'তে থাকে।

সিংজী—গুরু নানকের মৃতদেহ disappear করল (অন্তর্হিত হ'ল) কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে উপাদানের শরীর, সেই উপাদানে মিশিয়ে রূপান্তরিত ক'রে দিলেন। হিন্দু-মুসলমান শিষ্যদের ঝগড়া থেমে গেল।

জনৈক দাদা—আত্মা অবিনশ্বর বলতে কী বোঝা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অর্থাৎ তার বিনাশ হয় না। যেমন একটা আলোর থেকে লাখ আলো জ্বালাও, তাতে আলো আলোই থাকবে। আত্মা যে-কোন রূপ পরিগ্রহ করুক, তার আত্মত্ব থেকেই যায়। আমার মনে হয়, পৃথিবীর মাল দিয়ে পৃথিবীতে যত জিনিসই হো'ক, তাতে পৃথিবীর ভার সবটা মিলে হরেদরে একই থাকে।

৪ঠা কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ২১।১০।৪৮)

আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর অসুস্থ। খুব সর্দ্দি লেগেছে। সারাদিন ঘরে শুয়ে আছেন। বিকালে শুয়ে-শুয়ে একটু-আধটু কথা বলছিলেন। মাঝে ক'দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর খুব চাপ গেছে। রাত্রে কিছু সময় ধীরে-ধীরে শৈলমার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার বিষয় কথা বললেন। তারপর রাত প্রায় ন'টায় একটি বাণী দিলেন।

৫ই কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ২২।১০।৪৮)

আজও শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর ভাল নয়। সর্দ্দি, গা-ব্যথা, মাথাধরা, শরীরে অস্বস্তি আছে, সারাদিন বড়াল-বাংলোর ঘরে কাটালেন। কিছু সময় ঘুমোবার চেষ্টা করছিলেন, আবার উঠে বসছিলেন। একটু-একটু কথা বলছিলেন। পূজনীয় খেপুদা ও কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সঙ্গে দুপুরে ছড়ার বই ছাপান সম্বন্ধে আলোচনা করলেন।

বিকালে সুশীলদা (বসু), কিশোরীদা (চৌধুরী) ও ব্রজেনদা (বন্দ্যোপাধ্যায়)-কে জমির সন্ধান নিতে বললেন। এই সময় বালিয়াটির জমিদার আসলেন। তাঁর স্ত্রীর বাত ও পেটের গোলমাল। তা' শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর নীচের ওষুধটি ব্যবহার করতে বললেন।

নিমপাতা—১ তোলা, নিশিন্দা পাতা—১ তোলা, বেলপাতা—১ তোলা, নিমগুলঞ্চ—১ তোলা, কালমেঘ—১ তোলা বেটে ভাগ করে ৪০টা বড়ি ক'রে ছায়ায় শুকিয়ে সকালে ইষ্টভৃতি নিবেদন ক'রে একগ্লাস জলসহ একটা বড়ি

খেতে হবে, আধঘণ্টা কিংবা ৪৫ মিনিট পরে আর একগ্লাস জল খেতে হবে। আর ষ্ট্রবেরি বা টম্যাটো রোজ ৬।৭টা খেতে হবে।

এরপর পূজনীয় বড়দা এসে কথাবার্ত্তা বললেন। সিংজী দীক্ষাগ্রহণানন্তর সন্ধ্যার পর কেষ্টদা-সহ এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার আশীর্ব্বাদ আছেই। পরমপিতাই সবাইকে দেখেন। তাঁর প্রতি যত প্রেম থাকে ততই ভাল।

৬ই কার্ত্তিক, শনিবার, ১৩৫৫ (ইং ২৩।১০।৪৮)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর বেশী খারাপ করেছে। ঘরে শুয়ে আছেন। কথা বলতে পারছেন না। একটা খাতায় লিখে দিলেন "প্রফুল্ল! আমাকে একখানা একসারসাইজ বুক এনে দেবে এখনই।" এনে দেওয়া হ'লো। তাতে সব লিখে দিতে লাগলেন।

বিকালে সিটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন ক'রে গেলেন।

সন্ধ্যায় হিন্দু মহাসভার নেতা শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে বিশেষ কথাবার্ত্তা হ'তে পারল না। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার অনেক কথা শুনবার ছিল।

দেবেনবাবু এখান থেকে যাবার আগে একবার আসবেন বললেন। দেবেনবাবু তাঁর স্ত্রী, তাঁর সম্বন্ধী এবং তাঁর সঙ্গে অন্যান্য যাঁরা এসেছিলেন, সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে বিদায় গ্রহণ করলেন।

শোবার সময় ডেটল দেবার কথা, দুদিন দেওয়া হয়নি, কাল রাত্রে দরজা-জানালা খোলা ছিল। এইসব কারণে আজ সর্দ্দিকাশি বেড়েছে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় বড়দা ও কেষ্টদাকে বললেন—আমার সংশ্রয়গুলি সব বিষম। এরা অনেকে মিলে খুব করে, কিন্তু তাল ঠিক রাখতে পারে না। কোন একজনের মাথায় সবটা থাকে না, তাই গোলমাল হয়। আবার decision-এও (সিদ্ধান্তেও) ভুল করে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখনীয় যে প্যারীদা (নন্দী), বঙ্কিমদা (রায়), হরিপদদা (সাহা), সরোজিনীমা, ননীমা, সুধাপাণিমা, সেবাদি, রেণুমা প্রভৃতি কাছে থাকেন।

শ্রীশ্রীবড়মা ও ছোটমা বার-বার এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বাস্থ্যের খবর নেন। এই অসুস্থ শরীরেও শ্রীশ্রীঠাকুর আজ শ্রীহস্তে চারটি বাণী লিখেছেন।

৭ই কার্ত্তিক, রবিবার, ১৩৫৫ (ইং ২৪।১০।৪৮)

আজও শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর অসুস্থ। ঘরেই শুয়ে আছেন। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। সকালে একটা বাণী খাতায় লিখে দিলেন।

বিকালেও কষ্ট পাচ্ছেন কাশিতে। রাত্রে স্থানীয় সরকারী ডাক্তার ডক্টর দাশগুপ্ত এসে তাঁকে দেখে গেলেন।

৮ই কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৫৫ (ইং ২৫।১০।৪৮)

কাল রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর খুব খারাপ গেছে। অত্যন্ত কাশি হয়েছে, কাশিতে গলা ব'সে গেছে। বড়াল-বাংলোর ঘরে বিছানায় শুয়ে আছেন। প্যারীদা অনুপস্থিত থাকায় শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর খোঁজ করছেন। প্যারীদা খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে আসলেন। প্যারীদাকে দেখে খুশি হলেন। বালকের মতো ভাব।

এ্যান্থনি এলেঞ্জিমিটটাম আসলেন।

পরস্পর কুশল প্রশ্নাদির পর এলেঞ্জিমিটটাম বললেন—গোলাপ বাগটা আমার নিজের বাড়ীর মতো মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও তোমাকে তেমনি মনে হয়। বড়খোকা, মণি বাইরে থেকে আসলে যেমন লাগে, তুমি আসলেও তেমনি মনে হয়।

এলেঞ্জিমিটটাম এখন চলে যাবেন। কিছুদিন পর আবার আসবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে বললেন—সকাল-সকাল এসো।

এলেঞ্জিমিটটাম ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন। তারপর বললেন—প্রফুল্লদার আলাপনী দ্বিতীয় ভাগটা পড়লাম। ধীরে-ধীরে সব বইগুলি পড়ে ফেলব। সবগুলি বই থেকে একটা Systematic interpretation (ধারাবাহিক ব্যাখ্যা) সমস্ত জগতের কাছে ধরা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভক্তিমূলক সাধনাটা খুব দরকার, আর চাই food (খাদ্য) সম্পর্কে সদাচার। তাতে nerve (স্নায়ু)-গুলি sharp (তীক্ষ্ন), keen (তীব্র), sensitive (সাড়াপ্রবণ), receptive (গ্রহণমুখর) ও ready (প্রস্তুত) হয় for finer work (সূক্ষ্মতর কাজের জন্য)।

ঊষা-নিশায় মন্ত্রসাধন
চলাফেরায় জপ
যথাসময় ইষ্টনিদেশ
মূর্ত্ত করাই তপ।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী বললেন।

৯ই কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৩৫৫ (ইং ২৬।১০।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর আজ অপেক্ষাকৃত ভাল। তিনি বড়াল-বাংলোর বারান্দায় এসে বসেছেন। ডক্টর দাশগুপ্ত দেখতে এসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), প্যারীদা (নন্দী), কালীদা (সেন) প্রভৃতি আছেন।

ডক্টর দাশগুপ্ত কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মফস্বলের ডাক্তারদের অসুবিধা হয়। তা'রা সব সময় হাতের কাছে রোগ-অনুসন্ধান ও পরীক্ষার সুযোগ পায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্যই তাদের অভিজ্ঞতা বাড়াতে হয়।

ডক্টর দাশগুপ্ত—অনেক্ সময় আন্দাজে ঢিল মারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কেন? অন্তর্দৃষ্টিই বেড়ে যায়। যেমন আগের ভাল-ভাল ডাক্তারদের মধ্যে দেখা গেছে।

ডক্টর দাশগুপ্ত—বিধিমতো অনুসন্ধান ছাড়া সব সময় রোগ ঠিকমতো ধরা পড়ে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাথা খাটাতে-খাটাতে হয়। মাথা খাটাতে চান না, তাই মনে হয় হয় না। চেষ্টা করলে নিজেই অনেক কিছু ধরা যায় independently (স্বাধীনভাবে)। তাই ব'লে যান্ত্রিক সাহায্য নিষ্প্রয়োজন তা' আমার বক্তব্য নয়।

যোগ্যতার প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যোগ্যতাই জবর জিনিস। মানুষ যে চুরি করে, ভাবে যেনতেন প্রকারেণ টাকা হলেই বড় হওয়া যায়, কিন্তু টাকাটা যে বুদ্ধির উপর, চরিত্রের উপর, শ্রমের উপর নির্ভর করে, তা' আর বোঝে না। গোঁজামিলে সারতে চায়।

ডাক্তারবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—আপনার সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন, আর গলায় যা'তে চোট না পড়ে, সে জন্য মাইক্রোফোন ব্যবহার করা ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে হয় বাঁধাধরা কথা, কিন্তু আমার এখানে আসে সারা বাংলা, সারা ভারতের লোক। কত টাকা-পয়সা খরচ করে আসে তাদের সমস্যা নিয়ে। তাদের স্বস্তি দিতে না পারলে আমারও অস্বস্তি।

কেষ্টদা—কতজনের কত private personal (গোপন ব্যক্তিগত) কথা থাকে।

এরপর ডাক্তারবাবু বিদায় নিলেন।

তারপর বিশেষ একটা বাণী কেষ্টদাকে প'ড়ে শোনাবার পর তিনি বললেন—এতে তো প্রত্যেকের উপর responsibility (দায়িত্ব) প'ড়ে যায় রাষ্ট্র পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করবার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তেমন চৌম্বক চরিত্র থাকলে রাষ্ট্র পর্য্যন্ত ঠিক ক'রে ফেলে।

কেষ্টদা—অনেকের পক্ষে তো তা' অসম্ভব।

শ্রীশ্রীঠাকুর আমরা অনেক জিনিস খাই, কিন্তু তাই নিই যা বিধানের উপযোগী। তেমনি সমাজ-রাষ্ট্রের প্রতিকূল জিনিসগুলির নিরাকরণ তা'রা

করতে পারে না। তা'রা ভালমন্দের ভিতর-থেকে বাঁচার মতো একটা কায়দা বের ক'রে নিতে চেষ্টা করে। তা' যারা পারে না, তাদের পক্ষে টিকে থাকাই তো মুশকিল হ'য়ে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর দুপুরে নিম্নলিখিত দু'টি ছড়া দিলেন—

গজিয়ে তোলা সৌষ্ঠবেতে
জন্মগত ধর্ম্ম যাদের
শরীর-মনে সুষ্ঠু হওয়াই
জীবন-চলায় সাধ্য তাদের।
শরীর-মনের গ্রন্থি যত
কেন্দ্রায়িত নয়কো যার
শক্তি তাহার স্পর্ধী হ'য়ে
অঙ্কুরণের বয় না ভার।

স্মরজিৎদা (ঘোষ), গুরুদাসদা (সিংহ) প্রভৃতি তখন ছিলেন।

ঐ ছড়ার প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মেয়েদের শুধু শরীরের বিন্যাস করলে হবে না, মনের বিন্যাসও হওয়া চাই তেমনি। Soothing (স্নিগ্ধকর), nourishing (পুষ্টিকর), elating approach (উদ্দীপনী অভিগমন) হওয়া চাই। স্ত্রী হয়তো খুব সেজেগুজে মনভোলান রকমে স্বামীর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে আসল। স্বামীর মিলনাগ্রহ হ'ল। স্ত্রীর মুখ থেকে তখন হয়তো ভক ক'রে বিরক্তিকর গন্ধ ছাড়ল। ঐ মিলনে যদি কোন সন্তান হয়, তার ঘ্রাণ-স্নায়ুর বৈকল্য প্রায় নিশ্চিত। সেইজন্য স্ত্রীলোকের পরিচ্ছন্নতা, আচার, নিষ্ঠার উপর অতখানি জোর দেওয়া আছে। তুমি একটা খাবার হয়তো খাবে, তার গন্ধও হয়তো ভাল। দেখতেও ভাল, কিন্তু স্বাদ ভাল না, তাতে সবরকম স্নায়ুর ভাল ক্ষরণ হবে না, ফলে হজম ঠিক হবে না। সব রকম ক্ষরণ ভাল হওয়া চাই। জননের বেলায়ও শরীর-মনের যুক্ত আগ্রহপ্রসূত-সুসঙ্গতিতে proper nurture (বিহিত পোষণ) দেওয়ার মতো secretion (ক্ষরণ) যদি ডিম্বকোষে হয়, তাতে সন্তানের উপকার হয়।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় এসে দুগ্ধধবল শয্যায় বসেছেন। এতদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে পেয়ে সবাই এসে পরম আগ্রহে ভিড় ক'রে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), মন্মথদা (দে), এলোঞ্জামিটটাম, বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), অনিলদা (সরকার), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), সুধীরদা (চট্টোপাধ্যায়), গোপেনদা (রায়), মহিমদা (দে), মহেন্দ্রদা (হালদার), প্রবোধদা (বাগচী), শরৎদা (সেন) প্রভৃতি এবং বহু মা ও ছেলেমেয়ে উপস্থিত। চতুর্দ্দিক শরতের সোনামাখা সূর্য্যকিরণে সমুজ্জ্বল। আকাশে-বাতাসে এক স্নিগ্ধ মাধুর্য্যের

আবেশ। তাঁর চোখে-মুখে এক দিব্যভাবের দীপ্তি। প্রাণপ্রভুকে সবাই নয়নভরে দেখছেন।

এলেঞ্জিমিটটাম—একজন perfectly religious man (সুসম্পূর্ণ ধাম্মিক মানুষ)-এর পক্ষে অসুস্থ না হওয়াই তো স্বাভাবিক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Environment (পারিপার্শ্বিক) যদি মোটামুটি ঠিক না হয়, একক একজনের পক্ষে নিখুঁত ও সুসম্পূর্ণভাবে ধর্ম্মাচরণ করা অর্থাৎ জীবন-বৃদ্ধিদ আচরণ ক'রে চলা কঠিন হয়ে পড়ে। পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সদাচারের অভাব থাকলে তা'র সংক্রমণে তা'কে অসুস্থ হ'য়ে পড়তে হয়। একলা যাওয়ার উপায় নেই। যীশুখ্রীষ্টকে যে ক্রুশবিদ্ধ হ'তে হ'লো, তা' এড়ান যেত যদি girdle (বেষ্টনী) strong (শক্তিমান) হ'তো। আমারও যদি environment (পরিবেশ) pure (পরিশুদ্ধ) না হয়, তবে অসুস্থতার কবলে পড়তে হবে। জ্ঞান থেকেও লাভ হয় না, যদি girdle (বেষ্টনী) enlightened (আলোকপ্রাপ্ত) না হয়। ভাল যদি থাকতে চাও, environment (পরিবেশ)-কে পরিশুদ্ধ করতেই হবে। Environment (পরিবেশ) এতই essential (প্রয়োজনীয়)।

এলেঞ্জিমিটটাম—অবতার ও দার্শনিকের মধ্যে প্রভেদ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অবতার স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে ঋষি ও মুনি, দার্শনিক অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে মননশীল মুনি।

তারপর আপনা থেকে বললেন—মানুষের তথাকথিত ধর্ম্ম পালন করা সোজা। কিন্তু কোন Living Ideal-এ (জীবন্ত আদর্শে) surrender (আত্ম-সমর্পণ)-ই কঠিন। কারণ, সেখানে surrender (আত্মসমর্পণ)-টা হওয়া চাই materialised (বাস্তবায়িত)। Surrender (আত্মসমর্পণ)-টা সেখানে কথার কথা নয়, বাস্তব। আকাশের ভগবানে surrender-এ (আত্মসমর্পণে) খেয়ালমতো চলার বহু ফুরসত থাকে। তাতে কাজ হয় না। তা'র কারণ, আকাশ আমাকে বাধা দেয় না। যে আমাকে বাধা দিতে পারে না, সে আমাকে mould (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারে না। আকাশের দিকে তাকিয়ে বেশ অপকর্ম্ম করা যায়। Religion (ধর্ম্ম) মানে Living Divine Ideal (জীবন্ত ভাগবত আদর্শ)-এর সঙ্গে প্রীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়া, আবদ্ধ হওয়া। এতে মনের শক্তি বোঝা যায়। Sincerity (অকপটতা) বোঝা যায়। অনেকে বোঝে-সোঝে, স্বভাব ভাল। কিন্তু ঐ কাজটি পারে না। তার মানে they are not sincere to their ideas (তা'রা তাদের চিন্তাধারার প্রতি অকপট নয়)।

১০ই কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৫৫ (ইং ২৭।১০।৪৮)

একটু বেলা হ'লে শ্রীশ্রীঠাকুর বাইরে তাঁবুর নীচে এসে বসলেন। বহু লোকের ভিড় জ'মে গেল। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুরেনদা (বিশ্বাস), এর্লেঞ্জিমিটটাম, শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), গিরীশদা (কাব্যতীর্থ), অনিলদা (সরকার), সুধীরদা (দাস), খগেনদা (তপাদার), মনোহরদা (সরকার), কেদারদা (ভট্টাচার্য্য), যতীনদা (দাস), কালুদা (আইচ), পদাদা (দে), মণিদা (সেন), বিজয়দা (রায়), সুরেনদা (দাস), নগেনদা (দে), সুধীরদা (বিশ্বাস), যজ্ঞেশ্বরদা (সামন্ত), সুধীরদা (বসু), কালীদা (সেন), গোকুলদা (নন্দী), কালিদাসদা (মজুমদার), নরেনদা (মিত্র), হেমগোবিন্দদা (মুন্সী), সন্তোষদা (রায়), প্রফুল্লদা (বাগচী), রাধামোহন (বন্দ্যোপাধ্যায়), অনিল (চক্রবর্ত্তী) প্রভৃতি এবং মায়েদের অনেকেই উপস্থিত।

এর্লেঞ্জিমিটটাম সেমিটিক ধর্ম্ম ও কৃষ্টির কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেমিটিক নয়, এব্রাহাম আর্য্য। তার বংশধররাও আর্য্য। আর্য্যরা সেমিটিকদের মধ্যে তাদের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে আর্য্য ধর্ম্ম ও কৃষ্টি প্রচার করেছিলেন। ওদের দর্শনের মূল সুর আর্য্য ভাবান্বিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট। বহু দাদা ও মা সমবেত।

যামিনীদা (রায়চৌধুরী) শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—আমরা যেন দিন-দিন আপনার উপর নির্ভরশীল হ'য়ে পড়ছি বেশী। ভাবি, যদি না পেরে উঠি, ঠাকুর তো আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই ধরণের নির্ভরশীল হওয়া ভাল নয়, বরং ভরণশীল হওয়া ভাল।

কাজকর্ম্ম সম্পর্কে বললেন—সক্রিয়ভাবে ভাবমাতাল না হ'লে পারবে না। শেয়ার বিক্রী ও কৃষ্টিবান্ধব হ'য়ে গেলে দেড় লাখের পথ খুলে যাবে। দেড় লাখ বিশিষ্ট দীক্ষা হ'য়ে গেলে তোমাদের চেহারা বদলে যাবে। পরমপিতার কাজে মানুষ ও টাকা দুই-ই লাগবে। সন্ন্যাসী ধরণের অনেক কর্ম্মী চাই।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরে বিছানায় ব'সে তামাক খেতে-খেতে ভোলানাথদাকে (সরকার) বললেন—আমার একটা normal leaning (স্বাভাবিক ঝোঁক) আছে বাংলার মাটিতে ফিরে যাবার। এদিকে যদি তত favourable (অনুকূল) না হয়, আর তা' হ'লেও বাংলায় সেইরকম একটা suitable (উপযুক্ত) জায়গায় হাজার বারোশ' বিঘা জমি secure (সংগ্রহ) করা চাই।

ভোলানাথদা—চেষ্টা করব।

পদ্মপাণি (সান্যাল)—কলকাতার অনেক যুবকের মনোবৃত্তি খুব উচ্ছৃঙ্খল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—৩০০০ কৃষ্টিবান্ধব ক'রে কাগজে-কাগজে রোজ-রোজ ধর্ম্ম ও

কৃষ্টির কথা মনোজ্ঞভাবে পরিবেষণ ক'রে হাওয়াটা ফিরিয়ে ফেল। দুটো জিনিস চাই, পরিবেষণও চাই, শাসনও চাই।

পুষ্পমা—কয়েকটি মেয়ে ইষ্টভৃতি করে, কিন্তু ঠিকমতো পাঠায় না, তাদের কাছ থেকে নিয়ে পাঠালে তবে পাঠান হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পিছনে লেগে থেকে পাঠাবার অভ্যাস করান লাগে। ঐ অভ্যাসটুকু হ'য়ে গেলে অনেকখানি হ'য়ে গেল।

১১ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ২৮।১০।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চ্চির সংস্কৃত মন্ত্রগুলি প'ড়ে শোনাচ্ছিলেন। ননীদা (চক্রবর্ত্তী), কালিদাসদা (মজুমদার), ষড়াননদা (ভট্টাচার্য্য), কিশোরীদা (চৌধুরী) প্রভৃতি এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারও যদি পাতিত্য থাকে সে 'ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ, তপসোঽধ্যজায়ত............' ইত্যাদি মন্ত্রে হোম ক'রে পঞ্চবর্হিকে গ্রহণ ক'রে সপ্তার্চ্চিকে বরণ করলে আর্য্যীকৃত হয়। তা'র গুণব্যঞ্জনা যে বর্ণানুপাতিক, তাকে তেমনভাবে পর্য্যায়-অনুযায়ী সমাজে বিন্যস্ত করতে হয়।

ষড়াননদা—আপনার প্রত্যেকটি বাণীই লোককল্যাণমূলক, কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি থাকলে, মানুষ তা'র অপব্যবহার করতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যা' বলেছি, তা' fact (তথ্য)। তা' ভালতে লাগালে ভাল, মন্দতে লাগালে মন্দ। কোন্ কথার প্রাণ কোথায়, সার্থকতা কী, সেটা তো দেখতে হবে।

ষড়াননদা—নাস্তিক্যবাদ জিনিসটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাস্তিক কথাটা সোনার পিতলে ঘুঘু। আমি আছি আমার এই অস্তিত্ব নিয়ে। আমি চলছি, ফিরছি, কথা বলছি, খাচ্ছি, বাঁচতে চাচ্ছি অনন্তকাল, অথচ বলছি নাস্তিক। তা' হয় কী করে? ভগবানের অস্তিত্ব না মানলেও নিজের অস্তিত্ব তো অস্বীকার করার উপায় নেই। নাস্তিকতা কথাটা independence (অনধীনতা)-এর মতো। যেখানে জন্ম নিতেই লাগে দুইজন, সেখানে independence (অনধীনতা) কোথায়?

এরপর অঘমর্ষণ সম্পর্কে কথা উঠতে কেষ্টদা বললেন—আপনি যা' দিয়েছেন, তা' মূলের থেকেও ভাল লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মূলের সঙ্গে কি তুলনা চলে?

কেষ্টদা—নিউটন যা' দিলেন, তা'র তুলনায় আয়েনষ্টাইন অনেক বেশী

দিলেন। তাতে আয়েনষ্টাইনের উপর স্বতঃই বেশী শ্রদ্ধা যদি হয়, তা' কি অন্যায় হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আয়েনষ্টাইন নিউটনের অগ্রগতি। তাঁর তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হলো। আরোতর ক'রে বুঝলাম। নিউটনেরই ফল আয়েনষ্টাইন। নিউটন ম্লান হ'লেন না, উড়ে গেলেন না, উজ্জ্বল হ'লেন।

এরপর এলেঞ্জিমিটটাম শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে নিভৃতে কথা বলার পর দীক্ষা নিতে গেলেন।

এমন সময় পূজনীয় বড়দা আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়দাকে বললেন—এলেঞ্জিমিটটাম দীক্ষা নিতে গেছে।

তারপর হঠাৎ বললেন—আচ্ছা এমন হয় কেন? সবাইকে ভাল লাগে। সবারই ভাল করতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কেউ দীক্ষা নিলে মনে যেন একটা ভরসা হয়। অবশ্য চিন্তাও বেড়ে যায় তা'র জন্য। তবু মনে হয়, তা'র মধ্যে সেই seed (বীজ)-টা পড়ল, যাতে সে exalted (উন্নীত) হ'তে পারে। তা'র রাস্তা যেন খুলে গেল। আচ্ছা! এরকম মনে হয় কেন?

সুশীলদা—তাই-ই তো স্বাভাবিক।

একটু পরে এলেঞ্জিমিটটাম দীক্ষা নিয়ে এসে প্রণাম করার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নাম পেলে, এখন practice (অনুশীলন) কর ঠিকমতো।

এলেঞ্জিমিটটাম—ফরমূলা পেলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাস্তবে প্রয়োগ কর, কাজে লাগাও। "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"। যত যাই করি, মূল ঠিক না করলে দানা বাঁধে না। তিনটে জিনিস আছে—যজন, মানে নিজে করা, যাজন, মানে পারিপার্শ্বিকের ভিতর সঞ্চারিত করা, আর ইষ্টভৃতি, মানে নিত্য নিজে অন্নজল গ্রহণের পূর্ব্বে ভক্তিভরে তাঁকে ভোজ্য নিবেদন। এই তিনটে জিনিস নিয়মিতভাবে ক'রে যাও। করলেই ফল বুঝতে পারবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় শয্যায় উপবিষ্ট। মন্মথদা (দে), কান্তিদা (বিশ্বাস), এলেঞ্জিমিটটাম, কিশোরীদা (চৌধুরী), ক্ষেত্রদা (শিকদার), শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রভৃতি এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত।

মন্মথদা—পুরুষোত্তমের জীবদ্দশায় অনেক বড় সাধক থাকেন, কিন্তু তাঁদের অনেকেই তাঁকে ধরেন না, সে কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী যেন আছে—"নারায়ণঃ পরা বেদাঃ, নারায়ণঃ পরা মখা, নারায়ণঃ পরাক্ষরা, নারায়ণঃ পরা গতিঃ"। নারায়ণকে accept (গ্রহণ) না করলে growth (বৃদ্ধি) stunted (খর্ব্ব) হ'য়ে থাকে। যা' হয়েছে, প্রায় ঐটুকুই হ'য়ে থাকে, অগ্রসর হ'তে পারে কমই।

মন্মথদা—তাঁরা কি বুঝতে পারেন না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হয়তো পারেন না।

মন্মথদা—অতো বড় সাধক হ'য়েও তাঁরা বুঝতে পারেন না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হয়তো পারেন, কিন্তু ego (অহং)-এর দরুন হয়তো accept (গ্রহণ) করতে পারেন না।

মন্মথদা—তাঁদেরও কি ego (অহং) থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—থাকে না?

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বিভিন্ন মহাপুরুষের বাণীর একত্ব সম্বন্ধে বলছিলেন। সেই প্রসঙ্গে মন্মথদা জিজ্ঞাসা করলেন—এমন কেউ powerful (শক্তিমান) কি আসবেন না, যিনি দুনিয়ার সব সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সবাইকে সত্যিকার ধর্ম্মের ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে ঐক্যবদ্ধ ক'রে তুলতে পারবেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের অদৃষ্ট যদি সুপ্রসন্ন হয়, হয়তো তেমনতর তাঁকে পাব।

মন্মথদা—আমাদের এই অবস্থার জন্য তাঁর কষ্ট হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের কষ্ট হ'লে তাঁর কষ্ট না হ'য়ে পারে?

১২ই কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ২৯।১০।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় পূত শুভ্র শয্যায় উপবিষ্ট। কাছে আছেন এলোঞ্জিমিটটাম, অমৃতদা (হালদার), স্মরজিৎদা (ঘোষ), শরৎদা (সেন), যোগেনদা (হালদার), মন্মথদা (দে), রাজেনদা (মজুমদার), চুনীদা (রায়চৌধুরী), সুনীতিদা (পাল), জিতেনদা (দেববর্ম্মণ), সুরেনদা (বিশ্বাস), গোপালদা (চৌধুরী), প্রমথদা (দে), প্রবোধদা (মিত্র), জয়ন্তদা (বিশ্বাস) প্রভৃতি।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা স্ফটিক লাখ ভাঙ্গলেও তার স্ফটিকত্ব নষ্ট হয় না, যত সময় তা'র স্ফটিক-গঠন নষ্ট না হয়। একটা জাতি বা বংশ বা ব্যক্তির পক্ষে আদর্শ, কৃষ্টি ও রক্ত হ'লো সেই স্ফটিকত্ব। তা' যত সময় ঠিক থাকে তত সময় কিছুতেই তা'র মূল স্বরূপ নষ্ট হয় না। ঐ মূল ভিত্তিগুলি যখন নষ্ট করা যায়, তখনই জাতি pulverised (চূর্ণ) হ'তে সুরু করে।

স্মরজিৎদা বহু বিবাহ সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু বহুবিবাহ নয়। অনুলোম চাই, এতে superior progeny (উন্নত সন্ততি) বাড়ে। প্রতিলোমের দিকে ঝোঁক গেলে সমাজে inferior type (নিকৃষ্ট শ্রেণী) বেড়ে যায়। Inferior (নিকৃষ্ট)-এর যদি জোর বাড়ে সে superior (উন্নত)-কে নষ্ট ক'রে দেবে। তোমার যে self control (আত্মসংযম), তোমার যে wisdom (জ্ঞান), তা' যার-তার হবে না। ভেবে দেখ, আরো ভাল চাও কিনা। অনুলোমে ছোট বড় হওয়ার

দিকে যাবে।

এলেঞ্জিমিটটাম—Economic improvement (অর্থনৈতিক উন্নতি)-এর জন্য প্রধান করণীয় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Cultured, active, energetic progeny (উৎকৃষ্ট, সক্রিয়, উৎসাহী সন্ততি) যত হবে, তত economic development (অর্থনৈতিক উন্নতি) হবে, তা' না হ'লে economic depression (অর্থনৈতিক মন্দা) আসবে। কারণ, তারা consume করবে (খাবে) বেশী, work করবে কম।

এলেঞ্জিমিটটাম—Mental ও physical growth (মানসিক ও শারীরিক বিকাশ)-এর সামঞ্জস্য তো চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Physique (শরীর)-টাকে খাপ খাওয়ান লাগবে higher mind (উন্নত মন)-এর সঙ্গে। তোমার conception (ধারণা) যদি materialised (বাস্তবায়িত) না হয় through your nerve muscle and energy (তোমার স্নায়ু, পেশী ও শক্তির ভিতর দিয়ে) তাহ'লে কিন্তু তুমি educated (শিক্ষিত) হ'লে না, বড় জোর তুমি literate (লেখাপড়া জানা মানুষ)।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—মেয়েদের সতীত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে কারণ তাদের প্রবৃত্তিগুলি যদি concentrated (একমুখী) হয় through love and service (ভালবাসা ও সেবার ভিতর দিয়ে) তখন glandular exudation (গ্রন্থির ক্ষরণ) হয় regular (নিয়মিত) তাতে sperm (শুক্র) properly nurtured (ঠিকভাবে পরিপোষিত) হয়, সন্তানও ভাল হয়। সেইজন্য বিবাহ-বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে যীশুখ্রীষ্ট অতো তীব্রভাবে বলেছেন। স্বাভাবিক সংযম চাই। ক্ষুধার সময় ভাল খাওয়ার পেলে glandular secretion (গ্রন্থির ক্ষরণ) ভাল হয়, তাতে digestive function (হজম-ক্ষমতা) enhanced (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) হয়। কিন্তু ক্ষুধায় না খেয়ে লোভে খেলে তেমন healthy secretion (স্বাস্থ্যপ্রদ ক্ষরণ) হয় না। তাতে হজমের সাহায্য হয় না।

এলেঞ্জিমিটটাম—স্বামীজীর সন্তান হ'লে কি ভাল হ'তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি উপযুক্ত বিবাহ হ'তো তা হ'লে ভাল হওয়ারই সম্ভাবনা। ব্রহ্মচর্য্যে অর্থাৎ বৃদ্ধিমুখী আচরণে বীর্য্য লাভ হয়। তার মানে, সুপ্ত শক্তিগুলি জাগ্রত হ'য়ে ওঠে। যারা প্রকৃত ব্রহ্মচারী তারা বিধিমতো বিবাহ করলে ভাল ছাড়া মন্দ হয় না।

তারপর এলেঞ্জিমিটটাম নাম সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মায়াতে পরিমাপিত হয়। মায়াই সৃষ্টির মূলে। যোগমায়াকে

আশ্রয় ক'রেই সৃষ্টি। সেই যোগমায়া যার থেকে সৃষ্টি, তাই হ'লো রাধা। রাধা হ'লো vibration (স্পন্দন)। In the beginning there was word, the word was with God, and the word was God (প্রথমে ছিল শব্দ, শব্দ ছিল ঈশ্বরে, শব্দই ছিল ঈশ্বর) শব্দাত্মক স্পন্দন রাধা to and fro motion (ইতস্ততঃ গতি)-এর মতো। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" তার মানে—আমার এই ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়া থেকে উদ্ধার পাওয়া দুষ্কর। একমাত্র আমার উপর যাদের মায়া পড়ে তারাই সেই মায়া থেকে উত্তীর্ণ হয়। নাম নামীরই প্রতীক।

এলেঞ্জিমিটটাম—Undiluted monism (বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ) ও প্রেম-ভক্তি—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—That is a Philosophy (সেটা একটা দর্শন)। সেটা attain (লাভ) করতে গেলেও ভক্তি চাই। ভক্তি না হ'লে আবার জ্ঞান আসে না। সহজ পথ হ'লো ভক্তি।

এলেঞ্জিমিটটাম—বাইবেল, গীতা, কোরাণ মূলতঃ এক হ'লেও ভাবটা একটু আলাদা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা হ'লো attitude (দৃষ্টিভঙ্গী)-এর রকমফের, যেখানে যে কায়দায় দেওয়া দরকার সেখানে সেই কায়দায় দেওয়া; otherwise something out and out (অন্যথা পুরোপুরি এক জিনিস)। সবই আর্য্যকৃষ্টি। আর্য্যকৃৎ এরা। ইসলাম কৃষ্টি, খ্রীষ্টান কৃষ্টি আলাদা নয়। কৃষ্টি মানে জীবনবৃদ্ধির পদ্ধতি। এটা যেখানে যেভাবে হ'তে পারে, সেখানে সেইভাবে করণীয়। Fundamentally (মূলতঃ) সব এক। সমস্ত জগৎকে নিয়ে আসতে হবে জীবনবৃদ্ধির কৃষ্টিতে, সেই স্ফাটিক সংগঠনে। আমরা ভেদবুদ্ধিকে বড় করে দেখেছি খণ্ডিতজ্ঞান-প্রসূত অজ্ঞতার দরুন। কৃষ্টির উদ্দেশ্য কী? কিসের কৃষ্টি? Philosophy (দর্শন) কিসের জন্য? সবটার উদ্দেশ্য life and growth (জীবন এবং বৃদ্ধি)। আমি দেখি পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চ্চি হ'লো gist of everything (সবকিছুর সার)। এটা কাউকে বাদ দেয় না। বাদ দেয় তাদের, যারা life and growth (জীবন বৃদ্ধি) চায় না। কথাগুলির তাৎপর্য্য সার্ব্বজনীন। লাইন বেঁধে দিয়েছে, বলছে এই পথে চল।

এলেঞ্জিমিটটাম অসবর্ণ বিবাহের প্রসঙ্গ উঠালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রতিলোম জাতির পক্ষে ক্ষতিকর, অনুলোম ভাল। প্রত্যেকে যাতে উন্নত ও ভাল হ'তে পারে তাই করাই ভাল। মানুষটা কেমন তা' নির্ভর করে তার seed (জন্মগত বীজ)-এর উপর। একটা লিচুকে তরমুজের মতো

বড় করা যায়। শুনেছি, কোন সক্রিয় পরিবারে যদি পর-পর পাঁচ পুরুষ ব্রহ্মজ্ঞ হয়, তারপর সেই পরিবারে বিপ্রত্বের বীজ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তখন ক্ষত্রিয়ত্ব বিপ্রত্বে উন্নীত ও রূপান্তরিত হয়।

এলেঞ্জিমিটটাম—বিপ্রের ছেলে কত খারাপ দেখা যায় আবার নিম্ন বর্ণের ছেলে কত ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার যে instinctive trait (সহজাত গুণ) আছে, তার proper nurture (ঠিক পোষণ) হ'লে, সেই গুণের বিকাশের সম্ভাবনা অনেক বেশী। কিন্তু যার তা' নেই তার ভিতর তা' গজিয়ে তোলা বহু সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার।

জনৈক দাদা—আমার বড় দুরবস্থা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাম কর, কার্য্য কর আর ইষ্টভৃতি ঠিকমতো কর।

আর এক দাদা—আমার ভাইকে এত বোঝাই, কিন্তু কিছুতে সে নাম নেয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর উপর শ্রদ্ধা হ'লে নেবে।

সন্ধ্যাবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায়। শ্রীসুধীর রায়চৌধুরী কলকাতার জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি (কলকাতা করপোরেশনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র) আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে নিভৃতে আলাপ-আলোচনার জন্য। তিনি মানুষের আন্তরিকতার অভাবের কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Surrendered (আত্মনিবেদিত) মানুষ না হ'লে গোল হবেই। কাজ করতে গেলে আগে চাই মানুষ।

সুধীরবাবু—অর্থও দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষই অর্থ আনে। যেমন রামদাস ছিলেন, শিবাজী ছিলেন তাঁর asset (সম্পদ)। রামদাসের প্রেরণায় শিবাজী কত কী করলেন। কিন্তু রাণাপ্রতাপ অতো প্রতিভা নিয়ে কিছুই করতে পারলেন না। নেতার আবার নেতা থাকা চাই। নইলে তাঁর পরিচালনায় মানুষ সুগঠিত হয় না। কারণ, তাদের প্রবৃত্তি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয় না।

সুধীরবাবু—কী করলে হয়? চারদিকের অবস্থা তো সঙ্গীন!

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ পেলেই হয়। তেমন একটা মানুষ হ'লেও ক'রে তুলতে পারে। আপনি তো কায়স্থ। কায়স্থের মতো কায়স্থ থাকলে দেশের এ অবস্থা হয় না। আপনি যে জিজ্ঞাসা করছেন, তাতে ভরসা হয় যে হয়তো হবে।

সুধীরবাবু—হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিশ্চয়ই হবে। আপনি দীক্ষা নিয়েছেন সদ্‌গুরুর কাছ থেকে?

সুধীরবাবু—তেমন নয়। পেয়েছিলাম কুলগুরুর দীক্ষা। করিনি বিশেষ কিছু।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লাগেন ভাল ক'রে। বাংলায় আবার শিবাজী হয়তো জাগবে।

বাঁচান, মানুষকে বাঁচান। আজ বড় দুর্দ্দিন।

সুধীরবাবু—এখানে ধর্ম্মরাষ্ট্র গঠনের কোন পরিকল্পনা আছে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মরাষ্ট্র মানে সবার বাঁচা-বাড়ার উপযোগী রাষ্ট্র, প্রবৃত্তি-পরতন্ত্রী রাষ্ট্র নয়। যেমন ধরেন, আপনি রসগোল্লা খান, তাতে দোষ নেই। তবে যদি লোভের বশে মাত্রা ছাড়িয়ে এমন ক'রে খান যে শরীর অসুস্থ হ'য়ে পড়ে, তাহ'লে আপনার আত্মদ্রোহিতা হবে, জীবনবৃদ্ধির বিরুদ্ধে যাওয়া হবে। জীবন-বৃদ্ধির অনুকূলে সবটাকে সুষ্ঠু সামঞ্জস্যে নিয়ন্ত্রিত করাই ধর্ম্ম, এর মূল জিনিস সক্রিয় ইষ্টপ্রাণতা, ধর্ম্মরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যও তাই।

আজ দেখেন বাঙ্গালীর অবস্থা, বিশেষ ক'রে পূর্ব্ববঙ্গের। আপনাদের রক্তে প্রদীপ জ্বালিয়ে সারা ভারত আজ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু দূরদর্শিতার অভাবে আপনাদের কী অবস্থা আজ? সবার ভালই আমাদের কাম্য। একটু চেষ্টা করলেই হয়। মানুষ আজ বড় ক্ষুধার্ত্ত। বোঝে না। বহু বাদের পাল্লায় প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। Integrating movement (সংহতি-সন্দীপী আন্দোলন) করুন। টুকরো-টুকরো ক'রে কী হবে? জ্বালানো চিনিতে একটা সুতো দিতে পারলে মিশ্রি হয়। সুতো ঐ Ideal (আদর্শ)।

আজ আমাদের কেন এ দশা হ'লো? আমাদের যে হজমিগুলি—অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ, যা'-দিয়ে সবাইকে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ করা যায়, তা' বিদায় ক'রে ভাল করিনি। তা' বজায় থাকলে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হ'তে পারত না। আমরা আত্মঘাতী প্রচার করি। আমরা বলি, আমরা মুসলমানদের উপর অত্যাচার করেছি। কিন্তু আপনারা বুকের রক্ত দিয়ে পেলেছেন সবাইকে। হিন্দুর দান সবার জন্য। সবার জন্যই তাদের বুকের দরদ। আমি তো দেখেছি হিন্দুরা কতখানি ত্যাগ স্বীকার করেছে ওদের জন্য। আর, আপনারা নিজের কৃষ্টিটাকে ছেড়ে দিলেন। তার ধার ধারলেন না। তথাকথিত আর একটা ইউরোপ করতে ছুটেছেন।

সুধীরবাবু—হতাশা হয় তাতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন ভয় নেই। খড়কুটো আছে। আগুন জ্বালান, পুড়ে যাবে! এসব আবর্জ্জনা। আগুন দিলে পুড়ে যাবেই।

সুধীরবাবু—আপনি ভরসা রাখেন হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! নিশ্চয়ই। ক'টা মানুষ হলেই হবে। ক্ষুধা থাকে তো করেন, ধরেন, লাগেন।

সুধীরবাবু—প্রাদেশিকতা যেমন দেখছি, তা' মারাত্মক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভারতের কোন-কোন প্রদেশে শুনি, বাঙ্গালী হিন্দুদের জব্দ করার জন্য বাঙালী মুসলমানদের প্রশ্রয় দেয়। এর পরিণাম যে তাদের পক্ষেই ভয়াবহ হ'তে পারে তা' ভেবে দেখে না। এমন করা লাগে যাতে প্রত্যেক প্রদেশ

প্রত্যেক প্রদেশের জন্য হয়। পারস্পরিক প্রীতিকে পরিপুষ্ট করা ছাড়া পথ নেই। আবার, ব্যবহার কেমন করতে হয়, চাইতে হয় কেমন ক'রে, তা' জানি না। যেমন মানভূম ইত্যাদি দাবী করছি, তার একটা ধরণ আছে, তেমন ভঙ্গীতে অগ্রসর হ'লে সারা বিহারই পাগল হ'য়ে উঠবে বাঙলাকে মানভূম ফিরিয়ে দেবার জন্য। দাঁড়ান তেমন ক'রে। হয়তো সারা ভারতের মধ্যে ছত্রপতি শিবাজী হ'য়ে দাঁড়াবেন।

ইতিহাসে দেখা যায় না, গুরু বা শ্রেষ্ঠে টান ছাড়া কেউ বড় হয়েছে, tragedy (বিয়োগান্তক নাটক) সৃষ্টি করা ছাড়া। হিটলার আর স্ট্যালিনের কথাটা ভেবে দেখুন। হিটলার নিজেই গুরু, আর স্ট্যালিনের গুরু ছিলেন লেনিন। তাই, হিটলার অহমিকার বশে ভুলই করতে থাকল। বলল ১৮ দিনে রাশিয়া capture (দখল) করবে, কিন্তু লেনিনের প্রতি sentiment (ভাবানুকম্পিতা) নিয়ে স্ট্যালিন লেনিনগ্রাডের কাছে এমন দুর্ভেদ্য ব্যূহ সৃষ্টি করল যে, কিছুতেই হিটলার আর তা' ভেদ করতে পারল না। ধীরে-ধীরে পতন হ'তে লাগল। 'কথা কয় না, লেঙ্গুড় নাড়ে, সেই বাঘেই তো মানুষ মারে।' লেঙ্গুড় নাড়া চাই, কিন্তু আবোল-তাবোল কথা বললে হবে না। Fundament (মূল) ঠিক থাকলেই কাম বাগাতে পারে।

সুধীরবাবু—রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিকূল হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হো'ক, স্বপক্ষে আনতে কিছু লাগবে না। রাষ্ট্র তো people (জনসমষ্টি) দিয়ে। যত আপনাদের অনুগামীর সংখ্যা বাড়বে, ততই তো পথ খুলে যাবে। কথা হ'লো, বরফ যদি জলে আত্মদান না করে তবে জল পায় না। আদর্শে আত্মদান চাই।

সুধীরবাবু—কোথায় থাকবেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রামকানালীতে চেষ্টা হ'চ্ছে। রামকানালী তো মানভূমে। পুনর্বিন্যাসের সময় কী সিদ্ধান্ত হবে জানা নেই। আমার ইচ্ছা করে বাংলার কোন ভাল জায়গায় থাকতে। আমার তো পয়সাকড়ি নেই। ভিক্ষে-টিক্ষে ক'রে করতে হবে। আপনিও দেখেন।

সুধীরবাবু—আমিও বাংলায় করা যুক্তিযুক্ত মনে করি।

তারপর ভিন্ন প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দেখেন দাশদা (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন) কেমন ছিলেন। তিনি মা'র কাছে দীক্ষা নিতে চাইলে মা সোজাসুজি বললেন—দেখ, বড়লোকেরা মনে করে, তা'রা ভগবানকেও অনুগ্রহ করে। তোমার নাম নিয়ে কাজ নেই। অনুকূল ছেলেমানুষ। তুমি চিত্তরঞ্জন, তোমার কত নামকাম। তুমি এসব কি আর ধ'রে থাকবে? তখন কত অনুনয়-বিনয় ক'রে মাকে খুশি ক'রে চিত্তরঞ্জন নাম নিলেন। মাকে বললেন—'চিত্তরঞ্জন যেখানে মাথা নোয়ায়, সে মাথা আর সে উঠায় না।' সত্যিই তাঁর মধ্যে দেখেছিলাম অপূর্ব আনুগত্য

ও নিষ্ঠা। তাই তিনি মানুষের মনের মধ্যেও ঠাঁই পেয়েছেন। তাঁর প্রতি মানুষের অনুরাগ কত স্বতঃস্ফূর্ত্ত।

এরপর সুধীরবাবু প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

১৩ই কার্ত্তিক, শনিবার, ১৩৫৫ (ইং ৩০।১০।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়ালের বারান্দায়। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুধাংশুদা (মৈত্র), স্মরজিৎদা (ঘোষ), প্রমথদা (দে), শিবেনদা (দেবনাথ) প্রভৃতি আছেন।

সুধাংশুদা—বিবাহের ব্যাপারে সমবিপরীত সত্তা ঠিক করা যাবে কীভাবে? কে কার সঙ্গে খাপ খাবে, বোঝা যাবে কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Culture (অনুশীলন) করতে-করতে হবে। আগে ঘটকদের এমন intuition (অন্তর্দৃষ্টি) ছিল যে তা'রা বলতে পারত। এখন সে-সব আর খুঁজে পাওয়ার জো নেই। ঘটকদের তখন সম্মান ছিল কত।

সুশীলদা (বসু)—আমাদের এক জীবনে সমাজের কি বিরাট পরিবর্ত্তন দেখলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Drastic deteriorating change (প্রচণ্ড অপকর্ষী পরিবর্ত্তন)।

প্রফুল্ল—এ-সব কার্য্যকরী বাস্তবজ্ঞান ও শিল্প উবে গেল কেমন ক'রে।

কেষ্টদা—কত কী-ই তো গেল। গ্রামে-গ্রামে ভুইমালী ছিল। বাজি তৈরী করতো। বাজিতে কত fine accurate (সূক্ষ্ম যথাযথ) ছবি ফুটিয়ে তুলত। সে বংশ তো আজ লোপ পেতে বসেছে। উজিরপুরের কামাররা কেমন সুন্দর temper (পোলাদ) দিত। তারা তো আজ ম'রে ছেড়ে গেছে। যারা আছে চাকরী করছে। বাংলায় যে জাহাজ তৈরী হত, তা' এডিনবার্গ প্রভৃতি জায়গায় যেত। মেদিনীপুরে কেমন সুন্দর মাদুর তৈরী করত। এখন জাপানী মাদুর বাজার ছেয়ে ফেলল, এরা এখন তো কাজ ভুলে যাওয়ার মতো। রসজলনিধির মধ্যে পাওয়া যায় বজ্রলেপের কথা, যা' অসাধারণ lasting (স্থায়ী) ও শক্ত। ছোটনাগপুরের কোলেরা আগে যে rustless iron (মরচে না-পড়া লোহা) তৈরী করত, আজ সে-কৌশল হারিয়ে ফেলেছে। হাজার-হাজার বছর ধ'রে প্রকৃতির দৌরাত্ম্য স'য়েও অশোকস্তম্ভের লোহা আজও নষ্ট হয়নি। বীরভূমের কামাররা কুটিরশিল্প হিসাবে লোহা তৈরী করত। আজ তা' কোথায়? কোথায় সে ঢাকাই মুসলিন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যা' কই সেই ধাঁজে যদি adjust (নিয়ন্ত্রণ) করেন,

৫০ বছর পরে বুঝতে পারবেন।

কেষ্টদা—যে সংগঠনটুকু হয়েছে, সেইটুকু যদি ক্রমবর্দ্ধমানভাবে কাঁটায়-কাঁটায় আপনার কথা অনুসরণ ক'রে চলে তা' সারা দেশ ভাসিয়ে দিতে পারবে। বিবাহ সম্বন্ধে, শিক্ষা সম্বন্ধে, সুসন্তান-লাভ ইত্যাদি সব সম্বন্ধে আপনি যা' বলেছেন তা' যদি করা হয় ক'দিন লাগে? এখনই তো কিছু-কিছু বোঝা যায়। পরে আরো ব্যাপকভাবে বোঝা যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কয়েকটা কায়েত পেতাম।

কেষ্টদা কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—সব তো দেখি অকায়েতের মতো।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রস্রাব করতে উঠলেন। প্যারীদা গাড়ু-গামছা সহ সঙ্গে গেলেন। শৌচান্তে শ্রীশ্রীঠাকুর সজনে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), যামিনীদা (দত্ত) প্রভৃতিকে বললেন—মানুষ একলা কিছুই করতে পারে না, সে যত ভালই হোক। চাই লোক, সহকর্ম্মী।

যামিনীদা একজন সম্বন্ধে বললেন—তিনি খুব ধুরন্ধর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজে সরল থেকে প্রয়োজনমতো কূটনৈতিক চাল চালতে জানাই ভাল। নিজেই প্যাঁচালো হ'য়ে পড়লে মুশকিল।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বারান্দায় এসে বসলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পরে উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন—সর্ব্বসাধারণের জন্য যে পূজার স্থান তাকে গণমন্দির নাম দিলে কেমন হয়।

সবাই বললেন—ভালই হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে ঘরের মধ্যে বিছানায় ব'সে আছেন। পূজনীয় বড়দা কাছে আছেন। হরেনদা (বসু), কালিদাসদা (মজুমদার), নরেশদা (দাস), প্রফুল্লদা (চট্টোপাধ্যায়), চুনীদা (রায়চৌধুরী), সতীশদা (দাস), নগেনদা (দে) প্রভৃতি উপস্থিত।

জনৈক বহিরাগত ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন—আমি political work (রাজনৈতিক কর্ম্ম) করি, কিন্তু নানারকম পারিবারিক গোলমাল, কী করি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যে কামই করি, প্রথমে ভগবানে surrender (আত্মসমর্পণ) যদি না করি, তাতে গড়বড় বেশি হয়। ঐটে ক'রে যে কাম করি, তাই-ই শৃঙ্খলায় পর্য্যবসিত হয়। সার্থক হয়, কৃতকার্য্য হয়, কৃতকার্য্যতাই কৃতকার্য্যতা নিয়ে আসে, শৃঙ্খলাই শৃঙ্খলা আনে, বিশৃঙ্খলা বিশৃঙ্খল করে তোলে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে নিম্নলিখিত দুটি বাণী পড়তে বললেনঃ—

আগে দীক্ষিত হও সৎনামে
সদ্‌গুরু হতে,

অচ্যুত অনুরাগে,
তার পরে যাই কেন কর না—
লেগে যাও আপ্রাণ—
সদনুপূরক চলনে,
তোমার কৃতকার্য্যতা
জয়ে বিভূষিত হবে।
আর এই তার রাজপন্থা।
ক্ষিপ্র হও, দক্ষ হও,
সময়-সমীক্ষ হও,
কূটবিশারদ হও,
প্রস্তুত থাক কৃতনিশ্চয়ে,
অচ্যুত ইষ্টানুরাগী হ'য়ে—
সক্রিয়তায় ;
কূটবিশারদ হ'তে গিয়ে,
নিজেই কূটবিদ্ধ হ'য়ে বসো না ;
আর এগুলি স্বভাবসিদ্ধ ক'রে চল,
একটা জীবন্ত মানুষ হ'য়ে দাঁড়াও সবার কাছে।

পড়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বাণী দুটি ঐ ভদ্রলোককে লিখে দিতে বললেন।

লিখে দেওয়া হ'ল।

ভদ্রলোক শ্রদ্ধাভরে বাণী দু'টি নিয়ে প্রণাম ক'রে বিদায় গ্রহণ করলেন।

হরেনদার কতকগুলি গরু ছিল। দেনার দায়ে সেগুলি বিক্রয় করছেন এবং নাকি বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা-অনুযায়ী বিক্রয় করছেন।

সেই সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একটা কুত্তাকে পর্য্যন্ত আমি ছাড়ি না, মনে তো পড়ে না ছেড়েছি। আর, গরু ছাড়তে বলব আমি! ওর বাছুরটা যখন মারা গেল অযত্নে আঠালি হ'য়ে, তখনই আমি হতাশ হ'য়ে গেছি। ঐরকম ভাল বাছুর কেন অমন ক'রে মারা যাবে? তা' আমি ঘটতে দিই কেন? সে তো আমারই অপরাধ। আমার আশ্রিত অবলা প্রাণী, তার দায়িত্ব তো আমার।

হরেনদার পাওনাদার ওখানে এসে হাজির।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন হরেনদার জন্য টাকা তুলতে সুরু করলেন। মাদার কুণ্ডুদা (ব্যবসায়ী) আসার সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে ১০ টাকা দিতে বললেন। তিনি খুশি মনে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও তো ব্যবসা ক'রে ধার ক'রে বসেছে। এখন ভিক্ষা করা লাগছে ওর জন্য। তোর জন্য যেন আবার কোনদিন ভিক্ষা করা না লাগে। বুঝেশুনে ব্যবসা করিস। অবশ্য তুই ব্যবসায়ীর ছেলে আর পাকা লোক আছিস।

মাদারদা—আপনার দয়ায় চালিয়ে যেতে পারব।

উপস্থিত প্রত্যেকের কাছ থেকে ১০ টাকা ক'রে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর তখন-তখনই ২০০ টাকা সংগ্রহ ক'রে হরেনদাকে দিলেন।

প্রসঙ্গতঃ বললেন—এ কিন্তু আমার পকেট থেকেই যাচ্ছে, কারণ তোমরাই তো আমার ব্যাঙ্ক।

পূজ্যপাদ বড়দা—কেউ যদি বলে, আমিও ঠাকুরের, গরুও ঠাকুরের, সবই ঠাকুরের।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেউ যদি বলে—আমিও ঠাকুরের, গরুও ঠাকুরের, সবই ঠাকুরের, অথচ ঠাকুরকে উপচয়ে না রাখে, তবে সেটা ভণ্ডামি।

১৪ই কার্ত্তিক, রবিবার, ১৩৫৫ (ইং ৩১।১০।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় আনন্দমধুর ভঙ্গীতে ব'সে আছেন। সামনে আছেন প্রমথদা (দে), সুধীরদা (বসু), প্রবোধদা (মিত্র), যামিনীদা (রায়চৌধুরী), সুখময়দা (সেনগুপ্ত) প্রভৃতি অনেকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঈষৎ হেসে বললেন—প্রফুল্লকে বলা যায় নারায়ণী কেরাণী। মানুষ কেমন ক'রে কীভাবে বাঁচতে পারে, বাড়তে পারে, সেই সবই তো লিখে রাখে। যা' লেখে সব becoming (বৃদ্ধি)-এর কথা।

সুখময়দা—পবিত্র কাকে বলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Unadulterated (নির্ভেজাল) যা'। যেমন পবিত্র জল, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মাত্রা যখন ঠিক, তার মধ্যে অন্য কিছু যখন থাকে না, তখন জল পবিত্র।

সুখময়দা—পবিত্র মানুষ কাকে বলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Unrepelling adherence (অচ্যুত নিষ্ঠা)-ওয়ালা মানুষ। ভগবৎ-interest (অনুরাগ) ছাড়া যার আলাদা কোন interest (অনুরাগ) নেই। যে যে-বিষয়ে completely interested (সম্পূর্ণভাবে অনুরক্ত), সে সে-বিষয়ে pure (পবিত্র)।

সুখময়দা—ভগবৎ-interest (অনুরাগ) তো positive (প্রত্যক্ষ) কিছু নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুরু তো positive (প্রত্যক্ষ), তাঁর interest (স্বার্থ) ছাড়া যে চলে না, সে পবিত্র হ'য়ে ওঠে। যা' তাঁকে fulfil (পূরণ) করে না, তাতে কোন affinity (আসক্তি) নাই—এমনতর। শুদ্ধও বলে একে।

সুখময়দা—এতে তো জ্ঞানও লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভালবাসায় জ্ঞান বাড়ে। যতখানি জ্ঞান হয়, নিজেকে ততখানি

সংশোধন ক'রে পবিত্র হ'তে পারে। জ্ঞান ক্রমান্বয়ে বাড়ে।

সুখময়দা—জ্ঞান-অনুপাতিক পবিত্র হয়, না পবিত্রতা অনুপাতিক জ্ঞান হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুই-ই।

সুখময়দা—মানুষের মনে তো পবিত্রতা-অপবিত্রতা মিশে থাকে। অপবিত্রতা নিয়ে তাঁতে অনুরক্ত হই কী ক'রে আর জ্ঞানই বা হয় কী ক'রে আবার পবিত্রতাই বা বাড়ে কী করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তিপরায়ণতা সত্ত্বেও আমরা ইষ্টে অনুরক্ত হ'তে পারি, যেমন ঘোলা জলেও কাপড় ভেজে। আদর্শে টান হ'লে পরে অপবিত্রতার উপর প্রলোভন কমে। ফিল্টার কাগজ দিয়ে জল শুদ্ধ করে। আদর্শানুরাগ হ'লো চরিত্র-শোধনের ফিল্টার-পদ্ধতি। প্রবৃত্তি-বিখণ্ডিত শতধাবিচ্ছিন্ন মানুষ ইষ্টানুরাগকে কেন্দ্র ক'রে বিশুদ্ধ অখণ্ড ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়। আমরা গুরুকে ভালবাসি, আর গুরুকে ভালবাসার ভিতর দিয়ে ঈশ্বরকে অনুসরণ করি। এই-ই পথ।

শ্রীশ্রীঠাকুর দুপুরে ভোগের পর বড়াল-বাংলোর ঘরে বিছানায় ব'সে প্রসন্ন চিত্তে তাম্রকুট সেবন করছেন। রাজেনদা (মজুমদার), প্রকাশদা (বসু) প্রভৃতি অনেক দাদা এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে আছেন, যথা মায়া মাসিমা, কালিদাসীমা, কালীষষ্ঠীমা, হেমপ্রভামা, রাণীমা, মঙ্গলামা, সরোজিনীমা, তরুমা, ননীমা, শৈলমা, সুকুমারীমা, বিদ্যামা, সুশীলাদি, ননীদি, দক্ষদি, সেবাদি, কিরণমা, অমূল্যদার মা, বুড়িমা, শৈলেনদার মা, কালিদাসদার মা, সুষমামা, রাজেনদার বাড়ীর মা, গৌরীমা, সুরবালামা, শশীমা, দুলালীমা, সুমতিমা, সৌদামিনীমা, ননীদার বাড়ীর মা, খগেনদার বাড়ীর মা, বিজয়দার (রায়) মা, দুর্গামা প্রভৃতি।

প্রফুল্ল ঘরে ঢুকতেই শ্রীশ্রীঠাকুর দুর্গামাকে দেখিয়ে বললেন—ও একটা মূল্যবান কথা বলেছে।

প্রফুল্ল—কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও বলেছে মানুষ যদি কাউকে না মানে, সে দাঁড়াবে কিসের উপর? একটা খাঁটি কথা বলে ফেলেছে domestic way-তে (ঘরোয়াভাবে)।

এরপর এই সম্বন্ধে ছড়া দিলেন—

কাউকে যদি না মানিস
  দাঁড়াবি তুই কিসে?
মরবি ঘুরে ইতস্ততঃ
  হারা হ'য়ে দিশে।

ছড়া দিয়ে বললেন এটা দুর্গারাণীর কথা।

শরৎদা, কালিদাসদা প্রভৃতি আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মধুর হেসে বললেন পরিষ্কার মনে হয় I am before

Abraham was (এব্রাহামের আগে থেকে আমি)। আমার যা' বলা সব naked truth (উলঙ্গ সত্য)। আমার এটা এত সহজ ব'লে অনেকের মনে ধরে না, বিশ্বাস হ'তে চায় না। ভাবে—'এত সোজা। সে কি হয়?'—যা' বোঝা যায় না, তা' নিয়েই টানাটানি ক'রে আরাম পায়। ভাবে খুব ক'চ্ছে। কিন্তু পরমপিতা আমাকে যা' দেখিয়েছেন, খোলাখুলি তা' বলা ছাড়া উপায় কী? Coloured (রঙিন) ক'রে এখানে কিছু বলা নেই।

মায়েদের লক্ষ্য ক'রে বললেন—তিল বাটা, চিনেবাদাম ইত্যাদিতে যথেষ্ট প্রোটিন। তোরা ব্যবহার করার অভ্যাস করিস।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রি ৮টা ৩০ মিঃ-এর সময় বড়াল-বাংলোর ঘরে শুভ্র শয্যায় ব'সে অন্তরঙ্গ সুরে প্রাণস্পর্শী ভঙ্গীতে সুশীলদা প্রভৃতিকে বললেন—মানুষের আশ্রয় ব'লে যখন কিছু থাকে না, তখন তার যেন দাঁড়াবারই উপায় থাকে না। দুনিয়ার বিচিত্রতা যেন তাকে ব্যঙ্গ করে। আশ্রয় ধ'রে আশ্রিত যারা, তারা তার ভিতর শিকড় গেড়ে জীবন ধারণ করে। সেই হ'লো মানুষের অবলম্বন।

একটু পরে বললেন—পুরুষের জীবন মা ছাড়া মরুময়। ব'লেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

১৫ই কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৫৫ (ইং ১।১১।৪৮)

দিব্যকান্তি দয়াল ঠাকুর আমার আনন্দমসগুল হ'য়ে বসে আছেন বড়াল-বাংলোর পূতশুভ্র শয্যায়। দিবাকর তার কনককিরণ বিছিয়ে দিচ্ছে ধরিত্রীর অঙ্গে। হেমন্তের হিমেল হাওয়া মৃদুমন্দ ব'য়ে আসছে ত্রিকুট, তপোবন ও ডিগরিয়ার সানুদেশ স্পর্শ ক'রে।

শরৎদা (হালদার) এসে ভক্তিভরে প্রণিপাত করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন—খবর ভাল? নামধ্যান চালাচ্ছেন ঠিকমতো?

শরৎদা—হ্যাঁ,—আপনার দয়ায় হ'চ্ছে।

প্রসঙ্গতঃ সদাচারের কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সদাচার তিন রকম। আধ্যাত্মিক, মানসিক, শারীরিক। সত্তাস্পর্শী ইষ্টানুরাগ হ'ল আধ্যাত্মিক সদাচার; সৎচিন্তন, সৎকথন, সবার মঙ্গলকামনা, সদ্ব্যবহার ইত্যাদি হ'ল মানসিক সদাচার; অশন, বসন, স্নান-পান, চলাফেরায় শুচিতা রক্ষা হ'ল শারীরিক সদাচার; তিনটে co-ordinated (সমন্বিত) হওয়াই ভাল। তাতে সাধনভজনে জোর হয়। তবে মনের মধ্যে কুৎসিত চিন্তা আসলেই যে মানুষ প'চে গেল তা' নয়। প্রবল ইষ্টানুরাগ থাকলে সব ধুয়ে মুছে যায়। কুচিন্তাকে প্রশ্রয় দিতে নেই, ignore (উপেক্ষা) করতে

হয়। তাহলে আপনা থেকেই চলে যায়। এগুলি শুধু নিজেরা করলে হয় না, সবার মধ্যে চারাতে হয়। যতি-আশ্রমের কয়েকটা মানুষ যদি ঠিকমতো গড়ে ওঠে, সৎসঙ্গীদের ভোল ফিরে যাবে। তাদের প্রভাবে ভারত আবার দেবভারত হ'য়ে উঠবে। তার ঢেউ ছড়িয়ে যাবে পৃথিবীর এপার ওপার। আপনাদের দায়িত্ব যে কী বিরাট সর্ব্বদা স্মরণ রাখবেন।

বলতে-বলতে তাঁর শ্রীমুখমণ্ডল দিব্যোজ্জ্বল দীপ্তিতে ভাস্বর হ'য়ে উঠল।

একটা পাখী যেন শব্দ ক'রে উঠল—ঠিক, ঠিক, ঠিক।

শ্রীশ্রীঠাকুর রহস্যময় ভঙ্গীতে বললেন—দেখেন, পাখীও আমার কথায় সায় দিচ্ছে।

শরৎদা ভাবমগ্ন অবস্থায় প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

সন্ধ্যাবেলায় যামিনীদা (রায়চৌধুরী) শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—আপনি তো আমাদের এত বললেন, তবুও খেয়াল থাকে না, এইবার বরং মার-টার দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! দুই-এক সময় ভাবি। শুনেছি রামদাস শিবাজীকে কঠোর শাসন করতেন, কিন্তু শিবাজী সবটা সানন্দে মাথা পেতে নিত। তাই অত successful (কৃতকার্য্য) হয়েছিল। শিবাজীর মতো আরো কয়েকজন নিষ্ঠাবান ভক্ত ছিল। শুনেছি, তারা রামদাসের আদেশক্রমে কাতরে-কাতারে লোক দীক্ষা দিয়েছিল। দীক্ষা দিয়ে তারপর তারা লোকজন রামদাসের কাছে নিয়ে আসত। তোমরাও তেমনি এন্তার দীক্ষা দিয়ে লোক পাঠাও। নামের বন্যায় দুনিয়া ভাসিয়ে দাও, আর সবাইকে যজন-যাজন, ইষ্টভৃতি ও সদাচার-পরায়ণ করে তোল। এই কাম না করতে পারলে যেন তোমাদের গায় জ্বালা করে। অনুরাগ তোমাদের নিয়ন্তা ও শাস্তা হোক। স্মরণ রেখো—পরমপিতা তাঁর চাপরাশ তুলে দিয়েছেন তোমাদের হাতে, তার অব্যবহার বা অপব্যবহার যেন না হয়। তোমাদের হাত দিয়ে কাজ করাই এবার তাঁর মর্জ্জি।

এক ভাবগম্ভীর দিব্য আবেগে কথাগুলি বললেন তিনি।

যামিনীদা—আপনি চান আমাদের ব্রাহ্মণোচিত চলন, কিন্তু ঘুরে-ফিরে আমাদের মাথা যেন বৈশ্যভাবের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্রাহ্মণোচিত চলনে সকলেই fulfilled (পরিপূরিত) হয়। বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইত্যাদি সবই চাই ব্রাহ্মণোচিত আদর্শ-অনুপ্রাণনায়। প্রত্যেকে এমনভাবে চলবে যাতে তার বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে ব্রহ্মজ্ঞ হ'য়ে উঠতে পারে। এইজন্যই সৎসঙ্গ আন্দোলন।

একটু পরে হরপ্রসন্নদা (দাস)-কে বললেন-যাজন ও দীক্ষার ভিত্তির উপর কৃষ্টিবান্ধব সংগ্রহ ও কলোনির শেয়ার বিক্রয়ের উপর বিশেষ নজর দিয়ে চলতে হবে।

শরৎদা—আপনি কোন্ আশ্রম পছন্দ করেন, ভবিষ্যতের লোক কী করে বুঝবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো গৃহী। কিন্তু কোন আশ্রমই খাটো নয়, যার পক্ষে যেটা শ্রেয়। তবে সন্ন্যাসটা আশ্রম-পারম্পর্য্যের ভিতর-দিয়ে স্বাভাবিকভাবে আসা চাই। আপনারা যেমন যতি হয়েছেন। আমি গৃহী হ'লেও সব পরিবারের জন্য আমার চিন্তা ও চেষ্টা লেগেই থাকে। আপনাদেরও এইরকম হ'লে যতি হওয়া সার্থক হবে।

যামিনীদা—আপনি কখন নাম করেন ঠিক পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাম আমাকে ছাড়ে না।

ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী
পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়?
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে
কভু সন্ধি নাহি পায়।

নাম করতে-করতে নিঃশ্বাসের চাইতেও normal (স্বাভাবিক) হ'য়ে যায়। আমার বুদ্ধিও হ'লো নাম-ধ্যান-সাধন-ভজন normal life (স্বাভাবিক জীবন)-এর সঙ্গে normal (স্বাভাবিক) ক'রে নেওয়া। আর হয়ও তাই। খুব ক্ষিপ্রতা বেড়ে যায়। চলছি তো ঝম্‌ঝম্‌ করে। এখনও দেখতে পাবে, একটু স্ফূর্ত্তির সময় কিভাবে চলি। কাজে খুব interest (আগ্রহ) আসে। তোমাদেরও তেমনি হবে। অবশ্য গোড়ায় বহুদিন নিয়মমতো না করলে ওরকমটা আসে না। শেষটা নাম-নামী পেয়ে বসে।

ননীদা (চক্রবর্ত্তী)—'উত্তম ব্রহ্ম সদ্ভাব' মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্রহ্ম মানে বৃদ্ধি। শুধু বৃদ্ধি হ'লে হবে না, তা' ইষ্টকেন্দ্রিক হওয়া চাই, সৎ-এ সার্থক হওয়া চাই অর্থাৎ যাই করি তা' সত্তানুকূল হওয়া চাই। সবই ব্রহ্ম। বিষ্ঠাচন্দনে সমজ্ঞান ব'লে কদাচার করছি, তা' কিন্তু হয় না। সত্তার পরিপন্থী, প্রতিকূল যে ভাব তা' সদ্ভাব হ'তে পারে না। যেমন বিষ্ঠা খাচ্ছি, সদাচার মানছি না—ব্রহ্মজ্ঞানের দোহাই দিয়ে, তা' হবে না।

শরৎদা—ত্রৈলঙ্গস্বামী তো করতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আশ্রমে একসময় ভাল পায়খানা ছিল না। আমিও পরিষ্কার করেছি কত। তাই ব'লে সেটা একটা বড় কাজ নয়। এবং আপনি যদি করতে চান তা'ও ঠিক হবে না। আমারও না। প্রয়োজনে করতে হয়েছে। ত্রৈলঙ্গস্বামীও হয়তো প্রয়োজনবশে বিশেষ কিছু করেছেন। কিন্তু সেইটে ব্রহ্মজ্ঞানের নিদর্শন নয়। বিষ্ঠা কতকগুলি খেলে যে আপনি একটা বিশেষ মানুষ হ'লেন তা' নয়। বিষ্ঠা বিষ্ঠাই, বিষ্ঠার বৈশিষ্ট্য, খাদ্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যদি নির্দিষ্ট জ্ঞান না থাকে, এবং তার সামঞ্জস্য যদি না করতে পারেন তবে কী হ'লো?

সংশ্লেষণ আর বিশ্লেষণ-এর কোন একটায় যদি ফাঁক থাকে তা' হ'লে হবে না। এই দুই নিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান। সমজ্ঞান বৈশিষ্ট্যজ্ঞান-বর্জ্জিত জ্ঞান নয়। সম এসেছে

সম্ ধাতু থেকে। সম্ মানে শুনেছি—বৈকল্য, অবৈকল্য। বৈকল্যজ্ঞান আছে, অবৈকল্যজ্ঞান নাই, তাতে হবে না।

মুকুল খুব সেজেগুজে এসে শ্রীশ্রীবড়মার গা ঘেসে তাঁর চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—মুকুল সুন্দরী আছে।

শ্রীশ্রীবড়মা—তোমার নাতনী তো সুন্দরী হবারই কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর মিষ্টি ক'রে বললেন—আমারও তো তোমাকে ঐ কথা।

লক্ষ্মীনারায়ণের রসরহস্য মধুর আলাপে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দতরঙ্গ-দোলনে দুলে উঠল এই দৈবী-লীলা-অধ্যুষিত সুনির্ম্মল পরিমণ্ডল। সবার মুখ তখন হাস্যোজ্জ্বল। ব্রহ্মজ্ঞানের সরস রূপ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল সবার দৃষ্টিসমক্ষে।

নামধ্যানের ফল সম্পর্কে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নামধ্যানে মস্তিষ্ককোষ যতই সাড়াশীল ও গ্রহণমুখর হোক না কেন, মানুষ সুকেন্দ্রিক না হ'লে কিছুই হয় না। কেন্দ্রায়িত অনুরাগে, ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্নতায় সবটা কল্যাণকর মহাশক্তিতে পরিণত হয়। এমনি বাষ্প কত উবে যায়, কিন্তু বাষ্পচালিত ইঞ্জিন যদি ঠিক হয়, এবং তার মধ্য-দিয়ে যদি বাষ্প যথাযথভাবে চালনা করা যায়, তবে কী বিরাট কার্য্যকরী শক্তির সৃষ্টি হয়। নামধ্যানের শক্তিকে যদি প্রবৃত্তির পথে চালিত করা যায়, তাতে কিন্তু প্রবৃত্তিই শক্তিমান হয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকগুলি বাণী দিলেন।

তার মধ্যে নিম্নলিখিত বাণীটি কয়েকবার পড়তে বললেন—

ধর্ম্মাচরণ ধ'রে রাখে সত্তাকে সবারই—
যেমন ব্যষ্টিকে,
আর তাই নিয়ে তেমনি ক'রেই সমষ্টিকেও,
দাঁড়িয়ে থাকে ধর্ম্মের উপর সব,
ধারণ করে, ধ'রে রাখে ধর্ম্ম যা'-কিছুকে ;
আর তাই যদি হয়
রাষ্ট্র দাঁড়াবে কোথায় ধর্ম্ম বাদ দিয়ে?
তাই ধর্ম্মই হ'চ্ছে ভিত্তি।
আর তা' যেমনতর দৃঢ়,
রাষ্ট্রও দাঁড়িয়ে থাকে তার'পর
তেমনি অটুট সত্তায় ;
ধর্ম্ম ছাড়া রাষ্ট্র যা'
সত্তাহারা শরীরও তাই।

কাশীদা (রায়চৌধুরী), প্রকাশদা (বসু), প্রবোধদা (বাগচী), হরিদাসদা (সিংহ), হরপ্রসন্নদা (দাস) প্রভৃতি এসেছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ইষ্টের জন্য ভিক্ষা চাইতে হ'লেও বলা ভাল 'আমাকে দাও'। ঠাকুর চেয়েছেন ব'লে আনলে ঠাকুর ভাঙ্গান হল। তোমার কতখানি প্রতিষ্ঠা হয়েছে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এবং সে-প্রতিষ্ঠা তোমার ঠাকুরের স্বার্থপ্রতিষ্ঠায় কতখানি লাগে তার পরখ হয় তোমার নিজের কথা ব'লে ভিক্ষা করার ক্ষমতার দ্বারা। অনেকে ভরসা পায় না সোজাসুজি চাইতে, তাই ঠাকুর ভাঙ্গায়। তোমার উপর শ্রদ্ধা যদি না হ'লো, তাহ'লে আমার কী হ'লো? আর, আমার লাভই বা কী তা'তে? টাকা তো আমার কাছে কিছুই না, তোমাদের চারিত্রিক উৎকর্ষই আমার কাছে লোভনীয়।

প্রকাশদা—জানে নিজের প্রতিষ্ঠা নেই, তাই ঐভাবে চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিক বলেছিস।

ব্যোমকেশদা (ঘোষ)—'যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি'—মন্দ-টন্দ যাই করি, তিনিই তো করাচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা মহাভারতে দুর্য্যোধনের কথা। দুর্য্যোধন যে, সে ঐরকম কয়।

১৬ই কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৩৫৫ (ইং ২।১১।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে উপবিষ্ট।

যামিনীদা—আমাদের রাজনৈতিক কার্য্যক্রম কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি রাজনৈতিক হিসাবে বুঝি না, বুঝি, আমাদের করণীয় হ'চ্ছে—জীবনবৃদ্ধিকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলা, অসৎকে নিরোধ করা এবং প্রত্যেকের সমীচীন পরিপূরণ-সহ জগতে ঐক্য ও সংহতি রক্ষা ক'রে চলা। এইগুলি করতে গেলে তার মধ্যে সবকিছু এসে পড়ে।

১৭ই কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৫৫ (ইং ৩।১১।৪৮)

কাল থেকে আকাশ খুব মেঘলা। আজও তেমনি। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় বসা। পূজনীয় বড়দা, কাজলদা ও অশোকদা আছেন। অন্য অনেকেও উপস্থিত। বড়দা শ্রীশ্রীঠাকুরকে খুব সাবধানে থাকতে বললেন

যাতে ঠাণ্ডা না লাগে।

উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওর সব সময় বুদ্ধি কিসে আমি ভাল থাকি। ভালবাসার এ একটা প্রধান লক্ষণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর অশোকদা ও কাজলদাকে জোর দিয়ে পড়াশুনো করার কথা বললেন। সেই সঙ্গে বললেন—তোমাদের অনেক বড় কাজ করতে হবে। তার জন্য এখন থেকে সব দিক দিয়ে তৈরী হওয়া লাগে।

জনৈক দাদা সরকার-নিয়োজিত ব্যবসায়ী অর্থাৎ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন দ্রব্য সরবরাহ করেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—আমি কালোবাজারী না করার দরুন সমব্যবসায়ী কালোবাজারীদের কোপে প'ড়ে গেছি। তারা আমাকে নানাভাবে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজকাল অসৎলোকের সংখ্যা খুবই বেড়ে গেছে। তার মধ্যেই সৎ অর্থাৎ ইষ্টমুখী থাকা লাগবে। সুকৌশলে চলা লাগবে। তবে অসৎ যারা তাদের অযথা ক্ষেপিয়ে তুলে লাভ নেই। প্রথমে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ইষ্টপ্রতিষ্ঠা ক'রে নিজের পায়ের তলার মাটি শক্ত করা লাগবে। প্রস্তুত না হ'য়ে একক শক্তিহীন অবস্থায় বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে তারাই তোমাকে চোর প্রমাণ ক'রে দেবে। তবে evil (অসৎ)-কে resist (নিরোধ) করাই লাগবে। কিন্তু যথাসম্ভব tussle (বিরোধ) সৃষ্টি না ক'রে। মানুষের ব্যক্তিত্ব এ ব্যাপারে একটা বড় জিনিস। ক্রোধ ভাল না। কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত সংযত পরাক্রম দরকার।

কিছু সময় পরে অনেকে চ'লে গেলেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), প্রমথদা (দে), প্রকাশদা (বসু), কাশীদা (দাশশর্ম্মা) প্রভৃতি আসলেন। কেষ্টদার সঙ্গে ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল শিক্ষার কাজ হ'লো প্রত্যেক বিদ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রত্যেক বিদ্যার সম্পর্ক কী এবং বাস্তব জীবনে তার উপযোগিতা কী, তা' ধরিয়ে দেওয়া। তা'তে মানুষের মাথা খোলে ও খেলে। সঙ্গে-সঙ্গে হাতেকলমে করা, দেখা ও শেখার দিকে নজর যাতে যায়, তার ব্যবস্থা করতে হয়। প্রত্যেক বাড়ীতে নানা জিনিসের একটা সংগ্রহশালা থাকলে ভাল হয়।

মনোহরদা (সরকার) ও তার ছেলের হাতে দুটো কাঠের বাক্স দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর সোল্লাসে জিজ্ঞাসা করলেন—কিরে কী মাল?

মনোহরদা—মিস্ত্রীর বাক্স।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খোল্ তো দেখি।

মনোহরদা খুলে দেখাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বেশ হইছে, ভাল হইছে। স্বল্প ব্যয়ের মধ্যে অল্প সময়ে কত সুন্দর, শক্ত ও নতুন ধরণে করা যায়, সেই চেষ্টা রাখা লাগে। ভালর কোন ইতি নেই।

১৮ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ৪।১১।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় তক্তপোষে শুভ্র শয্যায় অনিন্দ্য-সুন্দর ভঙ্গিমায় ব'সে আছেন। সুশীলদা (বসু), পরেশদা (ভোরা), বিজয়দা (মজুমদার), প্রমথদা (দে), সুরেনদা (দে), গোপালদা (চৌধুরী), কালুদা (আইচ), সুধীরদা (দাস), ননীদা (দে), প্রবোধদা (মিত্র), সুধীরদা (বসু), হরিদা (গোস্বামী), চারুদা (করণ), কাশীদা (মিত্র), তারকদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), কালিদাসদা (মজুমদার), মণিদা (কর), প্যারীদা (নন্দী) প্রভৃতি অনেকেই ভাবমুগ্ধ অন্তরে দুচোখভরে দেখছেন তাঁর ত্রিতাপহরণ অপরূপ রূপ।

প্রসঙ্গতঃ যামিনীদা জিজ্ঞাসা করলেন—যদি একটা প্রতিলোম conception (গর্ভসঞ্চার) হয়। সেখানে কি abortion (গর্ভপাত) করা চলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেখানে সমগ্র পরিবার ও সমাজের, ভাবী কল্যাণ-অকল্যাণের কথা চিন্তা ক'রে, করণীয় স্থির করবে।

যামিনীদা—প্রতিলোম যা' হ'য়ে গেছে, তাদের সংখ্যা তো বাড়ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদের sterilise (নির্বীজ) ক'রে দিতে হয়। যাতে বংশ না বাড়তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে-মাঝে বাণী দিচ্ছেন। বেলা ১টার সময় একটা বাণী দিয়ে প্রফুল্লকে বললেন, লেখাটা পড়ে শোনা—।

পড়া হ'লো—

সত্তা-সংরক্ষণ, আত্মপ্রজনন,
এবং ঐক্যের পথে একত্বে
অর্থাৎ ঈশ্বরে সংবর্দ্ধন,
এই তিনটির সুষ্ঠ পরিকর্ষণই হ'চ্ছে—
কৃষ্টি-তাৎপর্য্য।

সুশীলদা—ঐক্যে যা' পর্য্যবসিত হয় না, তা' কি culture (কৃষ্টি) নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Anti-culture (বিপরীত কৃষ্টি)।

প্রবোধদা—একেই কি বলে আসুরিক কৃষ্টি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে নামেই কও।

সুশীলদা—গীতায় আছে আসুর বুদ্ধির কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই নাকি?

একটু পরে বললেন—আমাদের বলেছে—'একমেবাদ্বিতীয়ম্', ওখান থেকেই সুরু। যেতেও হবে ওখানে সব বৈচিত্র্যের মধ্যে-দিয়ে, সব বৈচিত্র্য নিয়ে।

প্রবোধদা—সমৃদ্ধি ও কৃষ্টির সঙ্গে কি কোন সম্পর্ক আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু সম্বর্দ্ধন বা সমৃদ্ধি হ'লেই হবে না। তা' ঈশ্বরে উৎসে সার্থক হওয়া চাই। শুয়োরের বাচ্চা হয় খুব, প্রজনন-সম্বর্দ্ধন খুব, কিন্তু

integration (সংহতি) নাই। শুয়োরের দলের integration (সংহতি) থাকলে অসম্ভব কান্ড হ'তো। ঐক্যে বা ঈশ্বরে সার্থকতাও নেই তাদের। সে condition (সর্ত্ত) fulfil (পরিপূরণ) করে না। তাই, তাদের তথাকথিত বাঁচা-বাড়া ও বংশবৃদ্ধিটা কৃষ্টির নিদর্শন নয়।

মেণ্টুভাই (বসু)—শূকরের integration (সংহতি) নেই কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব self-centric (আত্মকেন্দ্রিক) হ'লে সেখানে integration (সংহতি) থাকে না।

যামিনীদা—কাকের তো খুব ঐক্য আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চেঁচায় দলে-দলে, কিন্তু একটা কাক ম'রে গেলে ঠোঁট দিয়ে যে টেনে নেবে, তা' নেয় না। Service (সেবা) নেই, ওকে integration (সংহতি) বলে না।

যামিনীদা—আমি বিশেষ এক জায়গায় যাজন করার সময় তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনে পরে বললেন—তুমি carried (চালিত) হ'য়ে এই সব বলছ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বলতে হয়—Carried (চালিত বা প্রভাবিত) হওয়া যাকে বলে তা' হইনি। কিন্তু ক'রে-ক'রে দেখে-দেখে convinced (প্রত্যয়-প্রবুদ্ধ) হয়েছি। নিজের অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে বলছি।

যামিনীদা—সাংসারিক জীবনে কৃতকার্য্যতার সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবনে কৃতকার্য্যতার সম্পর্ক কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—One success breeds many (একটা কৃতকার্য্যতা বহু কৃতকার্য্যতার জন্ম দেয়)। কারণ, একটা ব্যাপারে সদ্ভাবে কৃতকার্য্য হ'তে গিয়ে যেসব গুণ আয়ত্ত হয়, সেগুলি অন্য ক্ষেত্রে কৃতকার্য্য হওয়ার পক্ষে সহায়ক হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় হরিদাসদা, পাগলুদা, শান্তুদা, কানুদা এবং পূজনীয়া প্রসাদী পিসিমা, অনুকাদি প্রভৃতির কাছে বিজয়ার চিঠির উত্তর হিসাবে যা' লিখিতব্য তা' পর-পর ব'লে গেলেন। লেখার পর নিজ হাতে প্রত্যেক চিঠিতে যথাযোগ্য স্বাক্ষর দিলেন।

কতিপয় চিঠির নকল দেওয়া হ'লোঃ—

কল্যাণবরেষু,

হরিদাস!

তোমার বিজয়ার বিনীত সাদর সম্ভাষণ আমাকে উৎফুল্ল করেছে। ধন্যবাদার্হ তুমি আমার কাছে। পরমপিতা তোমার মঙ্গল করুন।

তুমি কেমন আছ? মাসীমা কেমন আছেন? তোমাদের খবর পেলে সুখী হব। আমার আন্তরিক 'রাধাস্বামী' জেনো।

ইতি—

তোমারই দীন

দাদা

কল্যাণবরেষু,

শান্তু!

তোমার বিজয়ার বিনীত অভিনন্দন আমাকে সুখী করেছে।

একটা পরীক্ষায় পাশ করেছ শুনে সুখী হলাম। অন্যগুলির জন্য প্রস্তুত হও —সর্ব্বতোভাবে আঁতিপাঁতি ক'রে সব যা' কিছুই। পরীক্ষা যেন পারগতায় তোমাকে পার্থ ক'রে তোলে।

চলতে যদি রাস্তার দূরত্বকে হামেশা ভাবতে থাক চলার দম কমে যাবে, তেমনি আয়ত্তের দায় সামনে রেখে যদি হামেশা তাই ভাব, আয়ত্ত-প্রচেষ্টা দুর্ব্বলই হ'য়ে উঠবে অনেকখানি। তাই, চল বিবেচনায় এগিয়ে—আয়ত্তকে বাস্তবতায় হাতে নিয়ে—যাতে আধিপত্য থাকে তোমার তার উপর। কর, চল, হয়তো ফলও পেতে পার।

তোমার শরীর কেমন আছে? বাড়ীর আর সবাই এখন ভাল তো? খেপু ভাল আছে তো?

আমার আন্তরিক 'রাধাস্বামী' জেনো।

ইতি—

তোমাদেরই দীন

জ্যাঠামশাই

পরম কল্যাণীয়া

অনুকা!

মা আমার!

তোমার বিজয়ার প্রণত অভিনন্দন পেয়ে আমি খুব সুখী হয়েছি। তুমি ভাল আছ তো? তোমাদের বাড়ীর সবাই ভাল তো?

তুমি সুস্বাস্থ্য নিয়ে সুখে সুদীর্ঘজীবন উপভোগ কর পরমপিতার কাছে এই প্রার্থনা।

তুমি আমার আন্তরিক 'রাধাস্বামী' জেনো আর মন রেখো তাঁতে।

ইতি—

তোমারই দীন

বাবা

১৯শে কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ৫।১১।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায়।

যামিনীদা (রায়চৌধুরী)-একজন বিশিষ্ট লোক আমাকে একদিন গর্ব্বভরে বলেছিলেন—আমি তো করছি দেশের জন্য কিছু।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বলতে হয়—দেশের জন্য লাখ কর কিছু হবে না। কিন্তু আদেশের জন্য অর্থাৎ আদেশকর্ত্তার জন্য যদি কর, তুমি চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। রামচন্দ্রের আদেশ পালন করেছিলেন ব'লে হনুমান আজও বীর হনুমান ব'লে পূজিত। Fulfil the wishes of Almighty i. e. the Divine man (সর্ব্বশক্তিমানের অর্থাৎ ভাগবত মানবের ইচ্ছা পূরণ কর) তা'হলেই দেশের কাজ ঠিক-ঠিক করতে পারবে। তুমিও উপকৃত হবে, দেশও উপকৃত হবে, আর কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তা' স্মরণ করবে।

যামিনীদা—কারও ego (অহং) tackle (আয়ত্ত) করতে গেলে তো সে পেয়ে বসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Ego tackle (অহং আয়ত্ত) করা মানে তো flatter (খোসামোদ) করা নয়। বরং তার মধ্যে যে বিরাট সম্ভাবনা সুপ্ত আছে, তা' তুলে ধরা।

সন্ধ্যাবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর প্রমথ দা (দে)-র সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বললেন, ধর্ম্মরাষ্ট্রের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার কোন সম্পর্ক নেই। ধর্ম্মরাষ্ট্র মানে সত্তা-পরতন্ত্রী বা ঈশ্বরপরতন্ত্রী রাষ্ট্র। এদিকে ঝোঁক না থাকলে বরং মানুষ প্রবৃত্তিমুখী ও সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাবাদী হয়।

২০শে কার্ত্তিক, শনিবার, ১৩৫৫ (ইং ৬।১১।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায়। কান্তিদা (বিশ্বাস), যামিনীদা (রায়চৌধুরী), ভগীরথদা (সরকার) প্রভৃতি কাছে আছেন।

যামিনীদা এক ভদ্রলোক সম্বন্ধে বললেন—তিনি বলেন সৎসঙ্গের এত বদনাম কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বদনামই তো indication (নিদর্শন) যে কিছু করা হ'চ্ছে।

যামিনীদা—ইষ্টভৃতিকে তিনি শোষণ ব'লে মনে করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যে টাকা পাই তা Love offer (ভালবাসার দান), oblation (অর্ঘ্য)। অতি pure (পবিত্র), honest (সৎ)। এর চাইতে honest (সৎ), pure (পবিত্র), sublime (মহৎ) আর কিছু নেই। ডাক্তারি, প্রফেসারি, জজিয়তি, এটর্নিগিরি, ওকালতি যা'-কিছু কর সবই হ'লো service (সেবা) বিক্রি করা। আর, এটা হ'লো কৃতার্থ হ'য়ে প্রাণের উৎসর্গ। এর চাইতে pure money (পবিত্র অর্থ) দুনিয়ার dictionary-তে (অভিধানে) নেই। আমাদের যা' দেয় তা' হ'ল ইষ্টভৃতি। ইষ্টভৃতি যদি খারাপ জিনিস হয়, ভাল জিনিস আর কিছু নেই। এটা মানুষ দেয় নিজেদেরই কল্যাণের জন্য। মানুষের কল্যাণের জন্যই এটা পরমপিতার বিধান। যারা

বিধিমতো করে, তারা ঠিক পায়। বাইরে থেকে কী বুঝবে?

যামিনীদা—মাঝে-মাঝে আমার এক বন্ধু বলে—তোরা এত sincere (অকপট) হলি কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Sincerity begets the same (আন্তরিকতা আন্তরিকতা সৃষ্টি করে)।

যামিনীদা—বুদ্ধিমান লোকেরা বোঝে না যে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Scattered complex (বিচ্ছিন্ন প্রবৃত্তি) থাকলে অমনি হয়, Surrender (আত্মসমর্পণ) করার বেলায় তাদের সমস্ত শরীর যেন rebel (বিদ্রোহ) করে। অনেকের capability (সামর্থ্য) আছে খুব, কিন্তু capacity (ধারণক্ষমতা, গ্রহণক্ষমতা) অত্যন্ত কম।

Thought-reading (চিন্তা-পাঠ) সম্পর্কে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কোন চিন্তা-তরঙ্গ চিত্তে তরঙ্গ সৃষ্টি করার ফলে যে ভাব বা বোধের উদয় হয়, তাকেই বলা যায় thought-reading (চিন্তা-পাঠ)।

বেলা সাড়ে এগরাটার সময় হরিপদদা (সাহা), প্যারীদা (নন্দী), কালীদা (সেন), হরিদাসদা (ভদ্র), কালিদাসীমা, সরোজিনীমা প্রভৃতি উপস্থিত। Relief-work (সেবা-কার্য্য) সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করা ভাল, এতে লোকের ভাল হয়। নিজেরও আত্মপ্রসাদ হয়।

হরিদাসদা—Public opinion (জনমত)-ও ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করলে লোকমঙ্গল, ইষ্টের তৃপ্তি ও নিজের শান্তির জন্য করা ভাল। Public opinion (জনমত)-এর জন্য করতে হবে কেন?

সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাঙ্গণে চেয়ারে বসেছিলেন। প্রমথদা (দে), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য ও মিত্র), যামিনীদা (রায়চৌধুরী), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী), মণিদা (সেন), শৈলেশদা (বিশ্বাস), কেদারদা (ভট্টাচার্য্য), ব্রজেনদা (চট্টোপাধ্যায়) প্রভৃতি এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে তাঁর কাছে ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটি ছড়া দিলেন—

চলন বলন কায়দা করণ
হাব ভাব ব্যবহার,
এরই তালে পা ফেলে হয়
স্বভাবের উৎসার।

তারপর বললেন লেখাপড়া শিখলেই যে স্বভাবের উৎসারণ হয় তা' নয়, চলন, বলন, হাব-ভাব, ব্যবহার যাদের সুষ্ঠু, তাদের দেখে স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী তালে-তালে চ'লে educated (শিক্ষিত) হওয়া লাগে। অভিভাবক ও শিক্ষকদের অভ্যাস, ব্যবহার তাই খুব ভাল হওয়া দরকার। যাদের প্রকৃতি যত ভাল, তাদের চলন-বলনও তত ভাল হয়। তাদের বুদ্ধিই থাকে অন্যকে সুখী

করা। যারা ইষ্টপ্রাণ তাদের একটা অন্তর্নিহিত বোধ থাকে যে অপরকে যত সুখী করা যাবে ইষ্টও তত সুখী হবেন। নিজেদের ব্যবহার দিয়ে তারা যেন ইষ্টপূজা করে চলে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় এসে বসলেন। আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হ'লো। আলো-ঝলমল পরিবেশে ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ এক অপূর্ব্ব দিব্য বিভায় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। ভক্তবৃন্দ মুগ্ধ বিস্ময়ে দর্শন করছেন তাঁর সেই নয়নমোহন ভুবন-ভোলানো রূপ।

কালীষষ্ঠীমা সামনে বসা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত লোকই থাক, তার মধ্যে কালীষষ্ঠী কিন্তু সবার নজর কেড়ে নেয়।

কালীষষ্ঠীমা—আমি তো এক কালো পেত্নী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জহুরী যারা তারা টের পায় ঐ কালোর মধ্যে কতখানি সৌন্দর্য্যের আলো।

কালীষষ্ঠীমা হেসে অস্থির। বললেন—কী যে কন!

এই ধরণের কথাবার্ত্তায় অনাবিল আনন্দের স্রোত বইছে আসরে।

এরপর বোধ সম্বন্ধে কথা উঠলো।

প্রফুল্ল—অনেকে বোঝে খুব, কিন্তু ইষ্টভৃতিটাই ঠিকমতো করতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে নিষ্ঠার অভাব। ইষ্টভৃতির মতো অমন জিনিসই নাই। অতি উপাদেয়। It is a boon to the being (এটা সত্তার প্রতি একটা বর)।

পরে এই সম্পর্কে ইংরাজীতে একটা বাণী দিলেন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন—সৎসঙ্গের অনেকের innate tendency (অন্তর্নিহিত ঝোঁক) হ'লো নিজের মূল্যে মানুষকে বড় করা, কিন্তু মানুষের মূল্যে নিজেকে বড় করা নয়। তাই এরা দৈন্য পীড়িত কম। আজকাল বেশীর ভাগ leader (নেতা)-দের মধ্যে এ জিনিস পাবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথায়-কথায় বললেন—আমার কাজটা যদি hobby (খেয়াল)-এর মতো তোমাদের পেয়ে বসে, তাতে তোমাদের যোগ্যতা বেড়ে যাবে।

সুনীল (চট্টোপাধ্যায়)—স্বপ্ন কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধারণতঃ মাথায় ছাপ থাকে, তার রকমারি সমাবেশ, সংযোগ, জোড়াতাড়া ও ছাটকাট স্বপ্নের সৃষ্টি করে, সমভাবাপন্ন অন্যের চিন্তাতরঙ্গও এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়। অবচেতন মনের অনেক অবদমিত কামনাও এর ভিতর-দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। অনেক সময় সরাসরি করে না, নানারকম প্রতীকের মধ্য-দিয়ে আসে।

যামিনীদা—Adjusted sex (নিয়ন্ত্রিত কাম) মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Sex (যৌন আবেগ) দ্বারা enticed (প্রলুব্ধ) হয় না।

যামিনীদা—Urge (আবেগ) থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ!

সুনীল—অনেক সময় অদীক্ষিত লোকদের কাছে আপনার কথা বলতে ভয় হয়, ভাবি কী বললে কিভাবে জানি নেয়। কী বলে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—হঠাৎ যদি ঠাকুরের কথা কও মানুষের ভাল লাগতেও পারে, নাও লাগতে পারে। কিন্তু তুমি যদি তোমার আলাপ-ব্যবহারে মানুষকে তোমার প্রতি সশ্রদ্ধ ক'রে তুলতে পার, তখন তারা তোমার আদর্শের প্রতিও ভক্তিমান হবে। যাদের কাছে বলছি, তাদের মনের প্রধান ঝোঁকও বোঝা লাগে। এ সব না ক'রে যত কথাই বল ফল হবে না।

সুনীল—অনুসরণের মধ্যে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা যায় কীভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক লহমায়ও হ'তে পারে। তোমার মন যত ইষ্টে আকৃষ্ট থাকবে, তোমার আকর্ষণী শক্তি তত বাড়বে।

জনৈক দাদা—আমার সুকৃতি আছে কিনা কী করে বুঝব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুকৃতি থাকলে সুষ্ঠু বোধ ও সুচলন আসে।

উমাদা (চরণ)—সুরদাস, তুলসীদাস প্রভৃতি সাংসারিক জীবনে unsuccessful (অকৃতকার্য্য), কিন্তু তাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনে অত্যন্ত successful (কৃতী)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সংসারে unsuccessful (অকৃতকার্য্য) নন, কিন্তু dis-interested (অনুরাগহীন), অনুরাগ নেই। অন্তরতম অনুরাগের বস্তু যেই পেয়েছেন অমনি successful (কৃতকার্য্য) হওয়ার পথে এগিয়েছেন।

২২শে কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৫৫ (ইং ৮।১১।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় শচীনদা (গঙ্গোপাধ্যায়), ধূর্জটিদা (নিয়োগী), যামিনীদা (রায়চৌধুরী) প্রভৃতি কাছে আছেন। যতীনদা (দাস) হোমিওপ্যাথি সংক্রান্ত কয়েকখানা বড় বই নিয়ে আসলেন।

যতীনদা প্রণাম করবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর শুনলেন বইগুলি কোন্ বিষয়ের।

শুনে বললেন, গোড়ায় বড় বই পড়লে confusion (হতবুদ্ধিতা) হয়। ছোট বই যাতে মূলনীতি ও বিশেষ লক্ষণ সম্বন্ধে জানা যায়, তেমন বই প'ড়ে সেগুলি বেশ ক'রে ধরা লাগে। তারপর বড় বই পড়া লাগে। ভিতটা ঠিক ক'রে বই পড়লে knowledge (জ্ঞান)-টা crystallised হয় (দানা বাঁধে)। রোগীর, তার লক্ষণের ও ওষুধের character (চরিত্র) determine

(নির্দ্ধারিণ) করলাম না, তাতে ভাল হোমিওপ্যাথ হওয়া যায় না, বড় জোর consulting physician (পরামর্শদাতা চিকিৎসক) হওয়া যায়।

যাজন করতে যা' লাগে, হোমিওপ্যাথিতেও তাই লাগে, minute observation (সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ) চাই। কোন্ ওষুধ দেব, সালফার দেব, কি নাক্স ভমিকা দেব—রোগীই ক'য়ে দেয়। রোগীই ক'য়ে দেয়—'আমি এই চাই।' একটা রোগী দেখতে গিয়েছিলাম, পা নাড়ান দেখেই ঠিক পেলাম—কী ওষুধ দেব। তা' দিলাম, তাতেই আরাম হ'য়ে গেল। আর একটা রোগী বহুদিন ভুগছে। আমাকে নিয়ে গেল। Observe (লক্ষ্য) করি, কিছুই চোখে পড়ে না। দেখলাম সে থুথু ফেলতে চেষ্টা করছে। কিন্তু যত জোরে ফেলে, দূরে আর যায় না। তাতে মনে হলো motor nerve (কর্ম্মপ্রবোধী স্নায়ু) weak (দুর্ব্বল)। তাই নাক্স ভমিকা—২০০ দিলাম। কাজ হ'লো। রোগী দেখে আমি আবার খুব ভাবতাম—কি জানি কী হয়। কেমন যেন থাকে। কিন্তু অনেক রোগী পরের দিনই বলতো—বারো আনা ক'মে গেছে। ক, খ না-শিখে দোয়াড়ে বড় বই পড়লে জানবেন ঢের, পারবেন কম। ছোট এক-আধখানা ভাল বই হজম ক'রে ফেলতে হয়। Characteristic symptom (বিশেষ লক্ষণ) বুঝতে হয়। আমি দুটো বই পড়েছিলাম—জগদীশ লাহিড়ী ও এন, ঘোষের বই। বড় বই-এ language (ভাষা) ভাল থাকে। অনেক বড় কথা থাকে। পড়ার একটা luxury (বিলাসিতা) হয়। কিন্তু তাতে সব সময় mastery (আধিপত্য) আসে না।

যামিনীদা—এ্যালোপ্যাথদের ঘাট বাঁধা আছে, তাদের সুবিধা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ্যালোপ্যাথিতেও প্রত্যেকটা ওষুধের character (বিশেষ প্রকৃতি) আছে, কবিরাজীতেও তাই।

যামিনীদা—Physiological basis-এ (শারীরতাত্ত্বিক ভিত্তিতে) হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করলে কি হবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে সুবিধা হবে না। Characteristics (বৈশিষ্ট্য) ধরা চাই।

যতীনদা—একটা অসুবিধা হয়, যেমন মাথাধরার রকমারি আছে। পার্থক্য করা মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাথাধরার পার্থক্য করতে না পারেন, ওষুধের পার্থক্য করতে পারলে হয়। ভাল হোমিওপ্যাথ না হ'লে হোমিওপ্যাথি বিপজ্জনকও হ'তে পারে। মা'র বেলায় দেখলাম। আমি হ'লে অন্যরকম করতাম। আগে heart (হৃদ্‌যন্ত্র) ঠিক ক'রে নিতাম এ্যালোপ্যাথিক ওষুধ দিয়ে। তারপর রোগের বৈশিষ্ট্য ঠিক ক'রে সেই অনুযায়ী হোমিওপ্যাথি দিতাম।

যতীনদা—এ্যালোপ্যাথি কি চলে হোমিওপ্যাথির সঙ্গে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাতে ভাল হয়, তাই চলে। ঠিকমতো করলে বিরোধী হয় না। আমি life-fanatic (জীবন সম্বন্ধে গোঁড়া), cure-fanatic (নিরাময় সম্বন্ধে গোঁড়া), medicine-fanatic (ওষুধ সম্বন্ধে গোঁড়া) নয়।

যতীনদা—বোয়াল মাছ নিয়ে আসছিল যে লোকটা তাকে ভিরেট্রাম এ্যালবাম দিলেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেই চেহারা দেখলাম, আর বোধহয় কপাল ঘামতে দেখেছিলাম। প্রত্যেকটা ওষুধকেই যেন একটা মানুষ মনে করতাম, আর প্রত্যেকটা ওষুধের চেহারা এঁকে নিতাম।

প্রথম আমার হোমিওপ্যাথি জাগলো, আমি তখন কাজলের থেকে একটু বড়। খেলছি জ্ঞান ও হেমের সঙ্গে। হেমের মুখ দিয়ে জল উঠছে, পেট ঘাটছে। আমার মিষ্টি খাওয়ার ঝোঁক ছিল খুব। মিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছা হ'লে ভাবতাম, মিষ্টি খেতে ভাল লাগে, তিতো খেতে ভাল লাগবে না কেন? তাই ভাটির ডগা খেতাম। তাতে পেট ঘাটতো, মুখে জল উঠতো। খেলবার সময় ওর অমনি symptom (লক্ষণ) হওয়ায় ও খেলতে চায় না। তখন কি জানি মনে ক'রে হঠাৎ ওকে ভাটির ডগা খেতে দিলাম। তাতে ১৫ মিনিট পরে উপকার হ'লো। তাতে মনে হলো, যে জিনিস খেয়ে যে অবস্থা হয়, সেটা না খেয়েও যদি সেই অবস্থা হয়, তখন তা' খেতে দিলে সেই অবস্থার উপশম হয়। 'বিষস্য বিষমৌষধম্'—এই মূল নীতিটা কেমন ক'রে যেন মাথায় ধরা দিল। মন কারণমুখী থাকলে প্রত্যেক বিষয় থেকেই তৎ-সংক্রান্ত আদিম সত্যে পৌঁছে যাওয়া যায়।

এইরকম কতো করেছি। পরমপিতার দয়ায় যা' করেছি, তা' করেছি with every surrender (পূর্ণ আত্মসমর্পণ নিয়ে) এবং unsuccessful (অকৃতকার্য্য) হয়েছি ব'লে মনে পড়ে না। আমি যখন ডাক্তারী ছেড়ে দিলাম, কতলোকে দুঃখ করতো।

যতীনদা—জিজ্ঞাসা করতেন না, রোগের ডাইরি নিতেন না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আলাপ করতাম, গল্প করতাম, লক্ষ্য করতাম। রোগীর কষ্টকে নিজের কষ্ট ব'লে বোধ করতাম। তাই, রোগী হাতে নিলে, তাকে ভাল না করা পর্য্যন্ত স্বস্তি পেতাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুসময় অশত্থ গাছটির দিকে নীরবে চেয়ে থাকলেন।

পরে গূঢ় রহস্যময় কণ্ঠে বললেন—আকাশ-বাতাস, গাছপালা, জীব-জন্তু সব কিছুকেই নিজের পরিবারভুক্ত লোকের মতো মনে হয়। সবকিছুই যেন আমার আপনজন। প্রত্যেকেই যেন আমার ভালবাসা চায়। সেই ভালবাসা দিতে পারলে এদেরও ভাব, ভালবাসা উপভোগ করা যায়। নিজের সুখ যে কত বেড়ে যায়, ব'লে শেষ করা যায় না। অনুভব করা যায়, পরমপিতা কতো

রূপ ধ'রে আমাদের আদর সোহাগ করছেন। তাঁর লীলা দু'চোখ মেলে দেখা যায়। বলতে-বলতে তাঁর বদনকমল এক অনির্ব্বচনীয় করুণাকোমল লাবণ্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো।

সবাই সেই ধ্যানসুন্দর মূর্ত্তি দর্শনে বিভোর।

কিছুক্ষণ পরে পূর্ব্বপ্রসঙ্গে যতীনদা বললেন, mental characteristics (মানসিক বৈশিষ্ট্য) দেখে ওষুধ দিলেই তো হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Mental characteristics (মানসিক বৈশিষ্ট্য)-এর সাথে physical characteristics (শারীরিক বৈশিষ্ট্য) যেখানে মিলে যায়, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ওষুধ দিলে পনেরো আনা ঠিক হবে। যেমন mental characteristics (মানসিক বৈশিষ্ট্য) আছে লোক সম্বন্ধে আতঙ্ক ও সন্দেহ, বাইরে চোখটাও যদি তেমনি মিট-মিট করতে থাকে, তবে বুঝবেন যে সেই অনুযায়ী ওষুধ দিলে কাজ হবে।

যামিনীদা—আচ্ছা হোমিওপ্যাথি যে ম্যালেরিয়ায় কার্য্যকরী হয় না, তা কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় দুই রকম জীবাণু আছে, একরকম জীবনী শক্তি ক'মে যাওয়ার দরুন ভিতর থেকে সৃষ্টি হয়, হোমিওপ্যাথি তাতে কাজ করে। আর একরকম বাইরের infection (সংক্রমণ) থেকে হয়, তাতে সাধারণতঃ হোমিওপ্যাথি কাজ করে না। আমার মনে হয় এইরকম, অবশ্য আমি ঠিক জানি না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দাঁতের ব্যথা। সন্ধ্যায় ডক্টর দাশগুপ্ত দেখতে আসলেন।

ডাক্তারবাবু দাঁতটাত দেখার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আপনি আমার সমস্ত শরীরটা পরীক্ষা করুন। Heart (হৃদযন্ত্র), lungs (ফুসফুস), stomach (পেট), urine (প্রস্রাব), blood (রক্ত) সবটা দেখে ঠিক করুন মূল গোলমাল কোথায়, সেইভাবে চিকিৎসা ক'রে আমাকে খাড়া ক'রে দেন।

ডাক্তারবাবু—হোমিওপ্যাথরা ওটা পারে। আমাদের নাড়ীজ্ঞানেও ওটা ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার শরীরের কোন-কোন যন্ত্র হয়তো ঠিকমতো কাজ করছে না, তার দরুন প্রতিরোধক্ষমতা দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। সেইজন্য বারবার অসুস্থ হ'য়ে পড়ছি। কেন এটা হ'চ্ছে, সেটা ঠিকভাবে বের করুন। সেইমতো চিকিৎসা ক'রে আমাকে ঠিক ক'রে দেন। কালিদাসের কাছে আপনার কথা শুনেছি। তাই আপনার কাছে বলছি, আপনি হয়তো পারবেন আমাকে সুস্থ ক'রে তুলতে। ডাক্তার আর, এল, দত্ত ছিলেন। তাঁর রোগনির্ণয় ও ওষুধ-নির্ব্বাচনের ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত। সাধারণ ওষুধেই কঠিন রোগ সারিয়ে ফেলতেন। দাম হ'লো ডাক্তারের বোধশক্তির। দামী ওষুধ দিলেই যে কাজ হয় তা' নয়। যেখানে যা' প্রয়োজন ঠিক সেই জিনিসটি ঠিকমাত্রায় দিতে হবে। ভাল ডাক্তারের পরীক্ষা

ওখানে। ডাক্তারের হওয়া চাই প্রকৃত বিজ্ঞানী।

ডাক্তারবাবু—আজকাল speed (গতিবেগ)-এর যুগ, তাড়াতাড়ি ফল চায়, তাই অতো ভাববার অবকাশ পায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চেষ্টা করলে ঐভাবে ভেবে ঠিক করার speed (গতিবেগ)-ও বেড়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্রকূট সেবন করছিলেন।

ডাক্তারবাবু—তামাকে কি উপকার পান দাঁতে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' নয়, তবে গভীর চিন্তার সময় তামাক জিনিসটা একাগ্রতায় সাহায্য করে।

এরপর ডাক্তারবাবু যাবার অনুমতি চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—আমার তো ছাড়তে ইচ্ছা করে না। কিন্তু আপনার কাজের ক্ষতি করাও তো চলে না।

গত ২১-১০-৪৮ তারিখে শ্রীশ্রীঠাকুর ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে একখানি পত্র দেন এবং তার নকল রেখে দিতে বলেন।

বঙ্গপুরোধ্যাসী অর্ঘনীয়
ডাক্তার রায়,

বাংলার কোল হ'তে চ'লে আসতে হয়তো বাধ্যই হ'তে বসেছি। আমার খোঁজাপাতা আজ ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। থাকবার মতন অন্ততঃ দেড়-দু' হাজার বিঘা জমি পেয়ে উঠলুম না। গরীব আমি, অর্থও নেই, সঙ্গতিও নেই। বলতে ইচ্ছা করে, জানাবার আর কেউ নাই। তাই জানাচ্ছি নিজ হাতে লিখেই—জানাবার ক্ষুধায়। প্রার্থনা করি তাঁর কাছে—বাংলার প্রত্যেক বিশেষের বৈশিষ্ট্য-অনুপাতিক পরিপালন, পরিপোষণে,—মহান ঐক্যসঙ্গীতিতে তাঁতে সার্থক হয়ে উঠুন।

দীন
শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

৯-১১-৪৮ তারিখে শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদাকে (হালদার) লেখেনঃ—
শরৎদা!

আপনার চিঠি পেলাম। খেপুর ফ্যারিঞ্জাইটিস্ ও স্বরভঙ্গের কথা শুনে বড়ই উৎকণ্ঠায় দিন যাপন করছি। ভাল ডাক্তারের বিহিত বিধানে, যথোপযুক্ত সেবা-পরিচর্য্যায় যাতে ও তাড়াতাড়ি সুস্থ হ'য়ে উঠতে পারে—তার ব্যবস্থা হ'লে এবং ওর আরোগ্য সংবাদ পেলে আমি একটু সোয়াস্তি পাই। আমার সামনে থাকলে সাধ্যমতো চেষ্টা করতে পারি—তাতে অবান্তর অবাধ্য উদ্বেগ খানিকটা

সীমায়িত হয়। যাহোক আপনারা ওখানে আছেন—তার সুস্থির জন্য আপনারা সক্রিয় ও সচেষ্ট—এতেও আমি একটু মনে বল পাই।

আমার নিজের শরীর ভাল নয়—দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছি।

আপনারা খেপুর সস্নেহ তত্ত্বাবধানে আনন্দে আছেন জেনে ভাল লাগলো।

কাজকর্ম্মের সম্বন্ধে যা' লিখেছেন তাতে ভরসা হয় আপনাদের induction-এ (সঞ্চালনে) সকলেই সক্রিয় প্রবোধনায়, উদ্দাম আবেগে, তড়িৎ বেগে দীক্ষা, কৃষ্টিবান্ধব, Share-sale (শেয়ার বিক্রয়) ইত্যাদি যথাসময়ে যথারীতি আশানুরূপ করে তুলতেই পারবে।

পরমপিতা আপনাদের যথেষ্ট সময় ও সুযোগ দিলেন। আমরা যেন একতিলও সময় নষ্ট না করি। সময়-সমীক্ষ হ'য়ে সপারিপার্শ্বিক দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতা দশগুণ বাড়িয়ে তুলে কৃতকার্য্যতায় সমাসীন হই।

আপনি, কালিদাস, সুরেন, নরেনদা—সবাই ভাল আছেন তো?

খেপুর বাড়ীর সব কেমন?

আপনার বাড়ীর মা এখন একটু ভাল।

আপনারা সবাই আমার 'রাধাস্বামী' জানবেন। যারা চায় তাদের দেবেন।

ইতি—

আপনারই দীন

"আমি"

—ঃ সমাপ্ত ঃ—